

প্রথম প্রকাশ ১লা জানুয়ারী ১৩৬৭

'একাল সেকাল প্রকাশনী' প্রকাশক শ্রীপবিত্র কুমার মুখোপাধ্যায়, ১/১এ পদ্মপুকুর স্কোয়ার কলকাতা-৭০০ ০২৩ এবং শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ঘোষ 'দি শিবদুর্গা প্রিণ্টার্স' ৩২ বিডন রো কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।

শুক্লা-কে

মৃত্যুসংবাদ নাটকটির প্রেরণা 'সিঙ্গ'-এর একটি নাটক। আংশিকভাবে ঘটনাগত মিলও কিছু আছে। কিন্তু এর সমস্যা, অনুভব, চিন্তা, কল্পনা সম্পূর্ণ মৌলিক। কোন চরিত্রের দর্শনই সিঙ্গ-র সঙ্গে সাম্যে একাকার নয়। এই নাটকের 'আইডিয়া', 'ক্লাইমেট' এবং 'পার্সপেকটিভ' সম্পূর্ণ নিজস্ব বলেই নিঃসন্দেহে নাটকটির মৌলিকতা প্রমাণিত। তবুও নাটকের প্রেরণা সিঙ্গ-এর রচনাটির কাছে ঋণ সশ্রদ্ধভাবে স্বীকার্য।

স্বদেশী নক্‌শা নাটকটি প্রমথ চৌধুরীর 'রাম ও শ্যাম' গল্পটির কাছে ঋণি।

বর্তমান সংগ্রহের নাটকগুলি সময়ানুক্রমিকভাবে সাজানো নেই।. পাঠক যাতে কিছুটা বৈচিত্র্য অনুভব করেন—তার জন্যই নাটকসমূহ এভাবে রেখেছি।

নাট্যকার

মৃত্যুসংবাদ

১

[বসবার ঘর। টেবিলে ছড়ানো কতকগুলো কার্ডে বুলু নাম লিখে যাচ্ছে। অন্যদিকের কোনে অ্যাকুইরিয়ম। সন্ধ্যা। নাটকের প্রয়োজন মতো কিছু আসবাব থাকবে। সমস্ত মঞ্চটিতে বাস্তবের যথাযথ অনুকরণ না করে কিছুটা অর্থপূর্ণ ভাবে ভেঙেচুরে নাটকের ভাবগত চরিত্রের স্বপক্ষে বিন্যাস করলেই ভালো। একদল তরুণ এলোমেলো কথার গুঞ্জন তুলে ঘরে ঢুকল। তারা উচ্ছল কিন্তু উজ্জ্বল এবং বুদ্ধিদীপ্ত।]

অমল। এই যে বুলুদি, কার্ডগুলো লিখেছ ?

বুলু। না লিখে উপায় আছে ? কিচ্ছু হবে না তোমাদের দিয়ে। পরশু স্পোর্টস্, এখন নেমন্তন্নের কার্ড নিয়ে এলে ! কখন বিলি করবে, কখন আর সব কাজ করবে ? এত অপদার্থ হয়েছ না ! আমি দেখেছি, সুশান্তকে কাজের ভার দেওয়া মানেই কাজ পণ্ড করা।

সুশান্ত। প্রেসটা এত ভোগাবে কে জানত !

বুলু। তা অন্য প্রেসে দিলেই পারতে। ক-দিন বাদে আমার পরীক্ষা, এখন নিয়ে এলে একগাদা কার্ড—বুলুদি, নাম লিখে দাও। আর কাউকে দিয়ে করলেই হতো না ?

নরেন। প্রত্যেকবার যে তুমিই লিখে দাও। কাকে কাকে নেমন্তন্ন করতে হবে সে তুমিই ভালো বোঝ।

অশোক। তাছাড়া হাতের লেখা ভালো হলে এসব ঝামেলা একটু পোয়াতে হয়, বুলুদি।

বুলু। পরীক্ষার একটুও পড়া হচ্ছে না। বাবা মা বাড়িতে থাকলে তোমাদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করত। আমার পড়ার ঘরটা তোমাদের আপিস বানিয়ে তুলেছ !

অমল। জানো বুলুদি, সুবোধদাকে না, রেসে নাম দিতে ধরেছি। রাজীও হয়েছে।

বুলু। কেন ও লোকটাকে নিয়ে আবার লেগেছ? নেহাৎ আমার ভয়ে তোমাদের সঙ্গে রয়েছে, নয়তো এর ধারও ঘেঁসত না।

সুহাস। আসলে কিন্তু বেশ দম আছে সুবোধদার। যদি ভয় পাইয়ে দিতে পারে কেউ, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে ফার্স্ট হয়ে যাবে। সেবার মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে যখন বোমা ফাটল, হাজারখানেক লোককে বিদ্যুৎবেগে পিছনে ফেলে একেবার বাড়ি পৌঁছে গিয়েছিল।

বুলু। থামো তো। বয়সে বড়দের নিয়ে অত ইয়াকি করো না। তোমাদের ও কম ভালোবাসে না। (নাম লেখা কার্ডগুলো এগিয়ে দিল) এবার পেয়েছ তো? বাঁচলুম বাবা। আর কিচ্ছু নিয়ে আমাকে জ্বালাতে পারবে না। নিজেরা প্রাইজ কিনবে, যা যা করবার সব করবে। নাও কাটো সব, পালাও। বাব্বাঃ!

[ছেলেরা চলে যেতেই মাথাটা টেবিলে শুইয়ে একটু বিশ্রাম নিল বুলু। একটু পরে উঠে একটা বই টেনে বসতে যাবে, ফোন বেজে উঠল।]

হ্যালো···ও, পিসেমশাই? বাবা তো নেই এখানে, মীরাট গেছেন।···হ্যাঁ, মাকে নিয়েই গেছেন। নন্তুমামার ছোটমেয়ে রম্ভা, ওর বিয়ে।···আমি যাব কি করে? পরীক্ষা যে! এত বিশ্রী লাগে না।···কি বললে?···না না। মীরা খুব পড়ছে তাই না···না, ও পড়ে না!···ব্বাঃ, ভয় করবে কেন? একা আমার ভয় লাগে না। বাবার বন্ধু নীরেনকাকু—উনি রোজ আসেন। খারাপ লাগলে তোমাদের বাড়িতে চলে যাব। রেখে দি?···মীরাকে নিয়ে এস। এস কিন্তু। রেখে দিচ্ছি।

[দরজাটা ভেজিয়ে পড়তে বসল। দরজায় টোকা পড়ল। বিরক্ত মুখে শব্দ করে বইটা রাখল।]

বুলু। কে?

বাইরে। আমি···

বুলু। (মুখটা রেগে উঠল) এস।

[দরজা ঠেলে সুবোধ ঢুকল। সাতাশ-আঠাশ বয়স, শান্ত নিরীহ দেখতে। সম্প্রতি মুখে কেমন একটা অস্বস্তি। মুখটা রুমালে মুছল। ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।]

সুবোধ। তোমাকে বিরক্ত করলাম হয়তো···

বুলু। হয়তো নয়, করেছ। সবে একটু বইটা খুলেছি—

সুবোধ। ভাবছিলুম আসব না।

বুলু। তা নিজের ভাবনাটা পছন্দ হলো না যে। আচ্ছা, তোমার কথা কি ফুরোয় না? এতক্ষণ বকবক করে গেলে—

সুবোধ। বুলু, সবটা শুনলে তুমি আমার উপর এতটা রুক্ষ হতে না।

বুলু। এইতো একটু আগে পর্যন্ত তোমার এত কথা শুনলুম। আমি একটু পড়ব তো? সবাই মিলে যেন জোট পাকিয়ে আমাকে ফেল করাবার চেষ্টা করছ।

সুবোধ। তোমার কাছে আমি আসতুম না। নীরেনকাকুর বাড়িতেই তো গিয়েছিলাম। কিন্তু উনি তখন প্রচণ্ড মদ খেয়ে পাড়ার ছেলেদের বক্তৃতা করছিলেন। আমার দরকারটা বলতেই পারলাম না। চারদিকে এত অসুবিধে!

বুলু। কি এমন দরকার তোমার? অতক্ষণ গল্প করলে, তখন তো কই বললে না!

সুবোধ। ব্যাপারটা তার পরে ঘটেছে। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, আমাকে কেমন নার্ভাস দেখাচ্ছে?

বুলু। তুমি চিরকালই নার্ভাস। কি হয়েছে চটপট বল।

সুবোধ। বুলু, তোমাকে আমি ভালোবাসি। তাছাড়া আমাদের বিয়েও তোমার পরীক্ষার পরে হবে। তাই—

বুলু। তাই কি?

সুবোধ। তাই আমার কিছুই তোমার কাছে লুকোন ঠিক না। তুমি জানো, আমার একটু ভয় বেশি। সব রকমে ভয়: ভূতে,

ভালোবাসায়, ভগবানে।···ছোটবেলায় জলের ভয়ে সাঁতার অবধি শিখিনি। মনুমেন্টের উপর বাড়ির সব্বাই উঠেছে, আমি উঠিনি। হাওড়ার ব্রীজের রেলিং ধরে গঙ্গার দিকে তাকাতেও আমার ভয়। যখন আমার সাত বছর—

বুলু। তোমার সাত বছর থেকে সাতাশ বছরের আত্মজীবনী পরে আমি ধৈর্য ধরে শুনব। এখন তোমার কি হয়েছে বল।

সুবোধ। এখন এক কথায় আমি ভয় পেয়েছি।

বুলু। ভয় পেয়েছি! রোজই তো তুমি একটা না একটা ভয় পাচ্ছ; কথাটা বলতে লজ্জা করে না?

সুবোধ। তোমার কাছে কোনো লজ্জা নেই আমার। তোমাদের বাড়ি থেকে রেল লাইনের পাশ দিয়ে হেঁটে একটা মজা ডোবার ধার দিয়ে আমাদের বাড়ি যেতে পথটা রাত্তিরে কি নির্জন জান তো। তুমি তো গেছ ও পথ দিয়ে। ডোবাটার পাশে মনে আছে, একটা ঝোপ-মতো রয়েছে? আমি ওর কাছ দিয়ে যেতেই একটা লোক যেন ডুকরে কেঁদে উঠল। আমাকে দেখে ছায়ামূর্তির মতো একটা গাছের আড়ালে লুকোল।

বুলু। তারপর?

সুবোধ। তারপর আমি এক ছুটে নীরেনকাকুর বাড়ি, সেখান থেকে এখানে।

বুলু। বীরত্বের দেখছি অন্ত নেই! মনের ভয়ে কিছু ভুল দ্যাখনি তো?

সুবোধ। কান্নাও যে শুনলুম, কানেরও কি ভুল হবে? তবে ঠিক কান্না নয়, যেন হাঁপাচ্ছে। মনে হলো যেন অসুস্থ। বোধহয় গোঙাচ্ছিল···

বুলু। ভালো করে দেখলে না পর্যন্ত!

সুবোধ। ভয় পেয়ে গেলুম যে! সাত বছর বয়সে টাইফয়েডে ভোগার পর থেকে ভয়টা আমার রোগ হয়ে উঠেছে, বুলু।

বুলু। আশ্চর্য! হয়তো একটা লোক অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে।

সুবোধ। না-ও তো হতে পারে।

বুলু। সেটা তো বোঝা উচিত তোমার। বুঝলে, জীবনে কিছুটা সাহস অন্তত দরকার।

সুবোধ। কিন্তু অসুস্থ কেউ না হয়ে আর কিছু হলে কি ভয়ানক ঝুঁকি ভাব?

বুলু। (অসহায়) একটু পৌরুষ নেই তোমার?

সুবোধ। যদি বেঁচে থাকি পৌরুষ না থাকলেও পুরুষ তো থাকব। বীরের মতো দুদিন বাঁচার থেকে ভীতু হয়েও বহুদিন বাঁচতে আমার ভালো লাগে।

বুলু। তা কি করতে চাও এখন? এখানে বসে থাকবে আর ভয়ের কাঁদুনি গাইবে?

সুবোধ। দ্যাখ বুলু, আমাদের যখন বিয়েই হবে, তোমাকে আমি কিছু লুকোতে চাই না। তাছাড়া আমার এই জীবনের একটা দামও তো আছে। আমার এখন একা ফেরা ঠিক নয়। তাই নীরেনকাকুর কাছে গিয়েছিলাম, ওঁর কাছে সব খুলে বলতাম। উনি তো অনেকবার সুইসাইড করতে চেয়েছেন, আমাকে এগিয়ে দিতে পারতেন।

বুলু। ব্বাঃ!

সুবোধ। দ্যাখ, ভয়ও একটা রোগ, আমার রোগটা আছে বলে তুমি কি আমাকে তাড়িয়ে দেবে; এ তো পাপ নয়, দোষ নয়, রোগ। একদিন হাসপাতালে বুলু, তোমার মতো একটি মেয়েকে অসুস্থ দেখে আমার বুকটা ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল; আমি মনে মনে কেবল বলছিলাম, কোনো অসুখ যেন তোমাকে না ছোঁয়। এত ভয় করছিল···ভাবলাম চিরকাল তোমাকে আমি আগলে রাখব, আমার এই ভয় যেন কোনো-কালে না ভাঙে। এই ভয়টাও তো ভালোবাসা, বুলু।

[দরজা দিয়ে নীরেনকাকু ঢুকলেন। প্রৌঢ়। মুখটা বিষণ্ণ এবং

বিদগ্ধ। এঁর এক এক সময় সরল এবং শিশুর মতো। ওঁর পকেট থেকে একটা মদের বোতল উঁকি দিচ্ছে। চোখে মুখে মদ্যপানের আমেজ।]

নীরেন। বুলু, তোমার বাবা চিঠি দিয়েছেন একটা—দু-এক দিনের মধ্যেই আসবেন। তুমি চিঠি পেয়েছ ?

বুলু। (গম্ভীর) পেয়েছি।

নীরেন। এই যে সুবোধ, তোমাকে আমার জানলার কাছে যেন উঁকি মারতে দেখলুম '

সুবোধ। হ্যাঁ, আপনি কয়েকজনকে ধরে কি যেন বোঝাচ্ছিলেন তাই চলে এলুম

নীরেন। ইয়েস। বলছিলাম, পৃথিবীর চারদিকটা গর্ত-গর্ত হয়ে আছে, সো মেনি হোলস্ ইভন্ দ্য স্কাই হ্যাজ হোলস্। তাছাড়া —(বুলুকে) কিন্তু বুলু যেন গম্ভীর হয়ে আছ। তোমার জিভ আর বাতাস তো বন্ধ থাকে না। কি হয়েছে বল তো ?

বুলু। তোমার সঙ্গে আমি কোনোদিন কথা বলব না কাকু।

নীরেন। বাব্বা! আমার অপরাধ ?

বুলু। তুমি আবার মদ খাচ্ছ ? বললে না আর খাবে না।

নীরেন। কি করব ? খেয়েছি বলে কি আর আমি একটুও বদলেছি ? তাছাড়া একেবারে খাব না এ শপথ কি আর করা যায় রে।

বুলু। ঠিক আছে, খাও। মরে যাও। আমরা সবাই নিষেধ করছি— না শুনলে যদি তোমার পুণ্য হয়, পুণ্য জমা কর।

নীরেন। (মুখটা বিষণ্ণ হলো) পুণ্য দিয়ে আমার কি হবে রে ? কিছু পাপ জমা থাকলে তবু না হয় ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স হতো।

বুলু। আজেবাজে বোক না তো। একদিকে তোমার প্রলাপ অন্য-দিকে এই লোকটির ভয়ের বিলাপ। মাঝখানে থেকে আমার অবস্থাটা ভাবো।

নীরেন। কিসে আবার ভয় পেলে হে, সুবোধ ?

সুবোধ। নীরেনকাকু, একা বাড়ি ফেরা আমার ঠিক হবে না।

নীরেন। কেন বল তো ?

সুবোধ। রেল লাইন ছাড়িয়ে নির্জন ঝোপটার কাছে ছায়ামূর্তির মতো একটা লোককে বসে থাকতে দেখেছি। হাঁপাচ্ছে। ব্যাপারটা ভৌতিক, এত আনক্যানি। এত—

বুলু। থামো তো তুমি, হয়তো কেউ অসুস্থ হয়ে ঝোপের কাছে পড়ে রয়েছে, তোমার উচিত ছিল ব্যাপারটা বোঝা। এমন কিছু তো লোকটা করেনি যাতে তুমি ভয় পেতে পার। বরঞ্চ লোকটাই হয়তো ভয় পেয়ে লুকিয়েছে।

নীরেন। চল না আমরা দুজনে দেখে আসি।

বুলু। কি আশ্চর্য, ও একটা পুরুষমানুষ—একা যাবার সাহস নেই ? কেন ? মেয়ে হয়ে আমার যে সাহস রয়েছে—

সুবোধ। তুমি বললে আমি যেতে পারি। কিন্তু যদি এর একটা ব্যাড কনসিকোয়েন্স হয়—

বুলু। যেতে হবে না তোমাকে। ভয়, ভয় আর ভয়। এত বিশ্রী লাগে আমার !

নীরেন। লোকটাকে কি আহত দেখলে ?

সুবোধ। কিছুই দেখিনি জানেন, সময় পাই নি।

বুলু। শুনলে ?

নীরেন। না, না, ও জায়গাটা সত্যি-সত্যিই খারাপ। এত নির্জন, অনেক সময় শুনেছি ওখানে খুনটুনও পর্যন্ত হয়েছে। কোনো আহত লোক যদি সত্যি-সত্যি পড়ে থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের একটা দায়িত্ব থেকে যাচ্ছে। পৃথিবীটাকে মারাত্মক শূন্য মনে হলেও আমি ভাবি, নিশ্চয়ই আমার একটা বড় কাজ বাকি আছে, একটা মিশন—নয়তো বেঁচে আছি কেন ? হয়তো এই লোকটিকে বাঁচানই আমার সেই বড় কাজ। বরঞ্চ আমিই দেখে আসি।

বুলু। লজ্জা হয় না তোমার ? বাষট্টি বছরের কাকু যাচ্ছে সাহস করে, আর তুমি কাঁপছ ?

সুবোধ। ঠিক আছে আপনি বসুন না, নীরেনকাকু, আমিই যাচ্ছি।

নীরেন। কি দরকার, আমিই তো—

সুবোধ। যাচ্ছি, কিন্তু ফিরব কি না জানি না।

নীরেন। সুবোধ—

[বিদ্যুৎবেগে সুবোধ বেরিয়ে গেল, নীরেনবাবু বাধা দিতে গিয়ে কোটটা ধরতে কোটটা খুলে ওঁর হাতেই ধরা রইল।]

নীরেন। কেন ক্ষেপিয়ে দিলি ওকে ? একে নার্ভাস। ঝোঁকের মাথায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল। আমিও যাচ্ছি, বুলু। দেখি আবার—

বুলু। চল, আমিও যাই তোমার সঙ্গে।

নীরেন। যাবি ? তবে টর্চটা সঙ্গে নিয়ে নে। আর তোর বাবার বন্দুকটা।

বুলু। কিন্তু কার্তুজ তো নেই—

নীরেন। কেবল বন্দুকের চেহারাটা সঙ্গে থাকলেই অনেকটা কাজ দেবে।

[দরজা খুলে সুবোধ ঢুকল। চারদিকে কি খুঁজল, হঠাৎ কোটটা পেয়ে দ্রুত গায়ে পরে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। ওরা অবাক।]

নীরেন। সুবোধকে কেমন অদ্ভুত লাগল না ?

বুলু। তাই তো মনে হচ্ছে· দাঁড়াও বন্দুকটা নিয়ে আসি—

[বুলু ভিতরে গেল। নীরেনবাবু প্যাণ্টের পকেট থেকে ছোট্ট একটা মদের বোতল বের করে দু-একটা চুমুক খেলেন।]

নীরেন। ভার্চু ইজ এ পেয়ার অফ প্যাণ্টস্, য্যু ড্রপ দেম হোয়েন য্যু গেট এ চান্স।

[বুলু একটা টর্চ আর বন্দুক নিয়ে ঢুকল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সুবোধও ঢুকল। মুখটা অস্থির। বুলুর হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিল।]

বুলু। কী আরম্ভ করেছ, সুবোধ ! বন্দুক নিয়ে কি করবে ? এতে গুলি নেই।

সুবোধ। বন্দুকটাই যথেষ্ট। বুঝলেন, নীরেনকাকু, লোকটা না, আমার থেকেও ভীতু। তাই আমার সাহসটা যেন দশ গুণ হয়ে উঠেছে। লোকটা বুলু, তোমাদের পোলট্রির খাঁচার কাছে

গুঁড়ি মেরে কিছু করছিল—নিশ্চয়ই মুরগী চুরির ব্যাপার : আমাকে দেখেই এক পাশে লুকোল। এবার গিয়ে সোজা বন্দুকের নল বুকে ঠেকিয়ে এখানে নিয়ে আসব। আমার মধ্যে সাহস আসছে। দারুণ ভালো লাগছে!

নীরেন। আমরাও তো যাচ্ছিলাম—

সুবোধ। কেউ যাবেন না। আমার যে সাহস আছে, আমি যে কিছু পারি তা বুলু, তোমাকে প্রমাণ করে দেখাতে চাই। আমি যাচ্ছি। লোকটা হয়তো এর মধ্যে পালাবে। আমি যে দেখতে পেয়েছি তা জানতে দিইনি। আসছি। এক্ষুনি যাব আর আসব। তোমরা বস।

[সুবোধ বেরিয়ে গেল।]

নীরেন। ছেলেটা কোনো কাণ্ড করে না বসে। বুলু, ওর ভেতরে একটা কোমল সৌন্দর্য আছে। একটু ভীতু বলে ওকে আঘাত দিস নে।

বুলু। এক-এক সময় গা জ্বলে যায়। সবাই ওকে নিয়ে হাসে।

নীরেন। তুই কেবল হাসিস না। ও তোকে ভালোবাসে রে। ভালোবাসা অনেক ক্ষমা চায়। ভালোবাসা একটা ডাক্তারি বিদ্যে, অনেক মেয়ে এটা বোঝে না।

[বাইরে থেকে একটা চিৎকার শোনা গেল—"বুলু!" মঞ্চে ওরা সন্ত্রস্ত হয়ে বেরুবার জন্য এগিয়েই পিছুতে লাগল। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, প্যাণ্ট, বুস শার্ট, বুট পায়ে মলিন চেহারার একটি ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সের লোক সুবোধের কলার ধরে প্রায় ঝুলিয়ে ঘরের ভিতরে টেনে আনছিল। লোকটার হাতে সুবোধের বন্দুক। ঘরে এনে সুবোধকে ছেড়ে দিল।]

নীরেন। কি হলো, সুবোধ!

সুবোধ। আমি পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলুম, সেই সুযোগে এই খুনীটা এসে নেকড়ের মতো—

লোকটি। ('খুনী' শব্দটা শুনেই ভাঙা তীব্রকণ্ঠে) চুপ! (দু-হাতে নিজের

মুখটা যেন আঁচড়ে আঁচড়ে মুছল) কে বলেছে আমি খুনী? আমার হাতে রক্ত লেগে নেই, সঙ্গে ছুরি নেই! কিন্তু, কিন্তু কি করে আমি আমার বিষাক্ত স্মৃতি থেকে রক্ত মুছে ফেলব? কি করে আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যের ভয়ঙ্কর বাঘটার কামড় থেকে বাঁচব? তাকান আমার দিকে, তাকান আপনারা—কী ভীষণ ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছি আমি: কী ভীষণ ভেঙে-চুরে গেছি! ভয়ানক উঁচুতে ঈশ্বরের হাত থেকে একটা কাচের লণ্ঠনের মতো মাটিতে পড়ে গেছি। উঃ, পতনের কী ভীষণ শব্দ! আলোর শিখাটা ময়লা কাদা মেখে, বাতাসের খোঁচা খেয়ে, পায়ের নোংরা সব চাপে কি ভীষণ অসহায়! বুঝবেন না, আপনারা কেউ বুঝবেন না—

সুবোধ। কথার জাল ছড়াচ্ছে লোকটা, আসলে একটা ডাকাত।

লোকটি। আমি কক্ষনো ডাকাত নই। যদি হতে পারতুম—যদি ডাকাতের মতো একটা লাঠির আঘাতে ঐ চাঁদটাকে গুঁড়িয়ে দিতে পারতাম, নিজের ছায়াটার বুকে চেপে বসে যদি তার শ্বাসরোধ করে দিতে পারতাম, যদি হাতের রেখাগুলোকে টেনে তুলে অন্যরকমভাবে সাজাতে পারতাম! আমি পারি না, কিচ্ছু পারি না আমি, কিচ্ছু পারি না।

নীরেন। আমাদের এই ছোট্ট শহরটায় আগে আপনাকে দেখেছি বলে তো মনে হয় না।

লোকটি। আমি এই প্রথম এসেছি। (হঠাৎ কি মনে করে দ্রুত উঠে দরজাটা বন্ধ করে এসে জড়োসড়ো হয়ে বসল) এত গরম তবু যেন শীত-শীত করছে।

বুলু। দরজা বন্ধ করলেন কেন?

লোকটি। এমনি। (তারপর কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো বুলুর দিকে তাকিয়ে থেকে, চোখ বুজে মুখটা বুকের দিকে ঝুলিয়ে দিল) আশ্চর্য, আমি বাঁচব

না ! (মুখ তুলে বুলুর দিকে আবার তাকাল) আপনার মুখের উপর দিয়ে, চোখের মণির মধ্য দিয়ে আমি একটা প্রজাপতি উড়ে যেতে দেখলাম। এইমাত্র আপনার ঘাড়ের উপর বসল। কানে, গালে, কপালে, শাড়িতে, জামায়, পায়ে কি ভীষণ উড়ছে ! কি অদ্ভুত রঙ, কি আশ্চর্য পাখা ! আমি মরে যাব।

[লোকটা টেবিলে মাথা নুইয়ে রাখল।]

বুলু। কি আবোলতাবোল বকছেন আপনি ?

সুবোধ। মাথার গণ্ডগোল বুঝতে পারছ না ? বুলু, তুমি ভিতরে যাও, আমরা যাচ্ছি। চল, তোমাকে ভিতর-ঘরে এগিয়ে দি।

বুলু। অত অস্থির হয়ো না তো।

নীরেন। (লোকটিকে) এই যে শুনুন—

সুবোধ। ফেইণ্ট হয়ে গেল নাকি রে বাবা !

বুলু। শুনুন, কথা বলছেন না কেন ?

নীরেন। কোনো একটা ব্যাপারে সম্ভবত ওর ভেতরটা নাড়া খেয়েছে। আমার সব সময় মনে হয় আমার কিছু একটা করার আছে, একটা মিশন, বোধহয় এই লোকটিকে দেখাই আমার সেই কাজ। একে এক্ষুনি ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

সুবোধ। অদ্ভুত একটা ঝামেলা বয়ে নিয়ে এলুম দেখছি।

নীরেন। ঝামেলাটা আমার। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

বুলু। জিগ্যেস কর না কাকু, কি হয়েছে ওঁর ?

নীরেন। কাকে জিগ্যেস করব। কথাই তো বলছে না।

লোকটি। (তাকাল) আবার, আবার সেই প্রজাপতিটা, আপনার চিবুকের কালো তিলটার উপর বসে ডানা নাড়ছে।

সুবোধ। এ ঘরে প্রজাপতি দেখার মতো দিব্যদৃষ্টি তো আমাদের নেই। আমার মনে হয় ড্রিংক করেছে লোকটা। বুলু এসো মাথায় জল ঢেলে দি। ঠিক হয়ে যাবে।

নীরেন। প্রজাপতি দেখছেন কোথায় ?

লোকটি। আমি জানি আপনারা অবাক হবেন। মাঝে মাঝে আমার

মনে হয় আমার মাথার মধ্য থেকে একটা রঙিন উজ্জ্বল প্রজাপতি বেরিয়ে গেছে, আর একটা ভীমরুল সেখানে ঢুকে অহরহ হুল ফোটাচ্ছে, কামড়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে পোকাটা আমার হৃৎপিণ্ডটাও ফুটো করে দেবে। আমি মরে যাব তখন। (চুপ করে তাকাল)⋯ আর ঐ প্রজাপতিটাকে জানেন, আমি হঠাৎ উড়তে দেখি, কখনো কারুর মুখে-চোখে, কখনো-কখনো জ্যোৎস্নার মধ্যে, ফুলের বাগানে, ভোরের রোদের মধ্যে, আকাশের নীলচে রঙে, এমন কি বজ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দের মধ্যেও আমার ওই প্রজাপতিটাকে উড়তে দেখি। বিশ্বাস হয় না, না ?

সুবোধ। কেন হবে না। আপনার এখন মাথার যা অবস্থা তাতে আপনি প্রজাপতির বদলে যদি চড়ুই দেখেন, বা চামচিকে কিংবা প্যাঁচা—যা দেখেন তাই সম্ভব মনে হবে।

[দরজায় কড়া নড়তেই লোকটি চমকে উঠল।]

লোকটি। দরজা খুলবেন না। আমি না দেখেই বলে দিচ্ছি ও পুলিশের লোক। আপনারা আমাকে কোথাও লুকিয়ে রাখুন। বিশ্বাস করুন, ওরা আমাকে ধরে নিয়ে যাবে।

নীরেন। দাঁড়ান, আমি দেখছি। (জানালা দিয়ে তাকিয়ে) কে ? ও হরি ? তুই যা, আমি একটু বাদে যাচ্ছি। (ফিরে এসে) আমার মালিক বলতে পারেন। ও-ই আমার রান্নাবান্না করে দেয়, দেখাশোনা করে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নিরীহ লোক। কোনো ভয় নেই আপনার।

বুলু। কিন্তু আপনি এত পুলিশে ভয় পাচ্ছেন কেন ?

লোকটি। নিশ্চয়ই কারণ আছে।

সুবোধ। আপনাকে এখানে আশ্রয় দিয়ে তো দেখছি আমরাই বিপদে পড়ে যাব। আপনাকে খুনী, চোর কিংবা ডাকাত বললে চটে যাচ্ছেন, কিন্তু এ সবের কিছু না হলে পুলিশে ভয় হবে কেন ? পুলিশের কাছ থেকে নিশ্চয়ই টাকা ধার করে পালান নি ?

নীরেন। আপনি আমাদের বলুন, কি হয়েছে আপনার, কোনো ভয় নেই, আমরা আপনাকে বোঝবার চেষ্টা করব।

লোকটি। বলা সম্ভব নয়। ভাবলে আমার সমস্ত অস্তিত্ব কাঁটা দিয়ে ওঠে। মনে হয় একটা ক্ষিপ্ত ভয়ংকর কালো বেড়াল রক্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়ে কামড়ে যাচ্ছে। রাত্তির হলে অন্ধকারটা হাতুড়ীর মতো বুকে ঘা দিতে থাকে। আমার পাপের ক্ষমা নেই। কী ভয়ংকর অপরাধ করেছি আমি!

বুলু। কি করেছেন বলুন না, কোন ভয় নেই আপনার।

সুবোধ। বুলু যখন বলছে তখন বলুন না।

নীরেন। বলে ফেলুন, আমরা আপনাকে বুঝতে চেষ্টা করব।

লোকটি। আমি···আমি·· মানে·· উঃ! অসহ্য লাগছে আমার। আমি আমার বাবাকে খুন করে পালিয়েছি।

সুবোধ। বাবাকে খুন করেছেন? আর কি লোক পেলেন না।

বুলু। কি করেছিলেন উনি?

লোকটি। কিছু না। প্রচণ্ড ভালোবাসতেন আমাকে।

সুবোধ। তাহলে তো খুবই দোষ করেছেন, বলতে হবে।

নীরেন। হঠাৎ আপনাকে রাগিয়ে দিয়েছিলেন বোধ হয়?

লোকটি। বিন্দুমাত্র নয়।

সুবোধ। তবে নিশ্চয়ই আপনার বাবার মধ্যে আপনি কোনো দোষ দেখতে পেয়েছিলেন?

লোকটি। একটুকুও না। এত ভালো লোক সচরাচর দেখতে পাবেন না। আমার মা নেই। বাবার মতো কেউ আমাকে এত ভালোবাসতেন না।

বুলু। এত ভালোবাসতেন আপনাকে তবু তাকে খুন করলেন?

লোকটি। উপায় ছিল না, জানেন—এ ছাড়া কোনো পথ ছিল না আমার। একটা দুঃস্বপ্নের অন্ধকার আমাকে তাড়া করছিল। বাবা ঘুমিয়ে ছিলেন, হাতের কাছে কিছু না পেয়ে কয়লা-ভাঙার হাতুড়িটা তুলে নিয়েছিলাম। তারপর বাবার শান্ত

উদাসীন নিরুদ্বেগ ঘুমন্ত মাথাটায় চোখ বুজে ভীষণ জোরে ঘা মারলুম। ব্যাস্, সব শেষ! উঃ, কি ভয়ানক দৃশ্য! ফিনকি দেওয়া রক্ত! আমি যত ছুটছি, মনে হচ্ছে ঐ রক্তও আমার পিছনে ছুটছে। জানেন, ঐ ভয়ংকর রক্তের ফোঁটা এসে এই বন্ধ দরজায় আঘাত করতে পারে? বাবার সেই আর্ত শেষ চিৎকার এই দেয়াল ফুটো করে বজ্রপাতের মতো আমাকে পুড়িয়ে দিতে পারে!

সুবোধ। আপনি তো তাহলে দেখছি বর্ন-ক্রিমিন্যাল। আপনার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে পৃথিবীর একটা জঘন্য প্রাণী দেখছি। মানুষকে অকারণ একটা চড় মারাই পাপ—আর আপনি পৃথিবীর সব থেকে আপন নিজের বাবাকে—

লোকটি। দেখুন, বাবা নিজেরই হয়।

নীরেন। বাবার উপর এত ভালোবাসা আপনার, অথচ এমন কাণ্ড করলেন?

লোকটি। আমি কি চেয়েছি? উপায় ছিল না যে। এই পৃথিবীটার উপর প্রচণ্ড রাগ আমার। প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমি অসহ্য। কিছু হই নি, হলো না, হতে পারব না। ভালোবাসিনি, ভালোবাসেওনি কেউ। মাথার মধ্যে ভিমরুলটা অসহ্য কামড়াচ্ছে, ক্রমশঃ হৃৎপিণ্ডটাও ফুটো করে ফেলবে। প্রজাপতিটা, আমার প্রজাপতিটা কোথায় পালালো? এই পৃথিবীতে আমি না এলেই কত ভালো ছিল। আমার বাবা, মা এরাই তো আমাকে অনর্থক নিয়ে এল। পৃথিবী কি নিষ্ঠুর খেলা খেলছে আমাকে নিয়ে। আমার বাবাই তো দায়ী। মা থাকলে তাঁকেও দায়ী করতাম। আমি মরে যেতে পারতাম—বাবা আমাকে ঘিরে রেখে রেখে বাঁচিয়ে রেখেছে আরও ভয়াবহ অস্তিত্বের অগ্নিকাণ্ডে আমাকে দিনরাত পোড়াবে বলে। বাবা, আমার বাবাই সব অস্বস্তির মূলে। ওই প্রৌঢ় লোকটি স্নেহের ছাতা ধরে আমাকে বধ্যভূমির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি ভাবতে-ভাবতে অস্থির হয়ে যেতাম এক-একদিন। অসহ্য মুহূর্তে

প্রতিদিন মেরে ফেলতে চেয়েছি, পারিনি। শেষ পর্যন্ত পারলুম। আজ আমি মুক্ত, পৃথিবীর নিষ্ঠুরতার শোধ নিয়েছি।

বুলু। পৃথিবীর আর সব খুনীর থেকে কিন্তু আপনি আলাদা। খুনের মধ্য দিয়ে আপনি একটা অর্থ খুঁজতে চেয়েছেন, তাই না?

লোকটি। ঠিক বলেছেন আপনি। তা ছাড়া আমি আমার বাবাকে ছাড়া আর কাকে মারতে পারি? আমার আপন লোক ছাড়া কাকেই বা মারবার অধিকার আছে আমার?

[চারদিক ভুলে গিয়ে পকেট থেকে মদ বের করে কয়েক চুমুক খেলেন নীরেনবাবু। একটু হাঁটলেন। দ্রুত বোতলটা পকেটে লুকোলেন। উত্তেজনা অনুভব করছেন তিনি।]

নীরেন। কেবল বাবা নয়, আমাদের উচিত সমবেত আত্মহত্যা। যারা অর্থহীন তারা একটা বিরাট উৎসবের মতো করে মরবে। আমিও কয়েকবার মরতে চেয়েছি, বুঝলেন? কিন্তু আশ্চর্য-ভাবে বেঁচে গিয়েছি। শেষবার বিষ খেলাম, তারপর একটা চৌবাচ্চার ওপর দাঁড়িয়ে বাথরুমের কড়িকাঠে দড়ি ঝুলিয়ে গলায় পরলুম। তাতেও যদি বেঁচে যাই এই ভয়ে নিজেকে গুলি করে ঝুলে পড়েছিলাম। কিন্তু কি জানেন? আফিংয়ের বিষ, গলায় দড়ি আর বন্দুকের গুলি এই তিনের আক্রমণেও মরলাম না।

লোকটি। বেঁচে গেলেন!

নীরেন। পুরোপুরি। প্রথমত, গুলিটা গিয়ে ফসকে ঝোলান দড়িটাতে লাগল। ছিঁড়ে চৌবাচ্চার জলে পড়লুম। আর জলে বিষের ক্রিয়া লোপ পেল।

লোকটি। আশ্চর্য তো!

নীরেন। আজও আমার মরে যাবার ইচ্ছে লোপ পাইনি। তাহলেও বেঁচে গিয়ে বিশ্বাস হয়েছে কি একটা কাজ আমার করা বাকি আছে—একটা মিশন, একটা মিশন নিশ্চয়ই রয়ে গেছে। আপনাকে পেয়ে মনে হলো আমি ঠিক লোক

পেয়েছি, যে সমস্ত বুকে ভালোবাসা রেখেও বাবাকে মেরে পৃথিবীতে তার জন্মগত শাস্তির শোধ নিতে পারে সেই তো প্রকৃত বীর। আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বীরকে দেখতে পাচ্ছি আপনার মধ্যে। কি বলিস বুলু ?

বুলু। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি কাকু। আপনার মধ্যে কত বড় একজন বীর বাস করছে আপনি জানেন না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যুদ্ধে আপনি জিতেছেন। আপনার আচরণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ঘটনা।

সুবোধ। তোমরা এ সব কি বলছ, বুলু ? নীরেনকাকু, বুলু—কি বলছ তোমরা ?

লোকটি। আপনারা ঠিকই বলেছেন, আমি এক মহৎ কাজ করেছি। কেবল অনুশোচনা আমাকে একটু পীড়া দিচ্ছিল। এখন মনে হচ্ছে, আমার ভেতরের ভিমরুলটা আর তেমন কামড়াচ্ছে না। কী চমৎকার জ্যোৎস্না দেখছি ঐ জানলার বাইরে ! জ্যোৎস্নার মধ্যে আমার মাথার মধ্য থেকে পালিয়ে যাওয়া সেই প্রজাপতিটাকে যেন উড়তে দেখছি ! কাউকে ভয় করি না আমি। কেবল একটা টিকটিকি ছাড়া।

বুলু। টিকটিকিকে ভয় ! কেন ?

লোকটি। আমি যখন বাবাকে মারতে যাচ্ছিলাম, বাবার মাথার উপরের দেয়ালে একটা টিকটিকি সোজা আমার দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করছিল। আমি বাবার মাথায় ঘা দিতেই ওটা বিদ্যুৎবেগে পালিয়ে কড়ি-বরগার মধ্যে হারিয়ে গেল। ঐ সাক্ষী টিক-টিকিটা বোধহয় আমাকে খুঁজছে, বোধহয় আমাকে দেখলে মানুষের মতো 'খুনী ! খুনী !' বলে চিৎকার করে উঠবে।

নীরেন। কাউকে ভয় নেই আপনার। ঐ টিকটিকিটাও মানুষের শ্রেষ্ঠ কীর্তি দেখেছে। মানুষের প্রবলতম বিদ্রোহে ও অবাক হয়েছে। আপনি বুঝতে পারছেন না।

বুলু। সত্যি, আপনার মধ্য দিয়েই পৃথিবীর প্রথম বিদ্রোহের জন্ম হলো।

সুবোধ। বুলু, আমি তোমাদের যেন চিনতে পারছি না। তোমরা আমাকে চিনতে পারছ? একজন খুনীকে নিয়ে তোমরা কি সব আরম্ভ করলে, বল তো?

নীরেন। (আবার মদ খেলেন) তুমি জীবনের এই বিশাল রহস্য বুঝবে না সুবোধ। এর ভাষা বুঝবে না, আচরণ বুঝবে না—তোমার মূর্খতা তোমার আশীর্বাদ! ঈশ্বর করুন, এই দুঃসহ আগুন যেন তোমার কাছ থেকে দূরে থাকে।

সুবোধ। কিছু বুঝতে পারছি না আমি। বুলু একটু বাইরের হাওয়ায় চল না—দেখবে আবার সব আগের মতো হয়ে যাবে। লোকটা একটা ম্যাজিশিয়ান, হিপ্নোটিজম্ জানে—তোমরা দুজনেই মেসম্যারাইজড্ হয়েছ। চলে এসো বাইরে।

নীরেন। একটা হিপ্নোটিক স্পেলই তো চাইছিলুম হে। একজন ম্যাজিশিয়ানের অপেক্ষাই তো করছিলুম—যে শূন্যের থেকে ফুল এনে দেখাবে, অন্ধকারে হাত ঢুকিয়ে পায়রা এনে হাজির করবে, যাদুদণ্ডের একটু নাড়ায় এই পরিচিত পৃথিবীর বোধগুলোকে অথর্ব করে আর একটা আচ্ছন্ন পৃথিবী জাগিয়ে তুলবে। ভাবতে তোমার ভালো লাগছে না সুবোধ? তোমরা ভুলে গেছ আমি বলতাম, দ্য আর্থ ইজ ফুল অফ হোলস্, ইভন্ দ্য স্কাই হ্যাজ হোলস্, আর সেই গর্তের মধ্য থেকে বাঘের মতো এই মানুষটি বেরিয়ে এসেছে। উই হ্যাভ গট আওয়ার হিরো। আমরা আমাদের নায়ককে পেয়ে গেছি।

সুবোধ। পাপকে আপনি সমর্থন করছেন?

নীরেন। পাপ! কী বলছ তুমি? মানুষ—মানুষ যখন ঈশ্বরকে হত্যা করল, তখনই মানুষ প্রথম বিশুদ্ধ রক্ত দেখেছে। ঈশ্বর হত্যার ছুরি মানুষের আবিষ্কৃত শ্রেষ্ঠতম অস্ত্র। এ হত্যা কি পাপ? ঈশ্বরের পরেই পিতা দ্বিতীয় শহীদ—যে আমাদের এই অনিচ্ছুক জন্মের অন্যতম কারণ। সত্যিকারের হিরো ছাড়া এই হত্যা সম্ভব নয়।

সুবোধ। আমি একটু বাইরে যাই, বুলু। চারিদিকের বাতাসে আমি কেমন বদলে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে, খানিকক্ষণ এখানে থাকলে আমিও কি রকম একটা বক্তৃতা-ফক্তৃতা দিতে আরম্ভ করব। হয়তো চারতলা থেকে একতলা কতটা নিচু মাপবার জন্যে ফিতে হাতে ছাদ থেকে রাস্তায় হাসিমুখে লাফ দিয়ে বসব। ছাখো, চেনাশুনো পৃথিবীটা আমার কাছে খারাপ লাগে না, বুলু, কেবল তোমরা বদলে গেলেই ভয় করে; সব কিছু যদি খারাপ লাগতে আরম্ভ করে?

বুলু। সারাজীবন তোমার কেবল ভয়, ভয় আর ভয়।

লোকটি। আচ্ছা, হঠাৎ যদি পুলিশ আসে?

নীরেন। কে জানবে আপনি এখানে আছেন?

লোকটি। কেন, সেই টিকটিকিটা।

বুলু। ভয় নেই, টিকটিকি এতদূর পথ চিনে আসতে পারবে না।

সুবোধ। উঃ! আমি একটু বাইরেই দাঁড়াই। এক-এক সময় মনে হয় পরিষ্কার বাতাসের থেকে বড় আত্মীয় কেউ নেই।

[সুবোধ আস্তে আস্তে চলে গেল।]

নীরেন। বুলু, একটা কাজ করা যাক—হরি তো খাবার জন্য আমাকে তাড়া দিয়ে গেল। আমি বরঞ্চ ওকে দায়িত্বমুক্ত করে আসি। উনি তো এখানেই থাকছেন, আমিও না হয় তোদের বাড়িতেই থেকে যাব। কিংবা আমার বাড়িতেও ওঁকে নিয়ে যেতে পারি।

লোকটি। এখানে দোষ কি? মনে হচ্ছে আমি ঠিক জায়গায় এসেছি। (বুলুকে) আমি আপনাদের এই ঘরটায় থাকলে আপনার কি খুব অসুবিধে হবে?

বুলু। না, না। এত বড় বাড়িটা তো আমাদের কাজেই লাগে না।

নীরেন। আমি তাহলে ঘুরে আসছি।

বুলু। তাড়াতাড়ি এস কাকু।

নীরেন। আসব। তুই ওঁর থাকবার ব্যবস্থা করে দিস।

[নীরেনবাবু চলে যান।]

লোকটি। (জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে) কী চমৎকার বাতাস। জানেন, আগে ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগলেই ভয় করত। মনে হতো ভবিষ্যতের কালো-কালো জঙ্গল থেকে হিম একটা বাতাস আমার আত্মার মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

বুলু। আর এখন ?

লোকটি। এখন আমার ভালো লাগছে। বাইরে জ্যোৎস্নায় আমার সেই প্রজাপতিটা উড়ছে। (বুলুর দিকে তাকিয়ে) কী আশ্চর্য, এখন আপনার মুখের উপর উড়ছে। আপনার জামা-কাপড়ের মধ্যে লুকোচ্ছে—কি মজার একটা খেলা চলছে। আপনাকে আমার ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে।

বুলু। (একটু চকিত দ্রুত গলায়) আপনি হাতমুখটা একটু ধুয়ে নেবেন না ? খেয়ে নিন না, নিশ্চয়ই ক্ষিধে পেয়েছে ?

লোকটি। বেশ ক্ষিধে। আটদিন ধরে কেবল হাঁটছি আর হাঁটছি, কখনও লুকিয়ে বেড়িয়েছি। মানুষ দেখলে চমকে উঠেছি। ভয় পেয়েছি।

বুলু। আমাকে ভয় করছে না, আমিও তো মানুষ।

লোকটি। একদম না। মজা কি জানেন, আমি যেমন একজন খুনী হতে পারি, তেমনি একটা ছোট্ট শিশুও হতে পারি। আপনাকে দেখে এখন আমার শক্ত হাত-পা বালকের মতো লাগছে। চোখে মুখে কৈশোরের নরম রোদ্দুর এসে পড়ছে, ঘাস ফুলের উপর উড়ে বেড়ান ফড়িংগুলো যেন আমাকে খেলায় ডাকছে। আমি কোনো ভালোবাসা পাইনি, অথচ ওই ভালোবাসা ভীষণ দরকার আমাদের, ভীষণ—। একটি মনের মতো মেয়ে অনেক পারে জানেন, অনেক পারে।

বুলু। কাউকে ভালোবাসেন নি আপনি ?

লোকটি। আপনাকে ছাড়া কাউকে ভালোবাসিনি আমি।

বুলু। (বিব্রত) আমাকে ভালোবাসার সময় পেলেন কই ?

লোকটি। একটা মৃত্যু হতে যেমন এক মুহূর্তও লাগে না, একটা

ভালোবাসার জন্মেও তাই। এক-এক রকম ভালোবাসা আছে জন্মেই হাজার বছর বয়স পেয়ে যায়। অসম্পূর্ণ, অপরিণত ভালোবাসা ধীরে ধীরে বড় হয়, বয়স পায়,—আমি আসলে আপনাকে ভালোবেসে গেছি না দেখেই এখন দেখা হতেই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ হলো।

বুলু। আপনি অদ্ভুত-অদ্ভুত ভাবেন তো!

লোকটি। কিন্তু সত্যি ভাবি। বিশ্বাস করছেন না, তাই না?

বুলু। বিশ্বাস করব না কেন?

লোকটি। বিশ্বাস করলেও মানতে পারছেন না তো? জানি এইই হয়, তা না হলে সেই বিশ্রী ভয়ংকর ভীমরুলটা আমাকে অমন জ্বালাবে কেন? আমি যেদিন মরে যাব একটা কাগজে অনেককে মৃত্যুর জন্য দায়ী করে যাব।

বুলু। আমাকে?

লোকটি। আপনাকে ছাড়াও অনেককে। অনেক কিছুকে। ছোটবেলায় একটা চড়ুই পাখিকে ধরে রঙ করে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। সেটাকেও আর দেখিনি। দেখলে ভালো লাগত। আমার এখন কিচ্ছু ভালো লাগে না যে। আমার মরে যাবার জন্য ঐ চড়ুইটাও দায়ী। আপনি আমাকে বাঁচাতে পারেন। আমার বাঁচতে এত ভালো লাগে। আমি বাঁচতে জানি বলেই এত ভুগি, ভুল করি, পাপ করি, বোকা হই, ধূর্ত হই, খুনী হই। আমার দু-হাতের মধ্যে আপনার মুখটা ছুঁয়ে থাকলে আপনি হয়তো একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখবেন। আমার বাজে চেহারাটা দেববালকের মতো হয়ে যাবে। গলার স্বর চমৎকার, গায়ের ময়লা জামাকাপড় স্বর্গের উজ্জ্বল পোশাকে ঝলমল করে উঠবে। আমার মন যেখানে ছিটিয়ে দেবেন, ফুলের বীজের মতো বাগান গড়ে দেবে। চোখে যা ছোঁব ঝাঁক ঝাঁক পাখি হয়ে যাবে, আঙুলগুলো যাতে লাগবে ভোরের রোদ আর জ্যোৎস্নায় চিকচিক করে উঠবে। আমাকে একটা সুন্দর

ম্যাজিকঅলা মনে হবে। দারুণ লাগবে।···আমাকে ভালোবাসবেন ?

বুলু। দেখুন, আপনি হাতমুখটা ধুয়ে খেয়ে নিন। ক্লান্ত হয়ে আছেন তো, জুতো খুলে ফেলুন।

লোকটি। খুলছি। (খুলল) আপনি খুউব ভালো। খুব। যা বলি, একটুও রেগে যান না।

বুলু। আমার সঙ্গে আসুন, স্নানের ঘরটা দেখিয়ে দিই।

[বুলুর পিছনে পিছনে লোকটি বাইরে চলে গেল। মুহূর্তকাল পরে সুবোধ ঢুকলো। বুলুও ফিরে এল।]

সুবোধ। বুলু, আমার মনটা আশ্চর্য খারাপ লাগছে।

বুলু। কেন ?

সুবোধ। ঐ লোকটি তোমাকে যে সব কথা বলছিল, আমি শুনতে পেয়েছি।

বুলু। (বিস্মিত) তার মানে তুমি লুকিয়ে-লুকিয়ে শুনছিলে ? ছি ছি।

সুবোধ। কিন্তু শোনবার জন্যে লুকোইনি। একটা পাগল লোকের কাছে তোমাকে একলা রাখার কথাই ভাবতে পারিনি—তাই বারান্দা থেকে ওই জানলাটা দিয়ে চোখ রেখেছিলাম। সব কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। লোকটি তোমাকে ভালোবাসার কথা বলছিল। বিশ্বাস কর বুলু, আমার এত খারাপ লাগছিল। ভিতরটা এত জ্বলছিল, আমি পারছিলুম না।

বুলু। ভালোবাসার কথা তুমি বল না ?

সুবোধ। বলি, কিন্তু লোকটা এত সুন্দর করে বলল। আমার পোজ এত খারাপ, আমি যে ভালো কথা বলতে পারি না। শোনো, ঐ লোকটা যা বলল, তা আসলে আমার মনের কথা। অবিকল আমার মনের কথা। তোমার বিশ্বাস হয় ?

বুলু। হয়।

সুবোধ। (খুশী) তুমি খুব ভালো বুলু। আমার খুব ভালো লাগছে। এখন ওই লোকটার উপর হিংসে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে,

আমি যা বলতে চাই তোমাকে, তাই বলে লোকটা আমার এ্যাসিস্ট্যাণ্টএর কাজ করবে।···আই অ্যাম সো নোব্‌ল। কিন্তু ভয় হয়, ধীরে ধীরে যদি ওকেই তোমার ভালো লেগে যায়?

বুলু। একটা মানুষকে ভালোলাগায় দোষ কি?

সুবোধ। না বুলু, ভালোবাসার ব্যাপারে আমি খুব রক্ষণশীল। আসলে আমি নোবল্‌-টোব্‌ল নই। ছাখো, ও যাই বলুক, তুমি শুনো না। তুমি ওকে খুব স্নেহ দেখিও না।···আমি···আমার খুব খারাপ লাগে···আমাদের বিয়ে হবে···কী যে দুর্ভাগ্য··· কোত্থেকে যে লোকটা এল! এত অদ্ভুত না সব···

[স্নানের ঘর থেকে একটা বালতি পড়ার শব্দ হলো, ওরা চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বালতি হাতে, মাথায় চুল ভেজা, সামনের দিকে ছড়িয়ে পড়া চুল, লোকটি উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঢুকল। সমস্ত মুখে সাবানের ফেনা।]

বুলু। কি হলো?

লোকটি। একটা বিরাট ক্ষতি হয়েছে আমার। বিশাল ক্ষতি।

সুবোধ। কি ক্ষতি হয়েছে, বলুন না?

লোকটি। আপনারা বুঝবেন না হয়তো।

বুলু। আপনি বলুন।

লোকটি। মাথায় জল ঢালতে গিয়ে মনে হলো আমার একটা দরকারী জিনিস চুরি হয়েছে। আমার নিজের নামটা চুরি হয়ে গেছে। এই আটদিনের মধ্যে। সেদিনও আমার মনে ছিল। অথচ এক্ষুনি কিছুতেই মনে আনতে পারছি না···কিছুতেই না দাঁড়ান, আমার ঝোলা ব্যাগটার ডায়েরিটায় নামটা লেখা থাকতে পারে···ওখানে আমার নাম আমি প্রায়ই লিখতাম। (ডায়েরি বের করল। পাতা উল্টোল) কী কাণ্ড, চশমাটা আবার বাথরুমে ফেলে এসেছি বোধহয়। (বুলুকে দিয়ে) আপনি দেখুন তো— প্রথম দিকের পাতায়?

বুলু। (পাতা উল্টে) হ্যাঁ, অনেকগুলো নাম রয়েছে···পর পর অনেকগুলো।

লোকটি। পড়ুন তো। নামটা যদি পেয়ে যাই। প্রথম নামটা পড়ুন।

বুলু। শাণ্টু।

লোকটি। আমার নাম নয়। আমার ছোটবেলার নাম। ঐ ছেলেটা, বুঝলেন, ঐ ছেলেটাই চড়ুই পাখিটাকে রঙ করে আকাশে উড়িয়ে দিয়েছিল। পরে কি নাম আছে?

বুলু। সুন্দর।

লোকটি। সুন্দর! ওটা বোধ হয় নাম নয়, বুঝলেন, মনে হচ্ছে ঐ কথাটা আমি সারাজীবন ধরে উচ্চারণ করতে চেয়েছিলাম। পারিনি। কী দুরূহ শব্দ, কী ভীষণ ভারী শব্দ, চারিদিকে এত কাঁটা!

বুলু। খোকা। আপনার নাম?

লোকটি। আমার বাবা ডাকতেন, মা-ও। ওঁরা তো কেউ নেই।

বুলু। তারপর কোনো নাম নেই, কতকগুলো শব্দ, পড়া শক্ত। (চেষ্টা করে) বোঝা যাচ্ছে না।

লোকটি। বুঝতে পেরেছি। ঐ লেখাগুলো ক্রমশঃ অস্পষ্ট হচ্ছে, রোজই অস্পষ্ট হচ্ছে। আমরা ধরে রাখতে পারি না, পারব না। সত্যি সত্যি তাহলে আমার নাম চুরি গেছে!

সুবোধ। কি আশ্চর্য বাজে বকছেন? নিজের নাম মনে নেই?

লোকটি। কী ভয়ানক হারিয়ে গেছি আমি, বুঝুন। লস্টনেস! হারিয়ে যাওয়া কি ভয়ানক ব্যাধি···কি হবে আমার!

বুলু। একটা কাজ করুন। হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে নিন। তারপরে ঘুমোন। দেখবেন, সকালবেলা সব মনে পড়বে।

লোকটি। আর যদি না মনে পড়ে?

সুবোধ। আর যদি না মনে পড়ে, আমরা সবাই মিলে আপনার একটা নামকরণ করব। বেশ ভালো নাম।

লোকটি। আপনাদের দেওয়া নামে কি হবে আমার?

বুলু। আপনি যান। ঠিক মনে পড়বে দেখবেন।

[লোকটি বিমর্ষ এবং চিন্তিতভাবে স্নানের ঘরে চলে গেল।]

বুলু। (সহানুভূতি নিয়ে) আহা, আমার কেমন মায়া হয়।

সুবোধ। হা ঈশ্বর! দেখছি পাগলের ওপরই তোমার টান বেশি। যদি পাগল হতে পারতাম···হুঁ, বোধহয় হচ্ছি।

[সুবোধ অসহায়, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ধীরে পর্দা নামে।]

২

[সেই ঘর। পরদিন ভোর। লোকটি খাটে শুয়ে। জানালায় কয়েকজন কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলেদের দেখা গেল। তারা আগের দৃশ্যের ছেলেরা। সুহাস, অমল, সুশান্ত, নরেন, অশোক। দরজা ঠেলে আস্তে ঢুকল। লোকটিকে দেখতে লাগল। ওদের চোখে মুখে ফুটেছে চাপা বিস্ময় এবং গর্ব।]

সুহাস। চ্—চ্—ঘুমুচ্ছে। যে লোকটি ক-দিন আগে নিজের বাবাকে খুন করেছে সে ঘুমোয় কেমন করে?

অমল। বুলুদি বলছিল, সাতদিন নাকি ঘুমোয়নি।

সুশান্ত। উই শুড নট ডিস্ট্রার্ব হিম। লেট দ্য টায়ার্ড সোল স্লিপ।

অশোক। লোকটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রেবেল, অন্যতম বিদ্রোহী।

নরেন। পুলিশ খবর পেলে কিন্তু একেই জেলে ঢোকাবে।

অশোক। জঁা জেনেকে তো প্যারিসের পুলিশ খুন-জোচ্চুরির দায়ে প্রাণদণ্ডাদেশ দিলো, অথচ সার্ত্র তাঁকেই বললেন—সেন্ট জেনে, ঋষি জেনে। দিস ইজ দ্য ওয়ার্ল্ড।

অমল। চুপ। নড়ছে। দ্যাখ, ওঁর রুমালটায় কিসের দাগ?

নরেন। বোধহয় রক্ত।

সুশান্ত। চল পরে আসব।

সুহাস। হ্যাঁ, তাই চল। হঠাৎ জেগে উঠে আমাদের দেখলে কোনো খারাপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

[ওরা পা টিপে টিপে বেরিয়ে যাবার আগেই লোকটি হঠাৎ জেগে উঠল। তাকাল।]

লোকটি। কে! কে?

[ওরা ফিরল। বিব্রত।]

সুহাস। আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।

লোকটি। কেন?

অশোক। বুলুদি থাকলে সব বুঝিয়ে বলতেন। বুলুদি, মানে যাঁদের বাড়িতে আপনি থাকছেন—

নরেন। উনি আমাদের বুলুদি।

লোকটি। তাতে কি বোঝাল?

নরেন। (ঘাবড়ে গিয়ে) না, তাই—

অমল। আপনার সব ব্যাপার আমরা জানি তো—

লোকটি। (চমকে) কি জানেন আপনারা?

অশোক। জানি মানে, বুলুদি বলেছেন আর কি—

সুহাস। আমাদের যুবসম্প্রদায়ের ভাইস-প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন বুলুদি। উনি আমাদের বলেছেন, আপনি আশ্চর্য বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

সুশান্ত। সমস্ত পৃথিবীটা বামন হয়ে যাচ্ছে, আমরা তাই একজন জায়ান্টকে দেখতে এসেছি।

অমল। আপনার কথা আমরা দলের বাইরে কাউকে বলব না।

লোকটি। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে কেমন একটা হৈ চৈ হচ্ছে না?

অশোক। কিচ্ছু হৈ চৈ হবে না—আপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন।

লোকটি। পারি?

সুহাস। পারেন।

লোকটি। আচ্ছা, এখানে আয়না আছে?

[সকলে এলোমেলো খোঁজে।]

নরেন। ওই তো!

[লোকটি আয়নার কাছে গিয়ে মুখ দেখতে লাগল। হাত-পা, সমস্ত শরীরটা। ফিরল। চোখ-মুখ তখন খুশীতে চকচক করছে।]

লোকটি। কি চমৎকার বদলে যাচ্ছি আমি! এ ক'দিনে আমার চামড়ায় একটা জঘন্য ভয় ফুটে উঠেছিল। মনে হতো আমার সারা গায়ে কাদা, বিশ্রী কাদা। এখন দেখুন, ঘুমের মধ্যে কে

যেন আমাকে নতুন চামড়া পরিয়ে দিয়েছে। দুটো চোখ এত ঝকঝকে, যেন কেউ কেচে রেখেছে। এত হাল্‌কা লাগছে, যেন উড়তে পারি। জানেন দেবদূতেরা এ জন্যই উড়তে পারে—অ্যানজেলের ছবি দেখবেন,—ডানা লাগান রয়েছে।

সুশান্ত। নিজের বাবাকে খুন করে একটা মানুষ যে দেবদূত হয়ে যেতে পারে তার দৃষ্টান্ত আপনি। পৃথিবীর ভ্যালুস্‌ কী দ্রুত বদলাচ্ছে!

অশোক। বিশ্বাস করুন—আপনাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হলো। আমাদের মধ্যে এত ভয়, এত সংস্কার, এত অসম্পূর্ণতা···

লোকটি। কিন্তু দেখুন, আমরা কোনোকালেই সম্পূর্ণ হতে পারব না। আর সম্ভব নয়। আমাদের বৃত্তটা গোল হয়ে উঠবেনা আর। ছোটবেলাতেই কেবল কম্পাসে পেন্সিল পরিয়ে বৃত্ত এঁকেছি। এখন আর বৃত্ত আঁকা যাবে না। সার্কেল আর স্ট্রেট লাইন —এই দুটো আঁকার জন্যেই তো আমাদের জীবন। ঠিক বলি নি?

নরেন। আশ্চর্য বলেছেন। বড় দামী কথা।

অমল। আপনি আমাদের কাছে থাকুন। আপনাকে পেলে আমাদের অনেক উপকার হবে।

লোকটি। কিন্তু কি হবে আমাকে দিয়ে? -আমি যে কিছু হতে চাইছি না। আমার যে কোনো উদ্দেশ্য নেই। কোথায় যেন পড়েছিলাম—কিংবা হ্যাল্যুসিনেশন কিংবা আমার জীবনেই একটা ঘটনা ঘটেছিল—আমি একটা ট্রেনের কামরায় বসে আছি, পাশে মাত্র একটি লোক। কাঁধে ঝোলা, চোখে নিরাকার দৃষ্টি, মাথায় বিপর্যস্ত চুল। সে কামরায় আর কোনো লোক উঠছিল না। উকি দিচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে অন্য কামরায় যাচ্ছে। আমার ভয় করছিল। হঠাৎ লোকটি বলল, 'এ কামরায় আর কেউ উঠবে না, আমাকে দেখে

পালাচ্ছে।' জিজ্ঞেস করলাম,—'কেন?' বলল, 'আসলে আমি ক্যানিবাল, নরখাদক। আপনি যেই ঘুমুবেন আমি আপনাকে খেয়ে ফেলব।' 'আমাকে খেয়ে ফেলবেন'—হেসে উঠলাম। মনে হল লোকটার বোধহয় মাথা খারাপ। কিন্তু আশ্চর্য, লোকটা ঝোলা থেকে নানান রকম মশলার শিশি পাশে নামিয়ে রাখতে লাগল। বলল, 'এসব দিয়ে খাব, আগে ঘুমোন। ঘুমুলে মাংসটা নরম হয় তো'—বলে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। হঠাৎ আমার মনে হলো, এই লোকটারও তো একটা ইচ্ছে আছে, লোভ আছে, উদ্দেশ্য আছে, অথচ আমার নেই। এত ভয়ানক খারাপ লাগছিল। একটা নতুন ধরনের ইস্কুল করতে চেয়েছিলাম, হল না··· কিচ্ছু হবে না আমার। একটু আগেও ভালো লাগছিল, আবার বিষণ্ন লাগছে, দারুণ।

অশোক। এই বিষণ্নতাই পৃথিবীর স্থায়ী জলবায়ু, তাই না?

লোকটি। আমি বুঝি না। আমরা ক্রমশঃ মূর্খ হই, মূর্খ হই। আপনারা যান, আমি এই আয়নাটার কাছে থাকব। আয়নাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রূপক।

সুহাস। ঠিক আছে আমরা যাচ্ছি। তবে যাবার আগে আমাদের বাড়ির এই ব্ল্যাকপ্রিন্সটা আপনাকে উপহার দিয়ে যাব। আমার দেখা প্রথম বীরকে আমার গাছের প্রথম গোলাপটা দিলাম।

[ফুলটি দিল।]

লোকটি। (অবাক) মানে আমাকে···? আমি···

অমল। আপনি নিজেকে চিনেও চিনতে পারছেন না। আমরা আপনাকে উঁচু করে তুলল।

অশোক। আপনার জন্য আমারও একটা প্রেজেন্টেশন আছে। আমার আঁকা এই ছবিখানা আপনি নিন। মাই ফেভারিট সাবজেক্ট, ক্লাউন—দ্য গ্রেট মার্টার।

[ছবিখানি দিল।]

সুশান্ত। আমার কবিতার বইখানার একখানি লুকোন কপি আপনাকে দিতে চাই—'পাতালের ঈশ্বরসমূহ'। পুলিশ বাকি সংখ্যাগুলো বাজেয়াপ্ত করেছে।

[বইখানা দিল।]

লোকটি। কিন্তু আমি···

সুহাস। আপনি আমাদের দেখা প্রথম হিরো। আমাদের শ্রদ্ধা আপনি ফিরিয়ে দেবেন না।

লোকটি। আমার মাথা কেমন ঘুরছে। এরকম অবস্থা কোনো কালে হবে ভাবি নি।

[বুলু ঢুকল। সকালের স্নান সেরেছে। ঝরঝরে দেখাচ্ছে।]

বুলু। এই যে পঞ্চপাণ্ডব—ঘুম না ভাঙতেই এসে তোমরা জ্বালাচ্ছ। চা পর্যন্ত খান নি উনি এখনো। (লোকটিকে) চা খাবেন না কফি ? ঘুমুচ্ছেন দেখে একবার এসে ফিরে গেছি। কফি আনি ?

লোকটি। যা খুশী।

বুলু। (ছেলেদের) এই তোমরাও খেয়ে যাবে কিন্তু।

সুশান্ত। আর একসময় হবে, বুলুদি। স্পোর্টস্‌এর প্রাইজগুলো কিনতে যাব।

নরেন। চলি।

বুলু। খুব কাজ দেখাচ্ছ।

[ওরা পাঁচজন চলে যেতে বুলু ফুলদানি সাজাতে লাগল।]

ঘুম হয়েছে ভালো ?

লোকটি। হ্যাঁ।

বুলু। এখন বেশ ভালো লাগছে ?

লোকটি। আপনি আসার পর বেশ লাগছে। একটু আগে হঠাৎ খারাপ লেগেছিল। অথচ ঘুম ভেঙে উঠে চমৎকার লাগছিল।···আচ্ছা, আয়না আপনার ভালো লাগে ?

বুলু। সব মেয়েদেরই লাগে। অনেক ছেলেরও লাগে।

লোকটি। অথচ মজা কি জানেন, আয়নায় মুখ দেখলে মনে হয় আমার মুখের মাপেরই ছায়া পড়েছে। কিন্তু সাবানের ফেনা দিয়ে ছায়াটার চারদিকে রেখা টেনে সরে দাঁড়ান, দেখবেন ছায়াটা কত ছোট। হাসি পাবে।

বুলু। মেপে দেখিনি। আপনি অনেক কিছু লক্ষ্য করেন তো?

লোকটি। আমার কিছু করার নেই কিনা।

বুলু। (ফুলদানিতে ফুল সাজাতে সাজাতে) আপনার কিছু জানি না কিন্তু। কি করেন, কি নাম, কোথায় থাকেন···

লোকটি। আমার নিজের নামটি এখনও মনে পড়ছে না। কিছু করতে ইচ্ছে করছে না। একটা ইস্কুল করতে চেয়েছিলাম··· আসলে সেই ভীমরুলটাই আমার শত্রু।

বুলু। দেখবেন ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

লোকটি। আপনাকে দেখলেই সেই প্রজাপতিটাকে মনে পড়ে। আপনাকে ছুঁয়ে দিতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, কাউকে ছুঁয়ে না দিলে আমাদের গড়ন হয় না। জন্মেই একবার মাটি ছুঁতে হয়। তারপর আর একবার ছোঁয়ার দরকার হয়, সে নারী। যে পায় না, সে অস্পৃশ্য থাকে।

বুলু। আসলে ছুঁতে হয় মনটাকে।

লোকটি। একটা সময় আসে যখন নিজের দশটা আঙুলে দশ সহস্র মন এসে কাঁপতে থাকে। আর যে শরীরটা ছোঁব তার সবখানেও মন, আর মন। আকাশের যে দিকে তাকান কেবল চাঁদটা চোখে পড়বে। এক-এক সময় দেহের যে দিকে তাকাবেন মনটা চাঁদের মতো সব দিকে ভাসতে থাকে।

বুলু। আপনি চমৎকার বলেন।

লোকটি। আমার অনেক অভাব যে। কথার জন্মই তো অভাব থেকে, শূন্যতা থেকে।

বুলু। ঐ ফুল-ছবি-বই ওরা আপনাকে প্রেজেন্ট করল, না?

লোকটি। হ্যাঁ, আমাকে এসব দেওয়ার কোনো মানে হয় না।

বুলু। আমি কিন্তু আপনাকে কিছুই দিই নি।

লোকটি। অথচ আপনার মুঠো ভর্তি অনেক কিছু।

বুলু। আমি খুব সাধারণ একজন মেয়ে।

লোকটি। তার বেশি আর কি হওয়া যায় বলুন তো?

বুলু। আপনার মতো যদি ভাবতে পারতাম! যদি আপনার মতো অসাধারণ বীরের মতো মন হতো—যাদের মনে নির্মম শক্তি, অথচ আসলে কোমল, তাদের আমার দারুণ ভালো লাগে। আমাদের উপরের ঘরে বাবার একটা বন্দুক হাতে শিকারের ছবি আছে—আমি তাকিয়ে থাকি মাঝে মাঝে। দেখে মনে হয়, কি কঠিন! অথচ এলে কথা বলে দেখবেন, মাটির মানুষ। আপনি শিকার জানেন?

লোকটি। না।

বুলু। কাল স্পোর্টস হবে। আপনাকেও নাম দিতে হবে কিন্তু।

লোকটি। কোনোদিন নাম দিই নি, পারি না আমি।

বুলু। ঠিক পারবেন। আমরা হাততালি দিয়ে দৌড়ে আপনাকে জিতিয়ে দেব।

লোকটি। জেতার পর?

বুলু। বেশ ভালো লাগবে।

লোকটি। আমার বাবা বেঁচে থাকলে, আমি স্পোর্টস্‌এ নাম দিয়েছি শুনলে অবাক হতেন। ভাবতেই পারতেন না। খুশী হতেন খুব। আচ্ছা, আমাকে আপনার ভালো লাগে?

বুলু। খারাপ লাগবে কেন?

লোকটি। আমি যদি চিরকাল এখানে থেকে যাই?

বুলু। থাকুন না।

লোকটি। কিন্তু পুলিশের লোক তো আমাকে ছাড়বে না। ছদ্মবেশে গোয়েন্দা সব সময় ঘুরছে, হঠাৎ দেখবেন ধরে নিয়ে যাবে।

বুলু। আমরা ছাড়া কেউ জানেই না, পুলিশ খবরই পাবে না।

[সুবোধ ঢুকলো। ওদের কথা বলতে দেখে কেমন অস্বস্তি বোধ করল। মুখটা অসহায়ের মতো হল।]

সুবোধ। ও, কথা বলছ তোমরা? ঘুরে আসব একটু?

বুলু। ঘুরে আর আসবে কোত্থেকে, বস। আমি বরঞ্চ কিছু চা আর খাবার করে নিয়ে আসি।

সুবোধ। আমি নীরেনকাকুর কাছ থেকে আসছি, তোমাকে একবার ডেকেছেন উনি—একবার টুক করে ঘুরে এস না।

বুলু। আমি সারাদিন এই করি। চা-টা খেয়ে একটু পড়তে বসব ভেবেছিলাম।

সুবোধ। ক্লাবের স্পোর্টস, হৈ চৈ···দু একটা দিন কি আর বই-টই পড়া হবে। তাছাড়া দিনরাত গল্পই তো করছ।

বুলু। কোথায় আবার গল্প করতে দেখলে?

সুবোধ। না, মানে তোমার স্বভাবের কথা বলছি।

বুলু। আমার স্বভাব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

[একটু রেগে চলে গেল।]

সুবোধ। (চেষ্টা করে হেসে) দেখতে পেলেন, আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনটা বেশ মিষ্টি ঝগড়া করে কেটে যাবে। নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝতে পারছেন আমাদের বিয়ে হবে? বুঝলেন, বিয়ের মতো ভালো জিনিস নেই। এত পবিত্র, এত আন্তরিক, এত ইয়ে···

লোকটি। আপনাদের বিয়ে হবে আমি জানতুম না।

সুবোধ। আমাদের বিয়ে হলে আপনার ভালো লাগবে না?

লোকটি। না।

সুবোধ। কেন?

লোকটি। আমার কিছুই ভালো লাগে না।

সুবোধ। ও।···দেখুন, আপনাকে একা আমার একটু দরকার ছিল। বুলুর অ্যাবসেন্সে কয়েকটা কথা বলব আপনাকে। (কাতর ভঙ্গিতে) আপনি, কেবল আপনিই আমাকে বাঁচাতে পারেন।

আসলে কি জানেন, আমি ভীষণ ভালোবাসি, ওকে, কিন্তু মুগ্ধ করতে পারি না। 'সাহস নেই, মনের জোর নেই, চেহারাও তেমন একটা কিছু নয়'। আর একদম কথা বলতে পারি না। সিনেমা হলে খুব করুণ একটা জায়গায় হঠাৎ কেউ হেঁচে ফেললে সবাই যেমন বিরক্ত হয়, বুলুর সঙ্গে সিরিয়াস্‌লি ইমোশনাল কিছু বলতে গিয়ে হাঁচির মতো বেয়াড়া কিছু বোকার মতো বলে ফেলি। অথচ আপনি কি চমকার কথা বলেন !

লোকটি। আমায় কি করতে হবে তাহলে ?

সুবোধ। আপনি একটু কম কথা বলবেন। ও অবশ্য আপনাকে খোঁচাবে। কথা শুনতে তো ও ভালোবাসে।

লোকটি। আমি কি করব তখন ?

সুবোধ। আপনি চুপ করে থাকবেন। না, বরঞ্চ বিরক্ত হবেন।

লোকটি। আমি মিথ্যে-মিথ্যে কিছু পারি না।

সুবোধ। কিন্তু আপনাকে পারতে হবে, আমার খাতিরে।

লোকটি। আপনাকে আমি খাতির করব কেন ?

সুবোধ। এত বেয়াড়া কথা বলেন না আপনি। আপনি কি আমাকে বাঁচাবেন না ? আমাদের যে বিয়ে হবে !

লোকটি। তাতে আমার কি ?

সুবোধ। আপনার ? আপনার কি বলুন তো ? জেরা করলে আমি কেমন ভড়কে যাই। কপালে ঘাম হয়, কথা হারিয়ে ফেলি। সত্যি, আমাদের বিয়ে হলে আপনার কি ?

লোকটি। আমার কিচ্ছু না।

সুবোধ। হ্যাঁ, আপনার কিচ্ছু না—অথচ আমার কিছু, মানে অনেক কিছু। সেইজন্যেই আপনি আমাকে হেল্প করুন। নীরেন-কাকুর সঙ্গে এ নিয়ে আমি কথা বলেছি। উনি আমাকে স্নেহ করেন খুব। সে সব পরে বলব। আসলে, সত্যি কথাটা বলেই ফেলি, আমার একটা অসুখ আছে—মানে ভয়।

ভয়টা আমার রোগ। আমার ভয় হয়, ধীরে ধীরে বুলু আপনাকে ভালোবাসছে। বাসবেই। কারণ আছে। আমার বাবাও নেই যে আপনার মতো খুন করব। মা আছেন, এত ভালো না, খুন করব ভাবাই যায় না। তাছাড়া বাবা থাকলেই বা কি হতো? এত বয়স হয়েছে তো, তবু আমি বাবাকে মনে হলে একটু একটু কাঁদি। ধ্যাৎ, আপনার তুলনায় আমি এত বাজে, এত অপদার্থ...

লোকটি। দেখুন, আমার কি রকম খারাপ লাগছে। আপনারও খারাপ লাগছে নিশ্চয়ই?

সুবোধ। খুব।

লোকটি। এ রকম হলে, আমি একটা কাজ করতাম। বেলুন কিনে ফোলাতাম। আর চোখ বুজে, পায়ে চাপ দিয়ে হঠাৎ ফাটিয়েই চমকে উঠতাম!

সুবোধ। আপনাকে বেলুন কিনে এনে দেব? অনেক বেলুন?

লোকটি। খুব ভালো হয়। নানা রঙের আনবেন। গোল মতো। লম্বা একরকম আছে, বিশ্রী—ওটা দেখলেই আমার গা ঘিনঘিন করে।

সুবোধ। গায়ে ছবির ছাপ দেওয়া?

লোকটি। না, কেবল রঙ।

সুবোধ। বেশ, এনে দিচ্ছি। শুনুন, তাহলে আপনি বুলুকে ছেড়ে দিন। বাবার সব সম্পত্তির আমি মালিক। আমি আপনাকে সারাজীবন বেলুন পাঠিয়ে দেব, যত চান। কেবল আপনি এখান থেকে চলে যান। আপনি থাকলে আমার সব ভেস্তে যাবে। বুলু চলে গেলে আর আমার কি থাকে বলুন তো?

লোকটি। আমি যাব কেন? কোথায় যাব আমি?

সুবোধ। যদি না যান, আমাদের বিয়ের আগে দিনকতক একটু ঘুরে আসুন না হয়, মানে যদ্দিন আমাদের বিয়েটা না হয়

তদ্দিন আর কি ! যখনই খারাপ লাগবে বেলুন ফাটাবেন। যত বেলুন লাগে, কথা দিচ্ছি, আমি কিনে দেব আপনাকে। তবে দেখুন, প্রত্যেক মুহূর্তে যদি বেলুন ফাটাতে থাকেন, সে বেলুন কেনার সাধ্য স্বয়ং জনসনেরও নেই; আপনি একটু কম-কম মন খারাপ করবেন, কম-কম বেলুন ফাটাবেন।

লোকটি। কিন্তু ঐ মেয়েটি ছাড়া আমার আর কোনো আকর্ষণ নেই এখানে। বিশ্বাস করুন, আমার সেই হারিয়ে যাওয়া প্রজাপতিটা ওর মধ্যে উড়ে বেড়ায়। ওর চোখ, মুখ, জামা কাপড় সব কিছুর মধ্যে। সারাজীবন ওর মধ্যে প্রজাপতিটা বালকের মতো খুঁজতে ইচ্ছে করে।

সুবোধ। বালকের মতো ? এ বালক তো খুব সুবিধের নয়। অশ্লীল ! এতক্ষণ আপনাকে যা বললুম, কিছুরই ফল হলো না দেখছি। আপনি যদি কিছুই না শোনেন, আমি কিন্তু ভিনডিক্‌টিভ হয়ে যাব। আমি সোজা পুলিশে খবর দেব।

লোকটি। পুলিশ ! জানেন, পুলিশে আমার ভীষণ বিরক্তি ? আপনি আমাকে বিরক্ত করবেন কেন ?

সুবোধ। আপনি যে আমাকে জ্বালাতে জ্বালাতে ছাই করতে চলেছেন।

লোকটি। কি আশ্চর্য ! কোথায় ছিলেন আপনি ? বেমালুম আমার জীবনে বিরক্তিকর ভাবে জুড়ে যাচ্ছেন।

সুবোধ। আপনাকেও কি আমি শাঁখ বাজিয়ে তোরণ সাজিয়ে ডেকে এনেছি ? আমার মশারির মধ্যে মশার মতো ঘুরছেন, ভন্‌ভনিয়ে জ্বালাচ্ছেন। আপনি না পালালে আমি নিশ্চিত পুলিশে খবর দেব।

[নীরেনকাকু ঢুকলেন।]

এই যে নীরেনকাকু এসেছেন। কতরকম বোঝালুম ওঁকে, অথচ বিন্দুমাত্র নড়তে চাইছেন না।

নীরেন। দরকার কি নড়বার ?

সুবোধ। আশ্চর্য! সমস্ত সকালটা আপনাকে কি বোঝালুম! আপনি তো তখন আমার কথায় সায় দিয়ে গেলেন; আর এখন আবার ওর পক্ষে চলে যাচ্ছেন?

নীরেন। তোমার কথায় সায় না দিলে তুমিই কি নড়তে?

সুবোধ। তাই বলে আমাকে মিথ্যে-মিথ্যে সান্ত্বনা দেবেন?

নীরেন। কিছুই মিথ্যে বলিনি সুবোধ। কেবল তাড়াহুড়ো করতে চাই না আমি। সব সময়ে মনে হয়, কি একটা কাজ আছে আমার। একটা মিশন। ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দাও।

(লোকটিকে) তারপর, কেমন ঘুম হয়েছিল আপনার?

লোকটি। ভালো।

নীরেন। আপনার নাম মনে পড়েছে? আত্মীয়স্বজন কারুর কথা।

লোকটি: না।

নীরেন। এখানটা ভালো লাগছে?

লোকটি। কখনো কখনো।

নীরেন। কালকে স্পোর্টস্ হবে। দৌড়ে আপনার নাম রয়েছে, লং জাম্পেও—বুলু বলল।

লোকটি। শুনেছি।

নীরেন। আমাদের ক্লাবের ছেলেরা, বুলু—সকলেই কিন্তু আপনাকে মাথায় তুলে রেখেছে। ভেবে আপনার ভালো লাগছে না?

লোকটি। লাগছে। এক-এক সময় এত খারাপ লাগে আমার?

সুবোধ। বেলুন কিনে আনব?

নীরেন। বেলুন?

সুবোধ। হ্যাঁ, বেলুন।

নীরেন। বেলুন কি হবে?

সুবোধ। খারাপ লাগলে উনি বেলুন ফুলিয়ে পায়ের তলায় রেখে চোখ বুজে কাটান।

লোকটি। যদি বেলুন এনে দিতে পারেন, ভালো হয়।

সুবোধ। ঠিক আছে, নিয়ে আসছি আমি। বাট প্লিজ, আমার কথাটা মনে রাখবেন।

[সুবোধ চলে গেল।]

নীরেন। সুবোধ ছেলেটি অসহায় বলে আমার ভালো লাগে।

লোকটি। কি সব ব্যাপার নিয়ে ওর সঙ্গে আমার ঠোকাঠুকি হলো। অথচ আমি তা চাই না। জলের ভেতরে কত মাছ চলে, কদাচিৎ ওদের গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগে। অথচ মাছের থেকে সংখ্যায় কম আমরা, চলতে ফিরতে ঠোকাঠুকি করি!

নীরেন। চলুন, আজকে আমরা দুজনে বিকেলে শিকারে যাই।

লোকটি। বেশ যাব। আমার ভয় যেন কমে যাচ্ছে। তবে এই জানলাটায় বসে থাকতেও আমার খারাপ লাগে না। (জানলাটার দিকে তাকিয়ে) কী কাণ্ড, আমি কি ভূত দেখছি! আসুন, আসুন এখানে। (নীরেনবাবু জানলার কাছে এলেন) কিছু দেখতে পাচ্ছেন?

নীরেন। হ্যাঁ, একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক দেখছি এ বাড়ির দিকে আসছেন।

লোকটি। আমার বাবা! যাঁকে আমি মেরে ফেলেছিলাম। কী আশ্চর্য! ভৌতিক ব্যাপার। মৃত্যুর পরে জ্যান্ত মানুষ আমি এর আগে আর দেখিনি। দেখলেন, ঠিক খুঁজে খুঁজে আমাকে ধরে ফেলেছেন। কি করি এখন?

নীরেন। একটা কাজ করুন। আপনি পাশের ঘরে যান। আমি ব্যাপারটা দেখছি।

[বাইরে চলে গেলেন নীরেনবাবু। লোকটি দ্রুত পাশের ঘরে ঢুকল। বিচিত্র পোশাক পরা একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে নিয়ে নীরেনবাবু ফিরে এলেন।]

নীরেন। আসুন, বসুন।

প্রৌঢ়। দেখুন, বসব না। একটা খবর পেয়ে এ্যাদ্দূর ছুটে এসেছি। আমার ছেলেটি শুনলাম আপনাদের এখানে রয়েছে?

নীরেন। আপনার ছেলে? না, না, এখানে তো কোনো ছেলে নেই। তবে হ্যাঁ, কাল রাত্তিরে একটি অদ্ভুত ধরনের ছেলে এখানে এসেছিল অবশ্য। কেমন ভয়-ভয় মুখ, এখানে তো থাকতেও বলা হয়েছিল। কিন্তু রাত্তিরেই পালিয়েছে।

প্রৌঢ়। কি রকম দেখতে বলুন তো? কোনো নাম বলল?

নীরেন। না। দেখতে মোটামুটি। কাঁধে একটা ঝোলা। ছাই রঙের প্যান্ট, কপালের কাছে একটা কাটা দাগ আছে।

প্রৌঢ়। আমারই ছেলে। খোকা—তাহলে এখান থেকেও পালাল! বহু কষ্টে খবর জোগাড় করেছিলাম। আমরা দুজনেই দুজনকে কষ্ট দিয়ে যাচ্ছি।...কিন্তু খবর পেলাম আজ সকালেও ওকে এখানে দেখা গেছে?

নীরেন। তাহলে আমাকে বাদ দিয়ে সেই সাংবাদিকের কাছে গেলেই তো আপনার সুবিধে হতো।

প্রৌঢ়। না না, আপনাকে অবিশ্বাস করছি না। এত ক্লান্ত লাগছে আমার। (বসেন) তাছাড়া আমার মনের অবস্থা এত বিশ্রী!

নীরেন। চা খাবেন?

প্রৌঢ়। না, ওসবের দরকার নেই। ভিতরটা আমার যেন শুকিয়ে আসছে!

নীরেন। ছেলেটি কি পালিয়েছে আপনার?

প্রৌঢ়। পালিয়েছে মানে—সম্প্রতি ওর চিন্তা ভাবনা আচরণ এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছিল যাকে বাইরের লোক পাগলই বলবে। কিন্তু আমি বুঝতাম ওর সব কিছুর মধ্যে একটা অর্থ আছে। নানান রকম কষ্ট, অভাব আর অসহায়তা ওকে অন্যরকম করে দিচ্ছিল। আমি ওকে জন্ম দিয়েছি তাই ওর সব অস্বস্তির কারণ ভাবতো আমাকে। ও আমাকে মেরে ফেলে মুক্ত হবে—এ সব বলত। একদিন আমি ঘুমিয়েছিলাম, আমার মাথায় নাকি একটা কয়লা-

ভাঙা হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করেই ও পালিয়েছে—এই রকম একটা চিঠি আমার দাদার কাছে লিখেছিল।

নীরেন। তাহলে আপনার মাথায় আঘাতই করে নি বলছেন।

প্রৌঢ়। যথার্থ ধরেছেন। আসলে আঘাত করাটা ওর একটা ধারণামাত্র। ঘটনার চেয়ে ধারণাটাই ওর কাছে এক-এক সময় সত্যি বলে মনে হয়। অদ্ভুত ধরণের ছেলে তো?

নীরেন। ভাবতে অবাক লাগে, যে ছেলের ওপর আপনার এত ভালোবাসা, সে-ই আপনাকে মেরে ফেলতে চাইল?

প্রৌঢ়। পৃথিবীটাও তো এত ভালো। তবু এক-একটা মানুষ হঠাৎ এক যন্ত্রণায় ক্ষেপে গিয়ে সেই পৃথিবীটাকেও তো টুকরো টুকরো করতে চায়। হয়তো সে রকম কোনো ব্যথা ওর মধ্যে ছিল।

নীরেন। তা হঠাৎ এ রকম হলো কি করে?

প্রৌঢ়। জানি না। আমার রক্তে ওর জন্ম। তবু দিনের পর দিন ও যেন কেমন আলাদা হয়ে যেতে লাগল। ও যখন ঘুমোত, আমার মনে হয় ওর স্বপ্নের মধ্যে একটা গভীর ষড়্‌যন্ত্র চলতো। অথচ আমি কি সুন্দর স্বপ্ন দেখি! একবার স্বপ্ন দেখলাম, আমি একটা বিরাট ব্রীজ তৈরি করছি।

নীরেন। ব্রীজ?

প্রৌঢ়। আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্রীজ। জেগে উঠেই সেই ব্রীজের প্ল্যানটা একটা কাগজে এঁকে ফেললাম। ঐ ব্রীজটা আমি বানাব।

নীরেন। অ। তা আরম্ভ করেছেন?

প্রৌঢ়। ওই জন্যেই তো ছেলেটাকে চাই। দেখবেন, দেখবেন আমার ব্রীজের প্ল্যানটা। পৃথিবীর দীর্ঘতম, বৃহত্তম ব্রীজ। (থলের মধ্যে প্ল্যান খুঁজতে গিয়ে নানান ধরণের জিনিস বেরিয়ে আসে) …রাজ্যের জিনিস সব কিনে রেখেছি। দাঁড়ান এর ভেতর থেকে ব্রীজের প্ল্যানটা উদ্ধার করতে হবে।

(একটি পুতুল দেখিয়ে) পুতুল, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভালোবাসে,···আমিও (একটা মুখোশ মুখে এঁটে) হুম্···মুখোশ ···আসলে পৃথিবীর সব ভয়ই তো মুখোশ, তাই না? হেঁ হেঁ···

নীরেন। হেঁ হেঁ···

প্রৌঢ়। (একটা ফুলদানি নিয়ে) ফুল কিনতে হবে, অনেক ফুল—

নীরেন। হেঁ হেঁ অনেক ফুল।

প্রৌঢ়। (এবারে প্ল্যানটি পাওয়া যায়) পেয়েছি নিন ধরুন। আহা ধরুন না মাশই, উঠুন—শূন্যতা থেকে সুন্দর, একটা কালো অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল সবুজ পর্যন্ত—এই যে দেখুন, এখানে একটা অন্ধকার আছে! দেখতে পাচ্ছেন।

নীরেন। না।

প্রৌঢ়। এই তো এখানে, এখানে একটা কালে দাগ আছে।

নীরেন! কোথায়?

প্রৌঢ়। চোখে দেখবেন কি করে? একি কালিতে তুলি ডুবিয়ে কালির ছোপ? কালে মানে হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত হারিয়ে যাওয়া রঙের শূন্যতা। এই শূন্যতা থেকে একটা উজ্জ্বল সবুজ পর্যন্ত, সবুজ মানে তো জীবনের সব আনন্দের মেলান রঙ, তাই না? এই শূন্যতা থেকে সুন্দর—একটা কালে অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল সবুজ পর্যন্ত আমি পৃথিবীর দীর্ঘতম, বৃহত্তম ব্রীজ বানাতে চাই। হেঁ হেঁ—

নীরেন। (নিরাসক্ত) অ।

প্রৌঢ়। অ নয়। অ নয়। দেখবেন, আমরা বানাবো। হেঁ হেঁ, আমার ছেলেটা যে ইস্কুলটা তৈরি করতে চায়—সেই ইস্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তো ওই ব্রীজ পার হয়ে ইস্কুলে পড়তে আসবে। কি চমৎকার হবে বলুন তো?

নীরেন। (নিরুৎসাহে) চমৎকার।

প্রৌঢ়। তা এত ছোট ছোট উত্তর দিচ্ছেন কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না, না?

নীরেন। না, বিশ্বাস হবে না কেন?

প্রৌঢ়। আমার ছেলেটা জানেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। ও বলে এ সবই হলো স্বপ্নের কথা। আকাশ থেকে চাঁদ পেড়ে আনার গল্প। কিন্তু হতেও তো পারে, বলুন, হতেও তো পারে? বিশ্বাস, বিশ্বাসের চেয়ে বড় বন্ধু আর কেউ নেই। আমার ছেলেটার তাই কোনো বন্ধু নেই। আমি ওকে পাগলের মতো খুঁজছি। ওকে আমার খুঁজে বের করতেই হবে। তা হলে কত বড় ক্ষতি ভাবুন তো?

নীরেন। তা কোথায় পাবেন ওকে?

প্রৌঢ়। জানি না। আমার ভয় করে। ও যদি হঠাৎ ভুল করে··· না না, আমি ও সব ভাবব না।

নীরেন। তা ওকে পেলে কি করবেন? কোনো লুন্যাটিক য়্যাসাইলামে দেবেন নিশ্চয়ই?

প্রৌঢ়। না। আপাতত ওর ইচ্ছে মতো সেই ইস্কুলটা খুলে ওকে চালাতে দেব। আমার ছেলে তো। ওর মতো কিছু খেয়াল আমারও রয়েছে।

নীরেন। ইস্কুল···কি রকম?

প্রৌঢ়। যেমন—খোকা বলত, প্রত্যেক ছেলেমেয়েদের এমন একটা খেলা শিখতে হবে, যা বুড়ো বয়সেও খেলা যায়, এমন একটা শিল্প শিখতে হবে, যা বেশি বয়েসও সঙ্গী হতে পারে। কথা বলা শেখান হবে। ভালো হাঁটা, রঙের ব্যবহার। বন্ধুত্ব করা। বন্ধুত্ব ভাঙা। কখন কাঁদব, কখন কাঁদব না। ভালোবাসা। ভালোবাসা ভেঙে দেওয়া। ঘৃণা করা। বমনের চেষ্টা···এ ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতাম না। ও যে কেন, কোথায় বমি করতে হবে শেখাবে, বুঝতাম না।

তা-ছাড়া ধরুন, পদাঘাতের সাহস। থুথু ফেলা। দেখা হতেই, কেমন আছেন বা ভালো তো? উত্তরে, এই চলে যাচ্ছে, এক রকম কেটে যাচ্ছে—এ সব ভোলান। ট্রামের ভিড়ে ট্যাক্সিতে গেলেই তো পারেন—এ জাতীয় রসিকতা সম্পূর্ণ ভোলান। নেশার গুরুত্ব পুলিশের অধিকার, সরকারের অধিকার, সাবানের ক্ষমতা, ন্যাপথলিনের গন্ধ, মদ্যপানের অর্থ, ডেথ-ডেথ খেলা, হাসা, বিষণ্ণতা—এ রকম বিচিত্র বিষয় শেখানর ইচ্ছে আছে।

নীরেন। বিরাট প্ল্যান!

প্রৌঢ়। বিরাট। যদি খোকার দেখা না পাই আমি একাই কাজ শুরু করে দেব।

নীরেন। মনে হয় পিতাপুত্রে মিলতে পারলে একটা বড় রকম আন্দোলন শুরু হয়ে যাবে আমাদের দেশে।

প্রৌঢ়। আমিও ঠিক অবিশ্বাস করি না। তবে খোকাকে পাব কিনা সন্দেহ। বলা যায় না, ভাবতে আমার সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে, হঠাৎ ও আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে পারে। প্রত্যেক মুহূর্তে আমি একটা দুর্ঘটনার সংবাদের ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি। খবরের কাগজ পড়ি না, পাছে কোনো অপঘাতের সংবাদ চোখে পড়ে,···আর দেখুন, আমি কেমন এক্সাইটেড হয়ে পড়েছি···আমি বরঞ্চ চলি···খোকা কোথায় গিয়েছে কিছু বলেছে আপনাদের।

নীরেন। কিছুই বলেনি, হঠাৎ উধাও হয়েছে।

প্রৌঢ়। ওই ওর স্বভাব। আমিও চলি, বুঝলেন। ধন্যবাদ।

নীরেন। চা খেলেন না।

প্রৌঢ়। মাফ করবেন, ঠিক চা খাবার মতো···আচ্ছা নমস্কার।

নীরেন। নমস্কার।

[ভদ্রলোক চলে গেলেন। ভেতর থেকে লোকটি বেরিয়ে এলো।]

লোকটি। আপনি বাঁচিয়েছেন আমাকে। অসংখ্য ধন্যবাদ। আর

দেখুন, বুলু বলে ঐ মেয়েটিকে আপনি আমার বাবার কথা বলবেন না। আমার সম্পর্কে তাহলে ওদের সমস্ত কল্পনা ভেঙে যাবে। আমার মধ্যে যতটুকু আবিষ্কার করেছে, সব মিথ্যে ভাববে। আসলে বাবাকে মেরে ফেলা আর মারতে চাওয়া যে ফিলসফিক্যালি একই ব্যাপার তা ওদের বোঝান যাবে না। আপনি প্লিজ বলবেন না।

নীরেন। বলব না।

লোকটি। তাহলে আপনি কিন্তু আমাকে কথা দিলেন।

নীরেন। দিলাম।

লোকটি। সব কি রকম গোলমাল হয়ে গেল। আপনি নিশ্চয়ই আমাকে ভুল বুঝবেন না। সত্যি সত্যি আমি বাবাকে মেরে ফেলেছি বলে ভেবেছিলাম, এর মধ্যে ফাঁকি নেই। মিথ্যে আমি ভালোবাসি না।

নীরেন। আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু (জানলার দিকে তাকিয়ে) আপনি বরঞ্চ ভিতরের ঘরে যান। আপনার বাবা মাঝে মাঝে এদিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছেন। জানি না, আপনাকে জানলার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেয়েছেন কি না।

লোকটি। ঘরের ভিতর চলে যাই তাহলে।

[লোকটি ঘরের ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। বাইরের দরজা দিয়ে একরাশ বেলুন নিয়ে সুবোধ ঢুকলো।]

নীরেন। ওগুলো আবার কি ?

সুবোধ। বেলুন।

নীরেন। আহা, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

সুবোধ। ওই যে উনি মন খারাপ হলে বেলুন ফাটান। তাই—

নীরেন। বেশ করেছ।

সুবোধ। নীরেনকাকু, আপনাকে কেমন গম্ভীর দেখাচ্ছে। বুলু, আমার সম্পর্কে কিছু বলেছে ?

নীরেন। না, ওসব কিছু নয়।

সুবোধ। ঐ লোকটির গ্রাস থেকে বুলুকে বাঁচিয়ে আমাকে রক্ষা করুন নীরেনকাকু। সমস্ত পথটা মনে হচ্ছিল, আমার থেকে বড় ভিখিরি কেউ নেই।

নীরেন। সব ঠিক হয়ে যাবে সুবোধ। আমার সব সময় মনে হয় কি একটা কাজ যেন বাকি আছে। একটা মিশন। হয়তো তোমাদের এই ব্যাপারটাই আমার সেই কাজ, আমার মিশন।

[সুবোধের বেলুন হঠাৎ এই কথায় ফেটে যায়। পর্দা।]

৩

[সেই ঘর। নীরেনকাকু রুমালে ঘাড় মুছতে মুছতে ঢুকলেন। জানলা দিয়ে আকস্মিক উঁকি দিলেন সেই পূর্বদৃশ্যের বিচিত্র পোশাক পরা প্রৌঢ় ভদ্রলোক। দ্রুত আড়াল হয়ে গেলেন। বাইরে হৈ চৈ। হাততালি। মাইকে স্পোর্টস সম্পর্কে ঘোষণা চলছে। বুলু এল। ভীষণ ব্যস্ত। ঘামছে।]

বুলু। কাকু চলে এলে যে? (ড্রয়ারে কিছু খুঁজছে) প্রাইজ দেওয়া হচ্ছে—

নীরেন। অসহ্য রদ্দুর। ক্যাম্পে যা ভিড়। কি খুঁজছিস?

বুলু। ও ঘরের আলমারির চাবিটা।...অশোক ওরা এমন, কি বলব। কতবার বললুম, সেই ফার্স্ট এইডের ব্যবস্থা রাখেনি। এখন তুলো, আয়োডিন, ব্যাণ্ডেজ ব্যবস্থা কর।

[অশোক দ্রুত ঢুকলো।]

অশোক। বুলুদি, ডেটলের শিশিটা এনো।

[চলে গেল।]

বুলু। কি ছেলে সব। অর্ডার করে ছুটল। যেন সব বাড়িতে আছে সব এখন কিনে আনগে যাও।

[বুলু ওঘরে চলে গেল। বাইরে হাততালি, মাইকে কথা চলছে। নীরেনবাবু জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। বুলু তুলো, ডেটল ইত্যাদি নিয়ে চলে যাবার মুখে নীরেনবাবুর দিকে তাকাল।]

বুলু। কাকু মাঠে এস না।

নীরেন। যাচ্ছি। এখানকার জানলা থেকেও বেশ দেখা যাচ্ছে.

বুলু। তাই বলে মাঠে যাবে না?

নীরেন। যাব রে। একটু বাদেই যাচ্ছি।

[চলে গেল বুলু। নীরেনবাবু আয়নার দিকে তাকিয়ে, পকেট থেকে বোতল বের করে খেলেন।]

দ্য কার্স অফ আওয়ার সিভিলাইজেশন ইজ বোরডম।

[জানলার কাছে আবার সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখা গেল। নীরেনবাবু চমকে তাকালেন। ততক্ষণে ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে পড়েছেন। নীরেনবাবু তাকিয়েই দ্রুত ব্যস্ততায় বসতে বললেন।]

প্রৌঢ়। লিমনেড খাচ্ছেন বুঝি?

নীরেন। না, মদ।

প্রৌঢ়। আজ্ঞে?

নীরেন। মদ।

প্রৌঢ়। ও।

নীরেন। মদ খেয়ে আমার মিষ্টিক্যাল ফ্যাকালটি ষ্টিমুলেট করে নিচ্ছিলাম। যাকগে আপনি তাহলে এখানেই আছেন?

প্রৌঢ়। যাই নি যখন, তখন আছি নিশ্চয়ই।

নীরেন। ছেলেটার কোনো খবর পেলেন?

ভদ্রলোক। দু-একজন বলছিলেন, এ শহরেই আছে। এখানে একটা স্পোর্টস্ হচ্ছে। রাজ্যের লোক জড়ো হয়েছে। বলা যায় না, এর মধ্যে যদি হঠাৎ ওকে পেয়ে যাই?

নীরেন। মাঠে খুঁজে দেখেছেন?

ভদ্রলোক। বড্ড ভিড়। ঢুকতে পারছি না। তাছাড়া আমার এই পোশাক দেখে সকলেই আমার দিকে তাকাচ্ছে।

[নেপথ্যে। বাইরে থেকে শব্দ ভেসে এলো।]

নেপথ্যে। যাঁরা প্রাইজ পাবেন, তাঁরা তাঁবুর সামনের দিকে যে পথ করে দেওয়া হয়েছে, সেদিক থেকে আসুন। আপনারা ওঁকে আসতে দিন দয়া করে···

ভদ্রলোক। আচ্ছা, আপনার ওখানকার জানলা দিয়েও তো বেশ দেখা যায়।

নীরেন। অস্পষ্ট, অতি অস্পষ্ট। তাছাড়া মাথায় প্রায় আড়াল হয়েই আছে।

ভদ্রলোক। আমার একটু লুকিয়ে দেখাই ভালো। কারণ—হঠাৎ যদি খোকা দেখতে পেয়ে যায়, ও ঠিক পালাবে।

[ভদ্রলোক জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন; চশমা মুছে বাইরে তাকালেন। মাইকে ঘোষণা চলছে। হাততালি।]

প্রৌঢ়। কি আশ্চর্য! দেখুন, দেখুন, ঐ যে, ঐ যে ছেলেটি প্রাইজ নিতে যাচ্ছে আমার ছেলে, খোকা! পেয়ে গেছি, পেয়ে গেছি। ভাগ্যিস চলে যাই নি এখান থেকে। আপনি বসুন, আমি এক্ষুনি ওকে ধরে নিয়ে আসছি।

[ভদ্রলোক লাঠিটা চেয়ারের কাছ থেকে তুলে দৌড়ে বেরিয়ে যাবার আগে নীরেনবাবু খপ্ করে ওর হাতটা ধরে ফেললেন।]

নীরেন। থামুন, আপনি যাবেন না এখন। বসুন এখানে।

প্রৌঢ়। অদ্ভুত কথা বলছেন তো আপনি? হঠাৎ দেখা পেয়েও আমি যাব না? আপনারা জেনেশুনেও এতক্ষন আমাকে ভাঁওতা দিয়ে গেছেন, বুঝতে বাকি নেই আমার। বিশ্বাস করি না আপনাদের। নিশ্চয়ই কোনো ষড়যন্ত্র রয়েছে।

নীরেন। কোনো ষড়যন্ত্র নেই। এখন আপনি ওর সঙ্গে দেখা করতে গেলে আপনাদের দুজনেরই ক্ষতি। আপনার ছেলেটিকে আপনার কথা আমি বলেছিলাম। শোনামাত্র প্রথমত অবিশ্বাস করলো। তারপর তার মুখ ভয়ংকর নিষ্ঠুর হয়ে উঠল—জাস্ট লাইক এ ক্রিমিন্যাল। চেঁচিয়ে বলল, দেখা-মাত্রই ও আপনাকে এবার নিশ্চিত মেরে ফেলবে। আপনি তো নিজেই জানেন, ছেলেটি একটু অ্যাবনর্ম্যাল।

প্রৌঢ়। আমাকে দেখলে ও শান্ত থাকবে। আপনারা ওকে জানেন না।

নীরেন। আপনাকে মারবার চেষ্টার পর ও পাল্‌টে গেছে তাহলে। আপনিও ওকে জানেন না এখন। আমরা খেলা-ধুলো স্পোর্টস এসবের মধ্য দিয়ে ওকে স্বাভাবিক করতে চাইছি।

আপনি বরঞ্চ এক্ষুনি চলে যান। ঠিকানাটা রেখে যান। প্রয়োজন মতো যোগাযোগ করব।

প্রৌঢ়। কিন্তু ওকে দেখতে পেয়েও চলে যাব?

নীরেন। গেলেই ভালো হবে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রৌঢ়। আমি ওকে ওর স্কুলের কথা বলব। ও আমার সঙ্গে ফিরে যাবে।

নীরেন। সেটা তো আমরাও বলে দেখতে পারি।

[ভদ্রলোক জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন।]

প্রৌঢ়। এ কী! একটি মেয়ের সঙ্গে ও কথা বলছে দেখতে পাচ্ছি। কে মেয়েটি?

নীরেন। মেয়েটি আমার বন্ধুর মেয়ে। এ বাড়িটাই ওদের। আপনার ছেলে মেয়েটির বেশ বাধ্য।

প্রৌঢ়। কিন্তু কোনো মেয়ের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা ভালো নয়। কারণ স্বাভাবিক জীবনের নিয়মগুলোয় খোকা তেমন অভ্যস্ত নয়। বিপদে পড়ে যাবে। হয়তো মাথাটা আরো খারাপ করে ফেলবে।

[নানারকম চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

বোধ হয় স্পোর্টস শেষ। ওরা এদিকেই আসছে। এ কী খোকাকে কাঁধে করে ছেলেরা নিয়ে আসছে! আশ্চর্য দৃশ্য মশাই! দেখুন, দেখুন।

নীরেন। আপনি এক্ষুনি চলে যান। ওরা এসে পড়লে একটা বিপজ্জনক কাণ্ড হবে। আমি বলছি, আপনি চলে যান। বরঞ্চ কয়েকদিন বাদে এসে খোঁজ নেবেন। আমরা ওকে পালাতে দেব না।

প্রৌঢ়। আমি চলে গেলেই ভালো হবে বলছেন?

নীরেন। মনে হচ্ছে, ভালোই হবে। এক্ষুনি চলে যান। বি কুইক।

[ভদ্রলোক দ্রুত সরে পড়লেন, লাঠি পড়ে রইল।]

নীরেন। ও মশাই শুনছেন ? ও মশাই—

প্রৌঢ়। (দরজা দিয়ে) আজ্ঞে ?

নীরেন। আপনার লাঠি।

[ভদ্রলোক ঢুকে লাঠি নিয়ে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেলেন। এদিকে বাইরে থেকে একটা সমবেত শব্দ কাছে আসছে। এবার লোকটিকে কাঁধে নিয়ে, 'হিপ হিপ হুররে' ধ্বনি দিতে দিতে নামিয়ে দিল। কালো প্যান্ট আর স্যাণ্ডো গেঞ্জি—পিঠে একটা ছোট কাগজে লাল কালিতে 'ওয়ান' সংখ্যাটি লাগান আছে। ওর দুহাতে তিন-চারটে কাপ, একটা বড় চ্যাম্পিয়ান কাপ, কাঁধে ঝোলানো একটা ফ্লাস্ক ইত্যাদি।]

বুলু। এক মিনিট প্লিজ।

[ফোটো তোলে।]

সুশান্ত। স্পোর্টসেও আপনি হিরো। চ্যাম্পিয়ান কাপটা তো বেমালুম অধিকার করে নিলেন !

অশোক। ছটা ইভেণ্টেই সাকসেসফুল হবেন, সত্যিই ভাবিনি।

বুলু। আমার মনে হচ্ছিল একটা অলৌকিক শক্তি আপনাকে পরিচালনা করছে। চারশো মিটারে এত আনাড়ির মতো লাগছিল, কিন্তু ক্রমশঃ একটা ক্ষ্যাপা ঝড়ের মতো আপনি এগিয়ে গেলেন।

নীরেন। আমার তরফের কনগ্র্যাচুলেশন জানানোর সুযোগ দিচ্ছ না: কেউ।

অলক। চল, চলে যাই আমরা—

নীরেন। না, না, তোমরা থাকো, আমি বলছিলাম—

সুধীর। না, না কাকাবাবু, মাঠে বিস্তর ঝামেলা পড়ে আছে।

অনেকে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, চল চল।

সুহাস। তোরা যা, আমরা আসছি একটু পরে—

নরেন। তাড়াতাড়ি আসিস—

[পূর্বোক্ত পাঁচটি ছেলে বাদে অন্য ছেলের দল চলে গেল।]

নীরেন। (লোকটিকে) কনগ্র্যাচুলেশনস্।

লোকটি। কি করে কি হলো জানি না। সবগুলো প্রাইজ পেলাম কি করে! একটা সুপার পাওয়ার আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই বোধহয় আছে।

[প্রায় সকলের অলক্ষ্যে সুবোধ ঢুকলো। স্পোর্টস এর পোশাক। গেঞ্জিতে 'থারটিন' সংখ্যাটি লেখা। ওর হাতে অতি ছোট একটা কাপ। বুলুর পাশে গিয়ে বসল।]

নীরেন। সুবোধদা দেখছি প্রাইজটা বইতে পারছেন না?

বুলু। ও যে এ প্রাইজটাও পাবে ভাবি নি আমি।

নীরেন। কিসে প্রাইজ পেলে, সুবোধ?

অমল। স্লো ওয়াকিং রেস এ কনসোলেশন প্রাইজ।

সকলে। থ্রী চিয়ারস্ ফর সুবোধদা—হিপ হিপ হুররে।

[সুবোধ লাজুক হাসল।]

বুলু। ওর জীবনের প্রথম স্পোর্টস্।

সুবোধ। ছোটবেলায় স্পোর্টস্ করেছি। প্রাইজ পেতাম না।

লোকটি। এসব কাপ না দিয়ে যদি নানারকম পাখি প্রাইজ দেওয়া হতো, খুব ভালো লাগত আমার। আমি ছোটবেলায় স্টেশনে বসে থাকতাম, মনে হতো ট্রেনে করে কেউ একটা চমৎকার পাখি নিয়ে আসবে আমার জন্য। ও রকম পাখি আর কারো হবে না। আজ অবধি কেউ খাঁচা করে নিয়ে এল না।

নীরেন। এই প্রাইজগুলো বলছে, আপনার রক্তের মধ্যে একটা বিস্ময়কর ক্ষমতা আছে, আপনি নিজেও জানেন না।

সুশান্ত। আপনি সত্যিকার ফিলসফির একজন মূর্তিমান থ্রিল।

অশোক। প্রত্যেকটা মুহূর্তে আপনি আমাদের অভাবিত কিছু উপহার দিতে পারেন বলে মনে হয়।

বুলু। যে লোক নিজের বাবাকে দার্শনিক কারণে মেরে ফেলতে পারে, তার শক্তি আজকের স্পোর্টস থেকে ঢের ঢের বড়।

নরেন। না, তা ঠিক।

সুহাস। কিন্তু এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, অদ্ভুত পোশাক পরা। বলছিলেন, তিনি নাকি ওঁর বাবা।···নরেন নি তি°।

[লোকটি চমকে উঠল। নেপথ্য থেকে তৎক্ষণাৎ যেন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর ভেসে এল যা লোকটি একাই শুনতে পাচ্ছে।]

নেপথ্যে প্রৌঢ়। খোকা—

লোকটি। ইম্‌পসিবল্‌। হতে পারে না। আমি নিজের হাতে মেরে ফেলেছি। (বুলুকে) আপনি অবিশ্বাস করেন আমাকে ?

বুলু। কেন অবিশ্বাস করব ? অবিশ্বাসে তো আমাদেরই ক্ষতি।

অমল। আপনাকে নিয়ে আমাদের যে বিরাট কল্পনা তা তো ধ্বসে পড়বে। এতটুকু হয়ে যাবে সব কিছু।

নেপথ্যে প্রৌঢ়। খোকা—

লোকটি। ভৌতিক ব্যাপারে কেন বিশ্বাস করব আমরা ?

অশোক নীরেনকাকুর কাছেও এসেছিলেন সেই ফিকটিশাস্ লোকটি।

নীরেন। (থতমত খেয়ে) না, মানে হ্যাঁ। ওরকম একজন ভদ্রলোক বলেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে হটিয়ে দিয়েছি। কথাবার্তা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়, একটু চেপে ধরতেই কেটে পড়ল।

অমল। সত্যি সত্যি যদি উনি ওঁর বাবাকে মেরে না থাকেন, তাহলে আমরা একটা শ্রেষ্ঠ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।

সুহাস। ফিলসফির দিক থেকে সত্যি সত্যিই আমরা চিটেড্ হচ্ছি, তাই না ?

নরেন। না, তা ঠিক।

অশোক। শুধু তাই নয়, ওকে ঘিরে যে 'হ্যালো' তৈরী করে আমরা ইন্সপায়ার্ড হয়েছি, সেই জ্যোতিটাও চূর্ণ হয়ে যাবে।

সুশান্ত। ইয়েস, সমস্ত পৃথিবীর একমাত্র দুর্লভ জায়ান্টটা মরে যাবে, আর অজস্র পিগমিতে আমরা আবৃত হব।

বুলু। যা নয় তা নিয়ে এত বক্তৃতা করে কি লাভ?

নেপথ্যে প্রৌঢ়। খোকা—

লোকটি। দেখুন, যদি মরে নাও যায়, তাহলেও আমি মারতে চেয়েছিলাম, এটা তো সত্যি?

সুবোধ। আমিও তো সব প্রাইজ পেতে চেয়েছিলাম, সেটা সত্যি না ঐ পুঁচকে কাপটাই সত্যি!

বুলু। (হঠাৎ লোকটির দিকে এগিয়ে গিয়ে) এ কি! আপনার কনুইটা যে ভয়ানক কেটে গিয়েছে। অশোক, এই তুলো ব্যাণ্ডেজটা দাও তো ভাই।

[অশোক এগিয়ে দিল। আয়োডিন দিয়ে বুলু বাঁধতে লাগল।]

এতটা কেটে গেছে অথচ কিছু বলছেন না। আপনার কি যন্ত্রণাবোধও নেই? আচ্ছা লোক আপনি যা হোক।

লোকটি। উত্তেজনায় খেয়াল ছিল না।

সুশান্ত। আপনি আমাদের এখানেই থেকে যান, কেমন? এত ভালোবেসে কেউ আপনাকে দেখবে না।

লোকটি। আমার লোভ বেড়ে যাচ্ছে। মায়া আসছে। আমি কেমন বদলে যাচ্ছি হয়তো।

নীরেন। সুবোধ, ওসব পোশাক ছেড়ে এস না। তোমাকে নিয়ে একটু বেরুব। কথা আছে।

সুবোধ। এক্ষুনি যাবেন? উঠব?

নীরেন। এক্ষুনি নয়, সবাই একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও, তারপর।

বুলু। আচ্ছা, সত্যি যদি হঠাৎ এখন আপনার বাবা এসে যান, আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন? কষ্ট হবে না?

নেপথ্যে প্রৌঢ়। খোকা—

লোকটি। আমার বাবা আসতে পারেন না। অসম্ভব। আর যদি সত্যি সত্যিই আসেন, তাহলে সেই প্রেতটাকে আমি নিশ্চিহ্ন করে ফেলব। এবার সে অনিবার্য মারা যাবে।

সুবোধ। সেকি, এখানে যদি আপনার বাবা আসেন, আমাদের সামনে তাঁকে আপনি মেরে ফেলবেন? আমাদের চোখের সামনে আপনি খুন করবেন?

নেপথ্যে প্রৌঢ়। খোকা—

লোকটি। চোখের সামনে খুন করব। (পেপার-ওয়েটটা তুলে নিয়ে) এটা দিয়ে শক্ত মাথাটা কয়েকটা আঘাতে আমি গুঁড়িয়ে ফেলব। যা অর্থহীন তাকে শেষ করে ফেলতে কব্জিতে জোরের অভাব হবে না। আই উইল অ্যাভেঞ্জ দ্য গডস্ গিল্ট। ঈশ্বরের কৃত পাপের শাস্তি দেব আমি, নিষ্ঠুর হাতে। ক্ষমাশূন্য জন্তুর মতো আমি কঠোর হতে পারি।

বুলু। অথচ আপনাকে দেখে কিন্তু কোমল মনে হয়, সব কঠোরতার ভিতরে আপনার মনটা আসলে কোমল।

সুবোধ। এসব কথা শোনার পরেও তুমি কোমল দেখছ, বুলু! খুনীরা তোমার কাছে তাহলে মাখনের পুতুল? হয়তো সব খুনী নয়, এই খুনী লোকটিকেই তোমার কোমল লাগছে।

সুশান্ত। এটা পৃথিবীর আর দশটা খুনের মতো নয়।

সুবোধ। খুনটা খুনই। আমার মুখটা মুখই। হাত নয়, ছাতা নয়, চালকুমড়ো নয়।

সুহাস। (হেসে) এটা কিন্তু কোনো যুক্তি হল না আপনার।

সুবোধ। আমি ভালো যুক্তি জানি না।

নেপথ্যে প্রৌঢ়। খোকা—

লোকটি। (আর্ত চৎকার) কে? কে?

[আস্তে আস্তে সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঢুকলেন। লোকটি চমকে ওঠে। মুখে তার ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল।]

প্রৌঢ়। খোকা, আমি তোকে নিয়ে যেতে এসেছি।

বুলু। কে আপনি?

প্রৌঢ়। আমি ওর বাবা।

বুলু। আপনি বেঁচে আছেন?

প্রৌঢ়। আমি মরি নি তার প্রমাণ আমি বেঁচে আছি, এসে দাঁড়িয়েছি।

লোকটি। তুমি প্রেত। আমার বাবার ভৌতিক ছায়া দেখছি আমি।

[ভদ্রলোক এগিয়ে এসে শক্ত করে লোকটির হাত ধরল।]

প্রৌঢ়। খোকা, বত্রিশ বছর ধরে তোকে যে ভাবে ছুঁয়েছি, ঠিক সেই স্পর্শ লাগছে না? আমি পাগলের মতো তোকে খুঁজছি। তুই ভালোবাসিস না বলে পুলিশে খবর দিই নি। আয়।

লোকটি। আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে তোমার লাভ কি?

প্রৌঢ়। অনেক লাভ।

লোকটি। ফিরিয়ে নিয়ে তুমি আমাকে শাস্তি দেবে। ভয়ানক কষ্ট দেবে।

প্রৌঢ়। কিছু না। তোর সেই ছোটবেলার পাখির খাঁচাটার মতো আমি ভয়ানক ফাঁকা। আমার বাতাস কমে যাচ্ছে, আলো কমে যাচ্ছে, পা ফেলতে দেরি হয়। তুই আমার কাছে থাক।

লোকটি। অসম্ভব।

প্রৌঢ়। আমি তোকে জোর করে নিয়ে যাব। আমি সেই ব্রীজটা বানাব, তোর ইস্কুল—কত কাজ আমাদের।

লোকটি। কিছু হয় নি, হবে না। তুমি এই পৃথিবীর স্নেহের লোভ দেখিয়ে আমাকে ভয়ংকর একটা খাঁচায় পুরে নিতে এসেছ, আমি বুঝি।

প্রৌঢ়। তোকে এখান থেকে যেতেই হবে।

[লোকটি সমস্ত শক্তি দিয়ে যেন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের হাত ছাড়িয়ে ছিটকে আসে। কণ্ঠস্বরে উগ্রতা।]

লোকটি। আমার কাছ থেকে সরে যাও তুমি।···সরে যাও বলছি।··· বলছি, তুমি সরে যাও। দিস টাইম য়্যু কাণ্ট এসকেপ। পালাতে পারবে না তুমি।···আমি ঈশ্বরের অপরাধের শাস্তি দেব···। আমি আমার সব অস্তিত্বের মূল শিকড় উপড়ে ফেলব।

[টেবিল থেকে পেপার-ওয়েটটা তুলে নিল।]

সুবোধ। কি কাণ্ড! আমার কি রকম ভয় করছে। বুলু, চল, ভেতরে যাই।

নীরেন। (ভদ্রলোককে) আপনি বরং পাশের ঘরে যান।

বুলু। যান না ও ঘরে, আমরা দেখছি।

প্রৌঢ়। খোকা, শোন, আমার কথা শোন—

লোকটি। না, শুনবো না। তোমার কোনো কথা শুনব না আমি। আমি তোমাকে খুন করব। আই মাস্ট কিল য়্যু···

সুহাস। রক্তপাত হবে মনে হচ্ছে।

নরেন। না, তা ঠিক। চল্, চলে যাই।

প্রৌঢ়। খোকা, আমি ভয় পাই না তোকে।

লোকটি। ভয় না পেলে মৃত্যু হবে তোমার।

[লোকটি পেপার ওয়েট তুলে ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে গেল।]

সুবোধ। (লোকটিকে) দেখুন, সমস্ত ব্যাপারটা—

লোকটি। য়্যু স্টপ। দিস্ ইজ দ্য থার্ড অ্যাণ্ড লাস্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার। আমার জন্মের সঙ্গে জীবনেব যুদ্ধ। পিতার সঙ্গে সন্তানের। কে আপনি মধ্যিখানে? আমি কাউকে ছাড়ব না। কে আপনারা?

অশোক। আমাদের চিনতে পারছেন না? আমি অশোক। ওই তো সুশান্ত, অমল, নরেন, চিনতে পারছেন না?

লোকটি। না, চলে যান আপনারা—যান।

[সুহাস ও নরেন ত্রস্ত চলে গেল।]

প্রৌঢ়। খোকা, চল, আমার সঙ্গে। আয়।

লোকটি। না।

প্রৌঢ়। ফেলে দে ওটা হাত থেকে, ফেলে দে।

লোকটি। না, ফেলব না। তুমি চলে যাও। না হলে—না হলে আই উইল অ্যাভেঞ্জ দ্য গডস্ গিল্ট। আমি তোমাকে মেরে ফেলব।

প্রৌঢ়। খোকা—

লোকটি। আই উইল কিল য়্যু—আই উইল কিল য়্যু···দিস্ টাইম আই উইল কিল য়্যু···

[ভয়ানক দৃষ্টিতে এগোলো, ভদ্রলোক পিছু হঠে প্রায় দৌড়লেন। পিছনে পিছনে লোকটিও মাতালের মতো ছুটে গেল—চাপা ভাঙা গলায় বলতে লাগল—'দিস টাইম আই উইল কিল হিম, আই উইল কিল হিম।' মঞ্চে সকলে স্থাণুর মতো চুপ। হঠাৎ বাইরে ভদ্রলোকের গলায় একটা মর্মান্তিক চিৎকার শোনা গেল। সকলে আড়ষ্ট হয়ে উঠল। সুবোধ কানে আঙুল দিল। ভীত, সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে অশোক, সুশান্ত, অমল চলে গেল।]

নীরেন। বোধহয় ভয়ানক দুর্ঘটনাটাই ঘটে গেল! আমরা কেউ বাধা দিতে পারলাম না।

বুলু। ভদ্রলোককে মেরে ফেলল! কি করব আমরা কাকু? ওকে ঠিক পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে, কিন্তু ঠিক খুনী বলে কখনো যে ওকে মনে হয় না?

সুবোধ। আমি চলে যাব নীরেনকাকু। এ সব খুনে পরিবেশের মধ্যে দার্শনিকতা খোঁজার সাহস আমার নেই। আপনারা সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে দিলেন?

নীরেন। বাধা তো তোমারও দেওয়ার দায়িত্ব ছিল।

সুবোধ। আপনারা জানেন ভয়টা আমার রোগ।

নীরেন। আমরাও সকলে কোনো না কোনো ভাবে রুগ্ন।

সুবোধ। কিন্তু বুলুর সঙ্গে ওর 'মেশামেশি বেশি, যে কোনো মুহূর্তে অগ্নিকাণ্ড হয়ে যেতে পারে।

নীরেন। বুলুকে ও কিছু করবে না, জলের মধ্যে আগুন যেন নিতান্তই পঙ্গু। চুপ কর, ও আসছে।

[বিভ্রান্ত অসহায় দৃষ্টি লোকটি ঢুকল। টেবিলের কাছে বসে দুহাতে নিজের মাথা ঢেকে ফেলল।]

লোকটি। (প্রায় কান্নার মতো গলায়) দিস টাইম আই হ্যাভ কিল্ড হিম। আই হ্যাভ কিল্ড হিম···আমার হাতে আমার বাবার মৃত্যু হলো। কিন্তু আমার সব সাহস যেন ফুরিয়ে গেছে। (তাকিয়ে) মনে হচ্ছে পৃথিবীর সব কিছু আমাকে এখন বিরক্ত করছে, আমি হয়তো সকলকে খুন করব। আমার কি যেন একটা হারিয়েছে, প্রত্যেককে খুন করে রক্তের মধ্যে সেটা খুঁজতে হবে। শেষ পর্যন্ত নিজেকেও আমি রেহাই দেব না।

সুবোধ। বর্ন ক্রিমিন্যাল। নীরেনকাকু, আমাদের পুলিশে খবর দেওয়া উচিত।

নীরেন। আপাতত থাম সুবোধ।

লোকটি। সেই ভীমরুলটা আমার হৃৎপিণ্ডে মর্মান্তিক হুল ফোটাচ্ছে। দারুণ যন্ত্রণায় আমি মরে যাব···(বুলুকে) আমি মরে গেলে দেখবেন একটা প্রজাপতি আমার মৃতদেহের চারপাশে ঘুরছে, কেবল ঘুরছে ; সেই চড়ুই পাখিটা কোনো কাছাকাছি ডালে ডেকে উঠবে।···কে পৃথিবীতে দীর্ঘায়ু, ঐ ভীমরুলটা না প্রজাপতি ? আমি বুঝি না, কিচ্ছু বুঝি না।

বুলু। আপনি একটু শান্ত হয়ে থাকুন। ভিতরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে বিশ্রাম করুন।

সুবোধ। তুমি এখনো সহানুভূতির কথা বলছ ? আশ্চর্য হৃদয়শক্তি

তোমার! পুলিশ ছাড়া অন্য কেউ এখন এর কাছে থাকতে পারে না।

লোকটি। আমি একা খুন করিনি। অনেকে মিলে আমার বাবাকে খুন করেছে। আমি পুলিশকে সব বলব। আপনি, আপনারাও খুনী।

সুবোধ। কি আশ্চর্য, এ যে দেখছি সব্বাইকে জড়াচ্ছে! ত্যাখ বুলু, কী ভয়ানক ধূর্ত! কী প্রকাণ্ড ষড়্‌যন্ত্র। আমার অনেক সময় মনে হতো, লোকটার মাথায় কিছু একটা ঘুরছে।

[লোকটি মাথা ঘুরে পড়ে যাবার মতো হতে নীরেনবাবু ধরে ফেললেন।]

নীরেন। আপনার শরীর কাঁপছে, আপনি চুপ করে বসুন।

[অশোক ছুটে এল।]

অশোক। বুলুদি, ব্যাপারটা থানার দিকে গেছে। এখানে সুহাস ছিল —সুহাস আর নরেন, ওরা নাকি থানায় চলে গেছে। আমি দেখি, পথে ওদের ধরতে পারি কি না—

[চলে গেল।]

নীরেন। পুলিশের ঝামেলা চিরকালই আমি অপছন্দ করি।

বুলু। পুলিশ এলে, ওকে তো নিশ্চিত ধরে নিয়ে যাবে। (লোকটিকে) আপনি পালান। যে কোনো দিকে চলে যান। এখনো সময় আছে। যান, পালান। যারা বিচার করে, তারা সব কিছু বোঝে না। আপনাকে কিছুতেই ওদের বিচার বুঝবে না, আপনি পালান।

সুবোধ। বুলু, তুমি কালপ্রিটকে সহায়তা করছ! আইনে এর দণ্ড আছে, তুমি জান?

নীরেন। আপাতত তুমি চুপ কর সুবোধ।

লোকটি। কিন্তু কোথায় যাব আমি? অন্ধকারটা নেকড়ের মতো

আমাকে তাড়া করবে' আমার বাবার ভৌতিক ছায়া আমার জামা ধরে টানবে। নিজের কাছ থেকে পালানো যায় না! তাছাড়া আমার কোনো অপরাধ নেই।

নীরেন। একটা কাজ করলে হয় না? আচ্ছা, (লোকটিকে) ডেড বডিটা কোথায়?

লোকটি। ঐ ঝোপটার কাছে।

সুবোধ। এবারে মরেছে তো? আপনি ডেফিনিট?

নীরেন। চলুন, দেখে আসি।

লোকটি। আমি বুকে কান পেতে শুনলাম, নিঃশ্বাসের মৃদু শব্দও জাগল না। শরীর ঠাণ্ডা, নিথর। কারুর যাবার দরকার নেই। এবার আমার ভুল হয় নি।

বুলু। আপনি আঘাত করেছিলেন?

লোকটি। ভয়ানক তাড়া করে যখন গেলুম, অসহায়ের মতো ওঁর দুটো চোখ জলে ভেজা, দুটো হাতে আমাকে পাগলের মতো থামাতে চাইল। তারপর পেপার-ওয়েটটা তুলতেই ভয়ানক শব্দ করে পড়ে গেল। হার্টফেল করল। আমি ওঁর ঠাণ্ডা, নিস্পন্দ শরীরটা পরীক্ষা করে দেখেছি···হি ইজ নো মোর আণ্ডার দ্য সান্।

নীরেন। একটা কাজ করা যাক্। ডেড্‌বডিটা তুলে এনে পাশের ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দি। তারপর নানা কৌশলে পুলিশকে শান্ত করার চেষ্টা করা যাবে, কি বলেন?

লোকটি। না, পুলিশের সঙ্গে কোনো আপোষ-আদায় নয়। যা ঘটেছে, তা ঘটেছে।

বুলু। তা হলে যে আপনাকে থানায় যেতে হবে, সে খেয়াল আছে? কেন নিজেকে জড়াচ্ছেন? আপনি একটা বিরাট মানুষ, বিরাট পৃথিবীর মধ্যে আপনি দৌড়ে মিশে যান। জেলখানার ছোট্ট ঘরটা আপনার দম বন্ধ করে ফেলবে না?

লোকটি। আমরা সবাই যাব। সবাই মিলে জেল খাটব, কিংবা ফাঁসিতে ঝুলব।

সুবোধ। তার মানে?

লোকটি। তার মানে আমি একা দোষী নই।

সুবোধ। আমরা কি দোষ করলুম?

লোকটি। কমিউনিটি গিল্ট, গডস্ গিল্ট. ম্যানস্ গিল্ট—আপনাদের. আমার, ঈশ্বরের, সব পাপ আমার আঙুলে জমে উঠেছিল আমরা সকলেই জেলে যাব। আপনারা, সমাজ, ঈশ্বর আর আমি।

নীরেন এর মধ্যে বাঁচবে কেবল ঈশ্বর, কারণ তার তো হাত নেই, তাই হাতকড়া পরানো যাবে না।

লোকটি। ওই একটি পলাতক, খুনী আসামী—ঈশ্বর! ইতিমধ্যে কোনো জঙ্গলের ধারে নিহত হয়ে পড়ে আছে। ঈশ্বরের মৃতদেহ নেই—মৃত্যু সংবাদ আছে। আমরা সবাই ঈশ্বরের মৃতদেহ নিয়ে পথে শোভাযাত্রা করব।

বুলু। পুলিশ হয়তো এখুনি এসে পড়বে। এসব কথা এক্ষুনি না বলে আপনি সত্যি করেই পালান। আপনাকে বাঁচতে হবে, আপনাকে পৃথিবীর দরকার আছে।

লোকটি। আপনাদেরও তবে পালাতে হয়। (বুলুকে) বিশেষত আপনি। এই মৃত্যুর সঙ্গে আপনি প্রত্যক্ষ জড়িত। আপনি আপনার এই কাকু, সুবোধবাবু, আমার মৃত মা, প্রজাপতি, সেই পাখিটা, বই, অভিজ্ঞতা, ফুল, হৃদয় অনেক কিছু। যদি জন্ম দিয়েই মা না মরে যেত, আমি হয়তো কোনো শিকড় খুঁজে পেতাম, এ রকম রুটলেস হতাম না। যদি কেউ আমাকে ভালোবাসতো, কোনো মেয়ে, এমন কি আপনিও, আমি শিকড় খুঁজে পেতাম। বই যদি ভিতরের ব্যথা না জাগাত, মূর্খ সান্ত্বনায় বাঁচতাম। চারপাশের মানুষ যদি নানাভাবে বিরক্ত না করত, শান্তি পেতাম। প্রতিটি মুহূর্তের

পৃথিবী যদি আমার অকারণ বেঁচে থাকাটাকে জ্বলন্ত লোহার শিক দিয়ে বারবার ফুঁড়ে না দিত, কোনো উত্তেজনা পেতাম না। প্রজাপতিটা যদি আমাকে ছেড়ে যেত, আমি ভিমরুলের জ্বালা থেকে বাঁচতাম। ঈশ্বর আমাকে এনে অপরাধ করেছে, বাবা সেই পাপে সহযোগিতা করেছে। আপনি আমাকে ভালোবেসে উত্তেজিত করেছেন। এরা মানুষের খুশি-খুশি পৃথিবীটাকে আমার হিংসুক, অসহায় চোখের কাছে বারবার নাচিয়ে তুলে অপরাধ করেছে। সকলের পাপ।

সুবোধ। অত্যন্ত প্যাঁচালো মন। কি বিশ্রী চিন্তা। পুলিশকে বিশ্বাস করিয়ে দিতে পারে। বুলু, পুলিশ এলে হঠাৎ আবার আদিখ্যেতা দেখাতে আরম্ভ কোরো না।

বুলু। একটু চুপ করবে সুবোধ? শুনুন, আপনি একটু শান্ত হয়ে নিজেই ভাবুন না, কি করা উচিত। পুলিশের হাতে পড়ে কি লাভ আপনার? ওখানে কি সঠিক বিচার হবে? সব কিছুর কি বিচার আছে। একটা ফুল ভয়ানক উল্লাসে ফুটতে চেয়েও যখন ঝরে যায়, তার বিচার কে করে?

লোকটি। আমার উপায় নেই। সত্যকে আমি চেপে রাখতে পারি না। বিরাট সূর্যকে ঢাকা দেবার হাত নেই কারুর।

নীরেন। আপনি পালালেই কিন্তু ভালো করবেন।

লোকটি। পৃথিবীটা খুব ছোট। এক-এক সময় ছোট জামার মতো গায়ে লাগে না। ছুঁড়ে ফেলে খালি গায়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কোথায় পালাব? দেয়ালে মাথা ঠুকে যাবে।

সুবোধ। এলোমেলো বকছে। পাগল। ছাড়া পাবে। নীরেনকাকু, জেলে পচব আমরা। আচ্ছা ঝক্কিতে পড়া গেল তো! একে পালাতে দেব না। এ পালালে খুনের দায়ে সব্বাইকে কিন্তু ঝুলতে হবে। মার্ডারারকে ধরে রাখুন, কাকু।

লোকটি। পালানোর কোনো ইচ্ছে নেই আমার। তবে এই খুনের

কারণ বলার তাগিদেই আমি চলে যেতে পারি। ছোট ছেলে-মেয়েদের খেলার মাঠে গিয়ে আমি বলব, ওদের ডেকে নিয়ে বিশাল উদাসীন পৃথিবীটা দেখাব। মৃতদেহের উপর অর্থহীন চাঁদের আলোর বীভৎস বিদ্রূপ দেখাব। মিউজিয়ামে পুরনো জামার গায়ে যে সব পাপের রক্ত ছোপ-ছোপ লেগে আছে দেখাব। মিউজিয়ামের আর একটি অন্ধকার ঘরে ওদের নিয়ে আকাশ খুঁড়ে পাওয়া ঈশ্বরের ম্যমি দেখাব। ওদের অন্ধকারের কথা বলব,—যে অন্ধকারের থেকে সুতোয় ঝুলিয়ে একটা বিশাল জন্তুর মুখের কাছে আমাদের দুলিয়ে-দুলিয়ে খেলানো হয়—সেই থ্রেড অফ নেমেসিস্ ওদের দেখাব। হয়তো আমার পালানো দরকার—আমার অনেক কাজ। আমি বরঞ্চ পালাই। আপনি ঠিকই বলেছেন।

[নিজের ব্যাগটার কাছে গেল। গলায় পরল।]

নীরেন। কিন্তু আপনার ডেড বডি? আপনার ডেড বডি?

লোকটি। আপনাদের প্রেজেন্ট করলাম।

[বাইরে গোলমাল। হৈ চৈ। নীরেনবাবু তাকালেন জানলায়।]

নীরেন। সর্বনাশ অনেক লোক আসছে। সঙ্গে বোধহয় পুলিশ!

বুলু। এখন আপনি পালাতেও পারবেন না। কোনো পথ নেই।

লোকটি। কোনো পথ নেই? কি আশ্চর্য! পথগুলো কোথায় গেল?

বুলু। কি করা যায় এখন? সত্যি যদি পুলিশ আসে?

[সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঢুকলেন। মুখে মৃদু হাসি।]

নীরেন। আপনি এবারও মরেন নি? আশ্চর্য! কি প্রাণ করেছেন মশাই?

বুলু। ভাগ্যিস মরেন নি। মরে না যাওয়া কি ভীষণ ভালো। কাকু, পুলিশের ঝামেলা থেকেও তুমি বাঁচলে।

সুবোধ। (লোকটিকে দেখিয়ে) যা বাবা, এ লোকটা দেখি আমার মতোই হতভাগ্য, কোন জিনিসটা সাকসেসফুলি করতে পারে না। ধ্যুৎ!

প্রৌঢ়। আমাকে বেঁচে থাকতে দেখে আপনাদের মতো আমি নিজেও কম অবাক হই নি। আমাকে মারবার জন্য ও হাত তুলতেই আমি চিৎকার করেই ইচ্ছে করে পড়ে গেলুম। ওর নার্ভের অসুখ আছে, ভাবল মরে গেছি। ওর কাছে ওর ভাবনাটাই গুরুত্ব পায়—আসল ঘটনা নয়।

লোকটি। তুমি তাহলে এবারেও বাঁচলে?

প্রৌঢ়। এবারেও বাঁচলুম। তুই আমার সঙ্গে যাবি। তোর ইস্কুল তৈরি করে দেব আমি। তোর মতোই আমি একা খোকা। আমরা দুজনে ফিরে যাই চল।

লোকটি। আমি কিছু পারি না। এমন কি দুবারের চেষ্টায়ও কাউকে মেরে ফেলতে পারি না। কিচ্ছু পারি না আমি। হঠাৎ কেমন করে স্পোর্টস্‌এ প্রাইজ পেলুম? এগুলো দিয়ে আমার কি হবে? বরঞ্চ তোমার সঙ্গে ফিরে যাই। আমার সেই ছোট্ট ঘরটা, লেখার টেবিল, শুয়ে থাকার খাট, মাথার কাছে জানলা—বাইরের পথে জ্যোৎস্নায় হঠাৎ-হঠাৎ সেই প্রজাপতি, তৎক্ষণাৎ ভীমরুলটার ভীষণ হুল! বেশ লাইফ। বুঝলেন, আমি বাবার সঙ্গে ফিরে যাচ্ছি। এবার বাবাই আমাকে খুন করবে, কিংবা কি করবে কে জানে? একটা কিছু হাস্যকর মজা হবে আমাকে নিয়ে। চলি। (হঠাৎ কি মনে করে) ও আমার কাপগুলো (সুবোধকে দিল) এগুলো আপনি রাখুন। (ব্যাগটা খুঁজল) আপনাদের কিছু আবার নিয়ে গেলাম না তো। না, কিছুই নিই নি। (কনুইয়ের দিকে তাকিয়ে) আপনার বাঁধা ব্যাণ্ডেজটা যে সঙ্গে চলল।

বুলু। (চোখে জল আসে) ওটা থাকুক।

লোকটি। (ম্লান হেসে) থাকুক। চলি। নমস্কার।

[ওরা দুজনে বেরিয়ে গেল। পরে নীরেনবাবু ও সুবোধ। বুলু একা। কতকগুলো রঙিন বুদবুদ শুধু ঘরময় উড়ছে, ঘুরছে।]

যবনিকা

রাজরক্ত

[প্রথম দৃশ্য]

[পর্দা উঠলে দেখা যাবে মঞ্চের মাঝ বরাবর একটি উঁচু প্ল্যাটফর্ম, তার থেকে তিন ধাপ সিঁড়ি নেমে এসেছে। প্ল্যাটফর্মের দু'পাশে দুটি কালো উঁচু দেওয়াল। প্ল্যাটফর্মের পেছনে দেওয়াল দুটির ফাঁকে দেখা যাচ্ছে সাদা পর্দা। দুটি দেওয়ালেরই উপরিভাগে একটি করে ছোট জানলা, যেমন জেলখানায় থাকে। বাঁদিকের দেওয়ালের মাঝখানে একটি লাল বোর্ড ঝুলছে, বোর্ডের মাথায় কয়েকটি হুক লাগানো। হুকগুলিতে ঝুলছে একটি সাদা কোট, গলার ফাঁস ও একটি পুলিশের টুপি। ডানদিকের দেওয়ালের মাঝখানে একটি লাল দরজা, দরজার মাথায় একটি লাল আলো। মঞ্চের একেবারে সামনে বাঁদিকের কোণে একটি স্ট্যাণ্ডে লাগানো একটি গ্লোব। গ্লোবের সংগে লাগানো একটি বিরাট কালো নোংরা হাত গ্লোবটার ঠিক ওপরে ঝুলে আছে, দেখে মনে হয় যেন পুরো গ্লোবটাকে মুঠোয় ধরতে চাইছে। গ্লোবের ঠিক ওপরে হাতের থাবার নাচে একটা সাদা টেলিফোন রিসিভার। মঞ্চের আরও সামনে দু'কোণে দুটি লাল চেয়ার। চেয়ার দুটির সংগে লাগানো অনেকগুলি শেকল ঝুলছে।

পর্দা উঠলে মঞ্চে তিনজন পুরুষ। প্রথম ব্যক্তি মঞ্চের বাঁদিকে দাঁড়িয়ে একটি বড় হলুদ ঝাড়ন দিয়ে চামড়ার চাবুক পালিশ করছে। পরনে সাদা আদ্দির পাঞ্জাবী, সাদা ধুতি, পায়ে সাদার ওপর জরির কাজ করা নাগরা। মঞ্চের ডানদিকে দ্বিতীয় ব্যক্তি আরেকটি ঝাড়ন দিয়ে একটি বন্দুক সাফ করছে। পরনে চকরা বকরা শার্ট ও জীনস্। প্ল্যাটফর্মের সিঁড়িতে দু'হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে ঝুঁকে বসে আছে একটি ছেলে। পরনে গাঢ় লাল পাঞ্জাবী ও সাদা পায়জামা।]

দ্বিতীয়। রাজাসাহেবের পাঠশালায় অগ্নিসংযোগ।

প্রথম। শান্তি সেনানীর প্রহরায় পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সমাপ্ত।

দ্বিতীয়। রাজাসাহেবের ফ্যাক্টরীতে ধর্মঘট।

প্রথম। রাজাসাহেবের ফ্যাক্টরীতে লক-আউট।

দ্বিতীয়। রাজাসাহেবের ক্ষেত-খামার জবর দখল।

প্রথম। জবর দখল নিবারক জব্বর আইন চালু।

দ্বিতীয়। রাজাসাহেবের দপ্তরে দপ্তরে কর্মবিরতি।

প্রথম। রাজাসাহেবের বিদ্রোহী কর্মীদের ছাঁটাই।

দ্বিতীয়। রাজাসাহেবের গ্রামে-গঞ্জে ঝাণ্ডা আর ঝাণ্ডা।

প্রথম। সবার ওপরে রাজাসাহেবের ডাণ্ডা আর ঠাণ্ডাঘর।

দ্বিতীয়। রাজাসাহেবের রাজপথে ছুরি, বোমা।

প্রথম। রাজাসাহেবের হাতে টিয়ার গ্যাস্ গুলি।

দ্বিতীয়। রাজাসাহেবের রাজ্যে রাজপুরুষ হত্যা।

প্রথম। রাজাসাহেবের রাজ্যে নারীপুরুষ হত্যা।

দ্বিতীয়। রাজাসাহেবের রাজ্য আজ রক্তাক্ত।

প্রথম। রাজাসাহেবের হাত আজ রক্তাক্ত।

দ্বিতীয়। রাজাসাহেবের রাজ্যে উত্তাল গণবিক্ষোভ।

প্রথম। কারণ অনুসন্ধানের জন্য রাজাসাহেবের কমিশন নিয়োগ।

দ্বিতীয়। কমিশনের চেয়ারম্যান্ রাজাসাহেব।

প্রথম। প্রথম সদস্য রাজাসাহেব।

দ্বিতীয়। দ্বিতীয় সদস্য রাজাসাহেব।

প্রথম। রাজাসাহেব দীর্ঘজীবি হউন।

দ্বিতীয়। জনতার দাবী, রাজাসাহেবের রক্ত চাই।

প্রথম। রাজাসাহেব আজও জীবিত।

ছেলেটি। না, রক্ত! রক্ত! ছুরিটা থেকে এখনো ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে! রাজাসাহেবের রক্ত! যেন সিঁদুরে মেঘটা গলে গলে পড়ছে। দরজাটা বন্ধ করে দাও। রাজাসাহেবের

রক্ষী আসবে। দরজাটা বন্ধ করে দাও। আ-আ—! আমাকে ধরে নিয়ে যাবে।

দ্বিতীয়। (বন্দুকটা চেয়ারে রেখে) আবার শুরু হলো।

প্রথম। শুরু হলো।

দ্বিতীয়। জুতোটা সরিয়ে রাখলে ভালো হত।

প্রথম। রাজাসাহেবের কুঠিতে কিছু সরাবার হুকুম নেই।

দ্বিতীয়। আজকে ওর চোখটা আরো লাল হয়েছে।

প্রথম। রাজাসাহেব দেখলে দশ ঘা চাবুকের হুকুম করবে।

দ্বিতীয়। আজো চোখের যত্ন নিতে শিখল না। আমার চোখ দুটো দেখ, (ওর কাছে এসে চোখ টেনে দেখায়) সাদা—একটুও লাল নেই।

প্রথম। আমার চোখ দুটো দেখ। (চোখ দেখায়) সাদা, একটুও লাল নেই।

[দুজনে একসংগে হেসে ওঠে]

দ্বিতীয়। দশ ঘা চাবুক খেলে চোখে জল আসবে—ধুয়ে মুছে চোখ ঠিক সাদা হয়ে যাবে।

প্রথম। রাজাসাহেবের চাবুকটা বেশ বাহাদুর আছে।

দ্বিতীয়। (তারিফের ভংগীতে) যেন ভেল্কী জানে, বল ?

প্রথম। কী সুন্দর আওয়াজ—সপাং সপাং সপাং .....

দ্বিতীয়। তাছাড়া চামড়ার দাগগুলো কেমন মিলিয়ে যায় !

প্রথম। তাড়াতাড়ি গুছিয়ে ফেল, রাজাসাহেব এক্ষুণি আসবে।

দ্বিতীয়। যেখানটায় যা ছিল, ঠিক তেমনি রেখেছি। রাজাসাহেব আজ বখশিস দেবে !

প্রথম। রাজাসাহেব বখশিস দেবে !

[দুজনে শিশুর মতো হাততালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে। ছেলেটি মাথা তোলে।]

ছেলেটি ॥ (চেঁচিয়ে) স্টপ্‌! স্টপ্‌!

[ওরা হাততালি থামায়]

(আরো চেঁচিয়ে) স্টপ্‌! স্টপ্‌!

[ওরা ঘুরে তাকায়। ভয়ানক চুপ]

প্রথম। আবার শুরু হলো।

দ্বিতীয়। আমি পারব না, আমি আজ আর এসব খেলায় থাকব না।

ছেলেটি। (একপাটি জুতো ছুঁড়ে ফেলে) ঘরের সব এলোমেলো করে দেব। (ওরা বাধা দেয়) আমাকে ধরবে না, আমি স্বাধীন। কার ভয়? রাজাসাহেবকে আমি মেরেছি। কার ভয়?

প্রথম। যেখানকার জিনিষ সেখানে রেখে দাও, রাজাসাহেব আসছে—ভীষণ রেগে যাবে।

দ্বিতীয়। চাবুক নয়, এবার বন্দুক—সেই বুলেট!

ছেলেটি। বুলেট! (হেসে ওঠে) কার বুলেট! ঐ ছুরিটায় কার রক্ত! (প্রথম চাবুকটা তুলে রাখতে চায়) হাত দেবেনা, চাবুকটা ওখানে থাকবে। এখন থেকে আমার আইন!

প্রথম। রাজাসাহেবের নিজের হাতে সাজানো ঘর—কেউ এর কিছু বদলাতে পারে না—এ ঘরের বদল নেই।

ছেলেটি। এই বুড়োটাকে আমি মেরে ফেলব, রাজাসাহেবের কুকুর! কুত্তা!

দ্বিতীয়। সেই খেলা শুরু হলো! (বন্দুক তুলতে যায়) এটা তুলে রাখি। রাজাসাহেব এসে পড়লে ভালো হবে না।

ছেলেটি। হাত দেবে না (ঝাঁপ দিয়ে গলা চেপে ধরে) স্পাই। আমার সব খবর তুই রাজাসাহেবকে লাগাস। জানিনা আমি, বুঝতে পারিনা, না? (ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়) গা থেকে রাজাসাহেবের কুত্তাটার গন্ধ আসছে। (চেঁচিয়ে) আমার আদেশ ঘরটা এলোমেলো করে দাও। সব ছড়িয়ে ছত্রাখান

মনের মত করে সাজাব, ছড়িয়ে দাও সব ।

প্রথম । আদেশ নেই ।

ছেলেটি । আমার আদেশ ।

দ্বিতীয় । এ ঘর বদলানো যাবে না !

ছেলেটি । আমার হুকুম !

প্রথম । যেখানে যা আছে, ঠিক তেমনি থাকবে ।

ছেলেটি । আমার হুকুম ! (ভীষণ চেঁচিয়ে বলবে ।)

প্রথম । তুমি কে ?

ছেলেটি । আমি, আমি রাজাসাহেবকে মেরেছি । এবার এই ঘরটার চেহারা পুরো বদলে ফেলব । আমি একটা বাজে লোক নই, আমার ঘেন্না আছে, রাগ আছে, ইচ্ছে আছে······আমি কে ? তোদের কাটলে রক্ত অবধি পড়বে না, মাটি চাটা কেঁচো ! আমি কে ! আমি রাজাসাহেবের ঘাতক ।

দ্বিতীয় । (প্রথমকে) ঠিক কাল রাতের মতো, আমি আজ আর এসব খেলায় নেই ।

প্রথম । কিন্তু আর থামানো যাবে না—ও আরম্ভ করে দিয়েছে ।

দ্বিতীয় । আমি পারব না, আর ভালো লাগে না ।

প্রথম । কিন্তু ও আরম্ভ করে দিয়েছে ।

দ্বিতীয় । কী ভয়ংকর খেলা !

প্রথম । ওর চোখ কালকের মত লাল । ও এক্ষুণি পাশের ঘর থেকে ওকে ডেকে পাঠাবে ।

দ্বিতীয় । মেয়েটা ক্লান্ত হয়ে আছে, আজকের খেলায় ওর আরো কষ্ট হবে । রোজ রোজ ও আর কত সইবে ?

প্রথম । ও ঠিক এক্ষুণি ডাকবে । কালকে ঠিক এরকম সময় ডেকেছিলো ।

দ্বিতীয় । (ছেলেটিকে, শিশুের মতো) এই যে, শোন—এসব খেলায় আমি নেই । রোজ রোজ আমি আর পারিনা,

যদ্দিন পারি ঘরটা আগলে যাব—যেখানে যা আছে ঠিক তেমনটি রেখে যাবো। (ছেলেটি তাকায় ওর দিকে, দ্বিতীয় অস্বস্তিবোধ করে) এই শেষ কথা, আমি চলে যাচ্ছি।

ছেলেটি। কোথায়?

দ্বিতীয়। কোথায় আবার? আমার কাজে—ঘরের সব ঘসে মেজে রাখতে হবে না?

ছেলেটি। (একটা কাল্পনিক ছুরি কোমর থেকে বের করে দেখায়) এটা ঘষে মেজে মুছে রাখবে না?

দ্বিতীয়। (ভয় পেয়ে) ওটা সরিয়ে ফেল, সরিয়ে ফেল বলছি!

প্রথম। রাজাসাহেব দেখলে রক্ষে নেই। চাবুক নয়—এবার ঠিক বুলেট বের করবে।

ছেলেটি। বুলেট! (হেসে ওঠে) বুলেট! রাজাসাহেব কোথায়? (হাসে) বুলেট? অ্যাঃ, বুলেট!—টু লেট, ভাইসব টু লেট!

দ্বিতীয়। আজ কোন কাজ করনি, (জুতো জোড়া নিয়ে ছেলেটির দিকে এগোয়) জুতোটা একদম পালিশ করনি।

ছেলেটি। (ভয়ার্ত) সরিয়ে ফেল, লুকিয়ে রাখো বলছি। আমি ওটা দেখতে চাই না। রাজাসাহেব নেই—মরা মানুষের জুতো! আমার ভয় করে।

দ্বিতীয়। (জুতো জোড়া দূর থেকে দোলাতে থাকে) একদম পালিশ নেই। কতদিন পালিশ করনি—ধুলো জমেছে!

ছেলেটি। (চোখ ঢেকে) লুকিয়ে রাখো, লুকিয়ে রাখো। মরা মানুষের জুতো—আমার ভয় করে।

প্রথম। সেই তুমিই খেলাটা সুরু করে দিলে (বোর্ড থেকে নিয়ে একটা সাদা লম্বা গলাবন্ধ কোট পরে নেয়) তুমিই খেলাটা শুরু করে দিলে।

দ্বিতীয়। তুমি যে ড্রেসটাও পরে ফেললে! অ্যাঁ—ড্রেসটাও পরে ফেললে! (হেসে) যা-তা নয়—রাজাসাহেবের ড্রেস,

খেলাটাতে তোমার লোভও তো কম দেখছি না। ঠিক রাজাসাহেবের মত দেখাচ্ছে।

প্রথম। এক্ষুণি ও মেয়েটাকে ডাকবে।

দ্বিতীয়। তা হলে সত্যি সত্যি খেলাটা আরম্ভ হলো।

প্রথম। না খেলে আমাদের উপায় নেই।

দ্বিতীয়। মরে গেলে বেঁচে যেতুম।

প্রথম। স্টার্ট!

দ্বিতীয়। স্টার্ট!

প্রথম। (ছেলেটিকে দেখিয়ে) ও ছুরিটা কোমরে লুকিয়ে রাখবে, মুখটা শান্ত। সুযোগ পেলেই রাজাসাহেবের পেছনদিক থেকে ছুরিটা তুলেই—ব্যস্।

দ্বিতীয়। ঠিক আছে। চমৎকার। দারুণ করেছে, তাই না? এবারে শুরু করা যাক। সব রেডি?

প্রথম। মেয়েটি?

দ্বিতীয়। ও রেডি আছে। (চেঁচিয়ে) রেডি?

[বাইরে থেকে একটি মেয়ের গলা—রে—ডি]

প্রথম। স্টার্ট! [বেরিয়ে যায়]

দ্বিতীয়। স্টার্ট!

[একটি বিচিত্র শব্দতরঙ্গ ধ্বনিত হলো। লাল দরজার মাথায় লাল আলো জ্বলছে নিভছে। তার মধ্যেই রাজাসাহেবের পোষাকে প্রথম প্রবেশ করে। এবারে তার মাথায় জমকাল টুপি, কোটের বাটনহোলে রক্তগোলাপ। ঢুকেই দ্রুত টেলিফোনের কাছে গিয়ে রিসিভারটা তুলে কার সঙ্গে যেন কথা বলে। রিসিভার নামিয়ে রেখে ওদের দুজনের দিকে তাকায়। শব্দ ও ধ্বনি থেমে যায়। ইতিমধ্যে ছেলেটি মাটিতে বসে জুতোটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও পালিশ করতে শুরু করেছে। জোরে জোরে ঘষছে]

প্রথম। কেমন চলছে সব?

দ্বিতীয়। আপনার আশীর্বাদে ভালই চলছে।

প্রথম। ওতো এখনও পালিশে এক্সপার্ট হয়নি। ব্যাপারটা রপ্ত হয়ে গেলে অত গায়ের জোর লাগেনা—কাজের তালে তালে একটু দুললেই ঝকঝকে হয়ে যায় (ছেলেটিকে) এই যে, ইউ স্ট্যাণ্ড আপ।

[ছেলেটি নীল ডাউন হয়ে থাকে। দু'হাতে দু'খানা বৃহৎ জুতো]

না, একেবারে বুদ্ধিভ্রংশ হয়নি—দাঁড়ানোটা শিখেছে। বড় ভালো দেখাচ্ছে তো।

দ্বিতীয়। কিছুদিন থাকলে আরো স্মার্ট দেখাবে। আমাদের মতো তো আর নয়—এসব ব্যাপারে বেশ বডিফিট থাকা চাই তো?

প্রথম। তুমি কি ওর পক্ষ হয়ে কথা বলছ?

দ্বিতীয়। (ভয় পেয়ে) না স্যার!

প্রথম। (ছেলেটিকে) কাজ-কর্ম কেমন লাগছে?

ছেলেটি। আপনার আশীর্বাদে ভালো লাগছে স্যার।

প্রথম। বন্দুকটা এখানে কেন?

দ্বিতীয়। ওঃ তুলে রাখছি, স্যার।

[বন্দুকটা নিয়ে বোর্ডে ঝুলিয়ে রাখে। রাজাসাহেব মানে প্রথম এবার পা দিয়ে জুতোটা দেখায়]

ছেলেটি। ও! জুতোটা—(জুতো জোড়াটা নিয়ে বোর্ডে ঝুলিয়ে রাখে)

প্রথম। (দ্বিতীয়কে) যেখানকার যা ঠিক সেখানে সব আছে?

দ্বিতীয়। হ্যাঁ স্যার, এবার সব ঠিক আছে!

প্রথম। (নির্লিপ্তভাবে) এসব ভুল হচ্ছে কেন? কার ভুল?

দ্বিতীয়। গুছোতে গুছোতে আপনি এসে পড়েছেন, তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারিনি স্যার।

প্রথম। আমি আসার অনেক আগে থেকেই আমার পায়ের শব্দ শুনতে পাও না?

প্রথম। ও তো সব সময়ই হচ্ছে—তাই বলে ঐ গোলমালটাই বা বেশি করে কানে যাবে কেন? পৃথিবীটা ভীষণ শব্দ করে ঘুরছে, তাই বলে নিজের পথটাতে ভুল হচ্ছে না। পৃথিবীর কাছে অনেক শেখার আছে।

দ্বিতীয়। ওরা একটা ঢিল ছুঁড়েছিল হুজুর। একখানা কাঁচ ফেটে গেছে!

প্রথম। পৃথিবীর বয়স কত হলো?

ছেলেটি। অনেক বছর, হুজুর।

প্রথম। সেই প্রথম দিন থেকে ওরা একটা ঢিল ছুঁড়তে চাইছে—দীর্ঘ বছর পর একটা ঢিল এসে ঘরে পড়ল, বেচারা! একটু সান্ত্বনা তো ওদের চাই। ও ঠিক হয়ে যাবে, মন দিয়ে কাজ করো—সব ঠিক হয়ে যাবে (ছেলেটিকে) ও কী, এদিকে এসো তো, চোখটা যেন একটু লাল দেখাচ্ছে। কী হয়েছে? (ছেলেটি তুহাতে চোখ মুছতে থাকে। প্রথম দ্বিতীয়কে বলে।) দেখতো কাঁদছে কি না?

দ্বিতীয়। কাঁদছ?

[ছেলেটি মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' জানায়]

প্রথম। বাঃ, চমৎকার। হবে, তোমার হবে। এবার বলো, তুমি সুখী?

[ছেলেটি মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' জানায়]

স্বীকারোক্তি শব্দ করে বলতে হয়, স্বীকার করছ তুমি সুখী?

ছেলেটি। হ্যাঁ সুখী।

প্রথম। স্বীকার করেছ যে তুমি সুখী?

ছেলেটি। মনে নেই, হুজুর।

প্রথম। মনে করার চেষ্টা করো।

ছেলেটি। মনে পড়ছে না, স্যার।

প্রথম। (ধমক দিয়ে) স্বীকার করো—তুমি সুখী

ছেলেটি। আমি সুখী।

প্রথম। স্বীকার করে এবার বেশ ভালো লাগছে না ?

ছেলেটি। বুঝতে পারছি না, হুজুর।

প্রথম। স্বীকার করো।

ছেলেটি। স্বীকার করছি। বেশ ভালো লাগছে !

প্রথম। চমৎকার। (দ্বিতীয়কে) তুমি কী ভাবছ ?

দ্বিতীয়। স্বীকার করছি, আমি সুখী !

প্রথম। তা হলে ভালোই আছ, শান্তি পেলাম। আচ্ছা বলো তো—

দুজনেই। স্বীকার করছি, আমি সুখী।

প্রথম। বলছিলাম, তোমরা যদি—

দুজনেই। স্বীকার করছি, আমি সুখী !

প্রথম। আরে, আমি কী বলতে চাই আগে শোন, বলছিলাম।—

দুজনেই। স্বীকার করছি, আমি সুখী।

প্রথম। সাবাস ! জিতে রহো বেটে ! একেবারে তৈরী ! জিতে রহো !

[একটি মেয়ে দৌড়ে ঢুকে পড়ে। মেয়েটির পরণে কাঁচা হলুদ রঙের ব্লাউজ, সবুজ শাড়ী, লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা দুটি বিনুনী ঝুলছে। সকলে ওর দিকে তাকায়]

মেয়েটি। (সন্ত্রস্ত) রাজাসাহেব !

প্রথম। কী হলো ?

মেয়েটি। ঢিল পড়ছে। ঘরে ঢিল পড়ছে। বাইরে থেকে ওরা ছুঁড়ছে। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখুন।

প্রথম। তাই নাকি ? ছড়াটা বলো তো ? বলো, ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলো, সকলে মিলে বলো।

মেয়েটি। (প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে) বুলেট বন্দনা—রাজাসাহেব বিরচিত।

দ্বিতীয়। (প্ল্যাটফর্মের নীচে ডানদিকে দাঁড়িয়ে গুলি ছোড়ার ভঙ্গীতে) ঢ্যাক, ঢ্যাক, ঢ্যাক।
বুলেট! বুলেট! বুলেট!

মেয়েটি। যে কোন অশান্তির একমাত্র মহৌষধ।

ছেলেটি। একবার মাত্র ব্যবহারেই কাজ হয়।

দ্বিতীয়। ঢ্যাক, ঢ্যাক, ঢ্যাক।
বুলেট! বুলেট! বুলেট!

মেয়েটি। যে কোন অশান্তির চিরস্থায়ী আরাম।

ছেলেটি। অত্যন্ত সস্তা, অথচ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।

দ্বিতীয়। (কোমর দুলিয়ে নাচের ভঙ্গীতে) জানটি আপনার গেল কোথায়, একি তাজ্জব বাত, রাজাসাহেবের বুলেটে হয়েছেন কাৎ।

মেয়েটি। আঃ বুলেট!

ছেলেটি। আঃ বুলেট! (বুকে হাত দেয়)

মেয়েটি। ট্রেড মার্ক লক্ষ্য করিবেন, টুং টাং! (রেডিও কমার্শিয়াল)

প্রথম। সাধু! সাধু! (মেয়েটিকে হাত ধরে নীচে নামিয়ে আনে) মিষ্টি মেয়ে! লক্ষ্মী মেয়ে! এসো, আমার কাছটিতে এসে দাঁড়াও (দ্বিতীয়কে) কিহে রাস্তার লোকগুলো ছড়াটা শুনেছে?

দ্বিতীয়। ঠিক শুনতে পেয়েছে। পাবে না মানে। কি ছড়া?

ছেলেটি। অনেকটা দূরে সরে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়। একেবারে রেঞ্জের বাইরে।

প্রথম। দৃষ্টির বাইরে তাহলে এখনো যায়নি?

ছেলেটি। না, হুজুর।

প্রথম। যাবে, তাও যাবে—একে বলে শব্দব্রহ্ম! (মেয়েটির হাত ধরে) তাই না মামণি! আঙুলগুলো দেখছি বেশ তুলতুলে।

[ছেলেটি প্ল্যাটফর্মের ওপরে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। এবার লাফিয়ে নীচে নামে।]

ছেলেটি। ঢিল ছুঁড়ছে, ওরা ঢিল ছুঁড়ছে।

নিয়ে দৌড়ে এসে রাজাসাহেবকে স্যালুট করে।]

প্রথম। বাইরে কী হচ্ছে? প্রশাসন বলতে যে আর কিছুই রাখলে না।

দ্বিতীয়। ওদের এক্ষুনি থামিয়ে দিচ্ছি, স্যার।

প্রথম। এত ঢিল পাচ্ছে কোথায়?

দ্বিতীয়। ওগুলো সব ঢিল নয়, স্যার।

প্রথম। সে তোমাকে বোঝাতে হবে না, ওগুলোকে ঢিল ভাবতে শেখো। বিপক্ষের অস্ত্রকে যত তুচ্ছ ভাবতে পারবে ততই না তোমার মনোবল মানে কিনা অস্ত্রবল। ওরা কী ছুঁড়ছে?

দ্বিতীয়। স্রেফ হালকা ঢিল ছুঁড়ছে স্যার।

প্রথম। কী ছুঁড়ছে?

দ্বিতীয়। ঢিল ছুঁড়ছে।

প্রথম। কী ছুঁড়ছে?

দ্বিতীয়। ঢিল ছুঁড়ছে।

[এই পৌনঃপুনিক প্রশ্নোত্তরের মাঝে প্রথম ও দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্মের সামনের অংশটির পাটাতন তুলে দিলে সেটি প্ল্যাটফর্মের ওপর একটা বোর্ডের মত খাড়া হয়ে থাকে। বোর্ডটির রং কালো—ঠিক ব্ল্যাক-বোর্ডের মতোই। তাতে খড়ি দিয়ে লেখা আছে :

$(a+b)^2$ — আমরা সুখী।

প্রঃ চাঁদ কত দূরে? উঃ আমরা সুখী

প্রঃ প্রধানমন্ত্রী কে? উঃ আমরা সুখী

প্রথম ইতিমধ্যে তার কোট ও টুপী খুলে প্ল্যাটফর্মের ভেতরে রেখে দেয়। প্ল্যাটফর্মের ভেতর থেকে একটা নিকেল ফ্রেমের চশমা চোখে দেয় ও একটা চাদর তুলে নিয়ে গলায় পরে নেয়। প্রশ্নোত্তরের শেষদিকে তার গলার স্বর ক্রমশঃ পাল্টে যেতে থাকে।]

প্রথম। বাঃ, এইতো ঠিক হচ্ছে। সাতবার বলো—ঠিক মুখস্থ হয়ে

যাবে। বল, লজ্জা কি? লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে নয়। কথাটা মনে রাখবে। বল—বল—

দ্বিতীয়। (তালে তালে) ঢিল ছুঁড়ছে, ঢিল ছুঁড়ছে, ঢিল ছুঁড়ছে, ঢিল ছুঁড়ছে, ঢিল ছুঁড়ছে, ঢিল ছুঁড়ছে, ঢিল ছুঁড়ছে।

প্রথম। বেশ বলেছ, কিন্তু কী বলনি বলতো? (মেয়েটিকে) তুমি বলো, ওর কী বাদ পড়েছে?

[মেয়েটি মাথা চুলকোয়, ভাবে]

কিচ্ছু পড়াশুনো করছ না! (ছেলেটিকে) ইউ! ও কী বলতে ভুলে গেছে?

[ছেলেটি ভাবে, কিন্তু বলতে পারে না]

সব এক, কী করে যে সব পাশ করবে!

দ্বিতীয়। মনে পড়েছে স্যার—আমি শুধু ঢিল ছুঁড়ছে বলেছি, তার সঙ্গে স্যার শব্দটা যোগ করিনি। আমার না স্যার, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনগুলো না কীরকম গণ্ডগোল হয়ে যায় স্যার।

প্রথম। যাক তবু ভালো, মনে পড়েছে তাহলে। এবার সাতবার 'স্যার' বলতো—সুর করে। ওতে মনে থাকে।

দ্বিতীয়। (সা-রে-গা-মা সাধার মতো সুর তুলে) স্যার, স্যার, স্যার, স্যার, স্যার, স্যার, স্যার, স্যার। (এবার সা-নি-ধা-পা-র মতো স্বর নামিয়ে) স্যার, স্যার, স্যার, স্যার, স্যার, স্যার, স্যার, স্যার। স্যার-স্যার-স্যার—

প্রথম। বাঃ সুন্দর। সুন্দর মুখস্থ হয়েছে, যাও এবার বসে বসে একটু রপ্ত করে নাও। আর হ্যাঁ, মা লক্ষ্মী ও মা লক্ষ্মী!

মেয়েটি। বলুন।

প্রথম। ওকে তোমার ঐ ছড়াটার একটা ট্রু কপি দিয়ে দেবে তো, বসে বসে মুখস্থ করবে। পুরো মুখস্থ করবে—একটা পাংচুয়েশনের ভুল হলেই কিন্তু নম্বর কাটা যাবে। ফুল মার্কস্ পাওয়া

চাই। তোমার ওপর আমার ইন্‌সটিটিউশনের অনেক ভরসা।

[দ্বিতীয়জনের চিবুক ছুঁয়ে প্রথম নিজের আঙুলে চুমু খায়, তারপর কী ভেবে আঙুলের গন্ধ শোঁকে]

প্রথম। মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি চিবুকে। আতর মেখেছ নাকি ?

দ্বিতীয়। (লাজুক) না, স্যার। আঙুরের রস স্যার।

প্রথম। মালের গন্ধ বল। একেবারে চিবুক ভিজেয়ে টেনেছ। সোনা ছেলে! তা বাছা, দামী আঙুর মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, রুচিটাকে উন্নত রাখবে, তবেই না রেজাল্ট ভালো হবে। চিবুকের গন্ধটি বড় ভালো করেছ হে—মনখানি একেবারে উদাস করে দিয়ে যাচ্ছে হে। আ-হা-হা—

দ্বিতীয়। (প্রথম-এর পায়ের ধুলো নিয়ে) একদিন আপনার বাড়ী যাব স্যার।

প্রথম। এসো, নিশ্চয়ই আসবে। তবে একা এসো। সকলের সামনে তো সব কথা হয় না। এসো।

দ্বিতীয়। দেখলে তো ছেলেটিকে, আদর্শ ছেলে, পড়াশুনো ছাড়া কিছু জানে না। (ছেলেটিকে) পড়াশুনো কী রকম হচ্ছে ?

ছেলেটি। চালিয়ে যাচ্ছি, স্যার।

প্রথম। (মেয়েটিকে) তুমি ?

মেয়েটি। পড়ছি তো দিনরাত—সব মনে থাকে না।

প্রথম। আসলে পড়াশুনোটা কী জানো—এক ধরণের অ্যাসেসমেণ্ট। আমি যা শেখাচ্ছি সেটা কদ্দুর গ্রহণ করতে পারলে, সেটাই হল মূল কথা। প্রশ্ন করতে পারো—আপনি কী শেখাচ্ছেন ? উত্তর হল, আমি যা শিখেছি, তাই শেখাচ্ছি। তার মানেটা হল এই যে প্রথমে কেউ একটা কিছু শিখেছিল—তারই এক্সটেনশন হচ্ছে এডুকেশন। বুঝেছ ?

ছেলেটি। হ্যাঁ, স্যার।—এডুকেশন হচ্ছে এক্সটেনশন অফ লাইফ।

প্রথম। আচ্ছা ঐ তো ফের ভুল করলে। (ছেলেটিকে থাপ্পড় মারে) এডুকেশন হচ্ছে এক্সটেনশন অব এডুকেশন—যার মানে হচ্ছে রিপিটিশন অব রিপিটিশন। অর্থাৎ একটা জিনিষই মকশো করতে করতে এগিয়ে যাওয়া। বুঝলে কিছু ?

মেয়েটি। এবার বুঝেছি, স্যার।

প্রথম। বেশ জল হয়ে গেছে, তাই না ?

মেয়েটি। স্যার, আমাদের রেজাল্ট কবে বেরুবে ?

প্রথম। বেরুবে, বেরুবে। শীগগিরই বেরুবে। লিখেছ তো অনেক, অনেক পাতা নিয়েছ দেখলাম। ভালো স্পিড্ আছে হাতে।

মেয়েটি। আমার স্যার, তিন নম্বরের কোশ্চেনটা ঠিক মুখস্থের মধ্যে ছিল না বলে—

প্রথম। হ্যাঁ দেখেছি। মুখস্থটি ভালো করে করো—তোমার ডিফেক্টটা আবার ঐখানেই—মাঝে মাঝে ওরিজিনাল লিখতে চাও। ওরিজিনালই যদি লিখবে তবে আমি কী শেখালুম, আর আমার বইপত্তরগুলোই বা কেন ?

দ্বিতীয়। আমি না স্যার ওরিজিনাল আর মুখস্থ দুটোই অ্যাভয়েড করি স্যার।

প্রথম। রাইট। বুদ্ধিমান ছেলেরা চিরকাল তাই করে। যদ্দুর মনে পড়ছে, তুমিই বোধ হয় হাইয়েষ্ট নম্বর পেয়েছ।

[দ্বিতীয় পুলকিত। মেয়েটি বিষণ্ন মুখে মাথা নীচু করে]

দ্বিতীয়। ওকী মা লক্ষ্মী, মুখখানা কালো করলে কেন না ? এস কাছে এস। (মেয়েটি এসে সিঁড়িতে বসে। প্রথম তার পিঠে হাত বোলায়) তুমি পারবে—প্রোগ্রেস করছ, রীতিমতো প্রোগ্রেস করছ। (মেয়েটি অস্বস্তি বোধ করে) তবে হ্যাঁ, মোটে দুষ্টুমি করবে না। যত বাধ্য থাকবে, দেখবে তত উন্নতি হচ্ছে। দেশ থেকে এই গুণটিই তো লোপ পেয়ে যাচ্ছে কিনা। (এবার মেয়েটির গলার কাছে হাত বোলায়। মেয়েটির অস্বস্তি আরো বাড়ে) মা লক্ষ্মী ! (ঘন আবেগে) লক্ষ্মীটি !

মেয়েটি। (আড়ষ্ট) বলুন।

[ছেলেটি ওদের দেখে। মুখ ক্রুদ্ধ হয়।]

প্রথম। লক্ষ্মীটি! গলাখানি যে খালি—ফাঁকা গলা কি তোমাকে মানায়?

মেয়েটি। (ছাড়াবার চেষ্টা করে) আমি যাব।

প্রথম। যাবে, যাবে। তার আগে শুনতে পাচ্ছ?

মেয়েটি। কী শুনব?

প্রথম। শুনতে পাচ্ছ?

মেয়েটি। কী শুনব?

[আবার এই পুনঃপৌনিক প্রশ্নোত্তরের মাঝে প্রথম তার চাদর ও চশমা খুলে প্ল্যাটফর্মের ভেতরে রেখে দেয়। তারপর দ্বিতীয়-এর সহায়তায় বোর্ডটা ফেলে প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করে দেয়। আবার সেই রাজাসাহেবের কণ্ঠস্বরও ফিরে আসে।]

প্রথম। যা বলছি।

মেয়েটি। কী বলছেন? বলবেন তো!

প্রথম। শুনতে পাচ্ছ না? আমার আঙুলগুলো তোমার ঘাড়ে গলায় খেলা করছে—আঙুলগুলোও কথা বলে। ওদের কথা শুনতে পাচ্ছ না? আঙুলগুলো ফিস্ ফিস্ করে কী বলছে?

মেয়েটি। আমাকে ছেড়ে দিন!

[ছেলেটি কাল্পনিক ছুরিটা কোমর থেকে বের করে রাজাসাহেবের অজান্তে ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। উত্তেজিত।]

প্রথম। ভয় করছে। আঙুলগুলো আমার ধরে দেখো। যেমন শক্ত, তেমনি কোমল। মিষ্টি করে ধরতে জানে, আবার দম বন্ধ করে দিতেও জানে।

মেয়েটি। (প্রায় কান্না) ছাড়ুন! ছাড়ুন!

[ছেলেটি ছুরিটা তোলে। তীব্র যান্ত্রিক শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে আলো।

নিভে যায়। দরজার মাথায় লাল সঙ্কেত জলতে নিভতে থাকে। টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং ধ্বনি। এই ধ্বনিও সঙ্গীতের সাথে বহু মানুষের বিক্ষুব্ধ কণ্ঠও যেন শোনা যায়। খানিক বাদেই আলো ফিরে আসে। দেখা যায় ছেলেটি এক কোণে চেয়ারে মাথা নীচু করে বসে। অন্য চেয়ারে প্রথম এবং সিঁড়িতে মেয়েটি বসে। দ্বিতীয় পায়চারী করছে।—মাথায় পুলিশী টুপি নেই। সেটা বোর্ডে শোভা পাচ্ছে।]

প্রথম। (হাসতে হাসতে) কী হে? কোমরের ছুরিটা যে কোমরেই রয়ে গেল। রক্ত! রক্ত! রাজাসাহেবের রক্ত! কোন কম্মের না। রাজাসাহেবের রক্ত না তোমার মুণ্ডু!

দ্বিতীয়। নাও, নাও। কাজে লেগে যাও! রাজাসাহেব এসে পড়লে যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়ে যাবে।

মেয়েটি। (গানের সুরে) বুলেট! বুলেট! বুলেট!

ছেলেটি। (ক্রুদ্ধ) চুপ করো বলছি, চুপ করো।

মেয়েটি। তাই নাকি?

ছেলেটি। হ্যাঁ তাই।

মেয়েটি। তাই, তাই, তাই—মামার বাড়ী যাই।

প্রথম। মামা দিল দুধ ভাত।

দ্বিতীয়। দুয়ারে বসে খাই।

মেয়েটি। তাই, তাই, তাই।

ছেলেটি। ফের এসব বললে আমি কিন্তু ঠিক গলা টিপে ধরবো। আমাকে জ্বালাবে না বলছি।

মেয়েটি। (আদুরে গলায়) গলা টিপে ধরবে? ধরো নাগো, (এগিয়ে এসে ওর পিঠে নিজের পিঠ হেলান দিয়ে) তুমি আমাকে আজকাল একটুও ধরো না!

ছেলেটি। সরে যাও বলছি! ভালো লাগে না, সরে যাও।

মেয়েটি। (আদুরে ভঙ্গীতে) যাব না, কী করবে? আমার সঙ্গে একটু ভালো করে কথা বলো না। (এবারে প্রথম-এর চিবুকটা টেনে)

বোবাটা কথা বলে না, বুনোটা কথা বলে না। আদর করে না—বুনোটা, বোবাটা! বুনোটা, বোবাটা! (অন্যদের দিকে তাকিয়ে) কথা বলছে না!

প্রথম। (ছেলেটিকে) চুপ করে আছ কেন? এ সময় তোমার কথা আছে।

দ্বিতীয়। অনেক ডায়ালগ।

প্রথম। খেলাটা ভুলে যাচ্ছ ...ব

দ্বিতীয়। এই কথা বলো। নইলে কিন্তু আমরাও খেলব না—বয়ে গেছে আমাদের!

প্রথম। ষ্টার্ট ডায়ালগ!

দ্বিতীয়! এই! ডায়ালগ! ষ্টার্ট ইওর ডায়ালগ! কথা বলো!

প্রথম। ষ্টার্ট!

মেয়েটি। এরকম করলে কিন্তু আমি খেলব না। আমি একা সব বলে যাব নাকি!

দ্বিতীয়। এক্ষুণি বলবে, এক্ষুণি বলবে।

প্রথম। কথা বলো না বাপু! সমাধিস্থ হয়ে গেলে নাকি!

মেয়েটি। (হাসি মুখে) আসলে আমার না ওর কাঁধে মুখটা ঘষে ঘষে এরকম বলে যেতে এখন খুব খারাপ লাগে না, শত হলেও ও পুরুষ আর আমি মেয়ে—কী যেন একটা হয়!

দ্বিতীয়। এই, চুপ! চুপ। আরে এও তো দেখছি উল্টোপাল্টা ডায়ালগ বলতে শুরু করে দিয়েছে।

মেয়েটি। সত্যি হয়! আসলে ও না আরামে বোধহয় বুঁদ হয়ে আছে—তাই কথা বলছে না!

ছেলেটি। (চেঁচিয়ে) ধ্যাৎ! (মেয়েটির কাছ থেকে সরে এসে) কে বার বার আসতে বলে তোমাকে আমার কাছে?

মেয়েটি। (সতেজ গলায়) কী বলছ তুমি?

[প্রথম ও দ্বিতীয় যেন খেলা আরম্ভ হলো এরকম ভঙ্গীতে পা টিপে টিপে চলে যায়।]

ছেলেটি। কী বলছি? ভুল বলছি না।

মেয়েটি। তুমি আমাকে আসতে বলনি?

ছেলেটি। এই পৃথিবীটাতে তোমাকে আমি আসতে বলিনি।

মেয়েটি। বড় বড় কথা রাখো, যেন তোমাকেই আমি পৃথিবীতে আসতে বলেছি!

ছেলেটি। তাহলে আমরা কেউ কাউকে ডাকিনি।

মেয়েটি। ডাকিনি বেশ করেছি। তবু আমরা মিশব, দেখা করব, ভালোবাসব—যা খুশি তাই করব। দেখ, ও সব ফিলজফি রাখ—অনেক শুনেছি। তুমি চাওনি তবু জন্মালে! তুমি চাওনি তবু মরতে হবে! এসব নিয়ে কচকচি ছেড়ে—আমরা আছি, অনেকদিন বাঁচব, চেষ্টা করে সুন্দর করে বাঁচব—এটা অনেক বড় সত্য বুঝলে?

ছেলেটি। সুন্দর করে বাঁচব! কে দিচ্ছে বাঁচতে?

মেয়েটি। কে দিচ্ছে না?

ছেলেটি। কে দিচ্ছে না তুমিও জানো, আমিও জানি—ন্যাকা সেজে থেকো না।

মেয়েটি। তোমাকে হাজার বার বলেছি 'ন্যাকা' কথাটা বলবে না, কথাবার্তায় একটু রুচি রাখতে তো পয়সা লাগে না।

ছেলেটি। অনেক দিন পয়সা না থাকলে রুচিও থাকে না!

মেয়েটি। পয়সা আমারও নেই।

ছেলেটি। তোমারও কোথাও না কোথাও রুচি নষ্ট হয়েছে।

মেয়েটি। তুমি সিরিয়াসলি বিশ্বাস করে কথাটা বললে?

ছেলেটি। তুমি এমন কী দুনিয়া ছাড়া হলে যে বলব না?

মেয়েটি। প্রমাণ করতে পারবে?

ছেলেটি। পারব, কিন্তু ওসব থাক।

মেয়েটি। না, থাকবে না।

ছেলেটি। তাহলে আমি বলব না।

মেয়েটি। তোমাকে বলতে হবে।

ছেলেটি। হবে? কেন?

মেয়েটি। কতকগুলো কথা আছে যা আরম্ভ করলে শেষ না করাটাই অভদ্রতা। আমি কী এমন রুচিহীন কাজ করেছি তোমাকে বলতে হবে।

ছেলেটি। তুমি রাজাসাহেবকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলে।

মেয়েটি। তুমি হওনি?

ছেলেটি। হয়েছিলাম—কিন্তু তার পাশাপাশি আর একটা ইচ্ছে ছিল, আর একটা সংকল্প জেগে উঠেছিল। তোমার মত ওর কাছে বিলিয়ে দিইনি।

[মেয়েটি খিল খিল করে হেসে ওঠে।]

হাসছ যে! ওরকম হাসবে না বলছি!

মেয়েটি। বিলিয়ে দাওনি, না! আজ কয়েক বছর ধরে কোত্থেকে একটা ছুরি উঁচিয়ে ধরে তুমি ওকে মারতে চাইছ। কিন্তু কোনদিন কি লক্ষ্য করে দেখেছ তোমার ছুরিটায় একটুও ধার আছে কিনা বা ওটা খেলনার ছুরি কিনা যাচাই করে দেখেছ? তুমি ছাড়া—কে দেখেছে—তোমার ছুরি? কে ভয় পেয়েছে তোমাকে? রাজাসাহেবের এত বড় রাজ্যে তোমার একটা ছুরির দাম কী?

ছেলেটি। (অসহায়) কিন্তু তুমি তো দেখেছ, আমার হাতে ছুরি ছিল।

মেয়েটি। আমার দেখাই তো আর সব নয়!

ছেলেটি। তুমি বলো, ভীষণ ধারালো না? বলো!

মেয়েটি। জানি না।

ছেলেটি। দেখো, আমি রাজাসাহেবকে ঠিক মেরে ফেলবো। একদিন ঠিক পারবো।

মেয়েটি। রাজাসাহেবকে তুমি চেনো না।

ছেলেটি। চিনি না? যাকে আমি মারতে চাই, আঘাত করতে চাই, শোধ নিতে চাই, যার ওপর আমার জন্ম থেকে রাগ—তাকে চিনি না?

মেয়েটি। কী করেছে তোমার রাজাসাহেব?

ছেলেটি। যে আমার বুকের হাড় সরিয়ে হৃদয়টা চুরি করতে চায়। সব কটা আঙুলের শিরায় শিরায় তালা ঝুলিয়ে দেয়, আমি হাত মুঠো করতে পারি না, কিছু ধরতে পারি না। জানো, দেয়ালে লাথি মারলে আমি আর শব্দ শুনতে পাই না!

মেয়েটি। তুমি রাজাসাহেবের পুরস্কার পাবে।

ছেলেটি। ঠাট্টা করছ?

মেয়েটি। ঠাট্টা কেন? এদেশে তোমার মত এত সুন্দর করে কেউ কাঁদতে পারে না। রাজাসাহেব, যে ভালো কাঁদে প্রত্যেক বছর তাকে পুরস্কার দেয়।

ছেলেটি। তুমি আমার দিকে তাকাও—সত্যি সত্যি কি আমি কাঁদছি? রাগে আমার চোখ লাল হয়ে উঠছে না?

মেয়েটি। চোখ লাল হলেই রাজাসাহেবের চাবুক—মনে আছে?

ছেলেটি। আমিও চাবুক বানাবো!

মেয়েটি। বানাবে!—মারতে পারবে? ওসব থাক। অনেকক্ষণ বকেছ, অনেকটা কেঁদেছ, অনেকটা রেগেছ—তোমার আজকের রুটিনে যতটা ছিল সব মিটে গেছে। এবার চল।

ছেলেটি। অত ঠাট্টা না করে যদি খানিকটা সহানুভূতি অন্তত তোমার থাকতো।

মেয়েটি। সহানুভূতি নেই, না? শেষ অবধি কে আছে তোমার সঙ্গে? রাজাসাহেবের ওখান থেকে কে তোমাকে চলে আসতে বলল? কার কথায় তুমি চলে এলে?

ছেলেটি। আসলে আমি এত রেগে আছি,—তাই ভুল বলি, ভুল করি। জানো, রাজাসাহেবের ওখান থেকে চলে এসেও মনে হচ্ছে যেন ওর ছায়াটা আমাদের ছাড়েনি। আমাদের খুঁজছে—যেন ওর হাত থেকে কোন কালে মুক্তি নেই।

মেয়েটি। আমরা রাজাসাহেবের কাছ থেকে আরও দূরে চলে যাব—ও আমাদের খুঁজেই পাবে না।

ছেলেটি। রাজাসাহেব ঠিক খুঁজে পায়।

[একটা গাড়ীর হর্ণ শোনা যায়।]

মেয়েটি। রাজাসাহেবের মোটরের শব্দ না?

ছেলেটি। কী আশ্চর্য। দেখলে? ঠিক খুঁজে খুঁজে এসেছে। এবার আমিও ছাড়ব না। যার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই—তার সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া হয়ে যাওয়াই ভালো।

মেয়েটি। দাঁড়াও, কে দেখি আগে। (প্ল্যাটফর্মে উঠে বাইরে তাকায়) মোটর থেকে নামছে। নাগো, রাজাসাহেবের মত দেখতে তো নয়।

ছেলেটি। ভালো করে দেখেছ?

মেয়েটি। হ্যাঁ, রাজাসাহেব নয়, বুঝলে! তবে বেশ বড়লোক! ঝকমকে পোষাক—সঙ্গে আর একটা লোক—এদিকে আসছে।

ছেলেটি। রাজাসাহেবকে দেখলেই কি চেনা যায়? লোকটা অসংখ্য ছদ্মবেশে ঘোরে। চল, আমরা লুকিয়ে থাকি। পরে আসা যাবে। লোকটা এখানে কী চায় আগে দেখা যাক।

[ওরা দুজন মঞ্চের দুকোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এবার মনোহারী যন্ত্রসঙ্গীতের ছন্দে তালে তালে পা ফেলে প্রথম ও দ্বিতীয় মঞ্চে প্রবেশ করে। প্রথম-এর অভিজাত মূল্যবান পোষাক। একটা বাইনোকুলার চোখে। পেছনে দ্বিতীয় ঘুঙুর পায়ে ফেরিওয়ালার সজ্জা রঙচঙে পোষাকে হরেক চীজ নিয়ে উপস্থিত। তার মধ্যে একটি পাপিপপ, একটি শূন্য বোতল ও তিনটি মোমবাতির একটি সেট।]

প্রথম। রুস্তম।

দ্বিতীয়। হুজুর।

প্রথম। রাজ্যটা তাহলে আর একটু বাড়ল?

দ্বিতীয়। তা বাড়ল হুজুর।

প্রথম। একটু একটু করে বাড়াতে বড় সময় লাগে, তাই না? তা

হোক, ধৈর্যই সিদ্ধির পথ। (বাইনোকুলার চোখে দিয়ে) দূরে দুটো মানুষকে যেন দেখেছিলাম। হ্যাঁ, ঐতো—মানুষ—মানুষই তো মনে হচ্ছে। (দ্বিতীয় ললিপপ বাড়িয়ে ধরে মুখে চুক চুক শব্দ করে) এই যে, এদিকে এসো—এসো না। বড় মিষ্টি খেতে। যত চুষবে, মুখে রস ভরে উঠবে। (কিন্তু ছেলেটি ও মেয়েটি চুপচাপ। প্রথম ওদের লক্ষ্য করতে থাকে) কী রকম মানুষ এগুলো রুস্তম, আসছে না তো। ছড়াটা বলোতো—

দ্বিতীয়। ললিপপ, ললিপপ, ললিপপ!

খেতে ভালো টপাটপ, টপাটপ, টপাটপ!

দুনিয়ার সেরা এই খাদ্য,

না খেলে বুঝব অবাধ্য।

খেতে বড় মজাদার—

মিলে যাবে উদ্ধার,

সাথে পাবে উপহার—

একখানা মৌচাক······

শিশিং ফাঁক, শিশিং ফাঁক, শিশং ফাঁক।

(হকারের মতো ভঙ্গীতে ও কণ্ঠস্বরে) ললিপপ্, চাই ললিপপ্। এক প্যাকেট কিনলে সঙ্গে এক শিশি মৌচাক-ভাঙ্গা খাঁটি সুস্বাদু মধু। ছোট, বড়, মাঝারি নানা সাইজের প্যাকেট পাবেন। নিজেদের এবং বাড়ীর ছেলেমেয়েদের জন্য নিয়ে যাবেন। ললিপপ্, ললিপপ্, ললিপপ্। তাছাড়া পাবেন সোরাব অ্যাণ্ড রুস্তম কোম্পানীর মোমবাতি—ক্যাণ্ডেল। নিষ্প্রদীপ মানুষের একমাত্র অবলম্বন—পথে ঘাটে আপনারা এর সুখ্যাতি শুনে থাকবেন।

প্রথম। কই হে রুস্তম, আসছে না তো—বক্তৃতা দাও।

দ্বিতীয়। (কাল্পনিক মাইক ধরে) হ্যালো, মাইক টেষ্টিং—ওয়ান, টু, থ্রী, ফোর—হ্যালো, হ্যালো। বন্ধুগণ! আপনারা কি বিপন্ন

নন, অর্থহীন নন, সুখহীন নন? একটু আশ্রয়, একটু সুখ, একটু আরাম কি আপনারা মানুষ হিসাবে দাবী করতে পারেন না? আমরা আপনাদের আহ্বান করছি। সোরাব অ্যাণ্ড রুস্তম ক্যাণ্ডেল কোম্পানীতে আসুন। অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালুন।

প্রথম। আবেগ দাও।

দ্বিতীয়। (গলা কাঁপিয়ে) এগিয়ে আসুন ভাইসব, আপনার প্রাপ্য থেকে কে আপনাকে বঞ্চনা করবে? তাই বলে ক্ষুধাকে বাড়িয়ে তুলবেন না। ক্ষুধা বিবেকহীন, মস্তিষ্কহীন, ক্ষুধা মত্ততা। অহেতুক উষ্মায় ক্ষুধা প্রশমিত হয় না—বিশৃঙ্খলা আসে। সংযত হোন সভ্যতার প্রথম কথা সংযম; বাড়িতে সকলে সংযম শিক্ষা করুন, ক্ষুধা সহজে নিবৃত্ত হবে

প্রথম। কান দিচ্ছে না ওরা—কবিত্ব আনো।

দ্বিতীয় (মরেল গলায়) অস্তমেঘের সোনা গলে পড়ছে আকাশে; বিদায় নিচ্ছে সূর্য। অন্ধকার—বড় অন্ধকার আসছে ভয়ংকর ঢেউ তুলে। কে বাঁচাবে? কে জাগাবে? কে শোনাবে আশার বাণী? সোরাব অ্যাণ্ড রুস্তম ক্যাণ্ডেল মানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কস-এ আসুন। আমরা সর্বপ্রকার মোমবাতি বিক্রী করে থাকি—মোটা, মাঝারি এবং সরু। পৃথিবী থেকে বিদ্যুৎ লুপ্ত হয়ে গেলে, শরীর থেকে বিদ্যুৎ লুপ্ত হয়ে গেলে, হৃদয় থেকে বিদ্যুৎ লুপ্ত হয়ে গেলে আমরা অবসন্ন মানুষকে ডাক পাঠাই। বেকারীর যুগে ডেকে ডেকে চাকুরী—পাবেন না, আর পাবেন না। মাসিক মাইনে পঞ্চাশটি ললিপপ্ এবং সঙ্গে দু শিশি খাঁটি মৌচাক ভাঙ্গা সুস্বাদু মধু

[এবার ছেলেটি এবং মেয়েটি এগিয়ে আসে]

প্রথম। আসছে, আসছে।

ছেলেটি। আপনারা ডেকে ডেকে চাকরী দিচ্ছেন?

প্রথম। হ্যাঁ, ভাই। চাকরী চাই?

মেয়েটি। কেন চাইব না। পাচ্ছিলাম কোথায়?

প্রথম। সবাইকে কি আর দিই হে—তোমাদের দেখে মনে হল বড্ড নিড়ি। তা চলে এসো, সবই তো শুনলে।

ছেলেটি। কিরকম সন্দেহ হচ্ছে—এত সহজে চাকরী?

প্রথম। চাকরী তো তোমাকে করতেই হবে ভাই। একবার ঢুকে দেখ আরাম পাবে। আরাম না পেলে ছাড়তে কে বাধা দিচ্ছে? (দ্বিতীয়কে) মা লক্ষ্মী যে একা পড়ে যাচ্ছে। কী চায় দেখ। আয়না, চুড়ি, স্নো, হিমানী—কী চায় দেখ।

দ্বিতীয়। (নেচে নেচে গান ধরে)

আয়না চুড়ি স্নো হিমানী
মনে মনে চাইছ জানি।
দাম নেবনা, দেখব হাসি—
রাঙা ঠোঁটে একটু খানি।
আয়না চুড়ি স্নো হিমানী।

প্রথম। ঘুরে ফিরে ভাই, ঘুরে ফিরে—

[দ্বিতীয় এবার এক পাক ঘুরে যায়। ওরা দুজনে মজা পায়। মেয়েটি হেসে ওঠে।]

দ্বিতীয়। (মেয়েটির কাছে এসে)

ঐতো হাসি, মন উদাসী—
হাত বাড়ায়ে পরব ফাঁসী।
মরে গেলে সোনা হব,
স্যাকরা বাড়ি চলে যাব,
নোলক হয়ে আসব ফিরে,
দুলব তোমার নাকে রাণী……
আয়না চুড়ি স্নো হিমানী।

মেয়েটি। (হাসতে হাসতে) কী মজায় আছে এরা, না? আমাদের তো কোথাও যেতে হতই—ওদের ওখানেই যাই।

প্রথম। তাইতো যাবে—এই জন্যেই তো আসা হে। গানে, নাচে, রসে, সুখে তুমিও পায়ে ঘুঙুর বেঁধে ঠিক নাচ শুরু করবে, দেখে নিও মা লক্ষ্মী।

ছেলেটি। এত মজা তবু লোক খুঁজছেন কেন? লোকের তো ভিড় জমে যাবে আপনার দরজায়।

প্রথম। লোকগুলো যে আহাম্মক—কাজ করবে আমার, নিয়মটা চালাতে চাইবে তার নিজের—সেটা কি ঠিক কথা রে ভাই।

মেয়েটি। আপনার নিয়ম কানুন বুঝি খুবই কড়া।

প্রথম। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। যেখানটায় যা আছে ঠিক তেমনি রাখবে—কিচ্ছুটি নড়াবেনা। দশজন কানে মন্তর দেবে—এটা নড়াও, ওটা নড়াও। তোমরা চুপটি করে থাকবে বসে—কে খায় চাকরী? কে কেড়ে নেবে সুখ?

ছেলেটি। আপনি কে?

প্রথম। কেন ভাই? এ প্রশ্ন কেন? ও রুস্তম—আমি কে জিজ্ঞেস করে যে! (হাসে) তাহলে প্রস্তুত হও।

ছেলেটি। আপনাকে চিনতে পেরেছি!

মেয়েটি। আপনি, আপনি রাজাসাহেব!

ছেলেটি। এবার আমরা দুজনে আবার মুখোমুখি হয়েছি।

[কোমর থেকে কাল্পনিক ছুরি বের করে প্রথমকে পেছন থেকে আঘাত করতে যায়। কিন্তু প্রথম দ্রুত ঘুরে গিয়ে সে আঘাত প্রতিহত করে। আবার সেই যান্ত্রিক শব্দ। আলোর জ্বলানেভা। ক্রিং ক্রিং শব্দ। মঞ্চে খানিকক্ষণ পরে পুরো আলো ফিরে এসে দেখা যায় ছেলেটি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো। কাঠগড়াটা অনেকগুলো বন্দুক দিয়ে তৈরী—চারদিক থেকে বেয়নেটের মুখ উঁচিয়ে আছে।]

ছেলেটি। ধর্মাবতার, এবারেও আমি খুন করিতে পারিনি। আমাকে শাস্তি দিন।

[বিরতি]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পূর্বের মতো মঞ্চ। কেবল প্ল্যাটফর্মের ওপরে দুটো দেয়ালের মাঝখানে এবার একটি জেলখানার কালো গরাদ দেখা যাচ্ছে। গরাদের সামনে প্ল্যাটফর্মের ওপর বন্দুক কাঁধে টুপি মাথায় দ্বিতীয় টহল দিচ্ছে। নীচে মঞ্চে দুধারে দুটো সেলের ভেতর বন্দী হয়ে আছে ছেলেটি ও মেয়েটি। ওদের মাঝখানে অদৃশ্য দেওয়াল। মেয়েটি ও ছেলেটির পরনে ডোরাকাটা জামা ও পাজামা।]

মেয়েটি। এই যে শুনছ—

ছেলেটি। উঁ?

মেয়েটি। আমাদের কি ছাড়বে না?

ছেলেটি। আমায় জিজ্ঞেস করে কী লাভ?

মেয়েটি। আমার ভালো লাগছে না!

ছেলেটি। তাই নাকি?

মেয়েটি। আমি দেয়ালে মাথা ঠুকব কিন্তু!

ছেলেটি। আমি আগে খানিকক্ষণ ঠুকেছি—ওটি করো না, বড্ড ঠক্‌ঠক্ শব্দ হয়। কপালে ব্যথা হয়।

মেয়েটি। তাহলে কী করব বল না?

ছেলেটি। আমি কী করছি?

মেয়েটি। চোখ বুজে বসে আছ।

ছেলেটি। উঁ, তাহলে তাই করো।

মেয়েটি। ভালো লাগে না, আমি তোমার কাছে যাব।

ছেলেটি। চোখ বুজে বসে থাকো। কিছু দেখতে পাবে না—একটু একটু ঢুলবে, এক সময় ঘুম পাবে।

মেয়েটি। আমি তোমার কাছে যাব!

ছেলেটি। আব্দার করো না তো!

মেয়েটি। বিষ খাবো কিন্তু!

ছেলেটি। খেয়ে দেখেছি, খেলেই বাঁচতে ইচ্ছা করে।

মেয়েটি। পালিয়ে যাব।

ছেলেটি। এ নিয়ে কবার চেষ্টা করলে?

মেয়েটি। সেপাইজীকে একটু বলো না।

ছেলেটি। ও শুনতে পায় না।

মেয়েটি। পায়। জানো, আমার সঙ্গে কথা বলছিল তখন

ছেলেটি। কী কথা?

মেয়েটি। জিজ্ঞেস করছিলো রাত কটা? আমি বললুম, এখন তো দুপুর। ও বলল, তাহলে সূর্য উঠেছে কেন? আমি বললুম, নাইতো উঠবে। (পাহারারত রক্ষী খিলখিল করে হেসে ওঠে) লোকটা খিলখিল করে হেসে বলল, এই বুদ্ধি বলেই তো কয়েদ খাটছো।

ছেলেটি। এতে কী বুঝলে?

মেয়েটি। বুঝলুম, এবার সব উল্টো বলব। দিনকে রাত, রাতকে দিন।

ছেলেটি। ভালো।

মেয়েটি। শোন, সেপাইজীকে একটু মিষ্টি করে বলে দেখব?

ছেলেটি। দেখো।

মেয়েটি। তুমি মোটে চেষ্টা করছ না—নিজেও তো একটু চেষ্টা করবে

ছেলেটি। (অদৃশ্য দেয়ালে ঘুঁসি মেরে) কেবল দেয়ালটা ভাঙতে চেষ্টা করিনি আর সব করেছি।

মেয়েটি। একটু মিষ্টি গলায় বলেই দেখি না। বাড়িতে বাবাকে যেমন সিনেমা যাবার আগে বলতুম। কিছুতে ছাড়বে না, ঠিক ধরে রেখেছে। সিনেমার নাম করে তোমার সঙ্গে দেখা করব। তারপর অনেক কায়দা করে ঠিক পারমিশন আদায় করতুম।

ছেলেটি। পারমিশন তুমি পেতে না।

মেয়েটি। পেতাম না, তাহলে তোমায় সঙ্গে দেখা হতো কী করে?

ছেলেটি। আমার সঙ্গে দেখা করার পারমিশন পেতে না। উনি তোমাকে বিশ্বাস করে ছাড়তেন, উনি ঠকতেন। তুমি ঠাকাতে আর কি।

মেয়েটি। বাধ্য হয়ে ঠকাতাম। এতে পাপ হয় না।

ছেলেটি। পাপ পুণ্যের কথা নয়, উনি আমাকে পছন্দ করতেন না, তুমি আসতে। সে এক দুর্বিষহ সময় ছিল। তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছ তখন, ভাবলে আমার এখানো কষ্ট হয়।

মেয়েটি। বাবা না এমনিতে একটু কড়া প্রকৃতির, আসলে কিন্তু—

ছেলেটি। তোমার বাবা খুব ভালো, যতক্ষণ তার নিয়মের মধ্যে আছ।

মেয়েটি। তুমি আবার তর্ক শুরু করলে! কোথায় এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করবে—তা নয়, আমার বাবাকে নিয়ে পড়লে!

ছেলেটি। ঠিক আছে, আমি চোখ বুজছি। তুমি বাবাকে যেমন করে বলতে, তেমনি করে সেপাইজীকে বলে দেখ, ফল শুভ হলে আমাকেও ছাড়িয়ে নিও।

মেয়েটি। বলে দেখি?

ছেলেটি। দেখো, তবে একেবারে বাবা বলে ডেকে উঠো না। যেন বাবাকে বলছ—এ রকম কন্যা কন্যা ভাব আর কি। সেপাইজী আবার রসিকতা ভেবে ক্ষেপে না ওঠে। আমি চোখ বুজলাম। স্টার্ট।

[দ্বিতীয় ইতিমধ্যে রক্ষী থেকে বাবা হয়ে যাবার প্রস্তুতি চালাচ্ছে। সিঁড়ির পাশে বন্দুকটা দাঁড় করিয়ে তার মাথায় টুপিটি রাখে। প্ল্যাটফর্মের ডালা খুলে চশমা ও চাদর বের করে পরে। এবার সিঁড়িতে গিয়ে বসে নাক ডাকাতে ও ঢুলতে শুরু করে।]

মেয়েটি। (দ্বিতীয়-এর দিকে এগিয়ে, মুখে আদুরে মেয়ের ভঙ্গী এনে) ঘুমুচ্ছ? (সাড়া নেই) কী যে ঘুমোও ছাই দুপুরে!

দ্বিতীয়। (ঢুলুনি ভেঙে বাবার মতো ভারিক্কী গলায়) কে, খুকি? কিছু বলছিস আমাকে?

মেয়েটি। এ ঘরে তুমি ছাড়া আর কে আছে? আর কাকে বলব?

দ্বিতীয়। কী বলছিস?

মেয়েটি। একটু বাইরে যাব।

দ্বিতীয়। বাইরে কী আছে?

মেয়েটি। কী আবার থাকবে? দরকার আছে, যাব?

দ্বিতীয়। পারমিশন নিতে এসেছো, তা দরকারটা কী তাতো জানালি না। এনিথিং প্রাইভেট? (মেয়েটি অস্বস্তিতে নিরুত্তর।) কথা বলো, আই হেট্ সাইলেন্স্!

ছেলেটি। তুমি একদিন সাহস করে সত্যবাদী হয়েছিলে। দিনটা মনে করো। তুম করে বলে দাও।

মেয়েটি। আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে যাব, অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

ছেলেটি। ফাইন।

দ্বিতীয় আই সি! যেতে পার, তবে আমি নিষেধ করেছিলাম। আমার অনুমতি ছাড়াই তুমি যেতে পার।

মেয়েটি। কেন, তুমি অনুমতি দেবেই বা না কেন?

দ্বিতীয়। (ক্রুদ্ধ) তর্ক করো না।

মেয়েটি। তর্ক কোথায়, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি।

ছেলেটি। রাইট!

দ্বিতীয়। জিজ্ঞেস করার একটা নম্র চেহারাও আছে। এত রাগ কেন তোমার গলায়? একটা অপদার্থ ছেলের সঙ্গে দেখা করতে পারছ না—এরকম তুচ্ছ একটা ব্যাপারে সমস্ত সভ্য শৃঙ্খলা বিসর্জন দিতেও সঙ্কোচ বোধ করছ না! তুমি কি এ বাড়ীর মেয়ে—আমার সন্দেহ হয়।

মেয়েটি। তোমার সন্দেহটা খুব বেশী বলেই আজ এত কথা বলতে হচ্ছে।

দ্বিতীয়। এত কথাও আমি কোনদিন শুনি না। তুমি যেতে পার।

মেয়েটি। সারা জীবন তোমার ইচ্ছেমতো চলেছি। আমি তো একটা মানুষ, আমার নিজের কোন কিছু থাকবে না?

দ্বিতীয়। এটি তোমার প্রশ্ন না বিপ্লবের ফ্যাসান? শোন, এ বাড়ীর যেখানে যা কিছু যেমন ভাবে আছে ঠিক তেমনি থাকবে। এভাবে চলে আসছে—তাতে আমাদের আভিজাত্য কিছু কমেনি। সামনে তোমার পরীক্ষা, অহেতুক উত্তেজনায় নিজের ক্ষতি করো না। আর শোনা, এতদিন এই নিয়মেই বড় হয়েছ, হঠাৎ নিয়মটা নস্যাৎ করা যায় না—সেটা অকৃতজ্ঞতা হবে। তুমি বড় হয়েছ—এবার সবকিছু বুঝতে শেখো।

মেয়েটি। ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।

দ্বিতীয়। কোথায়?

মেয়েটি। এই বাড়ীতে।

দ্বিতীয়। এই বাড়ীতে একটা রান্নাঘর আছে, সেখানে গিয়ে দু কাপ চা করো। এই টেবিলে এনে রাখো—দুজনে গল্প করব। রাজী? (মেয়েটি চুপ) চুপ করে কেন? রাজী?

মেয়েটি। আনছি।

[মেয়েটি বাবার কাছ থেকে সরে আসে। বাবা আবার রক্ষীতে রূপান্তরিত হয়ে পূর্ববৎ পায়চারী শুরু করে, নির্বিকার।]

ছেলেটি। (ব্যঙ্গের হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে) তুমি দু-কাপ চা-ই এনেছিলে। তারপর গল্প থেকে হাসি এবং বাবার মাথা টিপে দেয়া —চমৎকার!

মেয়েটি। তাছাড়া কী করব?

ছেলেটি। খুন করবে, মাথা টিপে দিতে দিতে সোজা খুন।

মেয়েটি। বাবাকে?

ছেলেটি। তোমার বাবার ঐ উদ্ধত গোঁয়ার্তুমিটাকে। ঘরের তিলমাত্র এধার থেকে ওধার নড়াতে দেবেন না—আর তুমি তা মেনে চলবে? তোমার উচিত ছিল খুন করা। একটা বন্দুক

উঁচিয়ে ভদ্রলোক তোমাকে চৌকী দিয়ে যাচ্ছেন—আর তুমি ধূমায়িত চা খাচ্ছ? খুন করতে জানো না!

মেয়েটি। তোমার মত খুন করব? হাতে একটা অদৃশ্য ছুরি নিয়ে লম্ফঝম্ফ!

ছেলেটি। শেষ দৃশ্যে ছুরিটা আর অদৃশ্য থাকবে না। আমি জিতবই।

মেয়েটি। জিতবে! কয়েদখানায় পচে গলে জিতবে! যে জেতে সে এই দেয়ালটা লাথি মেরে ভাঙতে চায়। তার দুটো চোখ জ্বলে, হাতের মুঠো শক্ত হয়ে যায়। তোমার মতো বাক্য-বাগীশ বক্তা হয়ে চোখ বুজে ঢুলতে চায় না।

ছেলেটি। আচ্ছা, আমরা একটা কাজ কিন্তু করতে পারি। যদি খবরের কাগজে ফোন করি, খবরটা ওরা ছাপবে—কেউ না কেউ আমাদের উদ্ধার করতে আসবে।

মেয়েটি। ঠিক বলেছ, অন্তত লোকে জানুক—দুটো মানুষ বন্দী হয়ে আছে!

[ছেলেটি একটা কাল্পনিক ফোন তুলে নম্বর ডায়াল করে। মেয়েটি অধীরাগ্রহে উদগ্রীব। দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে বন্দুকটা বোর্ডে ঝুলিয়ে রাখে। পকেট থেকে বের করে একটা কালো ঠুলি-চশমা পরে নেয়। টুপিটি ডানহাতে ধরে থাকে। টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দ শোনা যাচ্ছে।]

ছেলেটি। হ্যালো, হ্যালো,—(মেয়েটির উদ্দেশে) কেউ সাড়া দিচ্ছে না—(আবার ফোনে) হ্যালো, হ্যালো।

[এবার দ্বিতীয় ধীর পায়ে এসে গ্লোবের ওপরের স্ট্যাণ্ড থেকে সাদা রিসিভারটা তুলে নেয়। বিচিত্র নিরাসক্ত কণ্ঠে কথা বলে।]

দ্বিতীয়। হ্যালো।

ছেলেটি। এটা সংবাদপত্র অফিস? আমি মালিকের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

দ্বিতীয়। কথা বলছি!

ছেলেটি। (মেয়েটিকে) পেয়েছি।

মেয়েটি। সব খুলে বল।

ছেলেটি। আপনাদের একটা সংবাদ জানাতে চাই।

দ্বিতীয়। বলুন।

ছেলেটি। আমরা দুজন মানুষ এখানে বন্দী হয়ে আছি। এপাশের ঘরে আমি আর ওধারে একজন মহিলা।

দ্বিতীয়। কথাবার্তা হয়?

ছেলেটি। দূর থেকে।

দ্বিতীয়। দৃষ্টি বিনিময়ে বাধা নেই তো?

ছেলেটি। আজ্ঞে?

দ্বিতীয়। এরকম বন্দীজীবন তো সুখের কথা মশাই।

ছেলেটি। আমরা দীর্ঘদিন ধরে বেরুতে পারছি না।

দ্বিতীয়। কী দরকার!

ছেলেটি। কী দরকার মানে। এভাবে থাকব নাকি। খবরটা দয়া করে ছাপুন না।

মেয়েটি। (ছেলেটিকে) বলো, এ খবরটা সকলের জানা দরকার।

ছেলেটি। খবরটা ছাপলে সবাই জানতে পারতো—কেউনা কেউ আমাদের হয়ে কিছু করতে পারে।

দ্বিতীয়। আপনি কাদের লোক।

ছেলেটি। কাদের লোক মানে। এই দেশের লোক।

দ্বিতীয়। ওসব বড় বড় কথায় কাজ হয় না। আমি এই পৃথিবীর লোক—তাতে গোটা পৃথিবীর কী এলো গেল। আপনি নিজের কাগজটি আগে বেছে নিন।

ছেলেটি। কিন্তু এটা কি একটা খবর নয়—আপনারা তো খবরই ছাপেন। এটা একটা গুরুতর খবর।

দ্বিতীয়। দেখুন—টু টেল ইউ ফ্র্যাঙ্কলি—আমাদের খবরের কাগজটি বৃহৎ বিজ্ঞাপন দাতাদের কৃপায় চলে। তাঁদের প্রয়োজনের বাইরে খবর ছেপে কাগজটিকে তো আর তুলে দিতে পারি

না। আমার মতামত মানেই তাঁদের মতামত। আপনার অপরাধ।

ছেলেটি। অ্যাটেম্পটেড মার্ডার।

দ্বিতীয়। মার্ডার! কাকে খুন করতে চেয়েছিলেন?

ছেলেটি। রাজাসাহেব! চেনেন?

দ্বিতীয়। খুব ভালো চিনি। আমি রাজাসাহেবের হয়েই কথা বলছি।

ছেলেটি। কী বললেন!

দ্বিতীয়। (ভয়ঙ্কর কণ্ঠে) আমি রাজাসাহেবের হয়েই কথা বলছি। আচ্ছা, রেখে দিচ্ছি।

[রিসিভার নামিয়ে রেখে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায়।]

ছেলেটি। (চেঁচিয়ে) হ্যালো-হ্যালো-হ্যালো। (এবার কাল্পনিক রিসিভারটি নামিয়ে রেখে ছুটে যায় মাঝের দেয়ালের দিকে) সর্বনাশ হয়েছে।

মেয়েটি। কী হলো?

ছেলেটি। যাকে ফোন করেছিলাম সে স্বয়ং রাজাসাহেবের লোক।

মেয়েটি। রাজাসাহেবের লোক।

ছেলেটি। এবার আমাদের অবস্থাটা ভেবেছ! কেবল বন্দী হয়েই থাকব না, কী ভয়ংকর শাস্তি শুরু হবে ভেবেছ?

মেয়েটি। যেমন করেই হোক আমাদের পালাতেই হবে।

[গরাদ ঠেলে এক বৃদ্ধের বেশে প্রথম ঢোকে। তার মাথার চুল একেবারেই সাদা, তার ওপরে ছোট একটা সুতোয় বোনা টুপি। একটা কালো চাদর আলখাল্লার মত ঝুলছে। কুঁজো হয়ে চলাফেরা করে।]

প্রথম। আহা-হা! আমার বাছারা সব কোথায়? কটা দিনই বা আছি, পোড়া চোখে এও দেখে যেতে হলো। কোথায়, বাছারা সব কোথায়?

ছেলেটি। আমাদের খুঁজছেন।

মেয়েটি। (আকুল গলায়) এই তো আমরা!

প্রথম। (সিঁড়ি দিয়ে নাবতে নাবতে) কোথায়, কোথায় গো সব?

ছেলেটি। (ব্যাকুল গলায়) এই যে এদিকে তাকান।

মেয়েটি। আপনার কাছেই—দেখতে পাচ্ছেন না?

প্রথম। দেখেতে পাব না কেন মা, কিন্তু তাকাতে পাচ্ছি না। এতো চোখে দেখা যায় না বাবা! (বিশাল রিংয়ে আটকানো অনেকগুলো চাবি ঝমঝম করতে করতে গরাদের সামনে এসে দাঁড়ায় দ্বিতীয়। তার মাথায় পুলিশি টুপি। প্রথম ওর দিকে ফিরে তাকাতেই সে একটি সেলাম ঠোকে।) এই যে বাপু, সেলাম পরে ঠুকবে। আগে বাছাদের খালাস করো। কই গো, বাছারা! এসো, এসো—ছুট্টে বাইরে এসো।

[সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে দুপাশে দুটো কারাকক্ষ দরজা খোলে দ্বিতীয়। আবার চাবি ঝমঝম করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে বেরিয়ে যায়। ছেলে মেয়ে দুটি বেরিয়ে আসে।]

মেয়েটি। পৃথিবীতে আপনার থেকে আপন আর কেউ নেই। আপনি আমাদের বাঁচালেন! দেবতার মতো আপনি এসে হাজির হয়েছেন।

ছেলেটি। আপনি না এলে আমরা হয়তো এই কয়েদখানাতেই পচে মরতুম।

মেয়েটি। ওকে প্রণাম করো।

[দুজনেই প্রথমকে প্রণাম করে।]

প্রথম। পায়ের ওপরে যেন দুটি ফুল ঝরে পড়ল—ওঠ, ওঠ। ছাড়া তো তোমরা পেলে না, এইখানে (নিজের বুক দেখিয়ে) আমার নিঃশ্বাস আটকে ছিল, এবার সেটি ছাড়া পেল। আঃ হ্!

ছেলেটি। যদি অপরাধ না নেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

প্রথম। বলো।

ছেলেটি। অযাচিতভাবে আপনার এত করুণা, আপনি কে?

প্রথম। আমি কে? আমি জানতে চেও না—শুধু তোমরা আমার

বুকে এসো। (মেয়েটিকে) মা, তোমার অঙ্গ বড় কোমল, ওরা কোনরকম পীড়া দেয়নি তো ?

মেয়েটি। ওরা আমাদের নানারকম কষ্ট দিয়েছে, শুনলে আপনি সহ্য করতে পারবেন না।

প্রথম। থাক, আমায় শুনিও না। চামরের বাতাসেও যে অঙ্গে আঘাত লাগে, তার ওপরে পীড়ন—আমি শুনব না। চলো মা, আমার সঙ্গে চলো।

[মেয়েটিকে নিয়ে একটুখানি এগিয়ে যায়। হঠাৎ পেছন ফিরে দেখে ছেলেটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।]

মেয়েটি। ওকি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, এসো।

প্রথম। (পেছনে তাকিয়ে) কীরে, অভিমান হয়েছে বুঝি ? তোকে ডাকিনি, এই তো ? দুষ্টুটা ! কেমন ঠোঁট ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখো ! আয়, চলে আয়

ছেলেটি। কোথায় যাব ?

প্রথম। কথা শোন—কোথায় যাব ! কয়েদখানাতেই তাহলে পচে মর ! এতক্ষণ তো বেরুবার জন্য লাফাচ্ছিলি। বেরিয়ে কোথায় যেতিস ?

ছেলেটি। জানি না।

প্রথম। জানো না ? শোন মা, ন্যাকা মদনের কথা শোন ! তাহলে তো তোর কয়েদখানাই ভালো ছিল রে।

মেয়েটি। আপনি আমাদের উদ্ধার করেছেন। আপনি যা ভালো বুঝবেন, আমরা তাই করব। কয়েদখানার কষ্টে ও কেমন হয়ে গেছে।

প্রথম। নে তবে চল।

ছেলেটি। আমি যাব না।

প্রথম। দেখলে ? মদন আবার একটু টেঁটিয়া মতনও আছে।

মেয়েটি। আচ্ছা তুমি কী বলতো ? যাবে তো ?

ছেলেটি। সেটাই ভাবছি—কোথায় যাব ? গরাদের বাইরে বেরিয়ে

মনে হচ্ছে আরো বড় একটা কয়েদখানায় আটকে যাচ্ছি। ভেবে দেখো, কত ইচ্ছে আমাদের। কিন্তু যেই সেদিকে পা বাড়াবে কারা যেন পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে—যখন পথ থাকে না তখনই তো জেলখানা! জানো, আমরা আসলে ছাড়া পাইনি।

মেয়েটি। ওসব পরের ভাবনা—আপাতত এখান থেকে তো কোথাও যাই।

প্রথম। কিছু সাব্যস্ত হল মা? গোঁয়ারটাকে বোঝাতে পারলে? হনুমান কোথাকার। নে চল।

মেয়েটি। চলুন, ও যাবে। আমার কথা শোন—চলো।

প্রথম। (পকেট থেকে কী যেন একটা বের করে দেখতে দেখতে) চোখেও তেমন দেখতে পাই না।

মেয়েটি। আমি পড়ে দেব?

প্রথম। ক্যাশমেমোর আর কী পড়বে, মা!

মেয়েটি। ক্যাশমেমো? ক্যাশমেমো কিসের?

প্রথম। তোদের কিনেছি, তার ক্যাশমেমো।

ছেলেটি। আমাদের কিনেছেন!

প্রথম। ক্যাশমেমোটা পড়ে দেখো সোনা, ক্যাশ ট্রানজাকশান্। খরচা করে নগদ কিনেছি, ক্যাশমেমোটি নিয়েছি—নগদা নগদি কারবার।

মেয়েটি। আমাদের কিনেছেন, অথচ আমরা জানি না!

প্রথম। এই তো জানলে।

ছেলেটি। কার কাছ থেকে কিনলেন? (প্রথম হাসতে থাকে। ছেলেটি ক্রুদ্ধ হয়।) কার কাছ থেকে কিনলেন। (ধমকের গলায়) কার কাছ থেকে কিনলেন?

প্রথম। (হঠাৎ তীব্র শাসনের গলায়) চুপ্! উদ্ধত ছেলে—ফের কথা বললে নীল ডাউন করিয়ে রাখব! কার কাছ থেকে

কিনলুম! তোমাকে কিনলুম আর তুমি জানো না? ন্যাকা মদন! বজ্জাত ছেলে, উদ্‌বন্ধা কাঁহাকা!

ছেলেটি। আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি. ওরকম ইতর ভাষা ব্যবহার করবেন না!

প্রথম। শোন মা শোন, এই কড়ে-আংলা ছেলেটা আমাকে সাবধান করছে।

মেয়েটি। ও ঠিকই বলেছে। আপনার বয়স হয়েছে, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন সব বাজে কথা বলেন!

প্রথম। দেখছি দুটোতে মিলে ফণা তোলে! ওটি করো না—বিষদাঁত ভাঙ্গার পাথর থাকে আমার সঙ্গে—ছি: ওটি করো না! নগদ কারবার করেছি, অথচ আমাকে কী মাল-ই না দিয়েছে। দেখতেই দু মণ দুধ, শালা মাখন দেবে কতটুকু কে জানে? তবে মাখন তুলতে আমি জানি হে! যাকগে এবার চলা যাক।

ছেলেটি। আপনি যেখানে খুশি যান, আমরা যাব না।

প্রথম। তুমি মামণি?

মেয়েটি। ও যদি না যায়, একা একা কোথায় যাব?

প্রথম। একা কোথায়? আমি কি তেমন বুড়ো হে! তাছাড়া আমাকে যদি অপছন্দ, অনেক যুবক ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। অঙ্গে তোমার রাঙা যৌবন—এক একখানা ঢেউ দশখানা বুকে ভাঙ্গবে। যৌবন একটু দুষ্টু না হলে মজা কোথায়! এস, পেথম তোলা পাখি সাজিয়ে দেব।

মেয়েটি। আপনি থামুন।

ছেলেটি। আপনি এক্ষুণি বিদেয় হোন, তা না হলে—

প্রথম। তা না হলে?

ছেলেটি। আমার কাছে একটা ছুরি থাকে, খবরটা আপনাকে দিয়ে রাখলুম।

প্রথম। সে কি আর জানিনে। ছুরি হাতে আজকের ছেলেমেয়েরা

বড্ড তড়পে যাচ্ছে! একটু চিকিচ্ছে করে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। তোমাদের ঐ চিকিচ্ছের জন্যই তো কিনলুম হে!

ছেলেটি। আপনাকে শেষবার বলছি, চলে যান!

প্রথম। একবার এলে তো আমি চলে যাই না। টাকা পয়সা খরচা করে কিনলুম, টাকা-পয়সা দিয়ে সুখের ঘর বানিয়ে-দেব —বদলে আমায় একটু কাজ দেবে না? অত কৃতঘ্ন হলে চলে না তো ভাই!

ছেলেটি। এ ভাবে কতদিন চালাবেন ভেবেছেন?

প্রথম। চলে তো আসছে ভাই।

ছেলেটি। সত্যি নাকি?

প্রথম। মিথ্যেও নয়। তা না তুমি অমন মন-মরা হয়ে বসে আছ কেন? এটা তো তবু পিড়িং পিড়িং করছে।

ছেলেটি। আপনি আমাদের নিয়ে কী করতে চান? ক্রমাগত ঠাট্টা কৌতুক, না আর কিছু?

প্রথম। ঐ তো বললুম, চিকিচ্ছে।

মেয়েটি। তারপর?

প্রথম। তারপর আমার কাজে নামাব।

ছেলেটি। কী কাজ?

প্রথম। সোনা তোলার কাজ।

মেয়েটি। সোনা তোলার কাজ?

প্রথম। হ্যাঁ। চারদিকে সোনা ছড়িয়ে আছে, তুলে আনব—তার জন্য লোক তো চাই।

ছেলেটি। তাহলে আমরা কি আপনার সোনার খনির মজুর না রক্ষী?

প্রথম। মজুর আর রক্ষীতো চাইই—তাই বলে ব্যাপারটা পরিচালনা করার লোকও তো দরকার।

ছেলেটি। তারপর?

প্রথম। তারপর নানাদেশে এমনি যেসব সংস্থা তাদের সঙ্গে যোগা-যোগ রক্ষা—একি দুটি একটি লোকের কর্ম! এ বড় বিরাট

আয়োজন। বিশ্বব্যাপী আমাদের বন্ধুত্ব। এ এক সৌভ্রাত্রের বন্ধন হে—মিত্রতা বড় সুন্দর! আমার গায়ে ছুঁচ ফোটাও, ওর রক্ত পড়বে; সাত সমুদ্দুর পারে ওর মাথায় লাঠি মারো, আমি মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে বসে থাকব। দুজনে দোকলা আছ—এ বন্ধন কী বুঝবে?

ছেলেটি। আপনি অন্য লোক খুঁজুন। আমরা চললুম।

প্রথম। চলে যাবে। পথ কোথায়? রাস্তাগুলোও যে আমার নামে সব কিনে নিয়েছি যখন কেউ হাঁটে, আমরা তার পায়ের শব্দ টেপ-রেকর্ডে তুলে রাখি। কী রকম শব্দ, কী তার মানে, পায়ের শব্দ কোথায় যায়, কার সঙ্গে মিলতে চায়, কাদের সঙ্গে এক তালে হাঁটে—সব নোট করে রাখা হয়।

ছেলেটি। আপনার কেনাকাটার বাইরেও পথ আছে। সেই পথ দিয়েই আমরা যাব—আপনার চোখের সামনে দিয়েই যাবো।

প্রথম। (হাসে) বেশ এগোও! ও-রাস্তায় হাজার গণ্ডা মানুষ মুখ থুবড়ে পড়ল, আর তোমরা দুজন। এগোও, একটু দেখি—খেলাটি দেখি। কই এগোও

ছেলেটি নিশ্চয়ই এগুবো। (মেয়েটিকে) চলো।

[ছেলেটি মেয়েটিকে নিয়ে গরাদের বাইরে বেরিয়ে যেতে চায়। দরজার কাছাকাছি পৌছতেই কড়্ কড়্ শব্দে যেন অসংখ্য বাজ ভেঙ্গে পড়ল। বিদ্যুতের তীব্র আলোয় ওদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ওদিকে দরজায় লাল আলো জ্বলছে নিভছে। সঙ্গে ক্রিং ক্রিং শব্দ। ছেলে মেয়ে দুটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। খানিক বাদে মঞ্চে পুরো আলো ফিরে এলে দেখা যাবে লাল দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে প্রথম। পরনে চুস্ত, নক্শাকাটা পাঞ্জাবী, মাথায় সেই রাজাসাহেবের টুপি পায়ে নাগরা। ওপাশে গ্লোবের কাছে দাঁড়িয়ে আছে দ্বিতীয়। আপাদমস্তক লাল আঁটোসাটো পোষাকে মোড়া। গলায় একটা ঘন্টি। কোমরে পেনসিল টর্চ।]

প্রথম। কী হলো থেমে গেলে কেন? প্রাণের ওপর মায়াটা বড় কেউ ছাড়তে পারে না হে।

দ্বিতীয়। রাজাসাহেব, আমাকে ডেকেছেন?

ছেলেটি ও মেয়েটি। রাজাসাহেব!

প্রথম। হ্যাঁ, তোমার নতুন পেশেণ্ট দুজন। চিকিচ্ছে শুরু কর।

[একটা বিচিত্র আওয়াজ করে দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্মের ওপর লাফ দিয়ে ওঠে। ছেলেটি মেয়েটি ইতিমধ্যে সিঁড়ির ওপরের ধাপে বসে পড়েছে।]

দ্বিতীয়। রোগটা কেমন?

প্রথম। পুরনো রোগ?

দ্বিতীয়। কী রোগ?

প্রথম। পালাজ্বর।

দ্বিতীয়। তেড়ে ওঠে?

প্রথম। ভুল বকে।

দ্বিতীয়। দাঁত কিড়-মিড় করে?

প্রথম। হাত-পা ছোঁড়ে।

দ্বিতীয়। ঘাম হয়?

প্রথম। শ্বাস-প্রশ্বাস দপ্‌ দপ্‌ করে।

দ্বিতীয়। ঢুঁ মারে?

প্রথম। সাজানো-গোছানো ঘরে ঢুঁ মারে।

দ্বিতীয়। শিং আছে?

প্রথম। ওঠেনি।

দ্বিতীয়। হাইজাম্প্‌ দিতে পারে?

প্রথম। ক্রোধ থেকে কান্না অবধি।

দ্বিতীয়। চোখ লাল হয়?

প্রথম। লাল হয়।

দ্বিতীয়। নখ আছে?

প্রথম। দাঁতে কেটে ছেঁটে ফেলে।

দ্বিতীয়। দল বাঁধে ?

প্রথম। মেয়েটা চুল বাঁধে।

দ্বিতীয়। ছেলেটা দল বাঁধে ?

প্রথম। ছেলেটার বাধো-বাধো লাগে।

দ্বিতীয়। খিদে আছে ?

প্রথম। উল্টো পাল্টা খিদে।

দ্বিতীয়। চ্যাঁচায়।

প্রথম। চ্যাঁচায়।

দ্বিতীয়। কী চায় ?

প্রথম। খুন করতে চায়।

দ্বিতীয়। খুন করতে চায় !

প্রথম। ছুরি আছে।

দ্বিতীয়। ছুরি আছে ! (ছেলেটিকে) ছুরিখানা দাও। কই হে, ছুরিখানা দাও !

ছেলেটি। সঙ্গে নেই।

দ্বিতীয়। ওটি বের করো, বের করো।

ছেলেটি। নেই, গিলে ফেলেছি।

দ্বিতীয়। গিলে ফেলেছো ? দেখি, হাঁ করো, হাঁ করো। (ছেলেটি একটা বড় হাঁ করে। দ্বিতীয় ভেতরে টর্চ ফেলে।) ফলাটা দেখা যাচ্ছে ! ঠিক আছে, ভয় নেই। ওটা ডিজলভ্‌ড্‌ হয়ে যাবে। অ্যাসিড্‌ দিয়ে গলিয়ে দেখা যাবে ! (মেয়েটিকে) তোমার কাছে ছুরি আছে ?

মেয়েটি। আছে।

দ্বিতীয়। বের করো। বের করো। টুপ করে আবার গিলে ফেলোনি তো ?

মেয়েটি। না।

দ্বিতীয়। তাহলে বের করে দাও!

মেয়েটি। সঙ্গে নেই। দোকানে পছন্দ করে রেখে এসেছি, এক সময় কিনবো।

প্রথম। সে আর কিনেছো! সোজা আমার ক্লিনিকে যাবে, চিকিচ্ছে হবে—শান্ত মিষ্টি টুস-টুসে মেয়েটি হয়ে যাবে। কত খেলনা আমার—রোজ খেলবে।

ছেলেটি। ভালো খেলা দেখছি, আর খেলনা চাই না! কখন এই খেলাটা ফুরোবে তাই ভাবছি।

প্রথম। ফুরোবে, ফুরোবে—ডাক্তার এসেছে, মাথাটা সাফ হয়ে গেলেই সব ভালো লাগবে, তাই না ডাক্তার?

দ্বিতীয়। হ্যাঁ, মাথাটা সাফ করতে হবে। জঞ্জাল জমেছে। ধুয়ে মুছে ব্রেনের মধ্যে নতুন বীজ বুনে দিতে হবে। গোটা কতক স্পেল দেব দুজনাকে। আস্তে আস্তে অসন্তোষের মেঘ কেটে যাবে। বেশ আরাম-আরাম লাগবে। আর কী চাই?

প্রথম একটু কষ্ট পাবে না—স্নায়ুর মধ্যে যে উত্তেজনা তাকে আস্তে আস্তে আইসক্রীমের মতো মিষ্টি আর ঠাণ্ডা করে দেওয়া হবে। লড়াইটা কেন? আরামের জন্য তো? পাবে। হাত পা ছুঁড়ে লাভ কী হে—হাত বাড়িয়ে আমি দিচ্ছি। কেউ লড়াই করে চায়, কেউ দুয়ার খুলেই পায়—পাওয়া নিয়ে কথা। সহজ অঙ্কটা বুঝতে এত কষ্ট হচ্ছে কেন।

দ্বিতীয়। আসলে একটু রাগ হয়েছে তো—ট্যাবলেট দেবো, সব ঠিক হয়ে যাবে। স্নায়ু-পীড়া, বুঝলেন না?

প্রথম আসলে একটু যুদ্ধ করতে ইচ্ছে করে তাই না? বক্সিং, অ্যাঁ।—বক্সিং লড়তে চাও? লড়বে, লড়ে যাবে—ভালো গ্লাভ্‌স্ দেবো। রিং-এর বাইরে হাততালি চাইতো? হাততালি দেবার আমার অনেক লোক আছে। বেতার, টেলিভিসন, নিউজ পেপার, সিনেমা থিয়েটার, ভাষণ, পোষ্টার সবাই মিলে হাততালি দেবে। কী চাই? আমার সব আছে। কেবল

মাথাটি শান্ত করো—আর কাজে মন দাও। চারদিকে সব গোছানো আছে—কেবল এলোমেলো করবে না। কোন কিছু ভণ্ডুল করতে নেই, বুঝলে না? যেমনটি আছে তেমনটি রাখবে, কেমন?

ছেলেটি। বারবার ঐ 'কেমন' 'কেমন' বলে মত জানতে চাওয়ার বিনয়টুকু এবার ছাড়ুন তো।

প্রথম। ঠিক আছে। তোমার শেষ ইচ্ছেটি বলো, ঠিক রাখবো।

ছেলেটি। ফাঁসির ঠিক এক মিনিট আগের ডায়ালগটি ছাড়লেন দেখছি। না, সেরকম ভয় পাই না আর এখন।

প্রথম। আ-হা-হা অশুভ কথা বলতে নেই। (ছেলেটির চিবুক ধরতে যায়, ও ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দেয়।) জিয়ো জিয়ো, যুগ যুগ জিয়ো?

মেয়েটি। আমার একটা ইচ্ছে রাখবেন?

প্রথম। বলো মা লক্ষ্মী, বলো গাবলুটার মতো তোমার অত পিড়িং পিড়িং নেই, আমার বড় ভালো লাগে। নেবু ছেলেটার সঙ্গে কী করে যে মিশ খেলে? বলো, কী ইচ্ছে বলো?

ছেলেটি। কিচ্ছু চাইবে না ওর কাছে।

প্রথম। থাম। মদন!

মেয়েটি। (আদুরে গলায়) আমাকে আপনার অ্যালবামটা একটু দেখতে দেবেন?

প্রথম। অ্যালবাম? আমার? কী হবে?

মেয়েটি। ক্লিনিকে তো কিছু করবার থাকবে না, বসে বসে দেখব।

প্রথম। ছবি দেখবে?

মেয়েটি। (ঠাট্টার গলায়) হাঁা, ছবি। আপনার কত রকম মূর্তি, কত রকম সাজ-পোষাক, পাতা উলটে উলটে দেখব।

প্রথম। ও ব্বাবা! মেয়ে যে আবার বাঁকিয়েও কথা বলে।

মেয়েটি। তা একটু বলি, রাজাসাহেব!

প্রথম। (অতর্কিত উঁচুগলায়) ডক্টর! স্টার্ট ইওর ট্রিটমেন্ট। স্টার্ট!

[সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় এর হিংস্র হুঙ্কার এবং ছেলে মেয়ে দুটির আর্ত চীৎকার শোনা গেল। আলো নিভে যায়। মুহূর্তপরেই দেখা যায় ছেলে মেয়ে দুটির মাথায় নানা রঙের আলো কিলবিল করছে। সঙ্গে একটি মৃদু সঙ্গীতধ্বনি। মাথার আলোগুলো নিভে গেলে স্বাভাবিক আলো ফিরে আসে। দেখা গেল ছেলেটি ও মেয়েটি যন্ত্র পুত্তলিকার মত চেয়ারে উপবিষ্ট। চোখ বোজা।]

দ্বিতীয়। রাজাসাহেব, স্পেল দেওয়া কমপ্লিট। এদের দুজনকে আলাদা করে দিয়েছি।

প্রথম। তা দুজনকে আলাদা করলেই তো চলবে না। বাইরে যে মানুষগুলো দিনরাত চ্যাঁচায়, ওদের থেকে আলাদা করতে হবে যে!

দ্বিতীয়। ধীরে ধীরে সব হবে। বাইরের লোকগুলোকে এখন ওদের ভালই লাগবে না।

প্রথম। জাগবে কখন?

দ্বিতীয়। জেগেই আছে, তবে আরামে দুটিতে চোখ বুজে আছে। এখন যে আর স্নায়ুপীড়া নেই, বুঝলেন না!

প্রথম। তাহলে ওদের একটু বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া যাক।

দ্বিতীয়। দেওয়া যাক।

প্রথম। তুমি এগোও, ওদের দুটো কথা বলে যাচ্ছি।

[দ্বিতীয় অভিবাদন জানিয়ে চলে যায়। প্রথম ছেলেটির দিকে ঝুঁকে নানাভাবে লক্ষ্য করে। মেয়েটিকেও দেখে।]

" এই যে! মদন, ওহে মদন—চোখটা এক ঝিলিক খোলো চাঁদ। শুনতে পাচ্ছ? (এগিয়ে মেয়েটির কপালে, মুখে লোভী হাত বোলায়।) যৌবন তো কান দিয়ে শোনেনা—যৌবন যে

বধির, অন্ধ। ছুঁয়ে ছুঁয়ে কথা বলে, ছুঁয়ে ছুঁয়ে শোনে। কী বলছি, শুনতে পাচ্ছ? (মেয়েটি চোখ না মেলে অস্ফুট শব্দ করে একটা আঙুল আবেশে আলগোছে কামড়ে ধরে।) বঁড়শিতে যে মাছ আটকালো! কোথায় টেনে তুলব? ডাঙায়? না, জলে, জলেই খেলব? (মেয়েটি আবিষ্ট চোখ মেলে। মুখে মদির রহস্যময় মৃদু হাসি। প্রথম এর হাতটা টেনে ধরে।) ওরে ও মদনা, তাকিয়ে দেখ—ওষুধ-চিকিচ্ছে যে আমার কথা বলেরে—(ছেলেটি কোন রকমে চোখ খুলে তাকায়। ওদের দেখে হি-হি শব্দে একগাল হাসে।) গাবলুটা যে একেবারে বাক্যহারা। একেই বলে চিকিচ্ছে। কী হাসি, আহা! (চেঁচিয়ে) ওরে কথা আছে, একটু সজাগ হবি তো?

[এবারে দুজনে চোখ কচলে একটু পরিষ্কার চোখে তাকাতে চেষ্টা করে।]

মেয়েটি। (মৃদু কণ্ঠ) আমি কোথায়?

প্রথম। আমার পাশটিতে।

মেয়েটি। ও কোথায়?

প্রথম। ঐ তো—নির্বাক মুখে কথাটি পর্যন্ত নেই, চাঁদবদন জ্যোৎস্না বিলোচ্ছে।

মেয়েটি। (আদুরে) ঘুম পাচ্ছে!

প্রথম। পাবে না? স্নায়ুপীড়া নেই যে। এখন তো একটানা ঘুমের মধ্যেই থাকবে। বড় শান্ত ঠাণ্ডা একটা ঘুমের মধ্যে হাঁটবে, ঘুরবে, ঘর-কন্না করবে। দেখে যেতে পারলুম, এই শান্তি?

মেয়েটি। (অভিমান) আপনি কোথায় যাবেন?

প্রথম। আমার কাজ হল, আর একজন আসবেন—তাঁর কাছে থাকবে, তাঁর কাজকর্ম করবে।

মেয়েটি। কী কাজ?

প্রথম। ভালো কাজ। তোমাদের যে প্রমোশন হয়েছে, চিকিৎসার ভালো ফল হলেই প্রমোশন, উনি আসবেন—এসে ইণ্টারভিউ নেবেন। তোমরা ঠিক পাশ করে যাবে।

মেয়েটি। আপনি যাবেন না, কাছে থাকুন।

প্রথম। উনি থাকলেই তো আমার থাকা—কোন ভয় নেই।

মেয়েটি। (অভিমান) না, আপনি যাবেন না!

প্রথম। দেখেছো, এযে বড্ড ন্যাওটা হয়ে পড়েছে! আরে আমি না থাকলে কি অনাথ হয়ে যাবে? আমার সার্টিফিকেট রইল, রেকমেণ্ডেশন রইল—তার মানে আমিই পাশে পাশে রইলুম।

মেয়েটি। কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগবে!

ছেলেটি। মাথার ওপর ছিলেন—আর এখন বটবৃক্ষের ছায়াটি সরে গেল!

প্রথম। যাবার সময় ওরকম করেনা। মায়া বাড়িওনা—শেষটায় কেঁদে ফেলব, সেটা কি ভালো হবে! তোমরাই তো আমার সব, আমার আশীর্বাদ রইল।

মেয়েটি। আপনাকে আমরা কিছু দিতে পারলুম না।

প্রথম। (ফিসফিসিয়ে) ঠিক আছে, মনের মতো একটি প্রেজেণ্টেশন দিও! (ইঙ্গিতময় হেসে) 'অঙ্গভরা সুবাস—দুটি ফুল দিও। বয়স হলো—মন তবু বলে, ঘ্রাণে বড় সুখ হে!

ছেলেটি। (কৌতুকের গলায়) কী কথা হচ্ছে, সব শুনতে পাচ্ছি কিন্তু!

মেয়েটি। (কৃত্রিম রাগ) আমাদের কথা কেন শুনবে? সব তাতে কান পাতা চাই!

প্রথম। না, না, ও শোনেনি। মজা করে ভয় দেখাচ্ছে তোমাকে!

মেয়েটি। শুনলেই বা। ওকে কে ভয় পায়? ওকি আর কম কীর্তি করেছে? সব বলে দেব না!

ছেলেটি। অমনি শাসাচ্ছ। আমি তোমায় কী বলেছি?

প্রথম। এই দেখো, আবার ঝগড়া! সব চুপ করো। কেউ কারো কথা ফাঁস করবে না, কেউ কাউকে বাধাও দেবে না। যৌবন

তো সাগর—কত ঢেউ চুরি করে, কে দেখেছে? ঝগড়াও নেই, বিবাদও নেই। ইন্টারভিউটা ভাল করে দাও সব। চলি। তাহলে আসি—আঙিনা ধুয়ে রাখব—দুটি ফুল ছড়িয়ে যেও।

[দুজনের চিবুক ছুঁয়ে নিজের আঙুলে চুমু খায়, চলে যায়। ওরা হাত নেড়ে বিদায় জানায়। মেয়েটি এবার খিল খিল করে হাসে]

ছেলেটি। এই আস্তে। অত জোরে হেসো না, বুড়োটা এখনও হয়ত বিদেয় হয়নি; শুনতে পাবে।

মেয়েটি। (হাসি সামলে) বুড়োর রসটা দেখলে। রসের ডালিমটি।

ছেলেটি। তাতে তো রাখতে হবে। এটাও একটা আর্ট: কেমন কব্জা করেছি! শিখতে হয়।

মেয়েটি। তোমাকে শেখাতে হবে না!

ছেলেটি। (হেসে) বরঞ্চ শিখতে পারি, বলো!

মেয়েটি। এই, বুড়োটা কে আসবে বলে গেলোনা?

ছেলেটি। আসুক।

মেয়েটি। বুড়োরও বড় কর্তা! ঘরটা একটু গুছিয়ে রাখবে না?

ছেলেটি। সর্বনাশ করেছিলে আরকি! ঘরটা যেমন আছে তেমনটি রাখলেই তো সার্টিফিকেট; এদের আইন-কানুন ভুলে গেলে?

মেয়েটি। ভাগ্যিস মনে করলে! (কাল্পনিক ফুলদানিটা ঠিক জায়গায় নেই দেখে রাগ প্রকাশ করে।) নিজেই ভুল কর আর আমার দোষ ধর।

ছেলেটি। (সুর করে) ঘড়িটা?

মেয়েটি। (সুরে) ঠিক আছে ……ক্যালেণ্ডারটা?

ছেলেটি। ঠিক আছে।

মেয়েটি। (নিজের দিকে তাকিয়ে) আর আমি? আমি ঠিক আছি?

ছেলেটি। (আদরের সুরে) তুমি? তুমি দারুণ ঠিক! কিন্তু তোমাকে

দেখে যে আমারই মাথার ঠিক নেই! (ধরতে যায়, ছেলে পালায়, দরজায় কড়া নড়ে। ওরা থমকে যায়) ঐ এলেন বোধহয়, খুলছি।

মেয়েটি। দাঁড়াও! (অদৃশ্য একটি আয়নায় দাঁড়িয়ে ঠিকঠাক হয়ে নেয়।) আই-ব্রাউ পেন্সিলটা কোথায় গেল বলোতো?

ছেলেটি। ও দরকার নেই।

মেয়েটি। দরকার নেই মানে?

ছেলেটি। দরকার নেই মানে দরকার নেই। (অদৃশ্য ওয়াড্রোব হাতড়ে) এই যাঃ আমার টাই?

মেয়েটি। কোথায় যে কোনটা রাখো! এখন খোঁজার সময় আছে! পাউডারটা অবধি পাচ্ছি না।

ছেলেটি। চশমা, চশমাটা রাখলুম কোথায়?

মেয়েটি। একটা জিনিষ যদি ঠিক জায়গায় রাখবে! আমার লিপস্টিক?

[আবার কড়া নাড়ার শব্দ]

ছেলেটি। পরে খুঁজবে, খুলে দিচ্ছি। এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখাটা কীরকম অভদ্রতা জানো?

মেয়েটি। এমন ঘুমোও না তুমি। ঠিক জানি চুরি হয়ে গেছে। আর কী সব নিয়েছে কে জানে? ড্রয়ারটা দেখোতো—আমার ঘড়িটা আছে কিনা

ছেলেটি। (কাল্পনিক ড্রয়ার দেখে) না নেই। ঐ তো তোমার হাতে।

মেয়েটি। এটা নয়, কাল যেটা কিনলুম।

[কড়া নাড়ার শব্দ]

ছেলেটি। দরজাটা বন্ধ রেখে কী ভদ্রতা হচ্ছে বলো তো?

মেয়েটি। তোমাকে আমি খুলতে বারণ করেছি? সব সময় আমাকে ধমকাবে!

ছেলেটি। সর্বনাশ! আমার জুতো? জুতোটার দাম কত জানো?

মেয়েটি। এঃ! জুতো পরে তো আর দরজা খুলবে না! (গলায় হাত

দিয়ে) এ কী, আমার জড়োয়া নেকলেসটা ! (কানে হাত দিয়ে) দুল : দেখেছ, হীরের দুলটা কী হলো ?

ছেলেটি। আহা, যেন নেমন্তন্ন বাড়ি যাচ্ছ ! ওসব দিয়ে এখন কী হবে ! এ কী, আমার হীরের বোতাম ?

মেয়েটি। যেন বেরুচ্ছ ! থাকবে তো ঘরে ! (বাইরে তাকিয়ে) একী, আমাদের গাড়িটা ?

ছেলেটি। সর্বনাশ, আমার ফোনটা ?

মেয়েটি। ঘরের সোফাসেট ?

ছেলেটি : মেঝের লিনোলিয়ম ?

মেয়েটি। রেডিওগ্রাম ?

ছেলেটি। টেলিভিসন ?

মেয়েটি : (চেঁচিয়ে) বয় ! বেয়ারা !

ছেলেটি : (চেঁচিয়ে) বয় ! বেয়ারা !

মেয়েটি : (হতাশ) সব কোথায় গেল !

ছেলেটি। (হতাশ) কারো সাড়া নেই !

[ওরা বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে মেঝেতে পড়ে যায় : ঘরের আলো-গুলোও এক এক করে 'নভে যাওয়াতে গভীর অন্ধকার ওদের গ্রাস করে। খানিকক্ষণ বাদে খুব অস্পষ্ট আলোতে ওদের দুটি মুখ দেখা যায়। আর দেখা যায় প্ল্যাটফর্মের ওপর মৃত অবস্থায় শায়িত দ্বিতীয়কে। তার পোষাক নাটকের শুরুতে যা ছিল ঠিক তাই। তবে চেহারা ও পোষাক বিধ্বস্ত।]

মেয়েটি। কী ভীষণ ফাঁকা—আমার ভয় করছে।

ছেলেটি। কী রকম ফাঁকা বলো তো ?

মেয়েটি আমার ভয় করছে গো !

ছেলেটি। আমাদের ভেতরটাও এরকম ফাঁকা—কে যেন সব তুলে নিয়ে গেছে। ফাঁকা, ভীষণ ফাঁকা !

[দ্বিতীয় এবার কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে কাল্পনিক কড়া নাড়ার ভঙ্গী করে।]

মেয়েটি। দরজাটা খুলবে তো ?

ছেলেটি। দেখলে, একদম ভুলে গিয়েছি।

মেয়েটি। আজকাল তুমি খালি ভুলে যাও—কতবার বললুম একজন ডাক্তার দেখাও।

ছেলেটি। কেবল তো আমাকেই ধমকাচ্ছো, ডাক্তারের কাছে তুমিও তো যাচ্ছ না—সারা রাত্তির ঘুমোও না! একবার ডাক্তারের কাছে গেলে কী হয় ?

মেয়েটি। কী হবে ?

ছেলেটি। ঠিক বলেছ, কী হবে। মানুষ বোধহয় কেবল নিজেদের জন্য বাঁচতে চায়না—একঘেয়ে লাগে। এক সময় সব মুখস্থ হয়ে যায়! আমাদের আর কেউ নেই, তাই না ?

[দ্বিতীয় কড়া নাড়ে।]

ছেলেটি। দাঁড়ান খুলছি।

মেয়েটি। না, একা ধর—খুলবে না। ওদের হাতে অস্ত্রপাতি থাকে। খালি হাতে কেউ আসে না।

ছেলেটি। (চেঁচিয়ে) ও মশাই, কে কড়া নাড়ছেন ?

দ্বিতীয়। (মত্ত অবস্থায় চেঁচিয়ে) আমি।

ছেলেটি। মশাই, আমিটা কে ?

দ্বিতীয়। আমি মশাই, আমি।

ছেলেটি। (মেয়েটিকে) এঃ, যেন আমর সাত জন্মের চেনা! (জোরে) নাম বলুন।

দ্বিতীয়। বললুম তো, আমি। আরে ধ্যাৎ আমি।

মেয়েটি। বুঝলে 'আমি' নামও হতে পারে। (চেঁচিয়ে) 'আমি' কি আপনার নাম ?

দ্বিতীয়। (ভেংচিয়ে) আমি কি আপনার নাম! কথার ছিরি দেখ না! আমি কি কারো নাম হয় ? খুলুন না, একা একা হাঁপিয়ে উঠেছি। সেই থেকে ছুটোতে মিলে কিচির মিচির করে

যাচ্ছে, আর আমি একটা কথাও বলতে পারছি না। এই, খুলুন না!

ছেলেটি। হাতে কিছু নেই তো?

দ্বিতীয়। থাকবে না কেন? দশটি আঙুল আছে। খুলবেন না ভাঙবো? দরজায় লাথি মারছি কিন্তু।

[কাল্পনিক দরজায় লাথি মারে।]

মেয়েটি। লাথি মারছে!

ছেলেটি। তার আমি কী করব? লাথি ও মারছে, আমি মারছি? সব তাতে আমার দোষ, না?

মেয়েটি। ভীষণ রেগে গেছে।

ছেলেটি। তা রাগাও কেন?

মেয়েটি। আমি রাগিয়েছি?

ছেলেটি। আমি তো খুলে দিতে চাইছি।

মেয়েটি। দাওনা খুলে।

ছেলেটি। এই যে খুলছি।

[ওরা চুপি চুপি দরজা খুলে দূরে গিয়ে তাকিয়ে থাকে। দ্বিতীয় প্রচণ্ড বেগে গিয়ে লাথি মারে এবং খোলা দরজা দিয়ে প্ল্যাটফর্মের নিচে গিয়ে পড়ে।]

দ্বিতীয়। উ হু হু, পায়ের বুড়ো আঙুলটায় লাথি মারতে গিয়ে এমন লাগল! এমন হয়েছেন না সব।

মেয়েটি। লাথি মারতে আমরা বলেছি? পায়ের জোর ফলাতে গেলে এরকমই হয়।

ছেলেটি। কী মশাই, কথাবার্তা নেই আমার ঘরে ঢুকে বসে আছেন?

দ্বিতীয়। কে কার ঘরে ঢুকে বসে আছে?

মেয়েটি। কে কার ঘরে মানে? এটা কি আপনার ঘর?

দ্বিতীয়। এতে আর সন্দেহের কী আছে!

ছেলেটি। আপনার মাথার ঠিক আছে?

দ্বিতীয়। (বিচিত্র হাসে) ওটি আমারও প্রশ্ন। আপনাদের মাথায় ঠিক আছে?

ছেলেটি। ঢং রাখুন! ওঘরে ঢুকলেন কী করে?

দ্বিতীয়। আমার ঘরে আমি ঢুকেছি—তা কেমন করে ঢুকেছি তার বর্ণনা দিতে হবে নাকি? কীরে মাইরি—

মেয়েটি। কী উদ্দেশ্য নিয়ে ঢুকেছেন বলুন?

দ্বিতীয়। কী উদ্দেশ্য নিয়ে আমায় পাশের ঘরে ঠেলে দিয়ে ছিটকিনি লাগিয়ে আটকে রাখলেন সেটি আগে বলুন।

মেয়েটি। কী বলছে কী?

দ্বিতীয়। ঠিকই বলছি—সকালবেলা আমাকে ঠেলতে ঠেলতে ও ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন না? কী পুয়োর মেমোরি রে বাবা!

ছেলেটি। (ভেবে) সকালবেলা······সকালবেলা কী যেন একটা হয়েছিল·· ··

দ্বিতীয়। হ্যাঁ। ভূমিকম্প হয়নি—আমি যা বলছি সেই কাণ্ডটিই হয়েছিল।

মেয়েটি। আমাদের জিনিষপত্র কোথায় গেল বলুন?

দ্বিতীয়। আমার জিনিষপত্র কোথায় গেল সেটি আগে বলুন—আমি কি আর ফাঁকা ঘরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রোজ দেয়ালা করতুম? ঘর ভর্ত্তি জিনিষ পত্র ছিল, কোথায় গেল সেসব?

ছেলেটি। এঘরে আপনার জিনিষ ছিল?

দ্বিতীয়। নিশ্চয়ই: সোফা, লিনোলিয়ম, টেলিভিসন—সব। মায় আপনার গিন্নীর মতো একটি মেয়েছেলেও।

ছেলেটি। তিনি কোথায়? ওঘরে ঘুমুচ্ছেন নাকি? কোথায় তিনি?

দ্বিতীয়। (মেয়েটিকে দেখিয়ে) উনি যেখানে যাবেন, সেখানে তিনি আগেভাগে গিয়ে বসে আছেন।

মেয়েটি: কোথায়?

দ্বিতীয়। অনন্তধাম, আর কোথায় ?

মেয়েটি। (সহানুভূতি নিয়ে) আপনার স্ত্রী মারা গেছেন ?

দ্বিতীয়। বেঁচে নেই এই হলো মোদ্দা কথা—মারা গেছেন কিনা অতকথা কে জানে ?

মেয়েটি। অত ধোঁয়াটে করে কথা বলছেন কেন ?

দ্বিতীয়। ধোঁয়ার এখন আর কী দেখলেন ? দুটি তো পিদিম, মিটি মিটি জ্বলছেন ! ফুঁ-টি লাগলেই ফোক্কা ! বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগে—কবে যে বাড়ি ফিরব !

ছেলেটি। এই যে বললেন এটা আপনার বাড়ি ?

দ্বিতীয়। বললেই হয়ে যায় ? এই যে বলছিলেন, ঘরভর্তি আপনাদের জিনিষ পত্র ছিল। সত্যি ছিল ?

মেয়েটি। ছিলই তো !

দ্বিতীয়। (ধমকের গলায়) থামুন। কিচ্ছু ছিল না, কিচ্ছু ছিল না। (গলার স্বর বদলে গম্ভীর হয়) বলুন, ছিল ? না মনে মনে সব চাইতেন ? প্রসাধন, আসবাব, বয়, বেয়ারা, কমফর্ট—আরাম আর আরাম !

মেয়েটি। আরাম কে না চায় ?

দ্বিতীয়। হ্যাঁ, আমিও চাই—সবাই চায়। শুধু চাওয়ার পথটা বলে দেয় কোনটাতে তৃপ্তি, কোনটাতে বিষ ! আমি জানি, আপনাদের জিভে বিষ লেগে আছে একটু একটু করে ভিতরে যাচ্ছে —স্লো পয়জন হ্যাঁ, এইভাবে, ঠিক এইভাবে এ-বাড়িতে একটি মেয়ে আজ আর বেঁচে নেই। ময়ূরের মত কোথাও উড়ছে আর সোনা দিয়ে বাঁধানো কতকগুলো লোভী দাঁত একটা একটা করে তার পালক টেনে ছিঁড়ছে। রক্ত আর লিপ্‌স্টিক মিশে গেছে, জড়োয়া কঙ্কন আর হাতের শেকল মিলে গেছে। এটা আমারও বাড়ি নয়। আমরা এসে পড়ে, কিংবা আরো সত্যিকথা—আমাদের টেনে নিয়ে আসা হয়।

ছেলেটি। কে টেনে আনে হয়তো আমি জানি।

দ্বিতীয়। কে ?

মেয়েটি। কে যেন ধীরে ধীরে আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

ছেলেটি। তাড়িয়ে তো আমাকেও নিয়ে এসেছে। তখনো বুঝেছি এখনো বুঝছি। কিন্তু কী করতে পারলুম ?

ছেলেটি। আমার নিজের ইচ্ছেয় আসিনি—বাধ্য হয়েছি। প্রতিবাদ করেছি, আমি······আমি খুন করতে চেয়েছি পর্যন্ত।

দ্বিতীয়। একা একা যুদ্ধ হয় না। ধীরে ধীরে মরতে হয়, না হলে এইখানে এসে একদিন হাজির হতে হয়।

মেয়েটি। আমরা মানতে চাইনি, বিশ্বাস করুন।

দ্বিতীয়। (স্বগতোক্তির মত) একা একা যুদ্ধ হয়না। ধীরে ধীরে মরতে হয়, নাহলে এইখানে এসে একদিন হাজির হতে হয়।

ছেলেটি। আমরা এখানে কোথায় এসেছি ?

দ্বিতীয়। ল্যাবরেটরীতে।

মেয়েটি। কেন ?

দ্বিতীয়। এক্সপেরিমেন্ট।

ছেলেটি। কিসের এক্সপেরিমেন্ট ?

দ্বিতীয়। লাষ্ট এক্সপেরিমেন্ট।

মেয়েটি। কী করবে ওরা আমাদের নিয়ে ?

দ্বিতীয়। (বিষণ্ন) জানিনা। ওই দরজার কড়াটা নড়ে উঠবে—একজন আসবে।

ছেলেটি। হ্যাঁ, আমরা তা জানি।

দ্বিতীয়। আমিও ঐটুকুই জানি।

মেয়েটি। কিন্তু শুনেছি ইন্টারভিউ নিতে আসবে ?

দ্বিতীয়। প্রথমে ইন্টারভিউ-ই হয়। ঠিক আছে আমি ওঘরে যাচ্ছি। আপনাদের পর হয়ত আমারও ডাক আসবে। পর পর

অনেকগুলো ঘরে হয়ত এরকম অনেকেই আছেন। আচ্ছা, চলি।

[ধীরে পায়ে দ্বিতীয় চলে যায়।]

মেয়েটি। কেউ এলে আমরা দরজা খুলব না।

ছেলেটি। ওরা নিজেরাই দরজা খুলতে জানে।

মেয়েটি। তাহলে আমরা কী করব?

ছেলেটি। ইন্টারভিউ দেব।

মেয়েটি। না।

ছেলেটি। উপায় নেই।

মেয়েটি। তোমার সেই ছুরিটা কোথায়?

ছেলেটি। (বিষণ্ণ হেসে) খুঁজতে হবে!

মেয়েটি। এসো না, খুঁজে বের করি।

ছেলেটি। একা একা যুদ্ধ হয় না—লাভ নেই। মনে আছে—একজন হঠাৎ হঠাৎ আসতো আর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলত, 'সময় নেই—এক্ষুণি চলে এসো'—আমরা কান দেইনি। এখন ছুরি পেলেই বা কী না পেলেই বা কী ক্ষতি।

[একটি ভয়ংকর বাজনা—অনেকটা মার্শিটারী ব্যাণ্ডের মতো—তালে তালে বাজতে থাকে। ছেলে ও মেয়েটি উৎকর্ণ হয়ে শোনার ও কিছু বোঝার চেষ্টা করতে থাকে। হঠাৎ প্ল্যাটফর্মের ডালাটা খুলে ভেতর থেকে একটা মূর্তি বেরিয়ে আসে। একটা চোখে কালো ঢাকনা সুতো দিয়ে মাথায় বেঁধে আটকানো। দামী খাকি শার্ট-প্যান্ট, পায়ে শু। বুকে কয়েকটা মেডালিয়ন শোভা পাচ্ছে। মাথায় কেল্টের টুপি। ছদ্মবেশের মধ্যেও দর্শকরা প্রথমকে চিনতে পারেন।]

প্রথম। (চারিদিকে তাকায়) লুসি, লুসি—!

ছেলেটি। কাকে খুঁজছেন?

প্রথম। লুসি—মাই হানি, সুইট্ হানি! আই মিন মাই সুইট্ ডগ। লুসিকে দেখেছ?

মেয়েটি। না, কোন কুকুরই আসেনি এদিকে।

প্রথম। ওবে ঢুকল, আমি দেখলাম। লুসিটা যা দুষ্টু হয়েছে না, মাই নটি প্রিটি লুসি!

ছেলেটি। খুব ভালোবাসেন বুঝি ওকে?

প্রথম। আমার সঙ্গে ঘুমোয়। ভারি সতর্ক। শী ক্যান ইভেন স্মেল এনিবডিজ্ ফুটস্টেপস্।

ছেলেটি। আপনাকে ঠিক চিনলুম না—আপনি এখানেই থাকেন?

প্রথম। কোন একটা জায়গায় থাকতে আমার ভালো লাগে না—আই লাভ এক্সপ্যানশন্। স্প্রেড-আউট, ব্রাদার, স্প্রেড আউট —দিস ইজ মাই মোটো। পৃথিবীটা বড্ড ছোট—মনে হয় পাশ ফিরে শুলেই গায়ে দেয়াল ঠেকে যাবে। আই লাভ ফ্যান্সি। ইচ্ছে করে প্লানেটগুলোয় দড়ি ঝুলিয়ে একটা মজার দোলনা বানিয়ে তুলব। বাট হোয়ারজ্ মাই লুসি?

ছেলেটি। খুঁজে দেখব?

প্রথম। কিচ্ছু দরকার নেই, আমার গলা শুনে ও ঠিক আসবে। মাই মিশন ইজ টু ব্যাপটাইজ। আমাকে অনেকে মজা করে বলে জেসাস্ দি সেকেণ্ড। দ্যাট ওল্ড জেসাস্ কিন্তু একটা ভালো কথা বলেছিল, লাভ দাই নেবার—প্রতিবেশীদের ভালোবোসো। বাট লেট জেসাস্ ওয়াজ লেস প্রাকটিক্যাল। বুদ্ধ জানতেন না, সকলেই প্রতিবেশী নয়। প্রতিবেশী চিনে নিতে হয়, গড়ে নিতে হয়। ইওর নেক্স্‌ট ডোর নেবার মে বি ইওর নেক্স্‌ট ডোর এনিমি। তাহলে আমার রিলিজিয়ান্ দিয়ে আমি কাকে প্রোটেক্ট করব? আমার নিজের প্রতিবেশীদের, তাই তো? এটি একটি মহৎ দায়িত্ব। দায়িত্বই ধর্ম, রিলিজিয়ান্। আর এই দায়িত্ব পালনের জন্য মডার্ণ সায়েন্স আমাকে অ্যাসিস্ট করছে, টপ ব্রেনস আমাকে কাউনসেল দিচ্ছে। এবং আমার গোটা মেশিনারী অসংখ্য মানুষ মাথায় করে আছে। আই মাস্ট্ লাভ মাই সিলেকটেড্

নেবারস। প্রোটেকশনের জন্য রয়েছে গান্, বুলেট্ প্রেন, ওয়ার—অ্যাণ্ড হোয়াট নট।……লুসি,……লুসি। ও হ্যাঁ এখানে কী যেন একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল আমার?

ছেলেটি। আপনি, আপনিই কি আমাদের ইন্টারভিউ নিতে এসেছেন?

প্রথম। ও হ্যাঁ, নেব। কিন্তু তার আগে লুসিটাকে যে চাই। কেউ তাকে মেরে ফেলতে পারে। কনস্পিরেসি। দেয়ারজ্ এ জুডাস ওয়ার্কিং অন আস্ সামহোয়্যার।

মেয়েটি। আপনি ওকে বেঁধে রাখেন না কেন?

প্রথম। বাঁধবো বলেই তো খুঁজছি। কিন্তু মাঝে মাঝে ওকে ছাড়তে হয়। না ছাড়লে দুষ্টু ছেলেগুলোক কামড়াবে কী করে? ওরও তো ক্ষুধা-তৃষ্ণা বলে কিছু আছে।……লুসি ঠিক এতক্ষণে বাচ্চাদের পার্কটায় ঢুকে পড়েছে, দুষ্টু ছেলেগুলোকে কামড়াতে শুরু করে দিয়েছে। হা—হাঃ!

ছেলেটি। ওটাকে আপনার গুলি করে মারা উচিত।

প্রথম। কী বলছ? জানো ওটা কী জাতের কুকুর! তাছাড়া, ট্রাডিশন! এর পিতা-প্রপিতামহ, আরে পিছিয়ে যাও—এদের প্রাচীন পূর্বপুরুষ চিরটাকাল আমাদের ফ্যামিলিকে জেনারেশন আফটার জেনারেশন সার্ভ করে এসেছে! আমি একে গুলি করব! লুসির বাচ্চাগুলোকে মানুষ করার জন্য কত পরিশ্রম আর খরচা ভাবতে পারো? তাছাড়া কেবল ওকে দোষ দিলেই তো হবে না? আমার গ্রাণ্ড গ্রাণ্ড-ফাদারের আমল থেকে একটা প্র্যাকটিস চলে আসছে। কুকুরগুলোকে এক চামচে, দু-চামচে ব্লাড ড্রিঙ্ক হিসেবে দেওয়া হত। এখন ওটা ওদের অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। ওরা তো চাইবেই।

মেয়েটি। রক্ত!

প্রথম। হ্যাঁ, হিউম্যান ব্লাড। তেমন কস্টলিও নয় অথচ ভারী টেস্টফুল—অ্যাণ্ড দে লাইক্ ইট ভেরি মাচ্। এখন, আমার

লুসিটা পুরো একবাটি রক্ত চুকচুক্ করে এক নিশ্বাসে খেয়ে নেবে। রক্তটা যদি বাচ্চাদের হয়—ওর আরো আনন্দ। লুসিটা এলে দেখবে, এখন ও আমার কোলে উঠে সারা গায়ে মুখ ঘষবে, চাটতে থাকবে, আর গড়-গড় করে গলায় মিষ্টি আওয়াজ করবে—মাই প্রিটি নটি লুসি! শী ইজ এ জেম্ অফ এ ডগ—কতক্ষণ দেখিনা ওকে জানো! (ডাকে) লুসি—লুসি!

মেয়েটি। ওকে এখানে ডাকবেন না।

প্রথম। কেন?

ছেলেটি। যে বর্ণনা শুনলাম, তাতে ওর কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

প্রথম। (হাসে) বড্ড ভীতু দেখছি। আরে, ওকি যাকে পাবে তাকেই কামড়াবে নাকি? ও যদি বুঝতে পারে, তুমি আমার বেশ ওবিডিয়েন্ট—তোমার কিচ্ছুটি করবে না। পায়ের কাছে শুয়ে লেজ নেড়ে নেড়ে তোমাকে আদর করবে। আর তুমি যদি অবাধ্য হও—ঘরের এটা সরাও, ওট নাড়াও, এটা ভাঙো, ওটা ছুঁড়ে দাও—লুসি একেবারে খ্যাক করে তোমার ঘাড়ে চাপবে। যেমনটি আছো ঠিক তেমনি থাকো—ওর মতো ভালো আর হয় না।

ছেলেটি। (সন্দিগ্ধ) আপনি কে বলুন তো?

প্রথম। কেন?

মেয়েটি। ঠিক এরকম কথা আমরা অনেকবার শুনেছি।

প্রথম। শুনবে না কেন? যা সত্যি তা শুধু শুনলেই হয় না, মনে রাখতে হয়। কর্মে তাকে রূপ দিতে হয়।

ছেলেটি। আপনি—আপনি রাজাসাহেব?

প্রথম। কে রাজাসাহেব? কার কথা বলছ?

মেয়েটি। আপনি—আপনার কথা বলছি। আপনাকে আমরা চিনি, অনেকদিন ধরে চিনি।

প্রথম। (রাজাসাহেবের স্বাভাবিক গলায় ফিরে আসে) যাক আবার চিনতে পেরেছ তাহলে?

ছেলেটি। (উত্তেজিত) অনেকদিন ধরে আপনার খেলা আমার দেখেছি। আপনার ঐ লুসি অনেকবার আমাদের বুকে থাবা বসিয়েছে। চাঁদের আলোটুকু পর্যন্ত পাইনি, থাবা মেলে কেড়ে নিয়েছে। বিশ্রী চীৎকারে ঘুমোতে পারিনি, জেগে থাকতে ভয় করেছে।

মেয়েটি। এবার কী চান আমাদের কাছে? আমাদের আর কিছুই নেই, বিশ্বাস করুন কিছুই নেই!

প্রথম। আছে। এখানো কিছু আছে বইকি!

ছেলেটি। (উত্তেজিত) ছিল—আমার কাছে একটা ছুরি ছিল আর তার লক্ষ্য ছিলেন আপনি?

প্রথম। কী হলো সেটি?

ছেলেটি। (অসহায় কণ্ঠে) আপনি ভাগ্যবান, ছুরিটা তুলে কোন লাভ নেই এখন। আপনি ভাগ্যবান—আক্রমণের চরিত্রটা বড় দেরীতে জানলুম। বড় দেরীতে জানলুম যে একা একা যুদ্ধ হয় না।

প্রথম। তবুও জেনেছ, এটা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। কিন্তু জেনে কী লাভ তোমাদের?

মেয়েটি। জানাটাও অনেক।

প্রথম। কতটুকু?

ছেলেটি। আমরা আর একা থাকবনা—অন্তত এইটুকু।

প্রথম। (শুকগলায়) শেষ কথা?

ছেলেটি। শেষ কথা।

প্রথম। (হাসে। যেন কিছুই হয়নি এভাবে) যাকগে, কী খাবে তোমরা বলো। এনি ড্রিঙ্কস্? ফ্রুটস্? অর এনিথিং?

মেয়েটি। আমাদের নিয়ে ঠাট্টা করছেন?

প্রথম। বিন্দুমাত্র না। তোমরা যখন শেষ কথা বলো, আমিও শেষ

সিদ্ধান্ত করি। শেষ নিশ্বাস কেড়ে নেবার আগে শেষ ইচ্ছা পূরণের একটা প্রাচীন রীতি আছে। তাই জিজ্ঞেস করছি—কী খাবে?

ছেলেটি। আমরা জানি আপনার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই—কিন্তু এখন আর ভয় পাইনা।

প্রথম। উত্তম। তাহলে এবার ঐ পাশের ঘরে যাও।

ছেলেটি। কেন?

প্রথম। যাবে—কারণ সে রকম ব্যবস্থাই আমি করে রেখেছি।

মেয়েটি। কিসের ব্যবস্থা?

প্রথম। না—প্রাণে মেরে ফেলার কোন ব্যবস্থা নয়। ভয় কী? তোমাদের মত অনেকেই এরকম ফোঁস করে ওঠে—সবাইকে কি আর মারি! কত লোক তো আমাদের ছেড়েও যাচ্ছে।—তাই বলে কি তাদের মেরে ফেললেই সমস্যা মিটে গেল? আমাকে ভাবতে হয় কেন যায়? ভাবতে হয়, তোমরা যে ফোঁস করে উঠলে তার কারণটা কী? রক্তে তোমাদের কী থাকে? ওঘরে তোমাদের নিয়ে সেই কারণটা খুঁজব।

[ওরা কঠিন অথচ শান্ত মুখে লাল দরজাটার দিকে এগোলো]

ছেলেটি। ঠিক আছে আমরা যাচ্ছি। কিন্তু আমাদের রক্তের গভীরে আছে ঘৃণা আর প্রতিরোধ। একদিন তার মুখোমুখি আপনাকে দাঁড়াতেই হবে। আর হয়ত এই এক্সপেরিমেণ্ট সেই চূড়ান্ত মুহূর্তটাকে এগিয়ে আনবে।

প্রথম। জানি, জানি! চূড়ান্ত মুহূর্তের কথা না ভেবে নিজেদের শেষ মুহূর্তের কথা ভাব। সিরিঞ্জে করে যেটুকু রক্ত আছে টেনে তুলে একটা বাটীতে রাখব। তারপর ঐ রক্তটা ঘেঁটে ঘেঁটে খুঁজব তোমাদের হঠাৎ হঠাৎ ফণাটা এত উঁচু হয় কেন? রক্তের মধ্যে থেকে ঐ বীজাণুটি খুঁজে বের করে যদি তাকে ধ্বংস না করতে পারি—তা হলে শেষ যুদ্ধটায় যে

ভাই বড় বেকায়দায় পড়ে যাব। নাও চলো—আমার আর সময় নেই, চলো।

[ওরা তিনজন অদৃশ্য হতেই মঞ্চ অন্ধকার। ওদের দুজনের তীব্র আর্তনাদ—দূরে কোথাও যেন একটা কুকুর ডেকে উঠছে। দরজাটার উপর কেবল একটা লাল আলো পড়ে। খানিকক্ষণ পরে দরজা ঠেলে লাল রক্তের একটা বাটী হাতে প্রথম ঢোকে। মঞ্চের মাঝখানে সন্ত্রস্ত, ভীত মুখে এগিয়ে আসে। মাথার ফেল্ট্‌ টুপিটা এবার নেই। পোষাকের ওপরে একটা কালো আলখাল্লা। তার গায়ে লাল ডোরাকাটা। একটা লাল আলো ওকে ধরে রাখে—অন্যদিক অন্ধকার। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বলে]

প্রথম। ব্লাড। বড্ড কম ছিল রক্ত—ছুটো শরীর অথচ এত কম রক্ত না! লুসিটারও পেট ভরেনা! আপনারা ব্লাড রিপোর্টটার জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু এবারও আমি আপনাদের সুখী করতে পারলাম না। সমস্ত রক্ত ঘেঁটে ঘুঁটেও খুঁজে পেলাম না কোথায় ওদের রাগের বীজাণুগুলো লুকিয়ে আছে—ওদের রক্ত এত চালাক, ধূর্ত, এত পিছল! আমার আঙুল ধরতে পারে না, মাইক্রোস্কোপে ছায়া পড়ে না। একটু নাড়লে বাটীর মধ্যে রক্তটা কিরকম খল খল করে হাসে। আমার শেষ যুদ্ধ ওদের এই ভয়ঙ্কর রক্তকণা-গুলোর সঙ্গে। আমাকে জিততেই হবে, জিততেই হবে। বাটীটার রক্তে আমার ছায়া পড়েছে—কী সুন্দর মুকুট। (বাটীটার দিকে তাকিয়ে আর্তনাদের স্বরে) একী! আমার মুকুটটার গায়ে অসংখ্য পোকা! রক্ত থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে আমার মুকুট! আমার মুকুট! (দুহাতে মাথার অদৃশ্য মুকুটটা চেপে ধরতে চায়, সঙ্গে সঙ্গে বাটীটা মাটিতে আছড়ে পড়ে। মাথাটা চেপে ঐ দিকে ভয়ার্ত তাকায়, লাফ দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ায়।) রক্তটা গড়িয়ে গড়িয়ে আমাকে তাড়া করছে, (প্রায় কান্নার মতো গলায়, মাথাটা দুহাতে চেপে শরীরটা বাঁকিয়ে

এদিক থেকে ওদিকে ভয়ার্ত সরে যেতে যেতে) গড়িয়ে গড়িয়ে রক্তটা আমাকে তাড়া করছে ! লুসি ! লুসি ! সেভ্ মি ! লুসি ! (হঠাৎ যেন কাল্পনিক লুসিকে দেখতে পায়, স্বস্তি ফিরে আসে। কিন্তু তবুও আতঙ্কিত গলায়) লুসি, মাই লুসি—ড্রিঙ্ক, লুসি ড্রিঙ্ক ! (লুসিকে আদর করে) লুসি, মাই হানি ! হ্যাঁ সবটুকু খেতে হবে, সবটুকু। (হঠাৎ কী দেখে যেন আর্তনাদ করে ওঠে) লুসি, গেট আপ। রান অন্। লুসি, রান অন্ —রক্তটা তোকেও তাড়া করেছে—পালা লুসি পালা ! রক্তটা তোকেও তাড়া করেছে, পালা !

[ভয়ার্ত ছুটে পালিয়ে যায় প্রথম। একটা সঙ্গীত বাজতে থাকে —যেন তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে রাজাসাহেবকে। ধীরে ধীরে মঞ্চে আবার স্বাভাবিক আলো ফিরে আসে। সঙ্গীত থেমে যায়। একে একে ছেলেটি, দ্বিতীয় ব্যক্তি এবং মেয়েটি প্রবেশ করে। ওরা কখনো আলাদা, কখনো একসাথে কোরাসে কথা বলে।]

ছেলেটি। এই খেলা চলছে, রোজ—

ছেলেটি ও দ্বিতীয়। এই খেলা চলছে, রোজ—

তিনজনের কোরাস। এই খেলা চলছে। রোজ ! ঘরে—বাইরে—দূরে।

মেয়েটি। কিন্তু এ তো চিরকাল চলতে পারে না।

ছেলেটি আমার হাতের সেই ছুরিটা, সেও তো চিরকাল অদৃশ্য থাকতে পারে না।

দ্বিতীয়। রাজভৃত্যেরও ঘুম ভাঙ্গে, চিরকাল ঘুমাতে পারে না।

কোরাস। এ খেলার শেষ—যুদ্ধে, শেষ যুদ্ধে। মিলিত মানুষের লড়াই, একটা দরকার। দরকার একটা শেষ লড়াই-এর।

প্রথম। (যেন আবির্ভাব) শেষ লড়াই একটা সত্যিই দরকার। আমার শেষ অস্ত্র ! ছিন্ন ভিন্ন হোক হাতে-হাতে জড়ানো মানুষের অসংখ্য ঢেউ। অন্ধ হয়ে যাক সুখে-দুঃখে মিলিত অসংখ্য দৃষ্টি। স্তব্ধ হোক মিলিত পদশব্দের তুমুল গর্জন। আমার

শেষ অস্ত্র? ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়িয়ে ওদের স্পর্দ্ধার নিষ্ঠুরতম জবাব আমি দিয়ে যাব।

[তিনজন এগোয়। ধীর অথচ গম্ভীর কোরাস]

কোরাস। ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়িয়ে এই স্পর্দ্ধার নিষ্ঠুরতম জবাব আমরা দিয়ে যাব।

প্রথম। (চীৎকার) তাহলে কি চূড়ান্ত মুহূর্ত আসন্ন?

কোরাস। হ্যাঁ, আসন্ন সেই ক্রান্তিকাল। ক্রান্তিকাল! ক্রান্তিকাল!

[ওরা রাজাসাহেবকে ঘিরে ধরে]

প্রথম। কী চাও?

কোরাস। রাজরক্ত!

প্রথম। রাজরক্ত? কিন্তু সে যে অনেক। লৌহভাণ্ডে জমানো আছে অনেক ঘরে, ভাঙতে হবে অনেক দুয়ার।

ছেলেটি। এস, অনুষ্ঠান শুরু হোক। আঘাত করো বর্বর স্পর্দ্ধাকে— ইতিহাসের জন্য আঘাত করো।

মেয়েটি। আঘাত করো সিংহাসনের শোষণে—মর্যাদার জন্য আঘাত করো।

দ্বিতীয়। আঘাত করো শৃঙ্খলে—স্বাধীনতার জন্য আঘাত করো।

কোরাস। আঘাত করো জীবনের জন্যে—আঘাত করো—আঘাত করো।

[রাজাসাহেবকে ওদের আক্রমণের সামনে দুর্বল মনে হচ্ছে। তার পরাজয় যেন অবশ্যম্ভাবী। ওরা তাদের উদ্যত অস্ত্র নিয়ে রাজাসাহেবের মুখোমুখী—চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত। এমন সময়......]

॥ যবনিকা নেমে আসে ॥

কণ্ঠনালিতে সূর্য

চরিত্র লিপি

একজন অজ্ঞাতপরিচয় লোক, মিলু, ডাক্তার লাহিড়ী, সমীর,
বনমালী, প্রথম কর্মচারী, দ্বিতীয় কর্মচারী,
কালো পোশাকে ঢাকা ছায়ামূর্তির মতো
কয়েকজন লোক

প্রথম অঙ্ক

[অভিজাত পরিবেশের একটি কোঠা। বাঁ দিকের কোনে টেবিল, কয়েকখানা চেয়ার। একপাশে আয়না-বসানো ওয়াড্রোব। টেবিলে ফোন। দেয়ালের একটু উঁচুতে বাঘের মুখের মাস্ক, তার নিচে চীনে মেয়ের মুখ আঁকা চ্যাপ্টা ধরনের ফ্লাওয়ার-ভাসে মাণিপ্ল্যান্টের সতেজ পাতা। ডানদিকের খাটে মার্জিত একক বিছানা। মিলু ব্যস্তভাবে ঘড়ি দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠল। তেইশ চব্বিশ বছরের মেয়ে— পাতলা স্বচ্ছল চেহারা, সপ্রতিভ। সম্প্রতি মুখে অস্থিরতা। এই ঘরের সঙ্গে যুক্ত পাশের ঘরের বন্ধ দরজায় মিলু টোকা দিল, আবার ঘড়ি দেখল, দ্রুত ব্যস্ততা ওর দৃষ্টিতে।]

মিলু। সমীর, হলো? শেষ পর্যন্ত হাতে আর সময় পাবে না। আর বাকি পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে বম্বে এক্সপ্রেস হাওড়ায় ইন করবে; যদি কোনকালে কাজের হতে!

সমীর। (পাশের ঘর থেকে) যাই। (বিরক্তভাবে) এসব কিছু ছাই আমার গায়ে লাগছে না। যত সব বাজে ঝক্কি।

মিলু। (একটুকাল চুপ করে চেয়ারে বসেই উঠে পড়ল) কোনমতে তাড়াতাড়ি পরে নাও না। (দরজার কাছে গিয়ে) কই, বেরোও! সঙ্গে সঙ্গে কি আর ট্যাক্সি পাবে?

সমীর। (ও ঘর থেকে) জামাটা ঠিক লাগছেনা মিলু? এতো আঁটো-আঁটো, ইচ্ছে করছে একটানে ছিঁড়ে ফেলি।

মিলু। যাহোক করে পরে নাও না লক্ষ্মীটি। (মিলু টেলিফোন ডায়াল করলো) হ্যালো। কে? ছোটমাসি? মা তোমাদের ওখান থেকে কি বেরিয়ে পড়েছে? যায় নি? দাও না একবার মাকে (ফোনটা কানে রেখে কিছুকাল চুপচাপ) কে, মা? হঠাৎ একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। এক্ষুণি জ্যাঠামণির চিঠি পেলুম। আজকের দুপুরের বম্বে এক্সপ্রেসে আসছেন। লিখেছেন—দাঁড়াও, চিঠিটা পড়ছি।

[মিলু ফোনটা টেবিলে শুইয়ে রেখে চিঠিটা আনতে গেল। দরজা খুলে সমীর বেরুল—খাকি হাফপ্যাণ্ট, ফুল হাতার টকটকে লাল গোলকিপারের মতো একটা গেঞ্জি গায়ে, হাতে কালো রঙের একটা মুসলিম টুপি। মিলু ওর দিকে তাকিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল। কোনো মতে উত্তাল হাসিটা থামাল।]

মিলু। বাব্বা, কি অপরূপ মূর্তিই না করেছ! হাসতে হাসতে মরে যাবো দেখছি। এত রূপও তোমার মধ্যে ছিল। কিগো রূপবাবাজী, রেগে গেছো মনে হচ্ছে।

[আবার হাসল মিলু]

সমীর। হাসো, আর একবার হাসো, সমস্ত খুলে ফেলবো—

মিলু। লক্ষ্মীটি রেগে যেও না! তুমি তো জ্যাঠামণির জন্য করোনি, আমার জন্য করেছো।

সমীর। যাক অন্তত এটুকু বলেছো তাই আমার ভাগ্য! এতক্ষণ কি মনে হচ্ছিল জানো, মিলু?

মিলু। দাঁড়াও, মাকে চিঠিটা পড়ে শুনিয়ে দি আগে। (ফোনটা তুলে চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করলো) মা, জ্যাঠামণি বাবাকে লিখেছেন, পনের ষোল বছর পর তোমাদের বাড়ি যাইতেছি। শরীর বাতে বেশ কাহিল। স্টেশনে অবশ্যই কাহাকেও পাঠাইবে। তুমি নিজে আসিলে তো চিনিবই। তোমার ছেলেমেয়েদের অত্যন্ত ছোটবেলায় দেখিয়াছি, উহারা আমাকে চিনিবে না। কাজেই যাহাকে পাঠাইবে আকার চেনার সুবিধার্থে

তাহাকে খাকি প্যাণ্ট, লাল জামা আর কালো মুসলিম টুপি পরিয়া থাকিতে বলিবে। তাহা হইলে চিনিতে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হইবে না।···এরপর কে কেমন আছো এসব লিখেছে। এ চিঠি পাবার পর কি করি বলতো? বাড়িতে এখন কেউ নেই। বনমালীটা তো বিশ্ববোকা। হঠাৎ সমীর এলো, বহুকষ্টে রাজি করিয়েছি। যা সাজপোশাক হয়েছে ওর, দেখলে হাসতে হাসতে মরে যেতে তুমি। সত্যি জ্যাঠামণিটা পাগল! নিজে কি আর আসতে পারতেন না, আসলে একটা মজা করতে চান। রাখছি।

[ফোনটা রাখে মিলু]

সমীর মিলু, (অনেকটা তদ্গত ভাবে) তোমার জ্যাঠামণির মজার ফাঁসিকাঠে কিন্তু আমি হাসি মুখেই ঝুলতে যাচ্ছি। আজ আমার নিজের সাজপোশাকের দিকে তাকিয়ে কেবল একটা কথাই মনে হচ্ছে··

মিলু। কি মনে হচ্ছে?

সমীর। মনে হচ্ছে, ভালোবাসার কি অসীম শক্তি! কেবল তোমার দুটি কথায় আমি এই চেহারায় সমস্ত পৃথিবী ঘুরে আসতে পারি, স্টেশনতো ঘরের দরজায়। ভালোবাসা যদি চায়, মেরুদণ্ড খুলে ফেলে ব্যাঙ, গিরগিটি, কচ্ছপ, আরশোলা যাখুশি তাই হতে কোনো লজ্জা নেই; ভালোবাসা যদি চায় সমস্ত ব্যক্তিত্ব পৌরুষ পোঁটলা করে মাথায় তুলে খালি গায়ে এসপ্লানেডের মোড়ে খড়ম পরে নৃত্য পর্যন্ত করে যেতে পারি। তুমি যখন ছোট্টটি ছিলে, পনের ছুঁয়েছ কি ছোঁওনি তখনই এই মহাসত্য আমি টের পেয়েছিলাম। মনে আছে, তখন তোমাকে মনে রেখে লিখেছিলুম—

আধ ফোটা কুঁড়ি তুমি দু চোখে কাজল।
অলক দুলায়ে মোরে করেছো পাগল॥

মিলু। আজকেও তুমি তাই আছো। এখন এসব বক্তৃতা থামিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মতো বোরোও তো, গাড়ির সময় হয়ে যাচ্ছে না ?

সমীর। গাড়ির থেকেও আমার আজকের উপলব্ধি অনেক বড় মিলু। (আবেগে উত্তেজিত হয়ে) গরম বালির মধ্যে যেমন করে খই ফুটতে থাকে, তেমনি করে অজস্র কবিতা আমার মনে জাগছে। ব্যাঙের ছাতা খোলার শব্দের মতো আমি তার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

মিলু। সমীর, ঘড়িটা একবার ছাখো।

সমীর। আমাকে বলতে দাও, বুঝতে দাও। কি দুঃসহ অস্থিরতায় এক একদিন মধ্য রাত্রে আমাকে হাতের কাছে কেবল কলম আর কাগজ নিয়ে জাগতে হয়, ঘুম আসেনা, কিছুতে না।

মিলু। খুব, খারাপ লাগলে ঘুমের ওষুধ খেতে পারো না ? দিব্যি আরাম পাবে।

সমীর। (আহত হয়ে) কি বলছো মিলু, ঘুমের ওষুধ খেয়ে সৃষ্টির যন্ত্রণা থামাবো, সৌন্দর্যের আরতি থামিয়ে আমি নাক ডেকে যাবো, চাঁদের আলো ফেলে ডালমুট খাবো ! খাতা খুলে তখন আমি লিখে যাই। অক্ষরের মালায়, চাঁদের আলোতে আমি তোমাকে সাজিয়ে যাই।

মিলু। দোহাই তোমার, এখন ওসব সাজানোর কথা থাক। একবারটি বেরোও তো।

সমীর। বেরিয়ে তোমার জ্যাঠামণিকে পাবো ঠিকই, কিন্তু আমার অনুভূতিকে হারাবো। এ তো কারুর কাছে রেখে যাওয়া যায় না। এ তো ছাতা নয়, বাক্স নয়, বেডিং নয় !

মিলু। সঙ্গে করেই যাও।

সমীর। (করুণ হেসে) তা হয় না মিলু। অনুভূতি দাড়ি গোঁফ নয় যে যেখানে যাব সঙ্গে সঙ্গে যাবে। আজ একটি অনুভূতির সমাধি-রচনা করে আমি যাচ্ছি।

মিলু। তোমার তো কত অনুভূতি জন্মাছে, একটা ছুটোর মৃত্যুতে তেমন কোন ক্ষতি হবে না।

সমীর। শিল্পী পিতা, মিলু। একটি অনুভূতির মৃত্যু একটি সন্তানের মৃত্যু। যাক,—তুমি এ ব্যথা বুঝতে পারবে না।

মিলু। সব বুঝেছি সমীর, কিন্তু এক্ষুণি তোমাকে যে না গেলে নয়।

সমীর! বেশ যাচ্ছি? সন্তানের মৃত্যু বুকে বয়ে আমি যাচ্ছি!

[সমীর চলে গেল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার ঢুকলো।]

মিলু। (বিরক্ত) আবার ঢুকলে ?

সমীর। কি চমৎকার একা ছিলে তুমি ? যেন নির্জন পথের শেষ ল্যাম্পপোস্টটি।

মিলু। আহা, ন্যাকামিতে মরে যাই আমি! ঘড়িটা একবার ত্যাখো। জ্যাঠামণি তো একা আসছেন।

সমীর। হা ঈশ্বর, সব একা যদি এক রকম হত। মন্দিরে প্রদীপ যেরকম একা···

মিলু। তোমার একাকিত্বের দর্শন, বিলাপ এসব শুনবার জন্য গাড়িটা চাকা থামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না। প্লিজ, এবার যাও।

[সমীর যাচ্ছিলো।]

মিলু। শোনো, শুনেছি জ্যাঠামণি হুট করে রেগে যান, তবে বেশীক্ষণ থাকে না। বেশ মানিয়ে চলো, কেমন ?

সমীর। ছিটের সঙ্গে বদরাগের মিশ্রণ। চমৎকার! নৈবেদ্যর উপর আনন্দনাড়ুটি পর্যন্ত রয়েছে। ভাগ্য আমার আজ প্রসন্ন দেখছি!

মিলু। সমীর তুমি যাবে ?

সমীর। মৃত্যু আর তোমার জ্যাঠামণি, এ দুজনের কাছে না গিয়ে উপায় নেই।

মিলু। আজে বাজে কথা বোলো না। যাও বলছি।

[সমীর চলে গেল]

[মিলু টেবিলের কাছে এসে ডেট-ক্যালেণ্ডারের তারিখ পাল্টালো। গুছিয়ে রাখলো। হঠাৎ বাইরে থেকে গণ্ডগোল শোনা গেল।]

সমীরের গলা। মিলু, মিলু!

অন্য একটা গলা।—"চ্যাঁচাবেন না ওরকমভাবে।"

[মিলু দ্রুত ঘর থেকে বেরুল। মঞ্চ ফাঁকা। বাইরে থেকে কতকগুলো কথা ভেসে আসছে।]

মিলুর গলা। ছাড়ুন ছাড়ুন বলছি।

অপরিচিত কণ্ঠ। কেন ছাড়বো কিছুতেই ছাড়বো না, বহু কষ্টে ধরেছি।

সমীরের গলা। আচ্ছা পাগলের পাল্লায়পড়া গেল তো।

মিলুর গলা। ছাড়ুন ছাড়ুন বলছি! বনমালী, কি করছিস, লোকটাকে ঘরে ঢুকতে দিলি কেন? দাঁড়া, বাবা বাড়ি ফিরুক—

[ক্রমশ ওরা মঞ্চে এলো। সমস্ত মুখে খোঁচা দাঁড়ি, পাৎলুন আর ঢোলা হাতা পাঞ্জাবী পরা, কাঁধে ঝোলা ব্যাগ নিয়ে একটা লোক সমীরের জামাটা গলার কাছে মুঠো করে ধরে আছে, বনমালী আর মিলু লোকটির হাত ধরে যথাসাধ্য টানছে।]

মিলু। ছাড়ুন, ছাড়ুন না ওকে। কি করেছে ও আপনার?

লোকটি। কি আবার করবে। আমি ছাড়া আমার ক্ষতি সব চাইছে বেশি কে আর করতে পারে?

মিলু। তাহলে অকারণ কারুর বাড়িতে ঢুকে এরকমভাবে···কি করেছে ও আপনার?

লোকটি। (সমীরকে দেখিয়ে) লোকটি চোর। মনে হচ্ছে সম্ভবত এই লোকটি আমার অনেক কিছু চুরি করে রোজ এই বাড়িতে ঢুকে পরে অনেকদিন লক্ষ্য করেছি।

মিলু। আপনার মনে হয়, নিশ্চিত নন আপনি?

লোকটি। তা বলতে পারেন।

মিলু। কি চুরি করেছে ও আপনার?

লোকটি। অত সহজে বলা যায় না। মনে হয় অনেক কিছু।

মিলু। ও চোর, সেটাও আপনার মনে হয়, চুরি হওয়াটাও মনে হয়। আসলে আপনার মনটাকে মেরামত করুন। লুম্বিনী ভাল কারখানা। (সমীরকে) আচ্ছা লোক তো তুমি! এই ল্যাকপ্যাকে লোকটাকে একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারো না, কি রকম পুরুষ তুমি!

[সমীর হঠাৎ ঝটকা দিয়ে লোকটির আয়ত্তের বাইরে এলো।]

সমীর। তুমি জানো মিলু, আমি একটু ডেলিকেট নেচারের। মারামারিটা আমি ঘৃণা করি। ওসব নোংরামো আমার আসে না! স্যাস্টি!

মিলু। কি আসে তোমার? পড়ে পড়ে মার খেতে? ছিঃ! লজ্জা করে না, ডেলিকেট নেচার! আর কথা বোলো না।

সমীর। তুমি কাছে আছো বলে কোন গণ্ডগোল পাকাতে চাইনি। তাছাড়া এটা আমার বাড়িও নয়। নিজের বাড়ি হলে শিকারের বন্দুকটা নিয়ে কুকুরের মতো···

[হঠাৎ লোকটা চমকে উঠলো]

লোকটি। কুকুরের মতো বললেন কেন!

সমীর। কী বলবো তাহলে?

লোকটি। (ভয়ানক ঠাণ্ডা গলায়) না, সে কথা নয়। মানে, কুকুর না বলে বেড়াল, বাঁদর, বাঘ, ভালুক যাহোক কিছুই তো বলতে পারতেন। কুকুরের কথা আপনার মনে এলো কেন? আমার সম্পর্কে এত জানলেন কি করে?

মিলু। কি আবোল-তাবোল বকছেন আপনি!

লোকটি। (আপন মনে) কুকুরের প্রসঙ্গ এলো কেন?

সমীর। বসলেন যে, উঠুন বলছি। যদি না ওঠেন—

মিলু। (ঠাট্টার গলায়) না উঠলে, তুমি বাসে করে বাড়ি গিয়ে বন্দুক এনে তার লাইসেন্স রিনিউ করে ওকে গুলি করবে, তাই না? হাত ধরে টেনে তুলতে পার না?

সমীর। (ওর হাত ধরলো) উঠুন।

[জোরে টান দিতে লোকটি দুর্বলের মতো হুমড়ি খেতে-খেতে দেওয়ালের গায়ে দাঁড়াল।]

সমীর। যাবেন কিনা বলুন? না হলে আর এক ধাক্কায় সিঁড়ি দিয়ে নিচে ফেলে দেবো। (দূরে চোখ রেখে) ওঃ মিলু, তুমি আমার ভিতরের পশুটাকে খুঁচিয়ে দিয়েছো। তীব্র গর্জন করে ওটা এখন সিংহের মতো জাগছে।

[হঠাৎ লোকটি পকেটে হাত ঢোকালো]

লোকটি। (অত্যন্ত শান্ত গলায়) কিন্তু আমার পকেটে একটা বন্দুক রয়েছে। আপনি কাছে এলে আপনার মুখোমুখি রেখে একটা মিষ্টি শব্দ করবো।

মিলু। সরে এসো সমীর, সরে এসো।

সমীরকে টেনে নিয়ে এলো। তারপর সমীর বনমালী মিলু এক কোণে জড়ো হলো।

মিলু। (গলা কাঁপছে) দেখুন, সমীর বড্ড ছেলেমানুষ, ও না বুঝে, কেবল আমার কথায় ক্ষেপে গিয়ে···ও কখনো চোর নয়। ওর চুরির দরকার নেই, টাকা পয়সার কোন অভাব নেই ওদের।

সমীর। সত্যি, ওরকম স্বভাব আমার নয়···কোমল কবিতা ছাড়া·· আমি কোনো ক্ষিপ্ত কবিতা পর্যন্ত লিখি না। চুরি আমার আসে না।

লোকটি। অনেক কিছু চুরি করতে ইচ্ছে হয় যা বড়লোকের ঘরে নাও থাকতে পারে।

মিলু। বলুন, কি নিয়েছে? আমার কথায় ও ঠিক ফিরিয়ে দেবে। কি চুরি হয়েছে আপনার?

লোকটি। হয়তো বুঝবেন না, কিংবা আমিও হয়তো পুরো বুঝি না। ধরুন, যদি বলি রোদ্দুর থেকে সাদা চুরি গেছে, জল থেকে ঠাণ্ডা, আগুন থেকে তাপ, চরিত্র থেকে উল্লাস। (ওর

নির্বিকার তাকিয়ে রইল) কিংবা ধরুন, চুরি আমার কিছুই যায়নি, আসলে আমার স্বভাব। কোন লোককে চোর মনে করে হঠাৎ ঠ্যাঙালে আরাম পাবো, পকেটের বন্দুক বের করে গুলি করলে মজা পাবো।

মিলু। (এগিয়ে গিয়ে) কিন্তু সমীরকে আপনি ছেড়ে দিন। আমাকে বিশ্বাস করুন, বড়ো ভালো ছেলে ও, আপনাকে চেনে না, দেখেনি পর্যন্ত।

লোকটি। তা হতে পারে। তা উনি চলে যান না। আমি কখনো নিশ্চয়ই ওকে থাকতে বলিনি। যত কম লোক থাকে ততই ভালো লাগে আমার। ঠিক আছে, আপনি যান। (আপন মনে) অদ্ভুত! আমার কথায় কারুর যাওয়া নির্ভর করে! যেন আদেশ করছি। মাথায় মুকুটটা ঠিক আছে তো?

[একটা কাল্পনিক মুকুট ঠিকভাবে বসাল মাথায়।]

মিলু। তুমি চলে যাও সমীর, যাও!

[প্রায় দরজা দিয়ে ঠেলে দিতে চাইলো সমীরকে।]

সমীর। সে হয় না, মিলু। বন্দুকহাতে একটা ক্ষ্যাপা লোকের কাছে তোমাকে একা তো ফেলে যাওয়া যায় না। তোমার সঙ্গে আমাকে মরতে দাও। কবিতার খাতা বুকে রেখে তোমাকে পাশে নিয়ে একটা নিবিড় মধুর মৃত্যু আমি অনেক কাল ভেবেছি···কিন্তু বন্দুকের গুলিতে বড়ো কষ্ট!

লোকটি। (পকেট উল্টে দেখিয়ে) পকেটে কিছু নেই আমার। বন্দুকে আপনার থেকে আমার বেশি ভয়, চালাতেও জানি না। আপনি আমার দিকে তেড়ে আসতে হঠাৎ কেমন দুম্ করে বলে ফেললাম। কিন্তু বিশ্বাস করবেন ভাবিনি। আপনাদের দেখে মজা লাগছিলো। বহুদিন হাসি পায় না, নয়তো হাসতাম। রাগ হয় না, তাহলে অনেক কিছু ছিঁড়ে ফেলতাম; কান্নাও আসেনা, তাহলে মোটামুটি কারো কাছে

ফিরে যাওয়া যেত, প্রার্থনা-টার্থনাও করা চলত। ধার্মিক হতে পারতাম আর কি! বন্দুক তো নেই, বসলে আপত্তি নেই নিশ্চয়ই।

মিলু। আপনি যদি নিচে গিয়ে বসেন ভালো হয়। বনমালী চা দেবে, কথাবার্তা বলে শান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যাবেন। (সমীরকে) তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, যাও! আর মিনিট চল্লিশ বাকি আছে মাত্র!

[সমীর চলে গেল]

লোকটি। কিসের ভয় আমাকে। পকেটে বন্দুক নেই, মাথায় ধারালো শিং নেই, হাতে উঁচোনো নখ নেই, স্বভাবে বুনো মোষের দাপট নেই, লোভে গোঁয়ার গণ্ডার নেই কেবল আমার খিদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ভিখিরি ঘুরে বেড়াচ্ছে!

মিলু। কিছু খাবেন আপনি?

লোকটি। না। পেটভর্তি খিদে নয়, হৃৎপিণ্ডভর্তি খিদে। নানারকম খিদে। যেমন লাল খাওয়ার খিদে, সবুজ কিংবা রুপোলি খাওয়ার খিদে···জলের উপরের বাতাস, অনেক দূরের বজ্রপাতের শব্দ, কাগজের মসৃণ স্পর্শ, জলেভেজা কামিনী-ফুলের গন্ধ, আপনার ঘাড়ের উপর গড়িয়ে-পড়া চুল—এরকম অনেক কিছু খেতে চাই। হ্যাঁ, আর এখুনি আপনার চোখে যে ভয়, সেটাও খেতে চাই। এই যে ঘাবড়ে গেলেন তাও, এই যে অবাক হচ্ছেন, তাও।

মিলু। প্রথমে চা খেয়ে নিয়ে যদি ওসব খান···

লোকটি। আগে একটা দেশলাই পেলে ভালো হয়।

মিলু। দেশলাই, খাবেন?

লোকটি। নয়ত কি, আপনাদের বাড়িটা জ্বালাবো?

মিলু। দেশলাই খান আপনি?

লোকটি। দেশলাই দিয়ে খাই।

মিলু। কি চা?

লোকটি। না, সবাই যা খায়, সিগ্রেট। তবে অন্য ধরণের সিগ্রেট। যা দোকানে নেই। তৈরি করতে হয়েছে। পুলিশ দেখলে কেউ লাগাবে।

মিলু। তাহলে খুব বিপজ্জক জিনিস নিশ্চয়ই?

লোকটি। (পকেট থেকে চুরুটের মতো মোটা একটা সিগারেট বের করলো) বিপজ্জক নয়, অদ্ভুত। কয়েকটা টান দিলেই টাইম এ্যাণ্ড স্পেসের সমস্ত কনভেন্‌সন্‌ ভেঙে যাবে। আপনি কোথায় আছেন, কেমন সময়ে আছেন এই ধারণাটা গুলিয়ে গেলে কি ভীষণ মজা আর বৈচিত্র্য বলুন তো। হয়তো মনে হবে পাঁচশো বছর ধরে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি কিংবা 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিছি'। অথবা অদ্ভুত সব দৃশ্য দেখব যা ঈশ্বর সৃষ্টি করেন নি। আপনি এই শূন্য দেয়াল সিলিং দেখে দেখে ক্লান্ত অথচ আমি সেখানে অনেক কিছু দেখবো। হয়ত মরুভূমি কিংবা নক্ষত্রের মধ্যে আটকে-যাওয়া ময়ূরের ঠোঁট কিংবা সবুজ সাপের রক্তবর্ণ জিভ।

মিলু। অথবা জলের মধ্যে হেঁটে বেড়ানো শালুক! তাই না?

লোকটি। দারুণ বলেছেন। খাবেন আপনি একটা? আপনার খাওয়া উচিত। ইমাজিনেটিভ ব্রেন নাহলে, এসব খাবার মানে হয় না।

মিলু। যাবার সময় একটা দিয়ে যাবেন, রাত্তিরে ছাদে উঠে খাবো।

লোকটি। ভেরি গুড্‌, (পকেট থেকে বের করে একটা সিগারেট দিলে) ধরুন একটা।

[হঠাৎ লোকটি কি মনে করে উঠে গিয়ে টেবিলে কি খুঁজতে লাগলো।]

মিলু। কি খুঁজছেন?

লোকটি। আমার ছোটবেলার খুব প্রিয় একটা লাল নীল পেন্সিল আর সিল্কের একটা ছোট গোলাপী রং-এর জামা; ওর পকেটে আমি পয়সা রাখতাম। একদিন রাণীর মুখ আঁকা

সোনার মতো একটা চকচকে পয়সা পকেটের ছেঁড়া জায়গা থেকে গড়িয়ে অন্ধকার পথে হারিয়ে গিয়েছিলো।

মিলু। ওটা এখানে কি করে আসবে?

লোকটি। অনেক সময় গড়াতে গড়াতে আসে! আমি এলাম কি করে?

মিলু। তাও তো বটে। (একটু ভেবে) দেখুন, যদি কিছু মনে না করেন—

লোকটি। বলুন।

মিলু। এক্ষুণি আমার একটু বাইরে দরকার ছিলো। আপনি যদি আর একদিন আসেন, বেশ গল্প করা যেত।

লোকটি। তা বেরুন না আপনি। আমি আপনার বাবার জন্য অপেক্ষা করছি।

মিলু। আমার বাবা!

লোকটি। হঁ্যা, আমি আপনাদের একতলার ক্লিনিকের ওয়েটিংরুমে এতক্ষণ বসেছিলাম।

মিলু। আপনার কোনো অসুখ?

লোকটি। হঁ্যা, অসুখও বলতে পারেন—গলায় একটা ভয়ানক জিনিস আটকে রয়েছে।

মিলু। কই, আপনার কথাবার্তায় তো সে রকম কোনো কষ্ট দেখছি না।

লোকটি। বাইরে কষ্ট তেমন করে প্রকাশ করতে পারি না।

মিলু। কি হয়েছে আপনার?

লোকটি। গলায় সূর্য আটকে আছে: টিউমারের মতো ছোট থেকে এখন বিরাট হয়েছে। হঠাৎ হঠাৎ কাশি হয়। খুব কাশলে সূর্যটা ভেঙে সাবান ফেনার বেলুনের মতো গোল গোল অসংখ্য পিং-পং বল চার দিকে গড়িয়ে পড়ে।

মিলু। তাহলে আপনার তো টেবিল টেনিস খেলার বেশ সুবিধে। কিংবা চাকরি ছেড়ে পিং-পং বলের দোকান দিতে পারেন।

রোগটা তো আপনার চাকরির থেকেও বড়ো, ব্যাঙ্কের মতো। ইচ্ছে মতো কেশেই টাকা জমাতে পারেন।

লোকটি। কিন্তু গলা থেকে সূর্যটার হয় বেরুনো উচিত কিংবা হৃৎপিণ্ডের ভিতরে গিয়ে ঢুকে থাকা দরকার। কণ্ঠনালীতে ব্যাপারটা এত অস্বস্তিকর।

মিলু। একটু কাশুন তো।

লোকটি। তাহলে এত বল পড়তে থাকবে যে আপনি মুস্কিলে পড়বেন। তাছাড়া আর একটা উপসর্গ আছে। বলটা গলার কাছে ঘুরে হৃৎপিণ্ডে ধাক্কা খেয়ে ড্রপ খেতে থাকে। বুকের নিঃশ্বাসে তার শব্দ শোনা যায়। আপনি আমার বুকে কান পাতুন, বুকের মধ্যে ঠিক শুনবেন।

[মিলুর দিকে এগিয়ে যায়]

মিলু। (পিছিয়ে) না না, আমি অবিশ্বাস করছি না। এখান থেকেই যেন কানে আসছে শব্দটা। বেশ মিষ্টি শব্দটা, তাই না? যেন কচুপাতার উপর বৃষ্টির মৃদু ফোঁটার শব্দ, ঠিক বলিনি?

লোকটি। শব্দটা মিষ্টি লাগল আপনার! অসম্ভব কর্কশ শব্দ; বিরক্তিকর, ভয়ংকর একঘেয়ে, ভয়ানক খারাপ লাগে আমার। যে কোন রকম একঘেয়ে শব্দ মানুষকে পাগল করে দিতে পারে। ধরুন যদি আপনি রাত্রে শুয়ে শুয়ে শোনেন একটা বল চারতলার সিঁড়ি দিয়ে একতলায় টপাটপ করে নামছে আবার উঠছে—এরকম ক্রমাগত হতে থাকলে আপনার কিরকম মনে হবে বলুন তো?

মিলু। ভূতের ভয়ে মরে যাবো।

লোকটি। ধরুন ওটা ভূতের ব্যাপার নয়।

মিলু। ওটা ধরলেও ভূতুড়ে, না ধরলেও ভূতুড়ে।

লোকটি। (হতাশ ভঙ্গিতে) আপনাকে বোঝানো শক্ত। যাকগে, আপনি দেশলাইটা দিন।

মিলু। বনমালী আনছে।

[লোকটি ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখতে লাগলো ! বাঘের মাথাটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলো]

মিলু কিন্তু আপনি তো আমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। উনি বোকারোতে দিদির বাড়ি বেড়াতে গেছেন। দিন দশেক বাদে আসবেন।

লোকটি। বাপরে, তাহলে আরো দিন দশেক আমাকে ওয়েট করতে হবে ! (বসলো) কিন্তু এভাবে গল্প করে দশদিন কাটানোও তো একঘেয়ে হয়ে উঠবে।

মিলু। আপনি কি (ভয়ে ভয়ে) এখানেই অপেক্ষা করার কথা ভাবছেন ?

লোকটি। যে কোন জায়গাতেই যখন ওয়েট করতে হবে, তখন এ জায়গাটারই বা অপরাধ কি ? তাছাড়া আপনি লোকটি কোনক্রমেই বিরক্তিকর নন !

মিলু। কিন্তু আপনার যখন ওরকম ভয়ানক একটা অসুখ, এতদিন রোগটাকে ফেলে রাখা কিন্তু মোটেই উচিত হবে না। বরঞ্চ ইতিমধ্যে অন্য কোন ভালো ডাক্তার আপনি দেখান।

লোকটি। না, দেখুন, কোন ব্যাপারেই ঘোরাঘুরি আমি বরদাস্ত করতে পারি না !

মিলু। তাহলে দিন দশেক পরে আপনি আসুন ! আমি বাবা এলে আপনার সব কথা বলে রাখবো, কেমন ?

লোকটি। ধন্যবাদ। আমার সম্পর্কে কেউ ভাবলে আমি নার্ভাস হয়ে যাই। নানারকম এলার্জি দেখা দেয়। বরঞ্চ আপনি দেশ-লাইটা যদি আনান।

মিলু। বনমালীটা এমন হয়েছে। বনমালী (চেঁচিয়ে ডাকলো), দেশ-লাইটা কি আনবি, না আমাকেই যেতে হবে ? (হঠাৎ সুরটা নরম করে) বনমালী আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে, কেমন ?

লোকটি। কি দরকার ? বনমালী আমাকে এখানে নিয়ে আসে নি।

বনমালী চিরকাল আমার সঙ্গে থাকবে না; আমার সঙ্গে জন্মায়নি, আমার সঙ্গে মরবেও না। বলুন তাই না?

মিলু। তাতো ঠিকই। আচ্ছা আপনি কোথায় থাকেন?

লোকটি। আপাতত কিছুই জানিনা।

মিলু। এখানে আসবার আগে কোত্থেকে এলেন?

লোকটি। আপনাদের একতলার সিঁড়ি থেকে।

মিলু। তার আগে?

লোকটি। (গম্ভীরভাবে অনেকক্ষণ চিন্তা করলো, মাথা চুলকোলে, বিরক্ত হলো) ও হ্যাঁ মনে পড়েছে, সিঁড়ির আগে আপনাদের ক্লিনিক, তার আগে রাস্তা।

মিলু। তার আগে?

লোকটি। তার আগে একটা টেনিস বলের উপর দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড জলের উপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে এসেছি বলে মনে হচ্ছে।

মিলু। নিশ্চয়ই তার আগের কিছু মনে পড়ছে না?

লোকটি। হ্যাঁ, পড়ছে। অন্ধকার, তার আগে অন্ধকার, তারো আগে অন্ধকার, আর আমি বিরাট একখানা জাল হাতে করে হাঁটছি।

মিলু। জাল হাতে? কেন?

লোকটি। জাল আবার কেন? মাছ ধরতে। সোনালি রুপোলি সব বিচিত্ররকম মাছ। ভীষণ কালো অন্ধকার জলে অজস্র আলোকিত মাছ খেলা করছে, ভাবুন তো।

মিলু। আচ্ছা, আপনার সেই জালটা নিচের ক্লিনিকে রেখে আসেননি তো আবার?

লোকটি। জালটা কোথায় রাখলাম! (পকেট খুঁজলো) হ্যাঁ, একটা পেল্লাই মাছ হাত থেকে টেনে নিয়ে গেছে।

মিলু। তারপরেই টেনিসবলে ভাসতে ভাসতে এলেন। আপনার সব কিছুতেই কিন্তু একটা বলের ব্যাপার আছে তাই না?

লোকটি। (উৎসাহিত হয়ে) ঠিক ধরেছেন। গলায় গোল সূর্য আটকে

যাবার পর থেকে গোলাকার বলের হ্যালিউসিনেশন্ আমার খুব বেশি হয়। বলের দৃশ্য, বলের কথা আমাকে ঘিরে থাকে। আপনি ঠিক ধরেছেন এটাও আমার রোগের একটা সিমটম।

[বনমালী দেশলাই এনে দিলো। পকেট থেকে সিগারেটটা ধরিয়ে জোরে কয়েকটা টান দিয়ে গুম হয়ে থাকলো লোকটি। বনমালী, ভয়ে ভয়ে দেখছিলো। মিলু ওদের দুজনকে লক্ষ্য করছিলো। লোকটি আর একটা টান দিয়ে চোখ বুজলো। মিলু আস্তে আস্তে ফোনটার কাছে গেলো, দু'বার ডায়াল ঘোরাতেই হঠাৎ লোকটা ভয়ানক কেশে উঠলো। ফোনটা রেখে দ্রুত এগিয়ে এলো মিলু। লোকটি কাশতে কাশতে শূন্যে কাল্পনিক কিছু মুঠো করে ধরতে চাইছে। অবাক হয়ে দেখছিলো মিলু কি করবে বুঝতে পারছিলো না।]

মিলু। এই যে শুনুন, তাকান। [লোকটি তাকালো।]

লোকটি। ধরুন, ধরুন : অনর্গল পিং-পিং বল পড়ছে মুখ থেকে, অনেক অনেক। সমস্ত ঘরে ড্রপ খাচ্ছে, সবাই ড্রপ খাচ্ছে—আপনি, আমি, টেবিল, চেয়ার। জানলা দিয়ে তাকান, রাস্তা ল্যাম্পপোস্ট, লোকজন, গোটা পৃথিবী ড্রপ খাচ্ছে। সমস্ত শরীরটা বড়ো খারাপ লাগছে, অদ্ভুত দুর্বল লাগছে। (খাটে হাতের ভরে আধশোয়া হলো) আমি আমার ছোটবেলা দেখতে পাচ্ছি। ছোটবেলার পুকুরধারের চাঁদটা ড্রপ খেতে খেতে ঘরে ঢুকছে। (মিলুকে) সরুন আপনি, মনে হচ্ছে চাঁদটা বেশ শক্ত। ঠিক আপনার কপালে লাগবে। আমার পিছনে আসুন, পিছনে আসুন। চাঁদটাকে কে আঁচড়ে দিয়েছে। কে যেন কয়লা ভাঙতে ভাঙতে ধরেছে, চাঁদটায় কালি লেগে আছে। আপনি সরুন ; ফুঁ দিন, জানলা দিয়ে সরে যাক। ফুঁ দিন।

ফুঁ দিতে লাগলো লোকটি। বনমালী ভয়ে ভয়ে বিমূঢ় হয়ে দুবার ফুঁ দিয়ে চারদিক তাকিয়ে থেমে গেলো। মিলু নির্বাক। ক্লান্ত হয়ে প্রায় শুয়ে পড়লো লোকটি।

লোকটি। সারা ঘরে পিং-পং বল ড্রপ খাচ্ছে···গলায় সূর্য আটকে আছে। বড়ো কষ্ট হচ্ছে আমার। (মিলুকে) শুনুন, আপনার বাবা এলে দশদিন বাদে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দেবেন, কণ্ঠনালী থেকে সূর্যটা তুলতে হবে। আর যদি দ্যাখেন নিজে থেকেই গলা থেকে ছাড়া পেয়ে মুখের মধ্য দিয়ে সূর্যোদয় হচ্ছে—তাহলে কোন ডাক্তার চাইনা কিংবা যদি সূর্যটা হৃৎ-পিণ্ডের মধ্যে ঢুকে যায় তাহলেও ডাক্তার চাইনা।

[আস্তে আস্তে চুপ করলো লোকটি। মিলু কাছে গেলো]

মিলু। শুনুন, শুনুন।

[সাড়া নেই। হতাশ ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে টেবিলে দু'হাতের মধ্যে মাথা রাখলো। উঠে ফোনটা ধরলো, কি ভেবে আবার রেখে দিল।]

মিলু। (বনমালীকে) ঠিক করে শুইয়ে দে না লোকটাকে। ঘাড়টা কেমন ঝুলে আছে দেখছিস না?

[বনমালী ঠিক ভাবে শুইয়ে দিলো। তারপর মুখটা এগিয়ে গিয়ে দেখলো। হাত থেকে সিগারেটটা সন্তর্পণে নিয়ে গন্ধ শুঁকলো, তারপর বিকৃত মুখে জানালা দিয়ে ফেলে দিলো।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[সেই ঘর। জ্যাঠামণি ডাক্তার লাহিড়ী একটা প্লেটে গভীর মনো-যোগ দিয়ে কিছু একটা পরীক্ষা করছেন। এবং অন্যমনস্ক ভাবে ডিস থেকে সিঙাড়া তুলে খাচ্ছেন। প্রায় বৃদ্ধ। চোখে পুরু চশমা। টেবিল ল্যাম্পের দিকে এগিয়ে কি একটা নোট করলেন। হঠাৎ কিছু মনে হতে নোট করা বন্ধ করে কলমটা পকেটে রাখলেন।]

ডাক্তার। মিলু। (একটু জোরে) মিলু!

মিলু। (বাইরে থেকে) যাই জ্যাঠামণি।

[মিলু ঢুকলো। ঘরোয়া ছিমছাম পোষাক। খোঁপায় ফুল রয়েছে]

মিলু। আমাকে ডাকছিলে, জ্যাঠামণি ?

ডাক্তার। হ্যাঁ, আজকে আমাকে কটা সিঙাড়া দিয়েছিলি ?

মিলু। ছ'টা।

ডাক্তার। আমার ডাইরীতে নোট করেছিস ?

মিলু। ভুলে গেছি একদম।

ডাক্তার। আশ্চর্য ভুল তোদের।

মিলু। বাঃ ভুলে গেলে কি করবো।

ডাক্তার। ডান হাতে ভাত খেতে তো ভুল হয়না। থাকগে। (পকেট থেকে ডাইরীটা বের করে দিলো) নাও আজকের ডেটে লেখো ক'টা সিঙাড়া কখন খেলাম। এপর্যন্ত যতগুলো খেয়েছি তা ব্রট ফরোয়ার্ড করা আছে, এই চারটে নিয়ে গ্র্যাণ্ড টোটাল দিতে হবে।

[মিলু খাতায় লিখে হিসেবটা করতে লাগলো]

ডাক্তার। ক'টা হলো ?

মিলু। তেইশ হাজার ছশো নিরানব্বুই।

ডাক্তার। এঃ নিরানব্বুই, মানে আর একটা হলেই সাতশো হতো।

মিলু। নিয়ে আসি-না আর একটা। এক্ষুনিতো দোকান থেকে আনা হয়েছে, বেশ গরম আছে।

ডাক্তার। তা আনো। একটা অড-নাম্বারে সারাদিন থাকার কোনো মানে হয় না। (মিলু চলে গেলো।) ডাক্তার প্লেটটা হাতে নিয়ে একটা চামচে দিয়ে সিগারেটটার গুঁড়োগুলি নেড়ে চেড়ে শুঁকলেন! মিলু সিঙাড়া নিয়ে এলো। তুলে নিলেন।

ডাক্তার। মিলু, এরকম সিগ্রেট লোকটির কটা আছে রে আর ?

মিলু। আর নেই সম্ভবত। বনমালী খুঁজে দেখেছে।

ডাক্তার! আসলে এগুলো সাধারণ সিগ্রেট নয়—জটিল মাদক উপকরণে তৈরী একরকম মশলা কাগজে রোল করে নেয়া হয়েছে। জিনিসটা সোজা ব্রেনে গিয়ে হিট্ করে;

তারপর সব এলোমেলো হয়ে যায়? মন্দ না, ভাবছি আমিও একটা খাব কি না।

মিলু। জ্যাঠামণি, ওসব ছোঁবে না বলছি। দাঁড়াও মাকে বলছি!

[চলে যেতে চাইলো।]

ডাক্তার বোস, ও সূর্যটা ক'দিন হলো গিলেছে?

মিলু। তুমিও তেমনি। এতোদিন ডাক্তারি করে কি বুদ্ধি হয়েছে তোমার। সত্যি সত্যি বুঝি কেউ সূর্য গেলে? আসলে মাথার রোগ, নেশার ঘোর থেকে আবোল তাবোল বকছে।

ডাক্তার: কিন্তু ওর ভেতর থেকে কিছু একটা বের না করলে ও সারবে না। [চিন্তা করে] ওর সেই নোটবুকটা পড়েছিলি?

মিলু। কিছু বুঝিনি, কি সব ছাইপাঁশ কবিতা, এলোমেলো লেখা ছেলেমানুষের মতো আঁকা ছবি।

ডাক্তার। লোকটা অন্তত পক্ষে কবি এটা বোঝা যাচ্ছে। আর কবিরা সব অদ্ভুত অদ্ভুত ভেবে থাকে। হয়ত সূর্যের একটা ধারণা গিলেছে বলেই এরকম বলছে, মানে বেশ বড়োরকম কিছু একটা ওর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে, সূর্যের মতো বড়ো, উজ্জ্বল; অথচ প্রকাশও করতে পারছে না, ভিতরে অসহ্য লাগছে।

মিলু। ওসব কবিতার ব্যাপার আমি বুঝি না। তবে হাসি হৈ চৈ-এর মধ্যে না এলে লোকটা স্বাভাবিক হবে বলে মনে হচ্ছেনা। অথচ ওর ধারণা ও হাসতে বা কাঁদতে একদম ভুলে গেছে।

ডাক্তার। তাহলেও হাসাতে হবে; ভয়ানক কাঁদাতে হবে। আর এটাই ওর প্রথম চিকিৎসা।

[বনমালী চা নিয়ে ঢুকলো]

বনমালী। জ্যাঠাবাবু, পেসেন ঘরে একা একা ঘুরছে আর ভক্ভক্ করে সেই সিগারেট টানছে, নাক দিয়ে যেন ইঞ্জিনের ধুঁয়ো বেরুচ্ছে। ডাকলুম,—কি ভাবছে, মোটে সাড়া দিচ্ছেনা।

ডাক্তার ডেকে নিয়ে আয় ওকে।

[বনমালী চলে গেলো।]

মিলু। নিশ্চয়ই কোথাও সিগ্রেট লুকিয়ে রেখেছিলো। এরকম ভাবে ঐ বিষাক্ত জিনিস খেলে লোকটা ঠিক মারা যাবে।

ডাক্তার। লোকটা সম্পর্কে তোর মমতা কিন্তু ক্রমশ বাড়ছে।

মিলু। তুমি মোটে জ্যাঠামণির মতো কথা বলোনা, যা তা বলো। মায়া মমতা আমার কাছে মায়া মমতাই।

[বনমালী এবং লোকটি ঢুকলো। সিগারেট টানছে লোকটি। বিশেষ কোনদিকে দৃষ্টি নেই। সব কিছু যেন অপরিচিত। যেন এইমাত্র প্রথম পৃথিবীতে এসে অবাক হয়ে পড়েছে।]

মিলু। (লোকটিকে) বসুন।

[লোকটি বসলো।]

মিলু। উনি আমার জ্যাঠামণি। বড়ো ডাক্তার ছিলেন মিলিটারিতে। এখন রিটায়ার্ড। আপনার অসুখ ঠিক সারিয়ে দেবেন।

লোকটি। কিন্তু আমি তো আপনার বাবার কাছে এসেছিলাম।

ডাক্তার। ওর বাবা না আসা অব্দি, আমি দেখলে আপনার খুব আপত্তি হবেনা নিশ্চয়ই! তাছাড়া গলায় সূর্য আটকানো জাতীয় রোগের চিকিৎসা আমি করেছি।

লোকটি। (ক্ষেপে গিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে) অসম্ভব। এটা পৃথিবীর প্রথম মৌলিক রোগ। আমার আগে কারুর হতে পারে না। তাছাড়া এ রোগটার সমস্ত কপিরাইটও আমার!

ডাক্তার। না ঠিক সূর্য আটকানো চিকিৎসাই যে করেছি তা নয়, তবে এ জাতীয়। আমার একজন চিত্রশিল্পীবন্ধুর বুকের মধ্যে একটা মরা পাখি উড়তে উড়তে ঢুকেছিলো।

লোকটি। মরা পাখি উড়েছিলো! ভেরি গুড আইডিয়া। তারপর. তারপর? সাকসেসফুলি অপারেশন করতে পেরেছিলেন?

ডাক্তার। হ্যাঁ, ছুরি না চালিয়েই।

লোকটি। চমৎকার। আমার গলাতেও কিন্তু ছুরি চালাবেন না!

ডাক্তার। অসম্ভব। একজাতীয় পাখি খোঁজ করছি আমি, অস্ট্রেলিয়ার পিউট্রাস গাছের ডালে দেখা যায়। পাখিটার শরীরের প্রায় সবটাই ঠোঁট ছোট্ট একটুখানি মাত্র শরীর। আপনার ঠোঁটে বসে গলার মধ্যে চঞ্চু ঢুকিয়ে সূর্যটা ও টেনে তুলতে পারবে। তবে তার আগে গলার ভিতরের সূর্যটায় একটা আংটা লাগিয়ে নিতে হবে। নয়তো গোল সূর্য ঠোঁটে ধরায় অসুবিধা।

লোকটি। ঠিক ধরেছেন আপনি। কিন্তু সূর্যটায় আংটা লাগাবেন কেমন করে আপনি?

ডাক্তার। তাও ভেবে রেখেছি। ভালবাসা, দুঃখ কিংবা প্রাণখোলা হাসি থেকে যদি চোখে জেনুইন জল আসে তা দিয়ে কেমিক্যাল প্রক্রিয়ায় একরকম আঠা তৈরী করা যায়; সেই আটা দিয়ে একটা আংটা সাঁড়াশি দিয়ে কণ্ঠনালীর সূর্যে আটকে দিতে হবে।

লোকটি। (সিগারেট জোরে টান দিয়ে) প্ল্যানটা বেশ ইনটারেস্টিং মনে হচ্ছে!

মিলু। (একপাশে সরে এসে ডাক্তার পাহিড়ীকে) কি সব বলে গেলে তুমি জ্যাঠামণি, তুমিও ঐ সিগ্রেটে টান দাওনি তো!

ডাক্তার। (গম্ভীর মুখে) কি জানি, পরীক্ষা করতে নাড়াচাড়া করেছি। (হেসে) ভুলে দুএকটা টানও দিয়ে বসতে পারি। জিনিসটা খুব খারাপ বলে তো মনে হয়না। এসব ব্যাপার আমাকে টানে।

মিলু। তোমাকে কিন্তু কেমন যেন দেখাচ্ছে।

ডাক্তার। মানুষের মতো দেখাচ্ছে তো! এক এক সময় মনে হয় প্রচণ্ড ক্ষিধেয় বকাসুর হয়ে যাবো।

[লোকটি প্রবল ভাবে সিগারেট টানছে। মিলু ও কাছে গেলো]

মিলু। আপনি ঐ সিগ্রেটটা ফেলে দিন। শুনছেন?

[লোকটি তাকালো।]

মিলু। সিগ্রেটটা ফেলে দিন। ওটা খুব ভালো জিনিস নয়।

লোকটি। আপনি খেয়েছিলেন ?

মিলু। না।

লোকটি। আগে খান। আর নিষেধ করবেন না।

ডাক্তার। আচ্ছা, সিগ্রেটটা আমার হাতে দিন। একটা প্রাথমিক পরীক্ষা শুরু করা যাক।

[লোকটি সিগ্রেটটা দিতে টেবিলে রাখলো। স্টেথসকোপটা গলায় পরে এলেন ডাক্তার। জিভ, বুক, পিঠ পরীক্ষা করলেন। নোটবুকে লিখলেন।]

ডাক্তার। আপনার নামটা দয়া করে বলবেন ?

লোকটি। নাম শুনে আজ অবধি রোগ সারেনি কারুর। আমার অসুখের নামটা লিখুন।

ডাক্তার। তাহলেও চিনে রাখার জন্য দরকার। আপনার পরিচয় তো চাই।

লোকটি। লিখুন, পাঁচ ফিট ছয় ইঞ্চির মনুষ্যাকৃতি প্রাণী। কণ্ঠনালীতে সূর্য আটকেছে, কপালে ধনুকের কাটা অদৃশ্য দাগ। ইচ্ছে মতো লিখে থাকি। পাপ এবং পুণ্য চিনি না, চেনা দুঃসাধ্য মনে হয়। প্রচুর শাস্তি পেয়েছি, অপরাধ জানা যাচ্ছে না। জলের থেকেও মাটি কম বিপজ্জনক নয়, অনেকে ডুবেছে দেখেছি। ঘুমুলে দেখতে একটা মরা পতঙ্গের মতো, একদিন একপাল পিঁপঁড়ে মরা পোকা ভেবে তুলে নিতে এসেছিলো। পিপাসা খুব বেশি, জলও বেছে খেতে হয় বলে বিপদ। এসব লিখলেই আমাকে চেনা যাবে, নাম বোধ হয় চাই না।

মিলু। কিন্তু নামে সোজা হতো।

লোকটি। এতে সঠিক হলো।

মিলু। আপনার বাবার নাম নিশ্চয়ই বলবেন।

লোকটি। নাম জানি না তবে একখানা পুরানো ফটোর চেহারা মনে আছে। বিংশ শতাব্দীর মতো দেখতে, পুরানো শতাব্দীর

দাড়ি মুখে একজন অচেনা লোক তার দাড়ি কাটছে আর গলাকাটার ভয়ে বাবার মুখে ভয়ের চিহ্ন।

মিলু। আপনার যতো অদ্ভুত ভাবনা। এসব আবোল তাবোল ভাবেন কেন ?

লোকটি। আমি ভাবতে চাই না।

মিলু। বনমালী বললো, একটু আগেও আপনি ও ঘরে বসে ভাবছিলেন।

ডাক্তার। আচ্ছা, কি ভাবছিলেন আপনি ?

লোকটি। ভাবছিলাম, ধরুন একটা ফাঁকা মাঠের মধ্যে একটা নুতন বাড়ি করা হয়েছে। সেখানে হঠাৎ টিকটিকি আসে কোত্থেকে ! তাছাড়া ভাবছিলাম, কুচকুচে কালো, ধপধপে সাদা, টকটকে লাল কিন্তু হলুদের আগে কি শব্দ বসানো হবে ?

মিলু। তাইতো ! এতোও আপনার মাথায় আসে ?

[হঠাৎ সমীর এলোমেলো চুলে ঘরে ঢুকলো। ধুতি পাঞ্জাবী পরে আছে। হাতে রজনীগন্ধা।]

সমীর। (প্রায় কান্নার মতো গলা) মিলু সর্বনাশ হয়েছে।

মিলু। কি হলো ?

সমীর। আমাদের বুলটেরিআরটা কর্পোরেশনের গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে। আর এই ফুলগুলো এখন আমার কাছে বিষাক্ত লাগছে। তোমার জন্য এনেছিলাম।

[ফুলগুলো টেবিলে ছুঁড়ে ফেললো।]

মিলু। বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গেছে, টমিকে ?

[লোকটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে এদিকে কান রেখে শুনছে। চোখে ভয়।]

সমীর। কুকুরটা পাগলের মতো রাস্তায় কয়েকদিন ধরে ছুটেছিলো, তাছাড়া নাকি কামড়ে দিয়েছিলো।

মিলু। কামড়ে ছিলো ?

ডাক্তার। তা কামড়ানো তো ঠিক নয়।

সমীর। বাঃ, কুকুর কামড়াবে না তো কি আমি কামড়াবো? মোটে দুচারজনকে কামড়েছিলো, তাও মরেনি কেউ। তাই বলে সাঁড়াশি দিয়ে গলা চেপে ধরে খাঁচায় ঢোকাবে!

[সমীরের কথা যত শুনছিলো ততই লোকটি ভয়ে ওয়াড্রোবটার পিছনে লুকোচ্ছিলো। ডাক্তার এবং মিলু লক্ষ্য করে আবক হচ্ছিলো।]

সমীর। সবাই বলছিলো, টমিটা গাড়িতে উঠে কি ভীষণ কাঁদছিলো। চেঁচাতে চেঁচাতে করুণ চোখে বাড়ির দিকে তাকাচ্ছিলো। ও আমাকে খুঁজছিলো, নিশ্চয়ই আমাকে খুঁজছিলো।

[লোকটি আরো ভয়ে জড়োসড়ো হলো। চোখ ঢাকলো।]

সমীর। সাঁড়াশির চাপে ওর গলায় ঠিক লালচে দাগ পড়েছে এতক্ষণে নীল হয়ে গেছে। মিলু, তুমি একবার আমার সঙ্গে ওদের অফিসে চলোনা, দেরি করলে ওরা যদি গুলি করে মারে?

[ওয়াড্রোবের পিছন থেকে সমীরের কথা শেষ হতেই যেন প্রচণ্ড যন্ত্রণায় লোকটি তীব্র চিৎকার করে উঠলো। ওরা তাকালো। মিলু এগিয়ে এলো। তারপরে ডাক্তার।]

মিলু। কি হলো আপনার? ওখানে ঢুকেছেন কেন?

[ওরা লোকটিকে বের করে আনতে ধীরে ধীরে সমীরের কাছে গেলো।]

লোকটি। কুকুর-ধরা গাড়ি চলে গেছে?

সমীর। কেন? আপনার কি তাতে?

লোকটি। দে আর চেজিং মি। ওরা কয়েকদিন ধরে সাঁড়াশি নিয়ে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সমীর। থামুন তো মশাই! দুনিয়াশুদ্ধ্ লোক আপনাকে খুঁজছে, তাড়া করে ফিরছে। এখন আপনার ওসব পাগলামো শুনবার ধৈর্য নেই আমার।

মিলু। অত চেঁচিয়ে কথা বলোনা। কোনো রোগীর সঙ্গে ওভাবে কথা বলে না।

সমীর। রোগী তোমাদের, আমার নয়।

লোকটি। (সমীরের কাছে গিছে) বুকের মধ্যে কান পাতুন। এ ডগ ইজ বার্কিং দেয়ার। একটা কুকুর ভয়াবহ ভাবে ডাকছে—এ লোনলি টেরিব্‌ল্‌ হাংরি ডগ।

ডাক্তার। (একপাশে মিলুকে ডেকে নিয়ে) লক্ষ্য করেছিস্‌ মিলু—লোকটি হাসি কান্না ভুলে গেলেও ওর ভয়ের বোধ আছে। কুকুর সম্পর্কে একটা মারাত্মক ভীতি রয়েছে। (লোকটির কাছে গিয়ে) কুকুরকে আপনার ভয় তাই না?

লোকটি। কুকুরকে ভয় নেই, কুকুর-ধরা লোকগুলোকে। ওরা আমাকে তাড়া করে ফিরছে।

ডাক্তার। আপনি ভয় পান, এটা একটা শুভ লক্ষণ। চিকিৎসার সুবিধে হবে।

লোকটি। বেশ ভয় আমার। নানারকম ভয়। ভয় ছাড়া তো মানুষ একা হতে পারে না, তাই ভয় আমার দরকার। এমনকি চিকিৎসাতেও আমার ভীতি। এখানে আসার আগে একজন ডাক্তারের স্বপ্ন দেখে বিকট ভয় পেয়েছিলাম। একটা বিরাট লম্বা গলির অন্ধকার পথ ধরে একজন ডাক্তার আমার দিকে এগুচ্ছিলো। অদ্ভুত দেখতে, হাফ প্যান্ট জামা নেই, একটা চোখ বেমালুম নেই। গলায় স্টেথস্কোপ্‌ ঝোলানো। দুহাতে সাদা গ্লাভ্‌স্‌। কাছে আসতেই দেখলাম গ্লাভ্‌স্‌ নয়, দুহাতে তীব্র সাদা শ্বেতি—লিওকোডারমা—আমি ভয়ে ঘুম ছেড়ে উঠেছিলাম।

ডাক্তার। বাঃ, তাহলে ভয় আপনার রয়েছে। আশার কথা। এবার হাসি এবং কান্না আপনার মধ্যে আনবার চেষ্টা করা যাক। আচ্ছা লাস্ট আপনি কবে, কখন হেসেছেন?

সমীর। মিলু, প্লিজ আমার সঙ্গে একবার এসোনা। টমিটার জন্ম

আমি সুস্থ থাকতে পারছিনা। আমি ওর ডাক শুনতে পাচ্ছি।

ডাক্তার। থামো সমীর। মিলু কোথাও যাবেনা এখন। বোস তুমি। আমরা সবাই মিলে তোমার কুকুরের কাছে যাবো'খন।

মিলু। কিচ্ছু হবেনা তোমার টমির। একটুকাল সুস্থ হয়ে বসোনা। জ্যাঠামণি রেগে যাচ্ছে দেখছো না।

সমীর। টমিকে নিয়ে কবিতাটা একবারটি পড়বো? বাসে আসতে আসতে লিখেছি।

ডাক্তার। (বিরক্ত) পড়ো। তাহলে তুমি থামবে তো?

[সমীর মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানায়।]

সমীর। (কাগজখানা হাতে নিয়ে, মুখে ভাবাবেগ এনে) পড়ি তাহলে?

মিলু। পড়ো।

সমীর। (পড়ছে) টমি টমি টমি
টমি টমি টমি
টমি টমি টমি
টমি টাম টমি

ডাক্তার। কই আরম্ভ করো।

সমীর। আরম্ভ তো অনেকক্ষণ করেছি!

ডাক্তার। করেছো? এবার থামো। তোমাকে না থামালে এরকম কোটি কোটি ছত্র তুমি পৃথিবীর ধ্বংস পর্যন্ত পড়ে যাবে। (লোকটাকে) হ্যাঁ, আপনি লাস্ট কবে হেসেছিলেন?

লোকটি। সময় সম্পর্কে সঠিক ধারণা কেমন গুলিয়ে গেছে। তবে গতকাল কিংবা গতবছর একদিন খুব হেসেছিলাম।

ডাক্তার। কি কারণে?

লোকটি। বাক্সে হঠাৎ একখানা পুরোনা চিঠি আবিষ্কার করে।

ডাক্তার। কার?

লোকটি। একটি মেয়ের।

মিলু। চিঠির বক্তব্য নিশ্চয়ই হাসির ছিলো না?

লোকটি। না, বেশ গম্ভীর।

মিলু। তবু আপনি হেসেছিলেন?

লোকটি। প্রচণ্ড।

মিলু। অদ্ভুত লোক তো আপনি।

ডাক্তার। আচ্ছা লাস্ট কবে কেঁদেছিলেন?

লোকটি। ঠিক কাঁদিনি, কান্নার মতো লাগছিলো।

ডাক্তার। কি কারণে?

লোকটি। সেই চিঠিটাই দ্বিতীয়বার পড়ে।

সমীর। তার মানে আপনি একই কারণে হাসেন এবং কাঁদেন। বাড়ির কোন আত্মীয় মারা গেলে আপনি না কেঁদে ইচ্ছে হলে হাসতেও পারেন।

লোকটি। তাতে কি ভুল হবে? হাসি আর কান্নার মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। নির্জন দুপুরে আর গম্ভীর রাত্রির অনুভূতি এক-একসময়ে একই রকম লাগেনা? সব ব্যাপারেই আপনি হাসতে বা কাঁদতে পারেন। ধরুন, (মিলুকে দেখিয়া) ওঁর সঙ্গে আপনার গভীর ভালোবাসা রয়েছে—

সমীর। (বাধা দিয়ে) ব্যক্তিগতভাবে আপনার কিছু বলা কিন্তু ঠিক নয়।

লোকটি। হ্যাঁ, ব্যক্তিগতভাবেই এই মেয়েটির সঙ্গে আপনার গভীর ভালোবাসা। ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে আমি হাসতেও পারি, কাঁদতেও পারি। যেটা প্রথমে আসে। সংস্কার থেকে এড়িয়ে যাই। অভিজ্ঞতা থেকে হাসি, সহানুভূতি থেকে কাঁদতে পারি। কিংবা যে কোন একটা কিছু করলেই হয়—হাসি বা কান্না। (হঠাৎ আপন মনে) তবে ভাবনা হয় এই হাসির শব্দটা কিংবা চোখের জল শরীরের মধ্যে কোথায় থাকে। বাজির মধ্যে যে কম শব্দ থাকে, কিংবা ডাবের মধ্যে যে রকম জল, সেরকমভাবে কি?

মিলু। ভালোবাসা সম্পর্কে আপনি কিন্তু বেশ পেসিমিষ্টিক।

কাউকে গভীর করে ভালোবাস্থন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

লোকটি। চাইলেই কি ভালবাসা যায়? দৈব ব্যাপার। অথচ মজা কি জানেন, এ বস্তুটি সকলেরই নিতান্ত দরকার। চাল ডালের মতো দোকানে থাকলে ভালো হতো। কিংবা জলের কলের মতো ঘোরালেই বালতি ভর্তি করে নিতে পারলে সুবিধে হতো। তাছাড়া ভালোবাসা থেকেই লোকসানের পরিণতি পৃথিবীতে সব থেকে বেশি। যখন যায় সব নিয়ে যায়—কিছু লাভ অন্তত থাকা দরকার।

মিলু। অত হিসেব করে কি কিছু হয়?

লোকটি। কেন হবে না। ধরুণ যে প্রথম ভালোবাসতে যাবে তাকে অপর পক্ষের প্রয়োজন মতো একটা এনট্রি ফি দেবার নিয়ম মেনে চলতে হবে। ধরুণ আমার মতো লো ভাইটালিটির রুগ্ন লোককে যদি কেউ ভালোবাসতে চায় এনট্রি ফি হিসেবে আমাকে তার মালটিভিটামিন ফরটি তিনটে বড় ফাইল, বিজি ফস তিন ফাইল, এক কোর্স ক্যাল্‌সিয়াম্ ইনজেক্‌সন; বছরে গোটা কয়েক পাঞ্জাবী, কয়েকটা ধুতি খানকতক বই—এসব দেয়া উচিত। কারুর হয়তো অন্যরকম দরকার। প্রয়োজন অনুসারে প্রবেশমূল্য আর কি। বাড়াবাড়িও হতে পারে, রেষ্টুরেণ্টে খাওয়ানো বা সিনেমা দেখানোও হতে পারে। এতে সুবিধে এই, প্রেম চলে গেলেও এই সুবিধেগুলো থেকে যায়—ভালবাসা থেকে কিছু বাস্তব লাভ, মেটেরিয়াল গেইন আসে। তাছাড়া এরকম হলে প্রেম ব্যাপারটা অতো নিরাকার অ্যাবষ্ট্রাকসনের উপরেও থাকে না। দায়িত্ব আসেব, একটা স্পষ্ট দেনা পাওনার ব্যাপার এসে যাবে। কেবল শূন্য নিয়ে বিরহের ডুগডুগি বাজানোর করুণ বাজনাটাই শুনতে হবে না।

সমীর। কিন্তু কোন ব্যাপারেই আমার মন নেই। মিলু টমিকে নিয়ে কবিতাটার দ্বিতীয় স্তবকটা শুনবে?

মিলু। তুমি থামো তো।

ডাক্তার। একটা লাভের ব্যাপার সব কিছুতেই অবশ্য থাকলে ভালো। আমার এক বন্ধু সম্প্রতি পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছে। বিরাট পণ্ডিত ছিলো। দুবছর সে পড়ছে না একদম, ভালো ভালো সন্দেশ, কলা, দুধ এসব খাচ্ছে। তার ধারণা পড়াশুনো করে তার যা কিছু হয়েছে তা কমনসেন্স থেকেই হতে পারতো। তাছাড়া দুধ সন্দেশের ফলে মোলায়েম চেহারাটা চোখের সামনে ভাসে।

মিলু। (লোকটিকে) ভালোবাসা ব্যাপারটাকে অত হাল্কা করে ভাববেন না। যতই এনট্রি ফি নিন, বিচ্ছেদের কষ্ট ঢাকে না।

লোকটি। কোন কষ্টই ঢাকা যায় না। ঢাকার চেষ্টা করতে হয়।

মিলু। আপনি কিভাবে চেষ্টা করেন?

লোকটি। ব্রাশে পেষ্ট লাগিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত মাজি।

মিলু। সারাজীবন তো দাঁত মাজা যাবে না।

লোকটি। তাছাড়া দাঁতও পড়ে যায়।

মিলু। তাহলে উপায়?

সমীর। জ্যাঠামণি, টমিকে নিয়ে কবিতার লাষ্ট ষ্ট্যাঞ্জাটা পড়বো।

ডাক্তার। (অত্যন্ত বিরক্ত) পড়ো।

সমীর। (কাগজ খুলে, আবেগ এনে) টমি টমি টমি, টমি টমি টমি,...

ডাক্তার। অসহ্য, আবার গোড়া থেকে ধরলে?

সমীর। না তো, এটা লাষ্ট ষ্টাঞ্জা। কবিতার করুণ শেষটুকু।

ডাক্তার। আমারও ধৈর্যের শেষ, তুমি থামো।

সমীর। মিলু, টমিকে কিছুতে ভুলতে পারছি না।

মিলু। অত উতলা হচ্ছো কেন? সবতাতে তোমার বাড়াবাড়ি।

লোকটি। দেখুন, ফের যদি আপনি কুকুরের কথা তোলেন আপনাকে কামড়ে দিতে পারি।

ডাক্তার। সমীর, পেসেন্টের কুকুরে অবসেস। ওকে তুমি ঘাঁটিও না। (লোকটির দিকে তাকিয়ে) যদি কিছু মনে না করেন আপনি একটু হাসুন তো।

লোকটি। ঠিক মনে পড়ছেনা, বহুকাল হাসিনি!

মিলু। চেষ্টা করুন, ভাবুন।

[লোকটি ভাবতে থাকলো। হঠাৎ কি মনে পড়লো।]

লোকটি। হাসবো ?

ডাক্তার। হ্যাঁ।

লোকটি। আচ্ছা, হাসিটা খুব দুঃখের হবে তো ?

ডাক্তার। যেমন ভাবেই হোক হাসুন, বেশ জোরে।

[লোকটি হাউহাউ করে কেঁদে উঠলো।]

ডাক্তার। কই হলো না তো, আপনি তো কাঁদলেন।

লোকটি। কাঁদলাম! মানে হাসির উল্টো করেছি। এবার যদি কান্নার উল্টো করি। তাহলেই হাসি হবে, কি বলেন ?

ডাক্তার। হ্যাঁ, তাই করুন।

লোকটি। (কান্নাটাকে নিয়েই নানারকম চেষ্টা করতে লাগল। তারপর বিরক্ত হয়ে) ধ্যাৎ, ভুলে গেলাম যে ছাই। (সমীরকে) প্লিজ এক-বার হাসুন না, দেখলে ঠিক মনে পড়বে।

সমীর। হঠাৎ বিনা কারণে হাসবো কি করে ?

ডাক্তার। হাসো সমীর। চেষ্টা করো। হাসো।

[সমীর বিরক্ত ভাবটা সরিয়ে হাসবার চেষ্টা করতেই ওর মুখের দিকে তাকিয়েই মিলু বেশ জোরে হেসে উঠলো।]

ডাক্তার। (লোকটিকে) মার্ক করুন, দেখুন, ভালো করে দেখুন, হাসি কেমন, কি করে হাসতে হয়।

[লোকটি মনোযোগ দিয়ে দেখতেই মিলু থেমে গেলো।]

ডাক্তার। থামলে কেন মিলু। তোমরা সব এমন। (লোকটিকে)

আচ্ছা এই দেখুন আমি হাসছি লক্ষ্য করবেন, আপনি লক্ষ্য করুন, (বিচিত্র ভঙ্গিতে, নানারকম পর্দায় ডাক্তার লাহিড়ী হেসে চললেন) হোঃ হোঃ হোঃ।

লোকটি। থামুন, ধরতে পেরেছি।

[ডাক্তার থামলেন। রুমালে চোখমুখ মুছতে লাগলেন।]

লোকটি। আচ্ছা, তাহলে গোড়ায় একটু হাঁ করে, আপনার মতো চোখ বুজে কেঁপে কেঁপে হোঃ হোঃ হাঃ হাঃ এরকম শব্দ করে যাব, তাহলেই হাসি হবে ?

[ডাক্তার ঘাড় নাড়তে, ওরকম ভাবে হাসতে লাগল।]

ডাক্তার। লাইফ, লাইফ আনুন হাসিতে, প্রাণ আসুক, প্রাণ !

[লোকটি বেপরোয়া ভাবে হেসে চললো।]

ডাক্তার। (চেঁচিয়ে) লাইফ, লাইফ আনবার চেষ্টা করুন।

[লোকটি হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল।]

থামুন; কাঁদলেন কেন আবার।

লোকটি। লাইফ আনতে গিয়ে কিরকম হলো। সত্যি কান্না হয়েছে ?

মিলু। হ্যাঁ, কান্নার মতোই হলো। তাই না সমীর ?

সমীর। পরিষ্কার কান্না। বিদীর্ণ কান্না !

লোকটি। তাহলে হঠাৎ বোধহয় উল্টে গিয়েছে।

ডাক্তার। কাঁদতে বললেও আপনার উল্টে হাসি হয়ে যেতে পারে।

লোকটি। কি করে বলবো !

ডাক্তার। (বিরক্ত) ইম্‌পসিবল ! এভাবে হবে না। ইলেকট্রিক চার্জ দিতে হবে।

লোকটি। (হঠাৎ ভীতভাবে সরে গিয়ে) অসম্ভব ! ও আমি সহ্য করতে পারবো না। মরে যাবো তাহলে, (উঠল) তার থেকে আমি চলে যাবো একেবারে।

ডাক্তার। ধরো ওকে।

[সমীর ধরলো।]

লোকটি। ছেড়ে দিন আমাকে, ছেড়ে দিন। সমস্ত শরীরে ভীষণ গরম বিদ্যুৎ বয়ে গেলে আমি মরে যাবো। বিদ্যুতের করাত দিয়ে আমাকে কাটবেন না, প্লিজ। (সমীরকে) অন্তত আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। কুকুরধরা সেই লোকটির মতো আপনার হাত, চোখ। ছাড়ুন, ছাড়ুন আপনি। আমি কোথাও পালাবো না, আপনি ছাড়ুন।

ডাক্তার। ছেড়ে দাও সমীর।

[সমীর ছেড়ে দিলো। হঠাৎ ফোনটা বাজলো। ডাক্তার লাহিড়া ধরলেন।]

ডাক্তার। হ্যালো, হ্যাঁ, সমীর রয়েছে এখানে। ধরুণ আপনি (ফোনটা নামিয়ে, হাতে রেখে) সমীর তোমার ফোন, বাড়ি থেকে।

সমীর। (ফোন) কি বললে, টমিকে ছাড়বে না। মেরে ফেলবে, গুলি করবে টমিকে! (ফোনটা রেখে দিয়ে, টেবিলে মাথা রেখে) ওঃ গড্ মাই লিটল···টমি!

মিলু। (কাছে গিয়ে) সমীর, সমীর।

ডাক্তার। সমীর তাকাও এদিকে, তাকাও।

[লোকটি ধীরে ধীরে ওয়াড্রোবের পিছনে গিয়ে লুকোলো। ডাক্তার লক্ষ্য করেন। মিলু সমীরের কাছে এগিয়ে এলো।]

লোকটি। (চাপা অথচ তীব্র স্বরে) দে আর চেজিং মি। এ লোন্‌লি টেরিব্‌ল্ হাংরি ডগ ইজ বার্কিং ইন্ মি। কুকুরটা ভিতরে বড্ড জোরে ডাকছে। আমি থাকবো কেমন করে? ওরা আমাকে খুঁজছে, সাঁড়াশি হাতে করে এগুচ্ছে। আমি কেমন করে পালাবো, বাঁচবো কেমন করে?

মিলু। সমীর, ও রকম কোরোনা, সমীর।

[হঠাৎ লোকটি শব্দ করে হেসে উঠলো তারপর হাসিটা কান্না হলো। মিলু সমীর দুজনেই চমকে তাকালো।]

ডাক্তার। ইলেকট্রিক চার্জ। ইলেকট্রিক চার্জ ছাড়া সারবে না, কিছুতে না।

তৃতীয় অঙ্ক

[সেই ঘর। ক্রুশ কাঠিতে লেস বুনছিল মিলু। ব্যস্তভাবে সমীর ঘরে ঢুকল।]

মিলু। কি হলো ?

সমীর। অসম্ভব, মিলু! তোমরা ঐ লোকটিকে কি তাড়াবে, না ওর হাতে প্রাণ দেবে ?

মিলু। কেন ও কি করলো তোমার ?

সমীর। হাত ধরে নিয়ে পথে ছেড়ে দিলেই হতো ; তা না ইলেকট্রিক চার্জ, হ্যানো ত্যানো। এখন সামলাও! চার্জ খেয়ে এখন তো তিনি কুকুর সেজে আছেন। হাঁটছেন, চলছেন আর মাঝে মাঝে ঘেউ ঘেউ করে উঠছেন। কি দরকার ছিল ইলেকট্রিক চার্জের। একটু আগে ঘ্যাক করে আমার হাতটা টেনে ধরেছিলো, কোন মতে ছাড়ান পেয়েছিলাম ভাগ্যিস, কামড়ে দিতে পারতো।

মিলু। (মুখটা বিষণ্ণ) লোকটির জন্য তোমার একটুও মায়া হয় না, সমীর ?

সমীর। রাখো তোমার মায়া! সাধারণ পাগল হলে হতো। আমার উপর লোকটার একটা ভয়ানক রাগ আছে ; ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। যেচে যে কেন অশান্তি ডেকে আনো ? ঘরের ছেলেকে ঘরে পাঠিয়ে দিলেই ঝামেলা চুকে যেতো।

মিলু। কিন্তু ওর ঘরই বা কোথায় ? কিছুই তো বলছে না।

সমীর। কাগজে খবর দাও, পুলিশে জানাও। নাহলে আমিই জানিয়ে দেবো। ও যখন কুকুর আর খ্যাপাকুকুর, তখন কুকুর ধরা আফিসে জানানো উচিত নয় আমার ?

মিলু। জ্যাঠামণি বলেছে, ওকে সারিয়ে তুলবে।

সমীর। সারাবে। গলায় স্পর্ধা আটকানো, এখন তো আবার কুকুর হয়েছে। এরপর হয়ত বাঘ ভালুক হবে, আবার যমও হতে পারে। এরকম উন্মাদ সারে না মিলু। তাছাড়া কিছু মনে করোনা, তোমার জ্যাঠামণিটিও বাতিকের শিরোমণি। তোমার মুখ চেয়ে সব সইতে হচ্ছে।

মিলু। যাক তবু আমার গর্ব করার মতো কিছু থাকলো।

সমীর। সব কিছু উড়িয়ে দিও না মিলু। এখানে আমি হাঁপিয়ে উঠছি। একবার অন্তত বাইরে চলো, ঘন্টাখানেক বেড়িয়ে আসি। শ্বাসরোধ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে (হাসলো) আমার গলাতেও স্পর্ধ আটকেছে।

মিলু। কারুর অসুখ নিয়ে ঠাট্টা করো না।

সমীর। তোমার মায়া লোকটির উপর যে হারে বাড়ছে তাতে আমার হয়তো—

মিলু। ন্যাকামি করো না।

সমীর। কিন্তু কি করবে ওকে দিয়ে?

মিলু। সারাটা জীবন কাটাবো, হলো?

[হাতের সেলাইটা গুটিয়ে রাখলো।]

সমীর। তাই কাটাও, মিলবে দুজনে; কয়েকটা কবিতা নিয়ে আমি অনেক দূরে চলে যাবো।

মিলু। যাওনা, কে আটকে রাখছে তোমাকে?

সমীর। (কাছে গিয়ে) তুমি তো জানো, অনেকক্ষণ ধরে তোমাকে না পেলে আমার অসহ্য লাগে। দিন রাত তো এই রোগী নিয়েই আছো। মনে হচ্ছে আমি রোগী হলে ভালো ছিলো। আসলে আমি তোমাকে অনেকক্ষণ চাই? একা। নির্জন রাস্তার শেষ ল্যাম্পপোষ্টটার উপর যেমন একটা পাখি এসে বসে, সেরকম কোন শালিখ বা কাকের মতো তোমার কাছে একা থাকতে চাই।

মিলু (অল্প হাসল) এই তো একা। তুমি ছাড়া কেউ নেই।

[সমীর ওর খুব কাছে বসলো। হাতটা ধরলো।]

সমীর। মিলু! টিকটিকি দেয়ালে সাঁতার দিয়ে যেমন সবুজ পোকা খায়, তোমাকে সেরকম খেতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে করছে এখুনি একটা কবিতা লিখি। এক সিট কাগজ দিতে পারো মিলু। প্রথম ছত্রটি মনে এসেছে, মিলু পেপার, বি কুইক।

মিলু। আরম্ভ হলো! দিন দিন এতো ছেলেমানুষ হচ্ছো।

[দরজার কাছে মানুষের গলায় ঘেউ ঘেউ শব্দ শোনা গেল। সমীর বিরক্ত হলো, মিলু উঠে দরজার কাছে গেলো।]

মিলু। (সমীরের দিকে সকৌতুক তাকিয়ে) কি হলো? থাকলে একা? কবিতা লিখলে?

সমীর। অসহ্য, লোকটি যেন আমাকে তাড়া করে ফিরছে। দরজাটা বন্ধ করে দাও তো মিলু……

মিলু। দিনদিন সব কাণ্ডজ্ঞান হারাচ্ছো দেখছি। হয়ত জ্যাঠামণি সঙ্গে রয়েছেন।

সমীর। বেশ ওদের সবাইকে ডেকে নিয়ে এসো। এবার নাটক জমবে। আমি আর পারছিনা। পালাই। (আপন মনে) ল্যাম্পপোষ্টটার উপর থেকে সেই শালিখ বা কাকটা উড়ে যাচ্ছে, অনেক দূর!

[মিলু দরজা খুললো। লোকটি ঢুকলো। নির্বিকার চোখে চারদিক দেখলো। চেয়ারে বসলো। একবার ঘেউ ঘেউ করে থেমে গেলো। খুব আস্তে আস্তে পিছন দিক থেকে সমীর পা টিপে টিপে পালালো, লোকটি ঘাড় কাত করে আড় চোখে চলে যাওয়াটা লক্ষ্য করলো। মিলু ওর কাছে বসলো। লোকটি আবার কুকুরের মতো ডাকলো। মিলুর চোখে অস্বস্তি।]

লোকটি। লাষ্টলি দি ডগ হ্যাজ কাম আউট।

মিলু। কি বলছেন আপনি?

লোকটি। লাস্টলি দি ডগ হ্যাজ কাম আউট।

মিলু। আপনি কোথায় কুকুর দেখছেন?

লোকটি। কেন, আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না।

মিলু। আপনি তো জলজ্যান্ত মানুষ।

লোকটি। কেন কথা বলছি বলে? (মিলুর দিকে তাকিয়ে) আমার দিকে ভালো করে তাকান! দেখছেন? অভাবে, লোভে, অপমানে, তাচ্ছিল্যে, অসম্মানে রাস্তার কুকুরের মতো চারপায়ে হাঁটছি। গায়ে ঘৃণ্য লোম, হাত পায়ে ছুঁচলো নখ, দাঁতে ঈর্ষার বিষ! চারিদিকটা কামড়ে দিতে চাই। কতগুলো লোক সাঁড়াশি দিয়ে আমাকে ধরবার জন্য ঘুরছে।

মিলু। কেউ ঘুরছে না।

লোকটি। ঘুরছে। ঐ যে লোকটি পা টিপে টিপে এক্ষুনি চলে গেল ও কুকুর ধরা আফিসে খবর দিতে গেছে। আমাকে প্লিজ লুকিয়ে রাখুন, প্লিজ, আই রিকোয়েষ্ট ইউ, প্লিজ।

মিলু। সমীর নিচে গেলো। ও কোথাও খবর দেবে না, সেরকম স্বভাব নয় ওর।

লোকটি। না না, ঠিক খবর দেবে। ওর চোখ দেখেই আমি বুঝেছিলাম। ...লোকগুলো একটা বিরাট সাঁড়াশি নিয়ে আসবে; তারপর গলার এইখানটায়, যেখানে সূর্যটা আটকে আছে, সেখানে ভীষণ জোরে চাপ দিয়ে ধরবে। এত জোরে আমি কাউকে ডাকতে পর্যন্ত পারবোনা, আপনাকেও না।

মিলু। আমাকে ডাকলে কি ওরা আপনাকে ছেড়ে দেবে? আমার উপর তো আপনার খুব বিশ্বাস?

লোকটি। বিশ্বাস? হয়ত বিশ্বাস। কিংবা হয়ত আপনাকে আমি খুব আপন ভাবি।

মিলু। এতো অল্প সময়ে আপন ভাবলেন? আপনার কপালের দুঃখ কেউ খণ্ডাতে পারবে না।

লোকটি। কে বলেছে অল্প সময়? কতো বছর। কতো কাল ধরে আমি

ভালোবাসা নির্মাণ করে গেছি। কেউ কাছে না থাকলে, নিবেদন করার মতো কারুর দেখা না পেলেও কি ভালোবাসা ভিতরে ভিতরে জমতে থাকে না। হঠাৎ কাউকে কাছে পেলে মুহূর্তের মধ্যে সেই বহুকালের সঞ্চয় দিয়ে দেখা যায়, দুমিনিটে অনুভূতির সমস্ত সামারিটা তাকে জানিয়ে দেওয়া যায়।

মিলু। যাকে বলবেন, দুমিনিটে সে যদি না বোঝে?

লোকটি। মূর্খদের নিয়েই তো বিবাদ।

মিলু। এ-জাতীয় মূর্খের সংখ্যাই কিন্তু বেশি। তাছাড়া ইচ্ছে করে মূর্খ হবারও প্রয়োজন হয়। আর সব জিনিস তো দুমিনিটে শেষ হলেই ভালো লাগে না। ডালিমফলের কুঁড়িটা বৃষ্টির জলে ভিজে, রোদ্দুরের তাপ লেগে, প্রত্যেকটা কণায় কত আস্তে আস্তে রস ভরে যায়, বলুন তো। তাড়াহুড়োটাই সব সময় ভালো নয়।

লোকটি। কিন্তু আমার ভিতরে এতদিনের ধৈর্যওতো মিথ্যে নয়। ডালিম গাছ কত কাল ধরে নির্জনে মনের ভিতর দুলছে, ডালিম নেই।'

মিলু। (হাসল) দোকানে আছে।

লোকটি। আপনার মধ্যে আছে।

মিলু। (কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে) রক্ষে করুন, বেশ আছি আমি। আমার মধ্যে আমি ছাড়া কিছু নেই। দাঁড়ান, জ্যাঠামণিকে ডাকি।

[বাইরে গেলো মিলু। চেয়ারে ঘাড় নিচু করে চুপ করে থাকলো লোকটি। তারপর হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠেই চককে উঠল, দাঁড়ালো।]

লোকটি। কুকুর ডাকলো কোথায়? (ভয়ে ভয়ে ঘরটা খুঁজল) একটা কুকুর ডাকতে শুনলাম!

[আয়নাটার কছে গিয়ে দাঁড়ালো। নিজের চোখ মুখ দেখতে দেখতে কুকুরের মত ডেকে উঠলো। বুঝতে পেরে হাসলো।]

লোকটি। অদ্ভুত, নিজেকেই খুঁজছিলাম। আত্মানুসন্ধান নয়তো! লাস্টলি এ ডগ্ রিয়ালাইজ্‌ড—আত্মানং, বিদ্ধি! দেন আই অ্যাম এ গ্রেট মেটাফিজিক্যাল ডগ্। আই অ্যাম টু প্রিচ ডগস্ ফিলসফি। কুকুরের দর্শন প্রচার করতে হবে, লোভের দর্শন, উপেক্ষার দর্শন, ক্ষোভের দর্শন।

[ধীরে ধীরে চেয়ারে এসে বসলো। ডাক্তার লাহিড়ী এবং মিলু ঢুকলো]

ডাক্তার। কেমন আছেন ?

লোকটি। বেশ ভালো। ডগস আর বেস্ট ক্রিয়েসনস আনডার দি সান। তবে ভীষৎ, ভীষণ লোভ আমার।

ডাক্তার। কিসের লোভ ?

লোকটি। সব কিছুতে লোভ। আমি স্পষ্ট করে পেতে চাই, দু'হাতের মধ্যে দেখতে চাই। চোখের কাছে খাদ্যের স্তূপ চাই, নাহলে রাত্রে ঘুম হয়না, মনে হয় রক্তে ছারপোকা ঢুকেছে, চিন্তার মধ্যে বিরক্তিকর মাছি উড়ছে, জ্বালাচ্ছে। কেবল চাঁদের আলো নয়, মাংসের বলের মতো চাঁদটা আকাশ থেকে ছিঁড়ে চার হাত পায়ের মধ্যে ভীষণ ভাবে ধরে দাঁত নখে ছিঁড়ে খেতে চাই। আমার দুইকষ দিয়ে জ্যোৎস্নার রস গড়িয়ে পড়বে। আপনার ভাবতে ভালো লাগছেনা, একটা কুকুর বলের মত চাঁদটা নিয়ে খেলছে, তারপর চুপচাপ কামড়ে খেয়ে নিচ্ছে।

মিলু। নিজেকে অকারণ কুকুর ভাবছেন কেন ?

লোকটি। প্রথমে ভাবিনি, গোটা পৃথিবী আমাকে ভাবতো, লক্ষ্য করেছি।

ডাক্তার। আপনি কোয়াইট ও. কে. পুরো মানুষ। কেবল আপনার গলায় সূর্য আটকে আছে মনে আছে ?

লোকটি। ভীষণ মনে আছে। খানিক আগেও বড্ডো কেশেছি। অজস্র পিং-পং বলে ঘরটা ভরে গিয়েছিলো। আমি দাঁড়াবার জায়গা

পর্যন্ত পাইনি। কোনক্রমে বেরিয়ে এসেছি। এখন আমার কাশতে ভয় করে—মনে হয়, সমস্ত পৃথিবী পিং-পং বলে ভরে যাবে। দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত হারাবো। কি নিদারুণ অবস্থা হবে তাহলে বলুন তো?

মিলু। ভয় নেই আপনার, আপনি ঠিক সেরে উঠবেন। তখন এ সব অস্বস্তি কিচ্ছু থাকবে না।

ডাক্তার। আচ্ছা, অতবড় সূর্যটা গলায় নিয়ে চলতে আপনার কষ্ট হয় না।

লোকটি। একদম না। সূর্যের চেয়েও ভারি ভালবাসা নিয়ে মানুষ চলে। শুধু চলছে? অতবড় একটা ভার বুকে ঝুলিয়ে ছুটছে, খেলছে, স্নান করছে, সাঁতার কাটছে, লাফাচ্ছে,—কোন অসুবিধা হয় না। তবে টেনে তোলা শক্ত। প্রচণ্ড ভার।

ডাক্তার। ভয় নেই আমি টেনে তুলবোই। অষ্ট্রেলিয়ার সেই পাখি না পেয়ে আমি বিরাট একটা ক্রেনের অর্ডার দিয়েছি। আপনার গলা থেকে ক্রেনে করে যখন বিরাট সূর্যটা টেনে তোলা হবে, কি ভীষণ দৃশ্য হবে, বলুন তো!

লোকটা। ওঃ, ভাবতে দারুণ লাগছে। (মিলুকে) তাই না?

মিলু। কিন্তু সূর্যটা টেনে তুলে রাখবেন কোথায়?

ডাক্তার। কেন কুড়ুল দিয়ে কেটে কাঠের মতো স্তূপ করে রাখবো।

লোকটা। (উত্তেজিত হয়ে) অসম্ভব, কাটা যায় না। ওটা একটা টোটালিটি, আপনি একটা চোখ কেটে রাখতে পারেন?

ডাক্তার। তাহলে জলে ভাসিয়ে দেবো।

লোকটি। কিন্তু জলের থেকে ভারি হলেই তো ডুবে যাবে।

মিলু। যাকনা, রাজ্যের মাছগুলো লক্ষ বছর ধরে খুঁটে খুঁটে খাবে, বেশ মজার হবে!

লোকটি। কিন্তু তুলবে কে? অত গরম ধরবে কে?

ডাক্তার। ক্রেনে করেই জলে ফেলে দেওয়া যাবে।

লোকটি। জলে ভিজে গিয়ে ঝকঝকে সাদা সূর্যটা যদি নিস্তেজ ভেজা কয়লার মতো হয়ে যায়, তাহলে ভয়ানক আঘাত লাগবে। চোখের সামনে অত বড়ো একটা আলোর সর্বনাশ ভাবা যায় না।

মিলু। তাহলে একটা কাজ করুন চাকার মতো গড়িয়ে দিন। যেদিকে খুশী যাক।

লোকটা। কিন্তু পৃথিবীর থেকেও বড়ো সূর্যটা তাহলে চলবার পথ পাবে কোথায়?

ডাক্তার। তাহলে?

মিলু। বিরাট সমস্যা হলো তো?

লোকটি। সমস্যা আর কোথায়? এরকম অবস্থায় আবার খেয়ে ফেলব। ব্যস, সব সমস্যা চুকে যাবে।

মিলু। সে কি! আবার খেয়ে ফেলবেন?

ডাক্তার। আবার সেই পুরানো চিকিৎসা!

লোকটি। হ্যাঁ, আবার চিকিৎসা, আবার খেয়ে ফেলা, আবার চিকিৎসা।

ডাক্তার। আচ্ছা, আগে বের করেই দেখা যাক না হয়ত সমস্যাই থাকবে না। শরীরের মধ্যে এতদিন ধরে আছে বলে সূর্যটা হয়ত চুপসে আছে।

লোকটি। অসম্ভব নয়।

মিলু। আচ্ছা, সূর্যটা বের করবার আগে আপনার বাবা মাকে একটা খবর দিলে হয় না?

লোকটি। কেন?

মিলু। ওঁরাও দেখতেন।

লোকটি। কোথায় আছে জানি না। তাছাড়া এতো আগে আমার জন্ম হয়েছে যে মনেও পড়ে না। সম্ভবত বাবা মার আগেই আমার জন্ম হয়েছে। হ্যাঁ, মনে পড়ছে, আমার জন্ম ব্যাপারটা বড় প্রাচীন। একটা সমুদ্রে সমস্ত দেবতারা

হাবুডুব খাচ্ছে, কোনো থাকবার জায়গা পাচ্ছে না। তারপর সেই অনাথ দেবতারা আর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার শরীরে ঢুকতে লাগলো।

ডাক্তার। আপনার শরীরের মধ্যে ?

লোকটি। হ্যাঁ। অগ্নিদেবতা বাক হয়ে মুখে, বায়ু প্রাণ হয়ে নাসিকায়, সমস্ত গাছপালা ত্বকের মধ্যে ঢুকে চুল আর রোমরাজি হলো, দশদিক শব্দ হয়ে কানের মধ্যে ঢুকলো, চন্দ্র মনে, অধঃবায়ু মৃত্যু নাভিপথে, রেতঃ জলরূপে শিশ্ন মধ্যে ঢুকলো। আর সূর্য অক্ষিমণ্ডল থেকে সম্প্রতি কণ্ঠনালীতে এসে আবদ্ধ হয়ে আসছে।

মিলু। আপনার এরকম অবস্থা তো সত্যি ভাববার। আচ্ছা আপনার বন্ধু বান্ধবরা কোথায় ?

লোকটি। বন্ধুবান্ধব ? চিঠি পেয়েছি, ওরা উট ধরতে গেছে।

ডাক্তার। উট কেন ?

লোকটি। পায়ের তলায় বালি বড্ড গরম বলে।

মিলু। আপনি যাননি কেন ?

লোকটি। গলায় যে হঠাৎ সূর্যটা আটকে গেলো।

ডাক্তার। আপনার আত্মীয় স্বজন ?

লোকটি। অষ্টম পানিপথের যুদ্ধে মারা গেছে।

মিলু। অষ্টম পানিপথ ?

লোকটি। হ্যাঁ, সপ্তম পানিপথও হতে পারে; কিংবা পঞ্চম বা নবম।

ডাক্তার। আপনি সে যুদ্ধে ছিলেন ?

লোকটি। হ্যাঁ।

মিলু। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন ?

লোকটি। গোলাপের।

ডাক্তার। জিতলেন ?

লোকটি। কেউ জেতেনা, কেবল যুদ্ধ করে। যুদ্ধই নিয়তি।

মিলু। আপনি এই যে একা রয়েছেন, সকলের জন্য মন কেমন করে ?

লোকটি। কার জন্য ?

মিলু। সকলের।

লোকটি। আপনাকে নিয়ে সকলে ?

মিলু। উঃ, যা লোক আপনি, আপনার সঙ্গে কথা বলে উত্তর পাওয়া যায় না।

ডাক্তার। ঘরে বসে থাকতে খারাপ লাগছে না ? চলুন বাইরে থেকে একটু বেড়িয়ে আসি।

লোকটি। কিন্তু বেরুবো কেমন করে ?

মিলু। কেন ?

লোকটি। সাঁড়াশি হাতে নিয়ে সেই কুকুর-ধরা লোকগুলো ঘুরছে। গলার কাছে যেখানে সূর্যটা আটকে আছে সেখানে চেপে ধরে খাঁচায় পুরে নেবে।

মিলু। আমাদের এখান থেকে কেউ : আপনাকে ধরে নিতে আসবে না। জানবেই না আপনি এখানে আছেন।

লোকটি। কিন্তু সেই ভদ্রলোক আস্তে আস্তে এখান থেকে চলে গেলেন, নিশ্চয়ই ওদের খবর দিতে গেছেন ?

ডাক্তার। কে সমীর ? ভিতরে গিয়ে সমীরকে নিয়ে আসছি। আপনার সব সন্দেহ কেটে যাবে।

[ডাক্তার চলে গেলেন।]

মিলু। এত অকারণ ভয় পান আপনি !

লোকটি। অকারণ বলছেন, আমার অবস্থায় আপনার কি হতো বলুন তো ?

মিলু। আপনার মতো অবস্থা আমার হবে না। অকারণ কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে বেড়াচ্ছেন, কে বলেছে আপনি কুকুর !

লোকটি। চুপ্। কে যেন আসছে।

মিলু। জ্যাঠামণি।

[ডাক্তার লাহিড়ী ঢুকলেন।]

মিলু। সমীর এলোনা ?

ডাক্তার। (একটু চিন্তিত, গম্ভীর মুখ) মিলু, সমীরকে কেমন সন্দেহজনক মনে হচ্ছে।

মিলু। (অবাক) কেন ?

ডাক্তার। বনমালী বললো, ও বাইরে কুকুরের আফিসে ফোন করতে গেছে। অথচ বাড়ীতেই ফোন ছিলো।

লোকটি। (উত্তেজিত) দেখলেন, ঠিক বলেছি, আমি চোখ দেখেই বুঝেছিলাম, ভদ্রলোক আমাকে ধরিয়ে দিতে চান। এখন, এখন আমি কি করে বাঁচবো ?

ডাক্তার। আপনার কোন ভয় নেই ; আপনি আমার গেস্ট, কেউ আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে পারবে না।

লোকটি। কিন্তু ওরা আমাকে খুঁজছে, অনেকদিন ধরে খুঁজছে। (মিলুকে) আপনি আমাকে কোথাও লুকিয়ে রাখুন। ডাক্তারবাবু, সামনের দরজাটা প্লিজ বন্ধ করে রাখতে বলুন না। বলবেন, লোকটা চলে গেছে।

মিলু। সমীর হয়ত নিজের কুকুর সম্পর্কে কথা বলতে গেছে ফোনে।

ডাক্তার। কিন্তু যাবার আগে বনমালীকে নাকি বলেছে, এ বাড়ির মানুষ কুকুরটিকেও সে টমির মতো খাঁচায় পুরে পাঠিয়ে ছাড়বে। সমীরের কাছ থেকে এটা আমি আশা করিনি। সমীর হঠাৎ কেমন দ্রুত পাল্টে গেছে। ওর কবিতা হয়ত শোনা উচিত ছিলো।

মিলু। শেষ পর্যন্ত সমীর !

লোকটি। আমার শরীর কেমন অবশ লাগছে। কে যেন পায়ের তলা থেকে শরীরের সব রক্ত টেনে নিচ্ছে।

[বনমালী ঢুকলো।]

বনমালী। জ্যাঠাবাবু কুকুর আফিস থেকে লোক এসেছে। ঘরটা দেখতে চায়। বলছে বাড়িতে নাকি পাগলা কুকুর আছে।

[লোকটি ভয়ে মুখ ঢাকলো।]

ডাক্তার। (লোকটিকে) ভয় নেই আপনার। বনমালী, তুই একটু দাঁড়া, আমাকে ভাবতে দে। (একটু চিন্তা করলেন) হয়েছে আমরা সবাই একসঙ্গে গান করবো। বনমালী এক্ষুণি ছুটে হারমোনিয়ামটা নিয়ে আয়।

[বনমালি চলে গেলো।]

মিলু। গান কেন, জ্যাঠামণি?

ডাক্তার। তিনজনে মিলে যদি গান করতে থাকি, কুকুরধরা আফিসের লোক এসে ঠকে যাবে। যে গান করে সে নিশ্চয়ই কুকুর নয়।

লোকটি। কিন্তু আমি যে গান জানি না।

ডাক্তার। আমি কি ছাই জানি? মিলুর সঙ্গে আমার গলা মেলাবো।

[হারমোনিয়াম এলো।]

ডাক্তার। হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীরটা ধরো, কেমন?

মিলু। (লোকটিকে) এটা জানেন!

লোকটি। কেবল প্রথম লাইনটা মুখস্ত আছে।

ডাক্তার। ঐ একটা লাইন কেবল গেয়ে যাবো আমরা।

[ওরা তিনজনে 'হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে বীর হও উন্নত শির নাহি ভয়' এই ছত্রটি শুধু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গেয়ে চলল। হঠাৎ লোকটি ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। ওরা থামলো।]

ডাক্তার। অসম্ভব। কুকুরের মতো ডাকছেন কেন?

লোকটি। ডাকতে চাইনি, হঠাৎ···

ডাক্তার। নাঃ, এভাবে হবে না। (ব্যস্তভাবে উঠে) ঠিক আছে, চলো। বনমালী, মিলু তুই ওকে দেখিস। আমি এক্ষুণি আসছি।

[ডাক্তার এবং বনমালী চলে গেল লোকটি জানলার কাছে ছুটে গেল।]

লোকটি। আচ্ছা, যদি এখান থেকে লাফিয়ে পালাই।

[ঝুঁকে পড়লো।]

মিলু। (টেনে ধরে) পাগল হলেন নাকি আপনি? মরতে চান?

লোকটি। যদি পাইপ বেয়ে নামি?

মিলু। কোথায় নামবেন? রাস্তায় ওদের লোক গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে না?

লোকটি। (হতাশ হয়ে) আচ্ছা, দু'হাত মেলে ওড়া যায় না!

[ব্যস্ত ভাবে ডাক্তার ঢুকলেন।]

ডাক্তার। মিলু, মিলু, শিগগির ওকে ওয়াড্রোবের পিছনে লুকিয়ে রাখ। ওরা ওঘরে একবার আসবে।

লোকটি। কি বললেন, এখানে আসবে? ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। মরা আরশোলার মতো ফেলে দেবে, একরাশ শকুন উড়ে আসবে, এক পাল শকুন!

ডাক্তার। (পায়চারি করে) আচ্ছা, আপনি নাচ জানেন? যাক্‌গে সময় নেই···দ্রুত চলে গেলেন ডাক্তার।

লোকটি। ওরা আমাকে ধরে নেবেই। মিছিমিছি কষ্ট করছেন।

মিলু। কোন কথা নয় এখন আপনি আসুন।

[মিলু ওকে ওয়াড্রোবের পিছনে লুকিয়ে রাখলো। হঠাৎ লোকটি কেশে উঠল।]

মিলু। চুপ, কাশবেন না। প্লিজ।

লোকটি। কিন্তু কাশি পাচ্ছে। এক্ষুণি বল পড়তে শুরু করবে।

মিলু। একটু কষ্ট করে কাশিটা চেপে রাখুন। ওরা বোধহয় আসছে। লোকটি দু'হাতে মুখ ঢেকে থাকলো শক্ত করে। হঠাৎ হাতটা সরিয়ে ঘেউ ঘেউ করে একবার ডেকে উঠলো।

মিলু। কি করছেন! ওরা এসে পড়লো যে।

লোকটি। কি করবো, ভিতর থেকে ঠেলে আসছে। বুঝলেন, আপনি অনেক করলেন, কিন্তু···আই এ্যাম নাথিং বাট এ ষ্ট্রিট ডগ। আচ্ছা, (হঠাৎ চিন্তা করে) আপনি আমাকে বিয়ে করবেন? তাহলে ওরা আমাকে নেবে না। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে হয়ত ওরা নেবে না। আর যদি নাচতে পারতাম,

ওরা আমাকে কুকুর ভাবতো না। আর নাচতে জানি না বলেই আপনি আমাকে বিয়ে করুন না! কিংবা বিয়ে করলে নাচতে পারবো, হয়তো নাচতে না জানলে বিয়েই হয় না।

মিলু। পাগলের মতো যা খুশি মনে হচ্ছে আপনার। শিগগির লুকোন। বিপদে পড়ে বিয়ের কোনো মূল্য নেই।

লোকটি। কিন্তু আপনাকে তো আমার খুব ভালোও লাগে।

মিলু। ভালো তো আকাশটাকেও লাগে, অমনি বিয়ে করতে হবে।

[বাইরে ডাক্তার লাহিড়ীর এবং আরো দুএকটি পায়ের শব্দ বাইরে শোনা গেলো।]

মিলু। লুকোন, একটুও শব্দ করবেন না। বুঝলেন, একটুও না।

[মিলু চেয়ারে বসে ক্রুসের শেলাইটা হাতে নিলো। ডাক্তার এবং প্যান্ট শার্ট-পরা দু'জন লোক ঢুকলো। লোকটি আড়ষ্ট ও আতঙ্ক-গ্রস্ত হলো।]

ডাক্তার। আসুন, আসুন। মিলু, আর একখানা চেয়ার—

১ম কর্মচারী। না, না, বসবার দরকার নেই। সার্চ করবার কোন ব্যাপার নেই। ডাক্তার লাহিড়ীকে আমরা অবিশ্বাস করতে পারি না। মিয়ার ফর্মালিটি, পাশের ঘরটা দেখেই চলে যাবো।

২য় কর্মচারী। কিন্তু এঘরে ঢুকবার আগেই কুকুরের ডাক শুনেছিলাম দুবার।

মিলু। পাশের বাড়ীতেই একটা স্প্যানিয়েল রয়েছে। ওটা খালি খালি ডাকে।

১ম। ও।

[হাসলো মিলুর দিকে তাকিয়ে।]

২য়। কিন্তু শব্দটা এঘর থেকেই এলো।

১ম। থামুন তো, মিঃ বোস। চলুন পাশের ঘরটা দেখে পালাই।

[মিলুকে আর একবার দেখলো।]

ডাক্তার। আসুন—

[মিলু বাদে ওরা পাশের ঘরে ঢুকলো। মিলু লোকটির কাছে এসে দাঁড়ালো। ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ থাকতে বললো। হঠাৎ লোকটি আবার ঘেউ ঘেউ করে উঠলো।]

মিলু। (চাপা গলায়) উঃ, জ্বালালে দেখছি। কি হবে এখন।

[ওরা আবার এলো।]

১ম। ডাকটা আবার শুনলাম।

মিলু। সেই স্প্যানিয়েলটা। (মুখে ভয়ের হাসি) আপনার সন্দেহ কাটাতে ওটা এখানে আনবার বন্দোবস্ত করতে পারি।

১ম। কোনো দরকার নেই। বোস, ডোণ্ট বি সো ডিউটিফুল। আপনি কি গোয়েন্দাগিরি করবেন, না ফিরবেন আমার সঙ্গে? মহিলাদের কথায় বিশ্বাস রাখুন বোস, (মিলুর দিকে তাকালো) বিশ্বাস রাখুন।

২য়। কিন্তু···আচ্ছা, চলুন।

[বিপুল সন্দেহ নিয়ে লোকটি এগুলো। ডাক্তার ওদের এগিয়ে দিতে গেলেন।]

লোকটি। (বেরিয়ে এসে) একটা লোক এখনো সন্দেহ করে যাচ্ছে। ও আমাকে ছাড়বে না। আবার আসবে।

মিলু। অত ভয় পাবেন না! চুপটি করে এখন বসুন তো। একটু চা খাবেন?

লোকটি। কোন দরকার নেই। আপনি আমার জন্যে এতো করবেন না, প্লিজ, আমার নানারকম ভয়। কিন্তু ঐ লোকটা আবার আসবে, কিছুতে ছাড়বে না আমাকে। (হঠাৎ প্রবল কাশতে কাশতে) সূর্যটা বের করবার আগেই ওরা আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। (খাটের উপর ক্লান্ত হয়ে বসলো) অসংখ্য পিং-পিং বল পড়ছে। সারা ঘর, সমস্ত পৃথিবী ভরে যাবে। আপনি বাইরে যান, চাপা পড়ে যাবেন। বলগুলো ড্রপ খাচ্ছে, আমার ছোটবেলা, সুখ, দুঃখ বয়স সব বলগুলোর মধ্যে ড্রপ

খাচ্ছে। গলায় সোজা একটা সাঁড়াশি এগুচ্ছে, আপনারা কানে আঙুল দিন, প্রচণ্ড চাপে গলার ভিতরের সূর্যটা বিরাট শব্দে ফেটে যাবে। রক্ত লেগে লক্ষ লক্ষ সাদা পিং-পিং বল লাল টকটকে হয়ে সমস্ত পৃথিবীতে গড়াবে। (শুয়ে পড়লো) আপনি কান চাপা দিন। প্লিজ সরে যান বলছি, ভীষণ শব্দ হবে, চারিদিকের দেয়াল, ধৈর্য, আবেগ, অনুভূতি, সব ফেটে যাবে।

[লোকটি আচ্ছন্নের মতো থেমে গেলো। একটু বাদে ডাক্তার ঢুকলেন।]

মিলু। শুনুন, শুনুন।

ডাক্তার। কি হলো? (পরীক্ষা করে) কিছু না! ফেইণ্টের মতো। মিলু, নিজেকে কুকুর ভাবা ওর কিছুতে যাচ্ছে না। ওকে সারানো শক্ত। ভাবছি হয় লোকটি কিংবা আমি যে কেউ সরে পড়বো। তাছাড়া পথ নেই।

চতুর্থ অঙ্ক

[সেই ঘরের খাটে শুয়ে আছে লোকটি। ফিকে মৃদু নীল আলো ঘরে। হঠাৎ তড়াক করে লোকটি উঠে বসলো, চারদিকে তাকালো। চোখে মুখে আতঙ্ক। দরজা দিয়ে কালো পোশাকে আবৃত কালো রুমালে নাক পর্যন্ত ঢাকা দেওয়া কয়েকটি লোক ঢুকলো! সকলের সামনের লোকটির হাতে বিরাট একটা সাঁড়াশি একটু ঝুঁকে নিচু হয়ে ওরা অর্ধবৃত্তের মতো লোকটির দিকে এগুচ্ছে। লোকটির মুখের আতঙ্ক বাড়ছে।]

লোকটি। কে? কে?

[লোকগুলো দেয়ালের দিকে সরে গেলো। কিছুকাল চুপচাপ। সাঁড়াশি হাতে লোকটির নির্দেশে ওরা আবার এগুচ্ছে। সাঁড়াশিটার মুখটা খুলে লোকটির দিকে এগিয়ে আনা হচ্ছে।]

লোকটি। আমাকে ছেড়ে দাও। গলায় ভীষণ জোরেচাপ লাগবে। একটা সূর্য আটকে রয়েছে ওখানে। প্রচণ্ড শব্দ হবে।
(সাঁড়াশি এবং কালো পোশাকের লোকগুলো আরো কাছে এলো)
প্লিজ, অতো এগিয়ো না, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে। মৃত্যুকে আমি ভয় করি। মৃত্যুকে আমি ভয় করি। তাছাড়া মরে গেলে আমি কথা বলতে পারবো না, আমি অনেক অদ্ভুত কথা জানি, মহৎ কথা জানি, ভয়ঙ্কর কথা জানি— আমাকে বলতে হবে, নিশ্চয়ই বলতে হবে, নিশ্চয়ই বলতে হবে।

[সাঁড়াশিটা গলার প্রায় কাছে এলো।]

লোকটি। সূর্যটা ফেটে যাবে, ভীষণ শব্দ হবে, তোমরাও ভয় পাবে। কান চাপা দাও (সাঁড়াশিটি গলা স্পর্শ করলো) লাগছে, লাগছে ওরা আমাকে ছেড়ে দিলো না। হে ঈশ্বর, ওরা কি করছে, তুমি ওদের ক্ষমা করো না। যিশুর মৃত্যু হচ্ছে; কুকুরের মূর্তিতে যিশুর মৃত্যু হচ্ছে।

[তীব্র চিৎকার হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দ হতে ওর গলা থেকে সাঁড়াশি সরিয়ে নেয়া হলো। কালো পোশাক পরা লোকগুলো ওর চিবুক তুলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। লোকটিও অবাক চোখে ওদের দেখছে। ধীরে ধীরে কালো পোশাকের লোকগুলো দরজা দিয়ে চলে গেলো। লোকটা খাটের উপর উঠে দাঁড়ালো। গলাটা হাত দিয়ে দেখলো লাফিয়ে নামলো।]

লোকটি। বেঁচে আছি! লোকগুলো কি দেখলো মুখে, চলে গেলো কেন?

[আয়নার কাছে গেলো। দেখলো নিজেকে, হাত পা ছুঁড়লো, নিজেকে চিমটি দিয়ে আর্তনাদ করলো।]

ঠিক বেঁচে আছি। বেঁচে আছি, বেঁচে আছি, আমি বেঁচে আছি।

মিলু। কি হয়েছে?

লোকটি। আমি বেঁচে আছি। এর থেকে বড়ো খবর হয় না, বুঝলেন এর থেকে বড় খবর নেই। বেঁচে আছি তো, অর এ গোস্ট? দেখুন তো পা দুটো উল্টোনো কিনা? ছায়া পড়ছে? চিমটি কাটুন তো, কাটুন। আরে লাগবে তো আমার, কাটুন।

[মিলু চিমটি কাটলো।]

লোকটি। লাগছে, ব্যথা লাগছে। ব্যথা খুব ভালো, তাই না?

মিলু। হ্যাঁ, এবার শান্ত হোন, ঠিক আছেন আপনি।

লোকটি। আচ্ছা, আপনি ভূত নন তো?

মিলু। আমরা কেউ ভূত নই তবে আপনি একটা ভূতুড়ে চিৎকার করে উঠেছিলেন, আর খুব চেঁচাচ্ছিলেন, ঘুম ভেঙে আমার ভয় করেছিলো, তবুও এলাম। কি হয়েছিলো আপনার?

লোকটি। ভীষণ ব্যাপার। (কি ভেবে) এত চ্যাঁচানো ঠিক নয়। হয়ত ওরা কোথাও লুকিয়ে রয়েছে!

মিলু। কারা!

লোকটি। সাঁড়াশি হাতে সেই কুকুর-ধরা লোকগুলো আমার গলা পর্যন্ত এসেছিল হঠাৎ একটা শব্দ হতে ওরা সরে গেলো। ঐ দরজা দিয়ে সরে গেলো।

মিলু। কে ঢুকবে এ বাড়িতে। সব বন্ধ, সামনের গেট, দরজা, সব। আসলে আপনি স্বপ্ন দেখে ছেলে মানুষের মতো ভয় পেয়েছেন।

লোকটি। তার মানে ঐ লোকগুলো আমার স্বপ্ন পর্যন্ত আক্রমণ করেছে। ওরা আমাকে পালাতে দেবেনা, ঘুমে পর্যন্ত না? আচ্ছা, একটা শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেলো হঠাৎ, শব্দটা কিসের!

মিলু। জ্যাঠামণি সেই যে ক্রেনটা এনেছিলেন সেটা হঠাৎ উল্টে পড়েছে।

লোকটি। ভেঙে গেছে?

মিলু। জানিনা, তবে কালকেই ওটা ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে হবে।

লোকটি। কিন্তু সূর্যটা তাহলে কেমন করে তুলবেন ডাক্তারবাবু?

মিলু। (একটু আড়ষ্টভাবে) আপনাকে বলার সময় হয়নি। জ্যাঠামণি আজ রাত্তিরে বাবার টেলিগ্রাম পেয়ে বোকারো গেছে, দিদির খুব অসুখ।

লোকটি। কবে ফিরবেন?

মিলু। ওখান থেকে বম্বে যাবেন, ফিরবেন না।

লোকটি। তাহলে আমার ট্রিটমেন্ট? আমি সারব কি করে?

মিলু। (একটুকাল চুপ থেকে) আমার মনে হয় কি জানেন, এসব অসুখ যদি সারে আপনা থেকেই সারে। মিছিমিছি ডাক্তার দেখিয়ে লাভ কি?

লোকটি। ভেবেছিলাম, সূর্যটা বের করলে চাকার মতো গড়িয়ে দেবো। আর ছোটোবেলায় যেমন চাকার পিছে ছুটতাম সে রকম পিছে পিছে ছুটবো। আসলে আমি সূর্যটাকে বড়ো ভালোবাসি, ওটাকে ছাড়তে পারি না।

মিলু। আমাদের ছাড়তে পারেন?

লোকটি। আপনিও চলুন না, দেখা যাক চাকাটা কোথায় থামে।

মিলু। আমি অত ছুটতে পারিনা, বড্ড কুঁড়ে। কুঁড়েমি ভালো লাগে না আপনার?

লোকটি। আপনার বলাতে মনে হয় লাগে।

মিলু। কুঁড়েমিতে কাজ নেই, আপনি ঘুমোন।

লোকটি। আমি কবে যাবো?

মিলু। কাল আপনাকে আর একটা জায়গায় পাঠাবো। যদি চিকিৎসা পছন্দ হয় সেখানে আপনি থেকে যাবেন।

লোকটি। না না, আমি আর কোথাও যাব না। হঠাৎ কুকুরের মতো ডেকে উঠলে তারা আমাকে ধরিয়ে দেবে, ঠিক ধরিয়ে দেবে। বরঞ্চ আমি চলে যাবো।

মিলু। আচ্ছা, এখন তো আপনি ঘুমোন। অনেক রাত হলো।

লোকটি। আপনি যান, ঘুমোন গিয়ে। আমি ঘুমিয়ে পড়ছি।

[মিলু আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছিলো, ফিরলো।]

মিলু। ফ্লাস্কে দুধ আছে, কাপে ঢেলে দেবো?

লোকটি। থাক। খেতে ইচ্ছে করছে না। আপনি যান।

[মিলু চলে গেলো।]

লোকটি। অদ্ভুত নীল আলো ঘরে। মনে হচ্ছে বাইরের সমস্তই নীল। আমি চলে যাবো। সেই টেনিস বলটা একটা বিরাট জাহাজের মতো ভেসে আসছে, আমাকে নিয়ে যাবে। আমি জাহাজের শব্দ শুনছি। আমি চলে যাবো।

[লোকটি উঠলো। ঝোপা ব্যাগটা কাঁধে নিলো। দরজায় একটা কাল্পনিক শব্দ যেন শুনলো।]

লোকটি। কে? দরজায় কড়া নাড়ে কে? খুলছি, আমি তৈরি। একটু, একটুকাল।

[টেবিল থেকে খুঁজে নিজের খাতাটা নিলো। পকেট থেকে সিগারেটটা বের করে ধরালো। তারপর দরজার দিকে এগুতেই সেই কালো পোশাক পরা লোকগুলোকে ঢুকতে দেখলো। লোকটা আস্তে আস্তে ভীষণ ভয়ে পিছোলো। হঠাৎ কুকুরের মতো ডেকে উঠেই নিজে মুখ চেপে ধরলো। অর্ধবৃত্তের মতো ওরা লোকটিকে ঘিরে ধরলো; পাঁড়াশিটা এগুচ্ছে। কালো পোশাকের লোকগুলো ঘরের প্রায়-অন্ধকার নীল আলোর মধ্যে লোকটিকে বৃত্তের মতো চারদিকে থেকে প্রায় পিষে ধরছে; পর্দা পড়ার শেষ মুহূর্তে একটা চিৎকার শোনা গেলো।]

পর্দা

স্বদেশী নক্‌শা

[বাদ্য সহযোগে ঘুঙুর পায়ে একদল সঙ গান গাইছে। এরা কেউ কেউ মুখোশপরা।]

সঙ্গীত

থিয়েটারের আসরে ভাই হরেক রকম ঢঙ।
আজ নিবেদন করছি মোরা হাল আলমের সঙ॥
কাসুন্দিয়া, জেলেপাড়া, ঢাকা, খিদিরপুর।
এই তো সেদিন সঙের গানে ছিল যে ভরপুর॥
সঙের গান লঙ্কা-বাটা কিংবা তেতো নোনা।
দুষ্টজনের পুষ্ট গালে রঙ্গে দিত খোনা॥
সঙের গানে হুল রয়েছে খোঁচাটি বেদম।
সঙের সঙ আজ এক নজরে দেখুন ডডং ডং॥

স্বাধীনতা আন্দোলনের গল্প ফেঁদেছি।
জাতটা নিয়ে বজ্জাতির এক নকশা রচেছি॥
দেশের কথা দশের কথা বলবো সোজাসুজি।
দেখুন বসে ভণ্ডগুলার নানান কারসাজি॥
ঘরশত্তুরের গুষ্টি যত রেগে হবেন টং।
সঙের সঙ আজ এক নজরে দেখুন ডডং ডং॥

[গান শেষ হতেই দূর থেকে ঘোড়ার পায়ের শব্দ এবং চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ ডাক এগিয়ে আসে। সঙের দল সন্ত্রস্ত। অতর্কিতে মঞ্চে ঢুকে পড়ে এক দামাল ঘোড়া। এধার-ওধার ছিটকে যায় সঙের দল। ওদের ভয়ার্ত মুখের সামনে দামাল ঘোড়া খানিক উদ্দাম নৃত্য করে বেরিয়ে যায়। ঘোড়াটি সাদা। পায়ে ঘুঙুর, মাথায় ব্রিটিশ পতাকা।]

সঙ ১ : ঘোড়াটা ক্ষেপে উঠেচে ! ইংরাজ রাজার পতাকা মাথায়, ইনি তো যে সে ঘোড়া নন !

সঙ ২ : জকিটা নিশ্চিত ঘুমুচ্চে ! লাগাম-ছাড়া তিরিক্কি ঘোড়া। প্রাণটা তো গেচিল !

সঙ ৩ : আবার না ঘুরে আসে !

দলনেতা : জকি ! জকি ! এই—জকি !

[কাশতে কাশতে জকি ঢোকে। জকির মতো পোশাক।]

নেতা : ঘোড়া সামলাতে পারো না, জকি হয়েচ ! কথায় বলে, গাঁয়ে মানে না এমনি মোড়ল : আর এ জকিটি হচ্চে, ঘোড়া মানে না এমনি গাড়ল !

[জকি বেদম কাশতে থাকে।]

নেতা : গলায় কি হয়েচে ?

জকি : কাশি।

মাই নেইম ইজ হরিদাস পাকড়াশি
অলওয়েজ মুখে হাসি।
ডাকলেও আসি, না ডাকলেও আসি।

[এগাল হেসে তাকিয়ে থাকে।]

সঙ ১ : কি হাসি !

নেতা : যেন মুক্তো ঝরে রাশি রাশি !

জকি : উপমাটি হেজে গেছে, বড্ড বাসি।

[আবার ঘোড়ার পায়ের শব্দ-চিঁ-হি-হি-হি ডাক। সবাই ত্রস্ত]

সঙ ১ : ঐ আবার ঘোড়াটা আসচে ! যা দামাল ঘোড়া, কি সব্বনাশ ঘটাবে কে জানে ?

জকি : আই ডোন্ট কেয়ার
হু ক্যান্ টাচ্ মাই হেয়ার !
ভয় পাইতো মুচ্চো যাবো—
যে-যার পথ নিজে ভাবো !

নেতা : এ তো মহা বেয়াকুলে। চণ্ড করে জকি সেজে আছো কি কম্মে। ঘোড়া সামলাবে না? তীতুর ডিম কোথাকার!

জকি : মিছে কচ্চ বকাবকি।
আমি ভাই উল্টো জকি॥
আসি নি সে ভাগ্য করে—
ঘোড়ায় চেপে ফিরবো ঘরে।
মাঝে মধ্যে আদর করে।
ঘোড়াই আমার পিঠে চড়ে॥

[ঘোড়ার ডাক কাছে আসে।]

নেতা : রঙ্গ মস্করা ছাড়ো! ঘোড়া এসে পড়েছে মনে হচ্ছে!

জকি : আসুক না। ভগবান আসচেন। এ তো পুণ্যি। ইনি যে অশ্বমেধের ঘোড়া সেটি খেয়াল আচে?

সঙ ১ : তা আচে।

জকি : গাছের মধ্যে তুলসী, পাতার মধ্যে পান।
জীবের মধ্যে অশ্বমেধের ঘুড়া ভগবান॥—
শাস্তরের কথা ভাই, অমান্য করিতে নাই।

নেতা : তাহলে?

[ঘোড়া চিঁ-হি-হি শব্দে ঢুকে পড়ে।]

জকি : তাহলে। ঘোড়ার বন্দনা করো সকলে।

সকলে : বাবা অশ্বমেধের ঘোড়ার চরণে প্রণাম লাগে···লাগে—

[ঘোড়া শান্তমূর্তিতে দেবসদৃশ।]

মিলিত সঙ্গীত

জয় জয় অশ্বমেধের ঘুড়া
ওয়েলকাম, ওয়েলকাম, হিপ্, হিপ হুর্‌রা—
জয় জয় অশ্বমেধের ঘুড়া।
কমসাপ্ট করুন ছিস্টি,
পাবেন এনার কীর্তি।

পররাজ্য লুটে নিতে আগে চলতো ঘুড়া—
ইনি ফেমাস, ফেমাস এনার বাপ দাদা খুড়া—
জয় জয় অশ্বমেধের ঘুড়া।
বাবা অশ্বমেধের ঘুড়ার চরণে সেবা লাগে—লাগে—
এ-ঘোড়া সামান্য না
পূজে তারে দশজনা
দেশে এখন সাহেব রাজা, তারাও পূজেন ঘুড়া…
রাজার সাথে পূজায় মাতে নেটিভ বাবুরা।
(আহা) লুটের বাজারে এর মেলে না জোড়া।
জয় জয় অশ্বমেধের ঘুড়া ॥
ওয়েলকাম ওয়েলকাম হিপ্‌ হিপ্‌ হুর্‌রা
জয় জয় অশ্বমেধের ঘুড়া ॥
বাবা অশ্বমেধের ঘুড়ার চরণে সেবা লাগে—লাগে—

[সবাই করজোড়ে নতমস্তক হয়। ঘোড়া তীব্র চিঁ-হি-হি-হি ডেকে ওঠে।]

নেতা : (ঘোড়াকে) কি বাবা ?

ঘোড়া : চিঁ-হিহিহি।

জকি : বাবা বলছেন—চিঁ-হিহিহি—খুশি হয়েচি।

ঘোড়া : চিঁ হিহিহি।

জকি : বলছেন—চলে যাচ্চি।

সঙ ১ : কোথায় ?

ঘোড়া : চিঁ-হিহিহি হিহি।

জকি : দত্তজার বাড়ি।

নেতা : মানে, আমাদের এই পালার নকড়ি দত্তর বাড়ি ?

[ঘোড়া মাথা দুলিয়ে হ্যাঁ জানায়।]

নেতা : তা তো যাবেনই। খালি তো সাহেব রাজা, ইংরাজ না—এ দেশের ধনবান বাবুরাও তো আপনার পূজো দিয়ে ভালোরকম গুছিয়ে নিচ্চে। আপনি হলেন গিয়ে ক্ষ্যামতাবানের সহায়, তেনাদের জয়ডঙ্কা।

ঘোড়া : চিঁ-হিহিহিহিহিহিহিহি হিহিহি—হিহিহি—

[আনন্দে পা ছোড়ে।]

জকি : আহ্লাদে পা ছুঁড়ে বলছেন—নকড়ি দত্তের বাড়িতে অবতার আসচে—তাই যাচ্ছি—

নেতা : অবতার ?

ঘোড়া : চিঁ-হিহিহি। চিঁ-হিহিহি হিহিহিহিহি চিঁ-হিহিহিহি। চিঁ-হিহিহি হিহিহিহি।

জকি : বলছেন, তাছাড়া কি ? অবতার হতে গেলে ক্ষমতা দেখাতে হবে। অবতারের ডাক এসেছে।

সঙ ১ : আচ্ছা। দত্তজার বাড়ি দাই এসেচে। আঁটকুড়ে নকড়ি দত্তের এ্যাদ্দিন বাদে সন্তান আসচে—বোধ করি ঐ সন্তানটিই অবতার হবেন।

[ঘোড়া পা নাচায়।]

সঙ ১ : দেখলে পা নাচাচ্ছে! ঠিক ধরেচি। এবার ইনি হবেন ঐ অবতারের পূজনীয়।

ঘোড়া : চিঁ হুহুহু চিঁ হুহুহু চিঁ হুহু—

জকি : থ্যাঙ্কিউ থ্যাঙ্কিউ, ঠিক বলেছ।

নেতা : তাহলে চলো—আমরা এই ঘোড়ার পিছু পিছু এ পাড়ার দত্তজাবাবুর বৈঠকখানা তক যাই।

[আগে ঘোড়া পিছনে সবাই চলতে থাকে। বাজনা চলতে থাকে, ঐ তালে ঘোড়া এবং আর সবাই বেরিয়ে যায়। সকলের শেষে জকি। জকি দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বলে—]

জকি : আজ্ঞে আমি জকি।
ঐ পটলডাঙায় থাকি।
বেচাল দেশের দুঃখ ভেবে বুকে জমে কাশি।
দাঁতে আমার দোষ আছে, তাই অলওয়েজ হাসি।

শক্তিমানের ঘোড়া এলে চরণসেবা করি—
জোর যা ছিল বেবাক গেছে এখন সহায় শ্রীহরি।
স্বাধীনতার রব উঠেছে, দেশের মানুষ খাড়া হচ্ছে
আমার জ্বালা খিদের জ্বালা, স্বাধীনতার মানে হচ্ছে ভাতের থালা
সেটুক 'পেলেই বাঁচি, দুহাত তুলে নাচি।
অনেক কথা জমে আছে, ভূমিকা কমাই
স্বাধীনতার নক্শাখানা শুরু করে যাই
থ্যাঙ্কিউ জেন্টেলম্যান—ভুলবেন না কেউ ছাই।
আসতে যেতে দেখা হবে, গুড-বাই গুড-বাই।
এবার তাহলে নকড়ি দত্তর বাড়ি যাই!

[দত্তজার বৈঠকখানা। দত্তজা বাবু ছটফটিয়ে হাঁটছেন। উদ্বিগ্ন। বনেদীবাবুর বৈঠকখানার উপকরণ সাজানো। ফরসা আলবোলা, কোচ মদ্যপানের সরঞ্জাম ইত্যাদি একজন মোসাহেব অন্দর থেকে ছুটে আসে। অন্য মোসাহেব বাবুর কাছে বসে।]

দত্তজা: কি হে নারাণ, গিন্নী কি এখনো গভ্ভযন্ত্রনায় গোঙাছেন? কিছু খবর হলো?

নারাণ: কোনো খবর নাই। দাই বসে ঝিমুচ্চে।

দত্তজা: দুদিন ধরে ছট্‌ফটাচ্ছি—এই হয় এই হয়। সে রকম সহধর্মিণী হলে বংশের বাতিটি কখন টুপুস করে জ্বালিয়ে দিতো। ঘর শত্রুর! কোনো ব্যাপারে উদযোগ নাই। দু দিন, দু দিন ধরে মুঠোয় আকবরী মোহর চেপে আছি—পুত্রের মুখদর্শন করবো। মুঠোর মধ্যে আকবর একেবারে ঘেমে নেয়ে উঠেচে।

পচ্ছু: আপনার মুঠোর চাপে তাহলে মুঘল সভ্যতার যায়-যায় দশা বলুন—হেঁ হেঁ হেঁ—

দত্তজা: মস্করা রাখো। যাও, লক্ষ্মীর খুচিতে আর একটু ধুনো দেও। লক্ষ্মীর দয়ায় যদি কিছু হয়।

[পচ্ছু অন্দরে যায়।]

দত্তজা : ধুনোর দাম চড়চে। এদিকে না পোড়ালেও নয়। ছেলে যদি মানুষ হয়—এ ধুনোর দাম আমি তুলবো।

দত্তজা : ওরে ও খোকা, ভুঁয়ে না ঠেকতেই খরচের ফোয়ারা তুলচিস। জন্ম নিয়ে কি ভিটেয় ঘুঘু চড়াবি ?

নারাণ : যদি কন্যারত্ন হয় ?

দত্তজা : কন্যা—রত্ন ? কন্যা গায়ে রত্ন পরে আমাকে ফতুর করে অন্য বাড়ি গিয়ে উঠবে না। কন্যা যে কি অপচয়। কু-ডাক ডাকবে না। [পচ্চু ফিরে আসে] কি হলো ?

পচ্চু : ধুনো দিয়ে এলাম।

দত্তজা : এলাম ! আরো মন খানেক ধুনোর অর্ডার দেও। গিন্নী—আমার ধুনাবতী।

[গাজনের এক সন্ন্যাসী কানে বিষপত্র গুঁজে হাতে এক মুঠো বিষপত্র নিয়ে খালি পা, ময়লা পায়ে ফরাস কাঁদা করে বাবুর দিকে আসতে থাকে। হাতে মাটির সরা।]

দত্তজা : গেচে আমার সব গেচে ! ধোব ফরাসটা কাদা-পায়ে শেষ করে দিল হে !

[সন্ন্যাসী বেপরোয়া। সোজা এসে বাবুর মাথায় আশীর্বাদী ফুল ঠেকায়।]

গেছে, আমার জাত গেছে ! কাওড়ার পো ছুঁয়ে দিয়েচে !

নারাণ : কাওড়ার ব্যাটা বজ্জাত ! বাবুকে ছুঁয়ে দিলি ?

সন্ন্যাসী : [দত্তজাকে] আমাকে নমস্কার কর্‌। আমাকে নমস্কার কর্‌।

দত্তজা : কতবড় আস্পর্ধা দেখো—বলে কি অ্যাঁ ?

পচ্চু : না হুজুর ! ও বেয়াদবি কচ্চে না। ও ব্যাটা গাজনের মূল সন্ন্যেসী। ওকে শিবে পেয়েচে, সুতরাং বাবুকে একবারটি নমস্কার কত্তে হচ্চে।

নারাণ : বলা যায় না হুজুর, পেন্নামের জোরে আপনার সন্তানটি ভূমিষ্ট হয়ে যেতে পারে।

দত্তজা : একে বেকায়দায় আছি, ওর ওপরে সবাই মিলে প্যাচ কষ্‌চ। আচ্ছা, দিচ্চি চোখ বুজে পেন্নামটা সেরে।

[পেন্নাম।]

সন্ন্যাসী (প্রচণ্ড চেঁচিয়ে) ভন্দেশ্বরো শিবো মহাদেবো।

দত্তজা : কি গলা! তা এতবড় চিৎকারেও ছেলেটা গভ্‌ভ থেকে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো না! [সন্ন্যাসীকে] এ ছেলে কালা হবে না তো! হাতখানা যে বাড়িয়ে আচো। বিদেয় হও— পেন্নামী পরে হবে। বুড়ো আঙ্গুলে ভর দিয়ে যাও। আমার ধোব ফরাসে কাদা-পায়ের ছাপে তো আর কিচু রাখে'নি।

[বুড়ো আঙ্‌গুলে ভর দিয়ে সন্ন্যাসী চলে যায়।]

দত্তজা : বুঝলে পচ্চু।

পচ্চু : হুজুর।

দত্তজা : ও নারাণ!

নারাণ : হুজুর।

দত্তজা : আমার হাই উঠচে। (দুজনে তুড়ি দেয়।) আমার বুক শুকিয়ে যাচ্চে। (দু জনে দু গ্লাসজল এগিয়ে দেয়) আমার কি বলে তেষ্টায় বুক শুকোচ্চে?

[ওরা দু জনে ব্রাণ্ডির রূপোর গেলাস আর বোতল এগিয়ে ধরে]

এ সব কিচ্চু না! সব আমার কাছে বিষতুল্য লাগচে। গেল—জমিদারী ব্যবসা, বন্ধকীর টাকা···সব গেল! তোমরা তো জানো, সিন্দুকে টাকা মোহরে মরচে ধরে যাচ্চে। একে ঘষে-মেজে কে রাখবে? বয়স হচ্চে, বৈকুণ্ঠের পরোয়ানা এলো বলে! সন্তান আমার চাই, বাপ-দাদার রক্ত বইচে

শরীরে ! রাত্তিরে শুয়ে থাকি—ঐ রক্ত সব্বাঙ্গে কলকল করে বলে—টাকা বাড়িয়ে যা, থাবা মেরে তোল্—একা কুলোবে না—বংশের পর বংশ থাবা উঁচিয়ে এগিয়ে যা—আমি যে নিব্বংশ হতে চলেচি !

পচ্চু : হুজুর, অধৈর্য হবেন না।

নারাণ : গণকঠাকুর ব'লেচেন, সন্তান হবে—এ সন্তান হবে অবতার।

দত্তজা : অবতার ?

পচ্চু : আজ্ঞে, হুজুর—অবতার।

দত্তজা : ছ্যাকো। (উদাসভাবে আলবোলার নলে মুখ দেয়, ঘড়িতে টাং টাং করে পাচটা বাজে :) মেকারি ক্লকে টাং টাং করে পাঁচটা বাজলো। জুরি হাঁকিয়ে বিবিজানের কাছে যাবার সময় আজও উতরে গেলো !

পচ্চু : হুজুর, আজ নীলের রাত্তির।

দত্তজা : তাতে আবার শনিবার। শহর গুলজার। ফুরফুরে হাওয়ায় বেলফুলের গন্ধ ছড়াচ্চে। ঘুঙুর, মন্দিরায় ঝুমুঝুমু শব্দ উঠচে। রাতখানি রেস্তমতো মাতাল হবার উজ্জুগ করচে। আর আমি ? গভ্ভ যন্ত্রন্নায় গোঙাচ্চি।

[নেপথ্যে প্যালানাথের ডাক—ন'কড়ি, ন'কড়ি।]

পচ্চু : [দেখে এসে] হুজুর প্যালানাথবাবু ! আপনার নেইবর ডাকছেন !

দত্তজা : ছ্যাকো দিকিনি কাণ্ড ! একে অশান্তির জ্বালায় হাবুডু খাচ্ছি, তার উপর আবার ঐ মতলববাজ মুচ্ছুদ্দির ব্যাটা এসে হাজির !

প্যালানাথ : (নেপথ্যে) মিঃ ডাট !

দত্তজা : এসো হে।

নারাণ : মুখ থেকে ডাল চচ্চড়ির গন্ধ যায় নি, ফিরিঙ্গি বুলি ঝাড়ছে।

প্যালানাথ : (ভেতরে ঢুকে) হ্যালো—গুড ইভিনিং।

কত্তা : ইংরেজী কেতা দেখছি বেশ রপ্ত করেচো—পোশাকের বাহারও বেশ।

প্যালানাথ : লাইক ইট ? থ্যাঙ্কিউ।

পচ্চু : এই গরমের মধ্যে এ সব পরে আরাম হচ্ছে ?

প্যালানাথ : গরম ? ইউ মিন হট ? তা যা বলেচো। অসম্ভব গরম পড়েছে—ইম্‌পসিবল হটনেস হ্যাজ ফলেন।

কত্তা : বসো—সিট—সিট।

প্যালানাথ : হু সিট ? আই ? নো। বিজি। ভেরি বিজি। গার্ডেন পার্টি দিচ্ছি কাল। টু অর ফোর ফ্রেণ্ডস্‌কে ইনভাইট করছি।

পচ্চু : বাইজী আনবেন বোধ করি ?

প্যালানাথ : বাইজী অ্যাণ্ড এভরিথিং।

নারাণ : বটলগুলো নিশ্চয় বিলিতি ?

প্যালানাথ : হাসিও না, ঠাকুরঘরে কেবল গঙ্গাজল। তার বাইরে দিশিজল আমি তো ছুঁই না।

কত্তা : কি জন্যে গার্ডেন পার্টি দিচ্ছ ?

প্যালানাথ : মিসেস মরগ্যান বিলেত থেকে একটা পুষিক্যাট এনেছিল। একটা নেটিভ ইঁদুর তার পা-টা কামড়ে দেয়। এই অপজিট ব্যাপারটাই তো হয়েছে। বেড়ালটা যায় যায়···মিসেস মরগ্যান খালি উইপ করচেন। তাঁকে চিয়ার আপ করার জন্য গার্ডেন পার্টি দিচ্ছি। বড্ড ভালো পুষিক্যাট—সুন্দর ডাকতো। বিলিতি গলার ডাকই আলাদা।

নারাণ : বিলিতি বেড়ালের ডাক আলাদা হয় বুঝি ?

প্যালানাথ : ও-দিশি বেড়াল কি এ-দিশি ভাষায় ডাকবে ? সে যাক —তুমি আসছো তো ? আই মিন কামিং ?

কত্তা : কি করে যাবো ভাই ? গিন্নী তো এখনো দাই পাশে নিয়ে গোঙাচ্ছেন। আজ তিন দিন।

প্যালানাথ : বলো কি ? থ্রি ডেজ ? অ্যাণ্ড নো নিউজ ? গুঃ গড্‌!

না না এটা উড়িয়ে দেবার জিনিস নয়—ইট ইজ নট এ থিং অফ ক্লাইং!

নারাণ: গণৎকার বলেছেন অবতার হবে, তাই একটু বেশি টাইম নিচ্ছে।

প্যালানাথ: গণৎকার! ইউ মিন ফরচুনটেলার? ওদের কটা কথা রাইট হয়? আমাকে বলেছিল সেভেন কিংস ট্রেজার হবে সাত রাজার ধন। কি হলো?···হ্যাঁ, বছরে দু-চারখানা জমিদারী কেনা হচ্ছে, দু-পাঁচটা গোলা বাড়ছে, বিজনেসে একটু লক্ষীর দয়াও হচ্ছে···তাই বলে সেভেন কিংস ট্রেজার? ···ফুঁ। তা থাকগে, তোমার এমতাবস্থায় পার্টিতে যাবার জন্ত চাপ দেবো না। চলি। গুড নাইট।

[চলে গেল।]

দত্তজা: মুচ্ছুদ্দির ব্যাটা পয়সার দেমাক দেখিয়ে চলে গেল।

নারাণ: হঠাৎ ফেঁপেছে তো? তাই দশ জনকে জানান দিতে হচ্ছে!

পচ্চু: হামা দিয়ে জাতে উঠচে। হুজুরের নাগাল পেতে এখনো সাতপুরুষ কাবার হয়ে যাবে।

নারাণ: যে খুশি আজ বড় হতে চাইছে—অ্যাং বায় ব্যাং যায়—থলসে বলে আমিও যাই।

[হঠাৎ বাইরে বহুকণ্ঠে—'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি শোনা যায়। গুলির শব্দ। চিৎকার। ওরা বিচলিত। দত্তজা জানলার দিকে যায়।]

পচ্চু: হুজুর, আপনি ষাঁড়ের জন্ত একখানা বাড়ি তুলে প্যালানাথের চোখ ধাঁধিয়ে দিন।

দত্তজা: রোসো সব হচ্চে।

নারাণ: হুজুর, কত বড় বড় মানুষ বহুকাল মরে গেচে—কে মনে রাখে। কিন্তু ষাঁড়ের বাড়িগুলি আজও মনিমেন্টের মতো তাদের স্মরণার্থ আচে।

পচ্চু: মানুষ কি থাকে?—থাকে ঐ মনিমেন্ট।

দণ্ডজা : রোসো। সব হবে। এ সব যদি করে না গেলুম তো ছেলেরা আমার কি নিয়ে বাপের নাম করবে ?

[বাচ্চার কান্না শোনা গেল।]

দণ্ডজা : হয়েচে !

পচ্চু : বংশের বাতি জ্বলেচে !

নারাণ : সম্পত্তির ওয়ারিশ এয়েচে !

দণ্ডজা : আহা-হা—গায়ে যেন বাতাস লাগলো।

পচ্চু : অন্দর যাই।

[পচ্চু চলে যায়।]

দণ্ডজা : আজ ব্রাণ্ডিতে তোমাদের ভাসিয়ে দেবো। গড়ের বাদ্যি আনবো। সাহেবদের দিয়ে গার্ডেন ফিস্টি দেবো।

নারাণ : হুজুর—ছেলে না মেয়ে ?

দণ্ডজা : তাইতো ছেলে না মেয়ে ?

[পচ্চু ছুটে আসে।]

পচ্চু : ছেলে হয়েছে, ছেলে হয়েছে !

দণ্ডজা : ছেলে ! আমার আকবরী মোহর।

পচ্চু : দুটো ছেলে, দুটো ছেলে !

দণ্ডজা : একসঙ্গে ?

পচ্চু : যমজ, যমজ !

দণ্ডজা : তার মানে, দুটো আকবরী মোহর চাই। ছেলেরা এসেই তবিলে টান মেরে ডবল খরচায় ফেললো যে ! ঠাকুর, আমার উন্নতির পথখানি খোলা রেখো ঠাকুর। সব যে এখন ডবল ডবল চাই।

নারাণ : হুজুর এ্যাদ্দিনে আপনার ছ'টি সন্তান ডিউ ছিল মা-ষষ্ঠী বকেয়া মেটাচ্ছেন। আপনি তো ভাগ্যবান।

দণ্ডজা : বলচো !

পচ্চু : আপনি ধর্মাত্মা !

দত্তজা : বলচো !

নারাণ : যত ছেলে ততখানা হাত বাড়লো আপনার।

পচ্চু : হুজুর আরো শক্তিমান।

দত্তজা : এই দু হাতেই কজা করেছি। এবার দুই ছেলের আরো চারখানা হাত যুক্ত হলো। আমি ষড়্ভুজ।

[দুই মোসাহেব হুজুরের পিছনে দাঁড়িয়ে এমনভাবে নিজেদের হাত রাখে যাতে দত্তজাকে ছয় হাতবিশিষ্ট একজন বলেই মনে হবে। এই মূর্তি গড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে মোসাহেব দুজন হেঁকে ওঠে।]

পচ্চু ও নারাণ : হুজুর ষড়্ভুজ ! হুজুর কলির ঠাকুর !!

দত্তজা : আহা রে আহা রে আহা রে আহা রে আহা !
পেয়েছি পরাণ চেয়েছে যাহা।
মন নিকুঞ্জে গাহে পাখি
পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা।
ট্রা লা লা লা লা লা লা, ট্রা লা লা লা লা লা লা।
লঙ্ লিভ ফিরিঙ্গী বাবা
ষড়্ভুজে উঁচু করেছি যে ছয়টি থাবা।

[দৃশ্যান্তর]

[দত্তজা ফুলবাবুটি সেজে বেরুচ্ছেন। দু একটি শেষ টাচ্ দিচ্ছেন। প্রসাধন সারতে সারতে মোসাহেবদের কথা শোনেন—দু একটি সংক্ষিপ্ত কথা বলেন।]

পচ্চু : অন্নপ্রাশনের ফাংশনটি হুজুর খুব জমেছিল।

নারাণ : ইংরাজি বাজনা, শেরি, শ্যাম্পিন-ব্রাণ্ডির ফোয়ারা—জোড়ায় জোড়ায় বল নাচ—পুরো সাহেবী দস্তুর।

দত্তজা : বলচো !

পচ্চু : যমজ বেবি-দুটির গাল টিপে টিপে মেমসাহেবরা একেবারে লাল টুকটুকে করে দিয়েচে।

নারাণ : সন্তান দুটি আপনার হুজুর বেজায় ভাগ্যি নিয়ে জন্মেছে, এই

বয়সেই কতগুলো বিলিতি 'কিস্' পেয়েছে। জন্মেই রাজার চুমু—এ ছেলে অবতার না হয়ে যায় না।

দত্তজা: বলচো! (দত্তজার প্রসাধন শেষ। হাতে ছড়িটি নেন।) চলো হে। আজ একটু বিবিজানের কাছে ঘুরে আসি। দুদিন ঘরে বন্দী। গা টা মাটি মাটি কচ্চে। সাহেবদের সঙ্গে পেয়ার করে আখেরের কম্মটি হয়, কিন্তু মৌতাত? রাতটা একটু মাখো-মাখো করে না কাটালে আর হচ্চে না!

নারাণ: লাখ কথার এক কথা বলেছেন হুজুর।

পচ্চু: তবে হুজুর, মিসেস টমসনের সঙ্গে আপনার নাচটিতেও কম মৌতাত ছিল না। কি নরম মেম! আহা রে! সাদা তুলতুলে মাখুম-মাখুম!

দত্তজা: শ্যাম্পিনে ভিজিয়ে ভিজেয়ে ঠোঁট দুটি কেমন টুসটুসি দেখচ—

পচ্চু: মনে হয় 'কিস' করলে আঙুরের মতো ফেটে যাবে।

দত্তজা: হুঁ! এবার পোশাকটা কেমন হলো, দেকো দিকিনি।

নারাণ: এই পোশাকটিতে আপনাকে বড্ড খুলেচে। হুজুর, এটা কি গিবসনের বাড়ির তৈরী?

দত্তজা: এটি কেমন হে, নারাণ?

[ছড়ি দেখায়]

নারাণ: বাবু আমলের রমরমার যুগে হলে এই ছড়ি নিয়ে ছড়াদারেরা ছড়া কাটতো।

দত্তজা: সে যুগও নেই, সে বাবুরাও নেই। ঠাকুদ্দার আমলে সেই গোবিন্দ মিত্রের ছড়ি নিয়ে গান বাঁধা হলো—

বনমালী সরকারের বাড়ি
গোবিন্দ মিত্রের ছড়ি।
নকুধরের কড়ি আর উমিচাঁদের দাড়ি।

কোম্পানিকে ন-লাখ টাকা ধার দিয়েছিল ঐ নকুধর। জন

কোম্পানি খায় চাইতে ঘরে আসতো। সে সব বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হয়েচে—এখন কঞ্চিতে সব বংশ-লোচন জন্মাচ্চে। নাও হে, চলো—বিবিজানের কাছে যাবার সময় উতরে যাচ্চে।

পচ্চু: হুজুর কি ফিটানে যাবেন না প্যালানকুইন?

দত্তজা: ভাবচি আজ ল্যাণ্ডোলেটে চেপে বিবিজানের কাচে যাবো। মনে হচ্চে, দু দিনের বিরহে তিনি মন ভারী করে আচেন।

নারাণ আর বিরহে ভগ্নমনে গুনগুনাচ্চেন—

আমি রসে ডুবেচি
রাতের বেলা একলা পেলে
হবো রঙের মৌমাছি।

দত্তজা নারাণটাকে যে আজ—খুব—আঁ্যা চল্ সব। আজকাল রাঁড়ের বাড়ি গুলোয় সন্ধ্যের আগে থেকেই কেমন ঢুঁ পড়তে লেগে যায়। বার ফাট্‌কা পাল ইয়ার ছোকরারা সব উড়তে শিখেচে তো।

[হঠাৎ বাইরে থেকে ডাক।]

নেপথ্যে: নকড়ি বাটিতে আচো? জয় বিষ্টু, জয় বিষ্টু। নকড়ি আচো?

দত্তজা: এ সময় কে এলো? ল্যাণ্ডোলেটে হুইস্কি উটেচে, কানে ঘুঙুরের ধুনধুনি—গতর উতলোচ্ছে—যত সব বেরসিক!

[পচ্চু জানলা দিয়ে উঁকি দিচ্ছিল। পাশে নারাণ।]

পচ্চু: হুজুর প্যালানাথ বাবু!

নারাণ: বোষ্টুমের সাজে যা ছিরি হয়েচে!

দত্তজা: সব ভড়ং।

পচ্চু: কপালে ধ্যাবড়া করে এতটা চন্দন ঢেলেচে! দেখলে মনে হয়, কপালে কাগে হেগে দিয়েচে!

নেপথ্যে: নকড়ি?…বাইরে ল্যাণ্ডোলেট দাঁড়িয়ে—বাটিতে থাকার কতা—

দত্তজা : কে ? প্যালানাথ। এসো ভাই এসো

[প্যালানাথের প্রবেশ। কপালে ধ্যাবড়া চন্দন গেরুয়া কাপড় লুঙ্গিবৎ। খালি গা—বোষ্টমের চেহারা, সর্বাঙ্গে বিষ্ণুর পদচিহ্ন। লাল বনাতের বড় থলিতে জপমালা, পিতলের কড়ায় আবদ্ধ ঝুলছে। থলের মধ্যে হাত ঘুরছে। থলে মাথায় ঠেকিয়ে কথা বলে]

প্যালানাথ : বেরুচ্চো বুঝি ?

দত্তজা : বোষ্টম হলে কবে প্যালানাথ ?

প্যালানাথ : এই হলুম সবই প্রভোর ইচ্ছা। তা, ভেট্‌কি মাছের মতো হাঁ করে কি দেকচ ?

দত্তজা : তোমাকে। হ্যাটকোটের খোলস ছেড়ে একি মূর্তি বেরিয়েচে !

প্যালানাথ : ইংরাজদের কাপি কত্তে গিয়ে মদ মুরগি খেয়ে ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক হতে আর মন সরচে না। সবই প্রভোর ইচ্ছা

দত্তজা : প্রভো তোমায় সাজিয়েচেন ভালো।

প্যালানাথ : রেখেচেনও ভালো। প্রভুর চরণচিহ্ন ঐ সাহেবের দরজা থেকে রণরণিয়ে আমার সিন্দুকতক উঠে গেচে কো।

দত্তজা : আচ্ছা, তা বসো। ঠায় দাঁড়িয়ে আচো

প্যালানাথ : বসবো ? যত্রতত্র ? প্রভোর নাম কচ্চি—ব্রহ্মাণ্ড এখন আমার কাচে এঁটো কাটা হে !

পচ্চু : বোষ্টম হবার সুবিধে আচে। সখীদের বস্ত্রহরণ, মানভঞ্জন, ব্রজবিহার প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের গোছালো গোছালো লীলেগুলি অভ্যেস করা যায়।

প্যালানাথ : বলে যাও। ক্রোধ আমি সম্বরণ করেচি : বোষ্টুম স্থিতধী—দুঃখ-সুখ-কাম-ক্রোধে অবিচল। হ্যাঁ, চলি ভাই। বৃন্দা-বনদর্শনে কৃতসঙ্কল্প হয়েচি। কাল যাত্রা কচ্চি। অবকাশ নেই। তবু দৌড়ে এলাম। অন্নপ্রাশনে আসতে পারিনি। ম্লেচ্ছদের কাছে ঘেঁষতে পারবো নাতো ! দুটি আশীর্বাদী গিনি এনেচি—জোড়া বৎস হয়েছে তো !

দত্তজা : (কষ্ট) এখন রাখো। পুত্রদের হাতে দিও।

প্যালানাথ : আচ্ছা।

পচ্চু : মন্দির কচ্চেন শুনলাম।

প্যালানাথ : হ্যাঁ, চূড়ায় সোনার সপ্তকলস স্থাপন কত্তে হবে। ভিতরে অষ্টধাতুর বিষ্ণুমূর্তি।

নারাণ : আর কি হচ্চে?

প্যালানাথ : একখানি জমিদারী কেনা হচ্ছে। দুটি গোলা আর কেতু-বাবুর বাজারটি।

দত্তজা : রায়বাহাদুর খেতাব নিচ্চ শুনলাম।

প্যালানাথ : ও আমি ছুঁতে চাই নি। বৈষ্ণবের কাছে ওসব হচ্চে মাছের কাঁটা। কিন্তু পল্সন সাহেব হাত ছাড়ে না। বললে, খেতাবে দোষ কি—কেষ্টর মাথায় মোহনচূড়া থাকে না? তা মানিকজোড়ের কি নাম রাখলে?

দত্তজা : নামে বড় বিভ্রাট বেধেছিল।

প্যালানাথ : কেন?

দত্তজা : ঠাকুদ্দা মিত্যুকালে বিশ লক্ষ টাকা রেখে গেলেন, নাম ছিল দু-কুড়ি।

পচ্চু : হুজুরের বাপ ঐ টাকা দ্বিগুণ করলেন, তেনার নাম ছিল পাঁচকড়ি।

নারাণ : হুজুর তাকে কাঁপিয়ে তুললেন, হুজুরের নামের কড়ি বৃদ্ধি পেয়ে হলো ন-কড়ি

দত্তজা : দু-কড়ি বাড়তে বাড়তে ন-কড়ি। তারপর তো কড়ি দিয়ে নাম নেই। অথচ দুই ছেলে কড়ি খেলায় বাপ-দাদার চেয়ে খাটো হবে না—তাই নাম নিয়ে বিভ্রাট।

পচ্চু : তাই হুজুর বললেন, থাক কড়ি—এবার ঠাকুর দেবতার নাম ধরি।

প্যালানাথ : কি নাম হলো?

দত্তজা : রাম আর শ্যাম।

প্যালানাথ : নামে বেশ অনুপ্রাস আছে। রাম আর শ্যাম। মিসেস ময়গ্যান আবার কাল বরং বাড়িতে এসে দুটি ক্যাল্‌লি কুকুর-ছানা প্রেজেন্ট করে গেল। নাম দিয়েছি, রনি আর টনি। এখানেও অনুপ্রাস। আচ্ছা চলি।

[প্যালা চলে যায়]

দণ্ডজা : প্যালা আমার ইনসাল্ট করেচে।

[মুখে ভাবান্তর]

পচ্চু : হুজুরকে এর শোধ নিতে হবে

দণ্ডজা : (চোখ-মুখ অন্যরকম হতে থাকে) প্যালা টাকা কচ্চে। টাকার গরম দেখাচ্চে! শোনাচ্চে! আমার চেয়ে ওর বেশি হচ্চে!

নারাণ : হুজুর, ল্যাণ্ডোলেট অপেক্ষা কচ্চে।

দণ্ডজা : (যেন কিছু কানে যায় না) প্যালাটা উঁচু হচ্চে। আকাশে ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরচে। (উত্তেজনা বাড়চে) আমার রূপোর টোপদার গুড়গুড়ি-ওর পান্না বসানো সোনার আলবোলা।

নারাণ : হুজুর, আপনি যেন কি রকম কচ্চেন।

দণ্ডজা : (আরো উত্তেজিত) প্যালা টাকার পাহাড় তুলচে

পচ্চু : হুজুরের শরীরটা কি খারাপ লাগছে?

দণ্ডজা : প্যালা আমার মাথায় চাপচে, উঁচু হচ্চে, ছাড়িয়ে যাচ্চে।

পচ্চু : হুজুর, আপনার গায়ে যে কম্প দিচ্চে।

দণ্ডজা : জ্বর আসচে। শরীরে আগুন লাগচে ফোস্কা উটচে বাবা রাম, বাবা শ্যাম—তুই হাতে যে পারছি না। তাড়া-তাড়ি বড় হয়ে ওঠ বাবারা—ষড়ভুজে নৈবেদ্য খেতে হবে যে বাবারা। একা একা যে আর ভরসা পাই না। তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠ বাবারা।

[অন্ধকার]

[ক্রত অন্ধকার সরে যেতেই সঙের দল গান শুরু করে]

সঙ্গীত

দিনে দিনে বাড়ে রাম শ্যাম।

ভূমিষ্ঠ না হতে হতে বুদ্ধি যোরে চাহনিতে,

অবিরত মুখে রাম নাম—
দিনে দিনে বাড়ে রাম শ্যাম।
মায়ের বাম অঙ্গে রাম ডান অঙ্গ কাড়ে শ্যাম
ভাগ দখলে সমান সমান।
ক্রমে ওঠে মুহু দন্ত কামড়ে মাতার অন্ত
নব ছন্দে দুগ্ধ করে পান।
দুই শিশু প্রাণপণে ভক্তিমোহে দুগ্ধ টানে
ক্ষয়রোগে মাতা ছাড়ে ধরাধাম—
দিনে দিনে বাড়ে রাম শ্যাম
মাতা যদি গত হন
ওরা বঞ্চিত নন
রয়েছেন দেশমাতা তাঁর পদে দুই ভ্রাতা
স্তন্যলোভে রাখিল প্রণাম।
দেশভক্তি কণ্ঠহার যুগল অবতার
লীলাক্ষেত্রে আসে রাম শ্যাম

[সঙ্গের দল অপসৃত হয়। মঞ্চে কেবল জকি]

জকি অল সিটিং মাই ডিয়ার সারস্
ইউ আর ভেরি সমঝদারস্।
উই আর ডুইং হোয়াট উই ক্যান ডু—
বাট লাকি—ইউ আর নট স্পিটিং থুঃ থুঃ থুঃ।
হাই তুলেছেন ভেরি ফিউ।
থ্যাঙ্কিউ, থ্যাঙ্কিউ, থ্যাঙ্কিউ।
কেটে গেছে অনেক সাল
এখন রামশ্যামের যৌবনকাল।
টু গেট যমজ অ্যাক্টর ইজ এ গ্রেট ফ্যাক্টর।
(তাই) রাম অ্যাণ্ড শ্যাম দেখতে হবে দু রকম,
যমজ হবে মতি-গতি, রকম-সকম॥

একটু কাল ধরুন পেসেন্স
যুগল মূর্তি দেখা পাবেন।
আবার বলি থ্যাঙ্কিউ—পালা ফের হচ্ছে শুরু।

[জকি চলে যায়।]

[দত্তজার বাড়ি। ডাকতে ডাকতে নারাণ ঢোকে।]

নারাণ : হুজুর কি ঘুমুচ্ছিলেন ?

[দত্তজা বাড়ির ভেতর থেকে ঢোকে।]

দত্তজা : চোখ বুজে তোমাদের গিন্নীমার কথা ভাবছিলুম।

[নারাণ চোখ মোছে। কাঁদো কাঁদো গলায় বলে—]

নারাণ : গিন্নীমা চলে গেলেন। ফাঁকা ঘরখানায় দৃষ্টি করলে বুকখানা শ্মশান হয়ে ওঠে। হুজুরকে দেখলে মনে হয় সতীশূন্য কৈলাসে শ্মশানের ছাই মেখে ভোলা মহেশ্বর বুক চাপড়ে বলছেন—হা সতী! হা সতী!!

দত্তজা : হয়েছে, থামো!

নারাণ : (চোখ মুছে) আজ্ঞে, কেন হুজুর ?

দত্তজা : তোমাদের গিন্নীমা আমায় ডুবিয়ে গেছেন

নারাণ : সে আর বলতে, দিনরাত ধম্মপুজো, নেটিভদের ক্রিয়াকম্ম করে হুজুরের কম টাকার লোকসান করেচেন!

দত্তজা তিনি আমার শত্তুর ছিলেন

নারাণ ঘোর শত্তুর।

দত্তজা : নইলে এমন সন্তান পেটে ধরে!

নারাণ : গেছে না, হুজুরের হাড় জুড়িয়েচে!

দত্তজা : পিতৃপুরুষের ব্যবসা ছেড়ে পুত্ররত্নেরা আমার পলিটিক্স করচে ঐ মায়ের রক্ত না হলে এমন হয়। দেশোদ্ধারে নেমেছে;

নারাণ : দেশভক্তি সংঘ নামে অ্যাসোসিশন গড়েচে!

দত্তজা : আমার মুণ্ডু গড়েচে! ওরে আমার পথে এলে দেশখানা কিনে নিতে পারতিস!

নারাণ : গাঁয়ে চাষাদের হাঙ্গামাটা একটু নিস্তেজ হলো, অমনি শহরে রব উঠলো—বন্দেমাতরম্ ! তিষ্ঠোনো দায় !

দত্তজা : সাহেবের গায়ে খোঁচা দিয়ে বাপদাদার এমন সাধের ইমারতটা ভাঙতে চাস ! লেখাপড়া শিকিয়ে ছেলের হাতে নিজের মৃত্যুবাণ তুলে দিয়েচি !

[দূর থেকে 'হে নগরবাসি' গানটি ভেসে আসে। অনেকটা বন্দনার গানের সুর।]

দ্যাকো তো কারা আসছে ? চাঁদার খাতা ধরিয়ে দিতে আসছে না তো ?

[নারাণ জানলার দিকে যায়। পচ্চু ব্যস্তভাবে ঢোকে।]

পচ্চু : হুজুর, কাণ্ড হয়েচে ! ড্রিঙ্কের বটল সরিয়ে ফেলুন।

দত্তজা : কেন ? বোষ্টুমে প্যালা গোষ্ঠবিহারে আসছে না কি ?

পচ্চু : দেশভক্তি সংঘের মেম্বাররা আসচেন !

দত্তজা : আসুক।

পচ্চু : ঐ অ্যাসোসিয়েশনের পিণ্ডিচটকেরা রামবাবু-শ্যামবাবু লিডরশিপ নিয়ে সবাগ্রে আসচেন !

দত্তজা : ছেলেরা আসচে তাতে বটল পাচার করতে হবে কেন ? এই বটলের পাশে থেকেই তো ওরা এত বড়টা হলো।

নারাণ : তাছাড়া বটলে তো ওনাদেরও কম আসক্তি নেই !

পচ্চু : বেশি কথা বলার সময় নেই। আজ থেকে গোরাদের চোলাই-করা বিদেশী সুরার বিরুদ্ধে ওরা আন্দোলনে নেমেচে-সোস্যাল রিফর্মেশনের কাজে নেমেচে !

দত্তজা : বলো কি ? তোমরা বলছিলে—যুগল অবতার। এরা যে রিফর্মেশনের নামে পয়লা টানেই বাপের কাছা খসাতে নেমে পড়েচে !

[সমবেত গান ও জয়ধ্বনি কাছে আসে। একজন ব্যাজ লাগানো ভলান্টিয়ার ঢুকে পড়ে দরজা আগলে ধরে। রাম ও শ্যামের প্রবেশ। গলায় মালা, কপালে চন্দন। ওরা নীরব। মুখ হাস্যময়। দত্তজা বিমূঢ়। গান শুরু হয়।]

হে নগরবাসী   সুরা সর্বনাশী

বিদেশী বটলে হাসিছে।

পবিত্র জাতি   উঠিয়াছে মাতি

ঘোর হলাহলে ভাসিছে।

জানিও উত্তম   চরিত্র সংযম

অপর সকলি মিছে।

ভাঙো হে বটল   থাকো হে অটল

যুবে না কাহারো পিছে।

হে নগরবাসী   সুরা সর্বনাশী

বিদেশী বটলে হাসিছে॥

ভলান্টিয়ার : থ্রি চিয়ার্স ফর—

সকলে : দেশভক্তি অ্যাসোসিয়েশন

ভলান্টিয়ার : থ্রি চিয়ার্স ফর—

সকলে : দেশভক্তি অ্যাসোসিয়েশন

ভলান্টিয়ার : আমাদের লিডর মহানায়ক রাম ও শ্যামের ইচ্ছাক্রমে অ্যাসোসিয়েশনের তরফ হইতে এই গৃহে গোরাদের চোলাই-করা বিদেশী সুরা বর্জিত হইল

[কোলাহল]

দত্তজা : বাবা রাম, বাবা, শ্যাম!

[দুই ভ্রাতা পিতাকে প্রণাম করে]

১ম জন : পিতার বিরুদ্ধে আন্দোলন—অথচ কি ভক্তি!

২য় জন : কর্মযোগের সঙ্গে ভক্তিযোগের মিলন!

সকলে : ব্রাভো! ব্রাভো!

দত্তজা : তোমাদের মাথাটা হঠাৎ এমন করে বিগড়োল কেন বাবারা? (আবার দুই ভ্রাতায় প্রণাম। পিতা বিমূঢ়।) প্রতি কথায় এমন সাষ্টাঙ্গ হচ্চো কেন বাবারা? এই ভক্তি যে আমার সইচে না। কথা নেই। বাবারা কি মৌনী নিয়েচ? কথা কও।

রাম ও শ্যাম : পাপা, ভোলো মদের রঙ্গ !
পাপা, ত্যাজ নেশার সঙ্গ ;
পাপা, সোজা রাখ অঙ্গ !
পাপা, ভোলো মদের রঙ্গ !

ভলান্টিয়ার : বটল ভেঙে ফেলুন।

দত্তজা : কোতায় ভাঙবো ? নিজের কপালে ?

সকলে : সেইম্ ! সেইম্ ! ফাই ! ফাই !

রাম ও শ্যাম : সেইম্ ! সেইম্ ! ফাই ! ফাই !
পাপা, দেশের লজ্জা নাই !

ভলান্টিয়ার : বটল ভেঙে ফেলুন।

দত্তজা : পচ্চু, নারাণ—বোটল কটা ওদিকে নিয়ে যাও

সকলে : ভাঙ্‌তে হবে, ভাঙতে হবে !

দত্তজা : বড় দামী বোটল যে, বাবারা !

সকলে : সেইম্ ! সেইম্ ! ফাই ! ফাই !

রাম ও শ্যাম : পাপা, দেশের লজ্জা নাই !

দত্তজা : যাও হে, ওধারে নিয়ে গিয়ে যত্ন করে রাখো, মানে, ভাঙো।

[সমবেত কণ্ঠে : ভাঙতে হবে। পচ্চু ও নারাণ বোতল নিয়ে যায়।]

সকলে : ভিক্‌ট্রি ! ভিক্‌ট্রি !

রাম ও শ্যাম : হ্যাপী হ্যাপী কানট্রিমেন !
পাপা রিফর্মেড হয়েছেন !

ভলান্টিয়ার : হ্যাপী হ্যাপী কানট্রিমেন !
পাপা রিফর্মেড হয়েছেন !

রাম ও শ্যাম : হ্যাপী হ্যাপী কানট্রিমেন !
পাপা রিফর্মেড হয়েছেন !

[দত্তজাকে মাল্যদান ও 'ব্রাভো' ঘোষণা।]

ভলান্টিয়ার : আমরা সংঘস্থ সকলে দত্তজা মহাশয়ের শুদ্ধিকরণে পুনর্বার 'ব্রাভো' জানাচ্ছি।

সকলে : ব্রাভো ! ব্রাভো !

ভলান্টিয়ার : এক্ষণে আমরা বিদেয় হচ্ছি। রাম ও শ্যামের বিশ্রামের প্রয়োজন। কারণ অপরাহ্ণ থেকে আমাদের অভিযানের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হবে।

[সবাই চলে যায়]

দত্তজা : এ তোমরা কি করলে? এ মালা যে আমার গলায় ফাঁসের মতো বেড়ে আছে! আর ক'টা দিনই বা আছি—বোতলটা কেড়ে নিলে? চুপ করে থেকো না বাবারা! বুড়ো হচ্ছে শিশুর মতো, শিশুর মুখ থেকে চুষিকাটিটি কেড়ে নিও না বাবারা!

রাম : বোতল ছাড়া তো সহজ নয় বাবা, তাই তোমার জন্য আমরা এক নতুন রসের বোতল এনেছি।

দত্তজা : নতুন রস? কি রস?

শ্যাম : ভক্তিরস।

দত্তজা : ও রসে তেমন জুৎ পাই না, বাবা।

রাম : বোতলটি বাবাকে প্রেজেন্ট করো শ্যাম।

[শ্যাম বোতল দেয়।]

দত্তজা : কিসের বটল এটা? লেবেলে পবিত্র গঙ্গাজল লেখা।

শ্যাম : ভালো করে দেখেচ?

দত্তজা : হ্যাঁ। দি পিওর অ্যাণ্ড ওরিজিন্যাল হোলি গ্যাঞ্জেস্ ওয়াটার

রাম : ওপরের লেবেলটা ছেঁড়ো।

[দত্তজ লেবেল ছেঁড়ে।]

শ্যাম : আর একটা লেবেল আছে না?

দত্তজা : হাঁা। আরে, এ যে খোদ স্কটল্যাণ্ডের সরেস মাল!

রাম : তবে! ওপরে লেবেল এঁটে কত কাণ্ড হয় এবার বুঝলে তো?

দত্তজা : বাবারা আমার সত্যিই অবতার!

শ্যাম : দেশের কাজে এটাই আর্ট বাবা।

দত্তজা : দীর্ঘায়ু হও বাবা।

রাম : প্রথমেই আমরা নিজগৃহে অভিযান করেছি। এতে তোমার যশ হলো।

শ্যাম : প্রথম রিফর্মড পার্সনের সম্মান পেলে!

রাম : আমাদের কর্মযজ্ঞের ভিতও ভালো পাবলিসিটি নিয়ে পিতিষ্ঠে হলো।

দণ্ডজা : ব্রাভো! ব্রাভো! বড় আনন্দ হচ্ছে—

[বোতলটি হাতে নিয়ে।]

রাম ও শ্যাম : হ্যাপী হ্যাপী কানট্রিমেন্
পাপা রিফর্মড হয়েছেন।

[পর্দা পড়ে। বিরতি]

[অন্ধকার। পুরনো আমলের একখানা গজলের রেকর্ড শোনা যায়। আস্তে আস্তে আলো ছড়ায়। পিতা এবং দুই পুত্র একটি টেবিলে মদ্যপান করছে। দুই হাতে শিকল বাঁধা একখানি ভারতমাতার মূর্তি ঘরে দৃষ্টিগোচর। ওরা চিয়ার্স করে চুমুক দেয়।]

দণ্ডজা : ভারতবর্ষ একেবারে হর্ষশূন্য হয়ে গেল!

রাম : লোকের মানমাশ, প্রাণনাশ, অর্থনাশ, এবং সর্বনাশ, উৎপন্ন হয়েছে।

শ্যাম : অনুমানে বোধ হচ্ছে, বুঝি মহাপ্রলয় হবার পূর্বমুহূর্ত। হা ভারতবর্ষ!

রাম : হা!

দণ্ডজা : হা!!

রাম : এ সময় সঙ্গীত অনুচিত।

শ্যাম : রেকর্ড তুলে দে।

[রাম ভেতরে গিয়ে রেকর্ড তুলে দেয়।]

দণ্ডজা : হা!!

[দণ্ডজা টেবিলে মাথাটা এলিয়ে দেয়]

রাম : (বাপকে) উত্তিষ্ঠত। তাই সে, উত্তিষ্ঠত।

[দন্তুজা তাকায়]

শ্যাম : জাগ্রত। জাগ্রত।

রাম ও শ্যাম : উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত।

[দন্তুজা উঠে দাঁড়ায়]

রাম : ঐ আমার ভারতমাতা! বোরুদ্যমানা!

শ্যাম : শৃংখলাবদ্ধা!

রাম : এখন নিদ্রা নাই। ইংরাজ আমার শত্রু।

শ্যাম : ইংরাজ আমার স্বাধীনতার অপহারক। এখন নিদ্রা নাই।

রাম : ওঠো। জাগো!

শ্যাম : উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। ওঠে, জাগো।

দন্তুজা : এইতো উটেচি বাবা! চোকে নিদ্রাও নাই—জেগে আচি।

রাম : ঐ উর্ধাকাশ থেকে কি দেখচ?

দন্তুজা : তোদের।

শ্যাম : আমরা কে?

দন্তুজা : দুটি মেষ শাবক।

রাম ও শ্যাম : ফাই! ফাই!

দন্তুজা : মেষশাবক না হলে দুর্দান্ত ইংরাজকে কেউ খোঁচাতে যায়। কোথায় তোদের শক্তি? মেষশাবক কি শৃঙ্গাঘাতে পর্বতকে নড়াইতে পারে? ক্ষুদ্র পক্ষীকি চঞ্চুদ্বারা সমুদ্র শোষণ করিতে পারে? মারা পড়বি।

রাম : আমাদের লক্ষ্য স্বাধীনতা—ইংরাজকে খোঁচানো আমাদের লক্ষ্য নয়।

শ্যাম : যারা অস্ত্র ধরেছে, ধরুক। মূর্খের শিক্ষা হইবে। একদিন কৃষকগণ ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলিয়াছিল। কিছুই লাভ করে নাই। কেবল দেশমাতৃকার দেহ রাঙা করিয়াছে।

রাম : ভারতের শক্তি অহিংসায়। ভারতের শক্তি তার বাহুতে নয়, আত্মায়—জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, আমরা বুদ্ধিবলে ইংরাজকে কাত্

করবো, ইংরাজের কাছ থেকে একটু একটু করে কৌশল-বুদ্ধিতে সবটুকু স্বাধীনতা আদায় করে নেবো।

শ্যাম : দেখে নিও বাবা, এই বুদ্ধি এবং বাপ-ঠাকুর্দার বিত্তের মিশ্রণে একদিন আমরা দেশের কর্ণধার হবো।

রাম : স্বাধীন ভারতের শাসন বুদ্ধিমান এবং বিত্তমান দেশহিতৈষী-দের কব্জায় থাকবে। এ আমাদের ভবিষ্যৎবাণী।

শ্যাম : কারণ, বুদ্ধি এবং দেশপ্রীতি তৈরী করে সৈনিক আর বিত্ত সহযোগে সেই সৈনিকই হয়ে ওঠে মিলিটর।

রাম : তাই তোমার চিত্ত এবং আমাদের কৌশল একত্রিত করেই দেশপ্রীতি অ্যাসোসিয়েশন এগিয়ে চলেছে। সদস্য সংখ্যা বাড়ছে। ইংরাজের বুক কেঁপে উঠছে।

শ্যাম : অ্যাসোসিয়েশনের নামে চিয়ার্স হোক।

[তিনজনে চিয়ার্স করে। দত্তজা চেয়ারে উঠে দাঁড়ায়।]

দত্তজা : আমি কেমন ভরসা পাই না বাপুরা!

রাম : বুদ্ধি আমাদের আছে, তাই ভরসাটি রাখো।

শ্যাম : আমরা কোন ডিভিশনে পাশ করেছি?

দত্তজা : সেকেণ্ড ডিভিশন্!

শ্যাম : ঐ ডিভিশনটি বেছে নিয়েছি বুদ্ধি করে, বুঝেছ?

রাম : ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করলে লোকে বলতো মুখস্ত করেছি।

শ্যাম : আর থার্ড ডিভিশনে পাশ করলে লোকে বলতো মুখস্ত করতে পারি নি।

রাম : তাই, দু-রকম অপবাদ এড়াতে সেকেণ্ড ডিভিশনে পাশ করে সুবুদ্ধির পরিচয় দিই নি?

দত্তজা : তা দিয়েচ!

রাম : মুখস্ত অবশ্য করেছি, সে বড় বড় কথা। আমাদের দেশোদ্ধারের বক্তৃতা আর লেখার কাজে লাগবে।

শ্যাম : কথাই আসল। বাক্যবলই সব।

রাম : বক্তৃতা আর লেখা। বাক্যবলে আমরা ইংরাজের টনক নড়াবো।

শ্যাম : পেট্রিয়টিজমই আমাদের এই অসামান্য শক্তি জুটিয়েছে।

রাম : সঙ্গে আছে আমার হিম্মত।

শ্যাম : আর আমার হুজ্জুত।

রাম : দল পাকাতে আমি সিদ্ধহস্ত

শ্যাম : দল ভাঙতে আমি উদার হস্ত।

রাম ও শ্যাম : দল ছাড়া পলিটিক্স হয় না, তাই দলাদলিকেই আমরা প্রাধান্য দেবো। ইংরাজ তাড়িয়ে, ইংরাজের ভাগেরটা আমরা খাবো। আমরা ক্ষুধার্ত-উত্থিত জাগ্রত।—এখন ঘুম পাচ্ছে—কাল আবার সকালে এক সঙ্গে ক্ষেপে উঠবো।

[অন্ধকার থেকে আলো ফুটতে দেখা গেলো পিতা এবং পুত্রদ্বয় নিদ্রাচ্ছন্ন। নেশার ঘোরে যে যেখানে শুয়ে ছিল সেখানেই শুয়ে আছে একজন যুবক অন্ধকারে হঠাৎ দৌড়ে ঢুকে পড়ে। রাম-শ্যাম চমকে জেগে যায়। দক্ষজাকে ডাকে]

শ্যাম : পাপা! পাপা!

দক্ষজা : দেখেছি।

রাম : দেখেছো?

দক্ষজা : চোর ঢুকেছে তো?

শ্যাম : হ্যাঁ।

দক্ষজা : ঢুকুক।

রাম : চোর ঢুকবে?

দক্ষজা : চোরের কাজ চোর করেছে। এবার তোমাদের কাজ তোমরা করো—ওকে বেরুতে দেবো না।

শ্যাম : চাকর-বাকর ডাকি?

দক্ষজা : কেন? দু ভায়েতে পারবে না? দেশোদ্ধার করতে পারো, আর একটা চোর ধরতে পারো না? (নেপথ্যে দারোগাবাবুর গলা—নকড়িবাবু আছেন?)

কে ? ভেতরে আসুন।

[দারোগা ভেতরে ঢোকে।]

দারোগা : গুড মর্নিং।

দত্তজা : গুড মর্নিং। কি ব্যাপার দারোগাবাবু, আপনি হঠাৎ ?

দারোগা : আর বলবেন না মশাই। কাল রাত্তির থেকে এক স্বদেশী ছোকরা ভীষণ দৌড় করাচ্ছে। ভালো কথা—আপনাদের হাউসে কোনো ছোক্‌রা ঢোকে নি তো ?

[দত্তজা বলতে যেতে রাম-শ্যাম থামিয়ে দেয়।]

শ্যাম : কই না তো ! কেউ ঢোকে নি।

দারোগা : ভালো। তাহলেও নজর রাখবেন।

রাম : ছোকরাটি কি রকম ?

দারোগা : ঐ আজকাল যা হচ্ছে। অ্যানার্কিস্ট দলে চিঠি চালাচালি কাজে যুক্ত আছে। ওর নামে ওয়ারেন্ট ঝুলছে, চলি।

দত্তজা : (বোতল দেখিয়ে) শুকনো মুখে ফিরবেন ?

দারোগা : মনটাকে দুর্বল করে দেবেন না ! চলি।

দত্তজা : ও নিশিবাবু ! নিশিবাবু ! (দারোগা ঘোরে) হোক্ না ?

দারোগা : ইউনিফর্ম পরে আছি না !

দত্তজা : ওটা খুলে।

দারোগা : রাত্তিরে হোক্ না ?

দত্তজা : হোক।

দারোগা : আসবো।

দত্তজা : আমি পথ চেয়ে থাকবো। (দারোগা চলে যায়।) বিপজ্জনক লোক ঘরে ঢুকে আছে। দারোগার সামনে চুপ করিয়ে দিলি ?

রাম : চুপ করো। স্বদেশী ! ধরিয়ে দিলে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের দুর্নাম হবে না !

শ্যাম : নিজেরাই ব্যবস্থা কচ্ছি।

[রাম-শ্যাম বাইরে বেরিয়ে যায়।]

রাম : অন্দরে ঢুকে কি কচ্চে কে জানে ?

[অন্দর থেকে যুবকটি বেরোয় ।]

শ্যাম : ধরিয়ে দিলে কেমন হতো ?

যুবক : কেন ধরিয়ে দেবে ?

দত্তজা : আহ্লাদের কতা শুনলে গা পোড়ে । ধরিয়ে দেবে না । কোলে বসিয়ে ব্রাণ্ডির গেলাস ধরবে । বে-আইনি কম্ম করে আমার অন্দরে ঢোকা হয়েচে ।

যুবক : বে-আইনি ! দেশের কাজ বে-আইনি ? আর ঐ দেশের শত্তুরদের পুলিশ-দারোগা আইনি ! আহাম্মকের মতো কথা বলবেন না ।

রাম : চুপ !

শ্যাম : কাকে আহম্মক বলচো ?

দত্তজা : গেট আউট ! গেট আউট !

যুবক : থামুন ! দেশটা জ্বলছে । আর ঘরটাকে মজলিশ বানিয়ে দেয়ালা হচ্ছে !

দত্তজা : চোপ্ ! দরওয়ান ডেকে তোমায় শায়েস্তা কচ্চি, দাঁড়াও ।

যুবক : আমার সঙ্গে পিস্তল আছে ।

দত্তজা : অ্যাঁ !

রাম ও শ্যাম : পিস্তল !!

যুবক : হ্যাঁ, পিস্তল । দেশী কুত্তা আর বিদেশী বুলডগ মারা পিস্তল । জালিয়ানওয়ালাবাগে রক্ত ঢেউ খেলছে, ইংরাজের লাঠিগুলিতে দেশ গুঁড়িয়ে যাচ্ছে । জেল উপচে পড়ছে । তবু দেশের মানুষ লড়ছে । চিত্তরঞ্জন ডাক দিয়েছেন কৃষক-শ্রমিক । বলশেভিক নেতা লেনিন তাকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন—প্রেরণা দিচ্চেন । আর ঘরশত্তুর চোখ-কান বুজে শেম্পিন গিলছে ।

[রাম-শ্যাম বাইরে থেকে ঢোকে ।]

শ্যাম : তুমি হরি না ?

রাম : হরি ! আমাদের স্কুলের ফ্রেণ্ড ! কত বদলে গেছ !

হরি : তা বদলেছি । তোমরাও তো কত বদলে গেছ !

শ্যাম : পাপা, আমাদের স্কুল-ফ্রেণ্ড ।

দত্তজা : পিস্তলটি কোথায় বাবা ?

হরি : কোথায় পিস্তল ?

দত্তজা : ভক্তি দিয়েচ ! (চিবুকে হাত দিয়ে) ভেরি ক্লেভর । তাহলে তুমি এখানে সেলটার নিয়েচো ? থাকো । নির্ভয়ে বসো ।

[দত্তজা অন্দর চলে যায় ।]

শ্যাম : নিশিবাবু—ঐ দারোগা বলছিলেন, তুমি নাকি খুবই দুর্দান্ত হয়ে উঠেছো । এদিকে এইসব করছো—আবার গ্রামে গিয়ে চাষীদেরও ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছো ?

হরি : ক্ষেপিয়ে তো বেড়াচ্ছি না—ওদের সঙ্গে আছি । ছাখো ভাই—আজ আমরা শহরের বাবুরা স্বরাজের জন্য লড়াই করছি, কিন্তু একবার ঐ গ্রামের মানুষগুলোর কথা ভাবছি না । অথচ সকলের আগে লড়াই শুরু করেছিল তো ঐ চাষীরাই ।

রাম : চাষীদের লড়াইয়ের ফলটা তো তুমি দেখেছো ?

হরি : হ্যাঁ ওরা হেরেছে, ঠিক কথা ! তাই বলে ওদের বাতিল করবো কেন ? ওরা সব লড়াই করা তৈরী সৈনিক—ওরা দেশের নব্বই ভাগ মানুষ । ওদের সঙ্গে নিয়ে লড়াইটা চালালে আমাদের জোরটা বাড়তো না কি ?

রাম : কে কাকে বাতিল করছে—একদিন আমাদের অ্যাসোসিয়েশনে এসো সব বুঝিয়ে দেবো ।

হরি : সব কিছুতে আমার কেমন ধন্দ লাগছে । তোমাদের অ্যাসোসিয়েশনের অনেক সদস্যই জমিদার । গ্রামে তারা আমাদের কৃষক সমিতির উপর অত্যাচার করছে । অথচ

মুখে বলছে, দেশের মানুষের জন্য লড়াই করছি। এ দুটোকে আমি ঠিক মেলাতে পারছি না।

শ্যাম : সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে আমরা বোঝাতে পারবো। একদিন এসো।

হরি : একটা প্রশ্ন করি—তোমরা না রিফর্মেশনের কাজে নেমেছিলে—তাহলে (বোতল তুলে নিয়ে) এ সব কেন ?

শ্যাম : এ সব ? দেশের কাজে আমরা তান্ত্রিক মতে এগোচ্ছি ভাই। এ সব তারই উপচার।

রাম : মদের নেশা, অর্থের লোভ, ক্ষমতার লালসা—এগুলো সংগ্রামের পথে বাধা তাই তো ?

হরি : নিশ্চয়ই।

রাম : তাই এ সবের উর্দ্ধে উঠতে হবে ?

হরি : অবশ্যই

শ্যাম : আমরা তান্ত্রিক মতে মদ্যপান করে—মদ্যপানের উর্দ্ধে উঠে যাবো ভাই।

রাম : দু'হাতে অর্থোপার্জন করে অর্থলোভ আমরা জয় করবো ভাই।

শ্যাম : ক্ষমতা দখল করে ক্ষমতার মোহ থেকে মুক্ত হবো।

হরি : সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে।

রাম : যাবে, যাবে! প্রথম প্রথম একটু গুলিয়ে যাবে।

শ্যাম : দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের পুরোপুরি চিনতে পারবে না ভাই।

হরি : আচ্ছা, আজ তাহলে চলি।

[হরি বেরিয়ে যায়। ওরা দু'জন দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়।]

রাম : নিশিবাবু আছে তো ?

শ্যাম : আছে মানে ? একেবারে ওঁৎ পেতে আছে।

[দত্তজা অন্দর থেকে বেরোয়।]

দত্তজা : কি হলো ? তোমাদের ফ্রেণ্ড চলে গেলো ?

রাম : হ্যাঁ পাপা। জেলে গেলো।

দত্তজা : কোথায় গেল ?

শ্যাম : ফাটক খাটতে। নিশিবাবুকে রাস্তার ওপাশে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম।

দত্তজা : তাই নাকি ? দুষ্টু ছেলে। (দু জনে প্রণাম করে) সেরেছে।

রাম : পাপা !

দত্তজা : বলে ফেলো।

শ্যাম : এবার আমরাও একটু জেলে যাবো।

দত্তজা : কি ?

রাম : জেলে যাবো।

দত্তজা : কেন ?

শ্যাম : দেশের কাজ কচ্ছি, অথচ একবারও জেলে যাই নি।

রাম : কত মানুষ ঘরে এলো।

দত্তজা : এমনভাবে বলছো যেন চোপ্পে যাবে। আজ বলবে জেলে যাবো, কাল বলবে পিকেটিং করবো। পরে বলবে ইংরাজ ঠেঙাবো।

রাম : হ্যাঁ পাপা। এ সব একটু করতে হবে।

দত্তজা : কি বলছিস ? এ সবের পরিণামটা ভেবে দেখেছিস ?

শ্যাম : সব ভাবা আছে পাপা।

দত্তজা : তাহলে আমার এই জমিদারী-ব্যবসাদারী, বাপ-দাদার পোঁটলাপুঁটলি কাদের জন্য সাজানো আছে ?

রাম : ভারত জননী আমাদের ডাক দিয়েছেন পাপা।

শ্যাম : মা বলছেন—ঝাঁপিয়ে পড়ো। একবার মা বলে ডাকো। এ ছাড়া আর কিছুই নেই।

দত্তজা : তোদের কি সত্যি পলিটিক্সে পেলো বাবারা ? তোরা যে তলিয়ে যাচ্ছিস।

শ্যাম : কোনো কথাই আর কানে যাচ্ছে না।

দত্তজা : বাবা রাম, বাবা শ্যাম !

[হঠাৎ দত্তজার যেন কম্প দিয়ে জ্বর আসে। মুখে অদ্ভুত-ধরণের আওয়াজ। চোখমুখ অন্যরকম। ওরা গিয়ে ধরে।]

রাম : কি হলো পাপা ?

শ্যাম : অমন করো কেন ?

[ছেলেরা বাপকে বসায়। 'হুজুর হুজুর' বলতে বলতে মোসাহেবরা ঢোকে। দত্তজার এই অবস্থা দেখে বিমূঢ় হয়ে থাকে]

দত্তজা (অন্যরকম স্বরে) ন-কড়ি ! নকড়ি ! এই নকড়ে !

পচ্চু : হুজুর যে নিজের নাম ধরে নিজেকেই ডাকচেন !

নারাণ : রসের নেশাটা একটু ভারী হয়েচে বোধ করি !

দত্তজা : এই নকড়ে !

পচ্চু : ভূত-চালা আনতে হবে দেকচি। ওর কাঁধে নিশ্চিত কেউ এসে বসেচেন—দেকচেন না ডান কাঁধটা হেলে আচে !

নারাণ : ডান কাঁধে কেউ পা ছড়িয়ে বসে টাক পাড়চেন !

দত্তজা : নকড়ি মরেচে ?

শ্যাম : এই তো দু হপ্তা আগে একবার ভর হলো।

নারাণ : তখন তো হুজুরের কোমরে গণ্ডারের চামড়া ঝুলিয়ে দিয়েচি।

রাম : সেটি মনে হচ্ছে খসে গেছে।

পচ্চু : অমনি ভূতেরও পোয়াবারো !

রাম : ভূ কৈলেশ্বর মহাপুরুষের পায়ের ধুলো মাছুলিতে পুরে হাতে বাঁধা হয়েছে।

নারাণ : এবারে যিনি কাঁধে এসেছেন তিনি বোধকরি ভূ কৈলেশ্বরও ওপরে যান।

শ্যাম : আপনারা ভূত-চালার ব্যবস্থা দেখুন।

[ওরা চলে যায়।]

দত্তজা : আরে ও নকড়ে। নিদ্রা গেল নাকি ? না মরেচি বলে, কত্তা কনে ভুলচিস না !

রাম : নিজের নাম ধরে অমন নকড়ে নকড়ে হাঁক পাড়চ কেন ?

দত্তজা : চোপরও ! (ওরা চমকে ওঠে) মস্করা হচ্ছে ! ফের বাজে কতা বলবি তো তোদের ঘাড়ে চেপে বসবো। কাঁধে কে বসে আচি আঁচ কত্তে পাচ্চো না ?

শ্যাম : আপনি কে মহাশয় ?

দত্তজা : হতচ্ছাড়া তোদের ঠাকুদ্দা পিতামহ পাঁচকড়ি দত্তকে ভুলে গেলি !

রাম : মহাশয়, আপনি কি প্রকৃতই আমাদের পিতামহ ?

দত্তজা : হ্যাঁরে মুখপোড়া ! কানে ছিপি সেঁটেছিস দেকচি ! তোর বাবা আঁটকুড়ো ছিল, বেশ ছিল। একেবারে জোড়া যণ্ড প্রসব করলো। ছিঃ ছিঃ ছিঃ !

শ্যাম : আমাদের গালাগাল কচ্ছেন কেন ঠাকুদ্দা ?

দত্তজা : না, আদর করবে ! গালে মধু ঢেলে দেবে ! আহাম্মক বোয়াকূলে ? আমার ভরাডুবির ব্যবস্থা করেছিস। আমার ছিপির কারবার, চাটগাঁ তালুকের নুনের গোলা, হাটখোলার মালের আড়ত, দাদন-চেটোয় খাটানো লাখ-লাখ টাকা, মায় কোম্পানির কাগজ, চুনের গোলা, কাশীপুরের বাগান-বাটি সব ঘটি-বাটি চাটি কচ্চিস্ ?

রাম : কে বললে ?

দত্তজা : কে বললে ! ন্যাকা ! ওপর থেকে সব নজর কচ্চি না ? ভূত হয়েচি বলে কি মরে গেচি ! তোরা আমার সব ফুঁকে দিচ্ছিস।

শ্যাম : কেউ আপনাকে কুমন্ত্রণা দিয়েছে।

রাম : খোলসা করে বলুন, বাপ-দাদার জমি-দৌলত কি করে আমরা ফুঁকে দিচ্ছি।

দত্তজা : যে ইংরাজের দৌলতে এত, সেই রাজার জাতের পেছনে খোঁচা দিচ্চিস্ না ?

রাম : দিতে হচ্ছে।

দত্তজা : তার তোপের সামনে দাঁড়াতে পারবি ? উড়ে যাবি !

শ্যাম : টিঁকে থাকার বুদ্ধি আমাদের আছে।

দত্তজা : বুদ্ধিটা কি শুনি ?

রাম : কানে কানে বলবো।

দত্তজা : ঠিক তো লক্ষ্মী ছেলে, সোনা ছেলে, কিন্তু বাপ-দাদার ব্যবসাটা কি খারাপ ছিল ?

শ্যাম : বুদ্ধি থাকলে হালে রাজনীতি, ব্যবসার চেয়ে কম দেয় না। কানে কানে মতলবটা বলচি। (কানে কানে কথা বলতে দত্তজার মুখ উজ্জ্বল হয়) কালে কালে এ কম্মের জুড়ি থাকবে না বুঝেছেন ?

দত্তজা : এবারে শান্তি হলো। তোরা যে বেনে বুদ্ধিতে বাপ ঠাকুদ্দাকেও টেক্কা মেরে দিলি ! তোরা যুগে যুগে জন্ম নিস বাবা ! (রাম-শ্যাম প্রণাম করে) তোদের পেয়ে দেশমাতৃকা রত্নগর্ভা হবেন আচ্ছা চলি।...হ্যাঁ শোন— প্যালানাথের মেয়ে ছুটি ডাগর হয়েচে।

রাম-শ্যাম : তাই নাকি ?

দত্তজা : ন্যাকা, জানো না ! ছাতে উঠে দুই ভায়েতে কোনদিকে নজর প্যাতো জানি-না ? বায়ু ভূত হয়ে সব টের পাই।

রাম : আর ছাতে যাবো না।

দত্তজা : ছাতের থেকে ছাদনাতলা অনেক ভালো বুঝলি ? তোর বাপের সঙ্গে প্যালার কতা হয়েচে শুনেচিস ?

রাম-শ্যাম : তা শুনেচি।

দত্তজা : তা শুনবে না—এ সব কতায় কান একেবারে খোলসা থাকে দেখচি। প্যালার পুত্র সন্তান নেই, ওর সব কিছু তোদের হবে ! রাজি তো ?

রাম-শ্যাম : আপনি গুরুজন—আপনার কথা—

[দত্তজা হেসে ওঠে।]

দত্তজা : কি ভক্তি ! এবার সত্যি সত্যি যাই রে। তোর বাপকে বলিস, এসেছিলাম নকড়াটাকে আবার অজীর্ণে ধরেচে। পেটে লোনা লেগেচে। শোন। কাঁচা থোর আর কলমি ঝোল খেতে বলিস, কেমন ? গমন কচ্চি। যাই রে—

শ্যাম : তা তুমি যে যাচ্চো তার কোনো প্রমাণ রেখে যাবে না ?

রাম : যাবার পথে কাঠাল গাছের ডাল অন্তত ভেঙে রেখে যান।

দত্তজা : নিজেদের গাছের ডাল ভেঙে কেন লোকসান করি ? আমি অন্য একটি কম্ম করি। ঐ প্যালাটা তোর বাপকে আগে খুব দেমাক দেখাতো। সেই রাগে যাবার পতে যদি নাগালে পাই প্যালার টিকিটা ছিঁড়ে নিয়ে যাবো। যাই রে—এবারে ফাইন্যাল।—হুস্ ?

[হু ছি শব্দে কাঁপুনি তুলে ধীরে ধীরে দত্তজা ধাতস্থ হয়। ঝুঁকে পড়া কাঁধটা সমান হয়ে যায়।]

রাম চলে গেচে।

শ্যাম : পাপা, পাপা !

[দত্তজা তাকায়, এডাক করে উঠে পড়ে।]

দত্তজা : যাই। চাকরটাকে বাজারে পাঠাতে হবে। একটু কাঁচা থোর আর কলমির যোগাড় চাই।

রাম কি বলচো ?

দত্তজা : প্যালার বাড়ি যাবার ব্যাপারটাও সারতে হবে।

শ্যাম : এতক্ষণ ভেক ধরে ছিলে না গো ?

দত্তজা : মাই পাপা ইজ্ ভেরি ক্লেভর।

রাম-শ্যাম : বাপকা বেটা টুইন ব্রাদার।

দত্তজা : মাই বইয়েজ, হ্যারি অ্যাণ্ড ডিক
হোয়াট ইজ্ প্যাট্রিওটিক ট্রিকস্ ?

রাম-শ্যাম : ভেরি সিম্পল্
নো রিস্ক।
করো মিক্স
ব্রেইন, মানি অ্যাণ্ড পলিটিক্স।

দত্তজা : ওয়েল ডান, মাই বয়েজ, ওয়েল ডান।
বাট রিমেম্বার, নো ওয়াইফ্, নো ফান।
গেট ম্যারেড
অ্যাণ্ড স্টার্ট ইওর প্যারেড
গো মাই বয়েজ, গো অন।
আই-অ্যাম ভেরি সরি
খুবই পুয়োর মেমোরি
আসল কথাই ভুলে যাচ্ছি চিঠি যাবে তাঁর আগেই জানাচ্ছি—
হ্যাপি হ্যাপি ক্যানট্রি ম্যান
টেক মাই ইনভাইটেশান
কামিং থার্টিন অঘ্রাণ
হবে বিবাহ অনুষ্ঠান
পাত্রী প্যালার ঘরে, পাত্র রাম ও শ্যাম
ইউ আর ভেরি ওয়েলকাম, ওয়েলকাম,
ওয়ে—ল—কাম।

[অন্ধকার হয় সানাই বাজে। আলোকিত মঞ্চ। দুটি জোন-এ বর ও বধূ। আলো ওদের ধরে]

রাম : ঘরে যদি ঘরণী নাই—
স্বাধীনতা ন্যাড়াঝাড়া।
গয়না ভরা বৌটি আমার
দেওঘরের মিষ্টি প্যাঁড়া।

রামী : এমন চাঁদের আলো
বিবাহটি লাগে ভালো।
(তুমি) পরাণ অধিক হয়ে থেকো।
রূপসাজে সাজাইব আতর ঢালিয়া দিব—
মৌতাতে স্বরাজ মাতাইবো।

শ্যাম : ঘরে যদি ঘরণী নাই—
স্বাধীনতা ছাড়া ছাড়া।
মোটা পণের বৌটি আমার
হলেই বা একটু ট্যারা।

[রাম-রামী বেরিয়ে যায়।]

শ্যামা : শ্যাম—
তব গৌরবে গরবিনী হায়।
তুমি নেবে রণভেরী
আমি দেব বাঁশরী
রভসে গোঙাইবো দিন যায়।

[আলো নিভে যায়।]

[আলো ফুটলে দেখা যায় বিচলিত অবস্থায় দত্তজা পায়চারী করছে। রাম-শ্যাম হাসতে হাসতে ঢোকে।]

দত্তজা : তোরা কি আরম্ভ করেচিস ?

শ্যাম : কেন পাপা ?

দত্তজা : আমার বৌমা দুটি যে কেঁদে ভাসাচ্চে।

রাম : হেতু ?

দত্তজা : জানো না! হাসি-খুসি বৌমা দুটি—এতক্ষণে বোধ করি মাতা ঠুকচে! অপকম্ম করলে কাঁদবে না! কি করেচিস ?

রাম : শ্যামের দুঃসাহসের অন্ত নাই বাবা! সে একখানি কাগজে একজন ইংরাজ রাজপুরুষকে তীব্র আক্রমণ করেচে।

দত্তজা : অ্যাঁ ?

রাম : তার ফল হয়েছে ভয়ানক। সেই রাজপুরুষ, মিঃ টাফ, শ্যামের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেছে।

দত্তজা : এই ভয়টাই পাচ্চিলাম। আগুন নিয়ে খেলতে গিয়ে নিজের ল্যাজটা পোড়ালি!

শ্যাম : জাঁদরেল ইংরাজ কৌঁসুলি ওদের পক্ষে কোমর বেঁধেছে।

দত্তজা : এখন উপায় ?

রাম : ব্যারিস্টারি পাশ করেচি পাপা। আমি শ্যামের হয়ে লড়বো।

দত্তজা : তাহলেই হয়েচে।

শ্যাম : রামের বাক্যবল তুচ্ছ করার মতো নয়।

দত্তজা : একে ইংরাজ রাজপুরুষের মানহানি তদুপরি জাঁদরেল সাহেব কৌঁসুলি ? গোদের ওপর বিষফোঁড়া !

[দুই বৌ এসে এক কোণে ফুঁপিয়ে কাঁদে।]

রামী : (চোখ মুছে ফুঁপিয়ে) পাপা !

দত্তজা : অ্যাঁ ?

শ্যামা : (ফুঁপিয়ে) ওদের রক্ষা করুন, প্লিজ !

দত্তজা : সব হবে মা, কাঁদে না !

শ্যামা : আমার চোখের জল মানছে না ! কেন মানহানি কত্তে গেলেন ? কি হবে ?

দত্তজা : মা, তুমি একটু ওর চোকের সামনে থেকো (রামীকে) এলিয়ে পড়লে একটু ঠেকানো দিও।

রামী : আমাকে বলে কে ঠেকনা দেয় ? ওদিকে সাহেব কৌঁসুলি —লড়বার কি দরকার ? (কেঁদে) কি হবে ?

রাম : এতে কাঁদবার কি হয়েছে ? আমি জিতবো।

শ্যাম : ইংরাজের মানহানি করে আমার কত মান বেড়েছে জানো ? যদি জেল হয় তাহলেও হিরো, যদি জিতে আসি তাহলেও হিরো !

দত্তজা : কিভাবে টাফ সাহেবের মানহানি করলে বাবা ?

শ্যাম : ইংরাজদের নাচঘরে মিঃ টাফ একজন নেটিভ প্রিন্সের শ্যালককে তামুক সাজতে আদেশ করেন।

রাম : মত্ত অবস্থায় !

দত্তজা : তোমাকে তো সাজতে বলে নি শ্যাম।

শ্যামা : দেখুন না !

শ্যাম : বোঝ না কেন ? ঐ নেটিভ প্রিন্সের শ্যালক আমার বিজনেস পাটনার হতে যাচ্ছে। আমার বীরত্বে তার যথেষ্ট আস্থা। আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো। আমি চুপ করে থাকলাম।

দত্তজা : উচিত কাজ করেছো।

শ্যাম : নাচ চলতে লাগলো। টাফ আবার তাকে তামুক সাজতে বললো।

দত্তজা : খুব টেনেছিল, তাই।

রাম : কিন্তু পাবলিকলি ইনসাল্ট তো করছে !

শ্যাম : আমার অ্যাডভাইস মতো আমার ফ্রেণ্ড টাফ সাহেবকে গিয়ে বললে, আমি তোমার পাইপে আগুন ধরিয়ে দিতে পারি, কিন্তু হুঁকোয় নয়—কারণ, আমাদের দেশে ওটা ভৃত্যদের কাজ।

রাম : তার মানে, আমাদের বন্ধুটি বন্ধুত্বপূর্ণ আপোসে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সাহেব এ কথা শুনেও তাকে স্পাইনলেস সোয়াইন বলে গালাগালি করে।

শ্যাম : ফলে একটি সংবাদপত্রে ঐ সাহেবকে কটূক্তি করেচি।

দত্তজা : নাচঘরে গেচিস, মেমসাহেবদের সঙ্গে দু'পাক নেচে আসবি তা না—

রামী : এ আপনি কি কুশিক্ষা দিচ্ছেন ? ছিঃ ছিঃ !

শ্যামা : সাধে কি বারটান হয়েছে ! ঘরে বউ থাকতে মেমসাহেব নিয়ে —ছিঃ ছিঃ !

দত্তজা : দাকো বৌমারা—

রামী : আর কি দেখবো ? সব্বোনাশ তো হয়ে গেচে !

শ্যামা : মাত্র ক'টিমাস সংসারে এসেছি—এরই মধ্যে কয়েদ খাটতে চললেন !

শ্যাম : তোমরা বড্ড ভেঙে পড়ছো!

শ্যামা : থামো।

রাম : কাঁদলে কি প্রোবলেম মিটবে?

রামী : চুপ করো।

দত্তজা : আমি বলছিলুম—

দুই বৌ : আপনারা চুপ করবেন?

রামী : আমি ওর কাছে শুনেচি—মিঃ উইলসন আপনার জানাশোনা।

দত্তজা : উইলসন।

রাম : মিঃ উইলসন এই কেসটার জাজ।

দত্তজা : আচ্ছা।

শ্যামা : তাকে একটু ব্রাইব কত্তে পারেন?

দত্তজা : জজকে ঘুষ দেবো! তা দেবো। কিন্তু রাম বলচিল—তার বাক্যবলই যত্তেষ্ট। সে ক্ষেত্রে অনর্থক অর্থক্ষয় হবে না?

রামী : তার কথা তিনি বলচেন—আপনার ডিউটি আপনি করুন।

দত্তজা : রাম কি বলো?

রাম : তোমাকে নিশ্চয়ই আমার বুদ্ধি দেয়া সাজে না!

শ্যাম : রাম জিতবেই, তবে অধিকন্তু ন দোষায়।

দত্তজা : তাই করবো। তবে, উইলসনের খাঁইটা একটু বেশি।

শ্যামা : আপনি বড্ড খাঁই খাঁই করেন?

দত্তজা : আমি না, উইলসন।

রামী : ঐ হলো। (রামকে) কই, এসো।

শ্যামা : (শ্যামকে) কি আসবে তো!

[ওরা চলে যায়। দুই বৌ যেতে যেতে ঘোরে।]

রামী : আপনাকে একটু সরবৎ দেবো?

শ্যামা : আমরা নিজের হাতে করবো।

দত্তজা : বেশ। ঘোলটা একটু অধিক পরিমাণে দিও। খানিকটা খাবো বাকিটা মাতায় ঢালবো।

[অন্ধকার। অন্ধকার থেকে ভোর। মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছেন মিঃ উইলসন একই পথে—একটু দূর থেকে দত্তজা তাকে দেখতে পেয়ে গান ধরে। সাহেব একসময় পিছনে এসে শোনে।]

দত্তজা : ও মাই মাদার মেরি—
আই অ্যাম ভেরি স্যরি !
হোয়েন মাই মাদার ডায়েড
লাইক এ বেবি আই ক্রায়েড
উইথ রম অ্যাণ্ড শেরি—
ও মেরি—মাই মাদার মেরি।
আই অ্যাম ভেরি স্যরি।
ও মেরি, মেরি—!
আই লস্ট মাই মাদার বাট গট ইওর ফেভার !
ও মেরি, আই গট ইওর ফেভার !
বাট হাউ ?—
হোয়াট এ ওয়ান্‌ডার !
ইউ ওয়্যার হ্যাঙ্গিং ইন মাই ওয়াল ক্যালেণ্ডার !
আই ফাউণ্ড ইন ইউ
দেন এণ্ড দেয়ার
মাই লস্ট মাদার।
ইউ ওয়্যার হ্যাঙ্গিং ইন মাই ওয়াল ক্যালেণ্ডার।
ও মাই মাদার মেরি—
ডোণ্ট ফরগেট ইওর সান—ন কড়ি—কড়ি !

[নকড়ি চোখ মোছে। সাহেবও।]

সাহেব : হাউ প্যাথেটিক !

দত্তজা : এক্সকিউজ মি, উইলসন !

সাহেব : ডোণ্ট মাইণ্ড, ওল্ড চ্যাপ (পিঠ চাপড়ায়) চিয়ার আপ !

দত্তজা : বুকে বড় ব্যথা সাহেব, গান গেয়ে একটু হাল্কা হই !

সাহেব : ঠিক, ঠিক। মিউজিক সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পেইন কিলার।

দত্তুজা : দামী কত্তা সাহেব।

সাহেব : ওয়াক করতে বেরিয়েছ তো? কোন্ দিকে যাবে?

দত্তুজা : ওয়াক শেষ। এবার বাড়ি ফিরবো। তোমার অপোজিট দিকে গমন করবো।

[দত্তুজা আর জজসাহেব উল্টো দিকে যায়। দত্তুজা টুক্ করে একটা লাল থলে সাহেবের কাছে ফেলে দেয়। সাহেব তাকায়। দত্তুজা নির্বিকার চলছে।]

সাহেব : বাবু, বাবু। (দত্তুজা তাকায়) তোমার কি বস্তু পড়ে গেল, বাবু।

দত্তুজা : ও বস্তু আমার নয়।

সাহেব : তোমার হাত থেকে পড়লো?

দত্তুজা : দ্যাকো সাহেব, তুমি হচ্চো গিয়ে জজসাহেব। বিচারকর্তা। যেটি পড়েচে, সেটি আমার না তোমার বিচার করে দ্যাকো দিকি!

সাহেব : তোমার হাত থেকে পড়লো। কাজেই তোমার জিনিস।

দত্তুজা : যে ফ্লাওয়ারটি ভগবানের পায়ের কাচে রাখা হয়, সেটি গাচের না ভগবানের? দুধ বাঁটে ধরে বলে গরুর হলো কি? না, যার বালতিতে উঠবে তার?

সাহেব : হাঁ, এ রকম আরগুমেন্ট হয় বটে।

দত্তুজা : থলেটি কোতায় পড়েচে?

সাহেব : আমার পায়ের কাছে।

দত্তুজা : তাহলে ঠিক জায়গাতেই পড়েচে। পায়ের কাচে পড়লে আমাদের দেশী কেতায় তাকে 'প্রণামী' বলে সাহেব। প্রণামী বোঝ তো, সাহেব?

সাহেব : এ দেশে বিচার কচ্চি। ওটি উত্তমভাবে বুঝে নিয়েছি। (কি ভাবে) এখন বুঝতে পাচ্ছি। তোমার লেড়কা আসামী হয়েছে তো?

দত্তুজা : থলেতে গিনি আছে সাহেব।

সাহেব : তোমার লেড়কা আমার জাতভাইয়ের মানহানি করেছে।

দত্তজা : অনেকগুলি গিনি আচে সাহেব।

সাহেব : ফরিয়াদী পক্ষের অ্যাডভোকেট বহুৎ ক্লেভার।

দত্তজা : তোমার ওয়াইফকে একটি নেকলেশ প্রেজেন্ট করবো। থলেটি তুলে নাও।

সাহেব : প্রমিজ?

দত্তজা : প্রমিজ।

সাহেব : দশ কান করবে না?

দত্তজা : প্রমিজ।

সাহেব : তুমি শালা ফাঁস্যুরে আছ—কখন কাকে ফাঁসাবে বোঝা শক্ত।

দত্তজা : আমি তেমন নেটিভ নয় সাহেব। মেরির ছেলেপুলেদের আমি বড্ড পেয়ার করি। গানটা শুনলে তো, তোমাদের মেরিকে আমি এখন মা বলে ডাকি। তোমরা কি ফর্সা! ঐ সাদা গায়ে কালি ছেটাতে ইচ্ছা করে? (থলেটা তুলে) নাউ, টেক সাহেব! প্লিজ টেক।

[সাহেব চারিদিক তাকিয়ে থলেটি পকেটস্থ করে হাঁটতে শুরু করে। উল্টো দিকে হাঁটে দত্তজা।]

ও মেরি
নাউ আই শ্যাল ড্রিঙ্ক রম অ্যাণ্ড শেরি
উইথ চিকেন ফ্রাই—
গুড বাই গুড বাই।

[অন্ধকার থেকে আলো। আলোতে আদালত সাজানো হবে। সামনে একটি সঙ্গীত চলতে থাকে। বিয়ের উপহারের পরীদের মতো দুদিকে দু'হাতে ফুলের মালা উঁচিয়ে কয়েকজন দেশভক্তি সংঘের সদস্য গান গায়। সেই ফাঁকে কৌঁসুলী, টাফ, রাম-শ্যাম, দত্তজা এবং বিচারক ও পেশকার ইত্যাদি আসন গ্রহণ করতে থাকে।]

সঙ্গীত

আদালতে আসিয়াছি ফুলমালা গাঁথিয়াছি
আজি হবে মহারণ।

বীরত্ব দেখায়ে দিবে ব্যাঘ্রসম হুঙ্কারিবে
আমাদের অ্যাসোসিয়েশন।
রণসাজে সুসজ্জিত রামের জয় সুনিশ্চিত
হবে মাল্যবিভূষণ।

[মালা হাতে গায়ক দল উইংসয়ের দুধারে যাত্রার একজিটের মতো করে চলে যায়। আদালতপর্বের কাজ শুরু হয়। দু-পক্ষের কৌঁশুলি লিপ মুভমেন্টে সওয়াল করবে। উইংসের দুধার থেকে সংঘের সদস্যরা গান শুরু করবে। ওধারে যাইবে বিচারপর্ব চলছে।]

সঙ্গীত

ও সাহেব কৌঁসুলি
না বুঝে তুই গেলি রসাতল।
ও তুই কার সঙ্গে লড়তে এলি ?
রামের মহাবাক্যবল।
ও সাহেব কৌঁসুলি, না বুঝে তুই গেলি রসাতল।
মোরা বাক্য পূজি বাক্য স্মরি
বাক্য হলো বিষহরি।
এই দেশের জ্বালা ঘুচাতে ভাই
বাক্যই সম্বল।
ও সাহেব কৌঁসুলি, না বুঝে তুই গেলি রসাতল।
মোদের নেতা সেই বিজেতা
যার রয়েছে কথার কেতা।
ঐ কথাই তার ঢাল তলোয়ার
কথাই সম্বল।
ও সাহেব কৌঁসুলি, না বুঝে তুই গেলি রসাতল।

[রাম বিজয়ীর ভঙ্গিতে বসে পড়ে। কৌঁশুলি এবং টাক হতবুদ্ধি। শ্যাম পুলকিত। জজ রায় ঘোষণা করেন।]

জজ : শ্যাম দত্ত বেকসুর খালাস হইল।

[জজ উঠে পড়ে। সাহেবরা চলে যায়, 'ব্রাভো' 'সাধু' ইত্যাদি ধ্বনি সহাকারে সংঘের সদস্যগণ রামকে মাল্যভূষিত করে।]

সদস্য ১ : গাড়ি সাজাও।

সদস্য ২ : ব্রাভো জানাও।

সকলে : ব্রাভো ! ব্রাভো !

[রাম মাল্যভূষিত হয়ে হাস্যমুখে অভিনন্দন গ্রহণ করে। শ্যাম এককোণে চুপচাপ।]

সদস্য ১ : পুষ্পবৃষ্টিতে পথ ঢেকে দেবো।

সদস্য ২ : রাম দত্ত আমাদের পথপ্রদর্শক।

সদস্য ৩ : পেট্রিয়টিজমের সম্মান রাখতে রাম দত্ত একটা দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন।

ভলান্টিয়ার : চলো, বাইরে গাড়ি সুসজ্জিত করে শোভাযাত্রা সহকারে বাক্যবীর পেট্রিয়টকে রাজপথ দিয়ে নিয়ে যাই। চলো।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত। কেবল রাম আর শ্যাম রয়েছে। শ্যাম নীরব।]

রাম : শ্যাম, তুমি বিরস কেন ? এ কি তোমার গলায় মালা নেই কেন ?

শ্যাম : আমার জন্যে তো তোমরা মালা গাঁথার প্রয়োজন বোধ করো নি।

রাম : আমার গলার মালা তোমার গলায় রাখো শ্যাম।

শ্যাম : মালার ভারে যদি কষ্ট হয়, আর কাউকে দাও। আমাদের সংঘে মালার ভিখারী অনেক পাবে। ইংরাজকে প্রথম আঘাত হেনেছি আমি। কিন্তু, সংঘের কাছে তার কোনো দাম নাই। এ দেশ হুজুগের দেশ। তারা কথায় জব্দ হয়। কাজের খোঁজ করে না।

রাম : এ কি বলছে শ্যাম ? আমি কি কেবল কথায় জিতেচি ? বুদ্ধি দিয়ে স্বজাতির সম্মান রেখেচি। ওরা আমাকে মালা দেয় নি, দেশের গলায় মালা পরিয়েছি।

শ্যাম : আমি না টাককে খোঁচা দিলে আজকের সম্মান তোমার জুটতো না।

রাম : আমার সাহায্য না পেলে তোমার কোনো কিছুই কাজে লাগতো না।

শ্যাম : তাহলে আমাকে 'ইস্যু' করে তুমি নিজের আখের গুছিয়েছ?

রাম : আমি অ্যাসেমব্লিতে দাঁড়াচ্ছি জেনেও তুমি নিজে দাঁড়াবার জন্য ক্যাম্পেন চালাচ্ছো?

শ্যাম : অ্যাসেমব্লিতে আমিই প্রথম দাঁড়াতে চেয়েছিলাম—তুমি চেপে দিয়ে নিজে দাঁড়ালে।

রাম : সংঘের ভ্রাতাগণ আমার পক্ষে।

শ্যাম : আমার পক্ষে।

[দত্তজা ঢোকে।]

রাম : তুমি ঈর্ষানলে পুড়চো!

শ্যাম : তুমি আমার ভবিষ্যৎ সাফল্যে ভীত!

[রাম এবং শ্যাম সরে গিয়ে এক কাল্পনিক মঞ্চ থেকে বক্তৃতা শুরু করে। সামনের দিকে এক লাইনে সংঘের লোকেরা বসে বক্তৃতা শোনে। যে যখন কথা বলে তার দিকে তাকায়।]

রাম : আমি মাল্যভূষিত হয়েছি। এ আমার সৌভাগ্য। কিন্তু দেশের ভয়ঙ্কর সংকটকালে কণ্ঠের মাল্যভূষণ আমাকে পীড়া দিচ্ছে। এ মালা আমি দেশমাতৃকার পায়ে নিবেদন কচ্ছি।

[মালা নামিয়ে রাখে। সংঘভ্রাতারা করতালি দেয়। শ্যাম কাল্পনিক মঞ্চ থেকে বক্তৃতা দেয়।]

শ্যাম : আমার সৌভাগ্য যে আমি মালাহীন। মালা আমি চাই নি; কারণ, মায়ের গলায় যে মালা পরাবো তার পুষ্পচয়নে আমি বহির্গত হয়েছি মাত্র। গলার মালা নয়—নিজের প্রাণটি আমি দেশমাতৃকার পায়ে নিবেদন কচ্ছি।

[সংঘভ্রাতারা করতালি দেয়]

রাম : শ্যামের সঙ্গে আমার পার্থক্য সর্বত্র।

শ্যাম : রামের সঙ্গে আমার সাদৃশ্য কোথাও নাই।

রাম : শ্যামের সঙ্গে আমার পার্থক্য রুচিতে।

শ্যাম : আমার পার্থক্য পছন্দে।

রাম : পার্থক্য পরিচ্ছদে!

শ্যাম : পার্থক্য পোষাকে।

রাম : পার্থক্য বাক্যে।

শ্যাম : পার্থক্য বচনে।

রাম : আচরণে।

শ্যাম : ব্যবহারে।

রাম : আমি দেশের কথা চিন্তা না করে জলগ্রহণ করি না।

শ্যাম : জলগ্রহণের পূর্বে আমার দেশের কথা মনে পড়বেই।

রাম : আমি জলের সঙ্গে একটি মাত্র বাতাসা খাই।

শ্যাম : আমি একটি মাত্র বাতাসার সঙ্গে জল খাই।

রাম : আমি অহিংসা পছন্দ করি।

শ্যাম : আমি অহিংসা ছাড়া অন্য সব অপছন্দ করি।

রাম : ঘুমোবার আগে আমি দেশের কথা ভাবি।

শ্যাম : দেশের কথা ভাবলেই আমার ঘুম পায়।

[হঠাৎ সংঘভ্রাতারা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায়]

কয়েকজন : রামের পাশে আমরা সর্বশক্তি নিয়ে একত্রিত হবো

কয়েকজন : শ্যামের পাশ ছাড়া আমরা অন্যত্র যাবো না।

রামের দল : আমাদের নেতা রাম দীর্ঘজীবী হোক্।

শ্যামের দল : আমাদের নেতা শ্যাম দীর্ঘজীবী হোক।

রামের দল : রামের পথই সঠিক পথ।

শ্যামের দল : শ্যামের পথে ভুল নাই।

রামের দল : রাম বড়।

শ্যামের দল : শ্যাম বড়।

রামের দল : রামকে অ্যাসেমব্লিতে জয়যুক্ত করুন।

শ্যামের দল : শ্যামকে অ্যাসেমব্লিতে জয়যুক্ত করুন।

[রাম ও শ্যামের দল ছুটিকে যায়। সঙের দল গান গাইতে গাইতে ঢোকে।]

সঙ্গীত

ভগবানের চিড়িয়াখানায় এবার ছুটো ডিগবাজি খানা।
মজার সার্কাস দেখে যা না টিকিট ছু আনা।
লোভের টানে গলাগলি
লোভের টানে ছাড়াছাড়ি
জাহান্নামে যাক্ না নীতি, চুলোয় যাক্ না দেশখানা।
ভগবানের চিড়িয়াখানায় এবার ছুটো ডিগবাজি খানা॥
রাম যাবে কাউন্সিলে
শ্যাম যাবে অ্যাসেমব্লিতে
স্বদেশীতে কম্ম কি ভাই না পেলে পাওয়ার খানা।
ভগবানের চিড়িয়াখানায় এবার ছুটো ডিগবাজি খানা।

[সঙের দল বেরিয়ে যায়। মঞ্চের ছুই ধারে রামা এবং শ্যামাকে কলহ-নিরত দেখা যায়।]

শ্যামা : কাদের কুলের বউ গো তুমি—

রামী : বোন বোন !

শ্যামা : কি রে ?

রামী : জানিস বোন, ও বলছিল অ্যাসেমব্লিতে নাকি জিতবেই।

শ্যামা : কি করে বুঝলি ?

রামী : বারে বুঝবো না—ও যেখানেই বক্তৃতা দিচ্ছে সবাই শুনে যে ধন্যি ধন্যি করছে।

শ্যামা : ভালো। তবে আমার ও বলছিল, ওর বক্তৃতা শোনবার জন্য নাকি দূর-দূরান্ত থেকে লোক আসছে। শুনে আমার এত আনন্দ হচ্ছে না। ভাবছি কবে রেজাল্টটা বেরুবে।

রামী : মিছেই আনন্দ পাচ্ছিস বোন। তার চাইতে মনটাকে এখন থেকে তৈরী রাখ। নইলে কেঁদে কূল পাবি না।

শ্যামা : তাই নাকি ? কিন্তু আমার মনটা যে কদিন ধরে বলছে—শ্যাম তব গৌরবে গরবিনী হব। এই ত্যাখ আনন্দে আমার বাঁ চোখটা কেমন নাচছে ত্যাখ।

রামী : এঃ ! ঢং !

শ্যামা : অ্যাসেমব্লির রেজাল্ট বেরুলে দেখিস, কপালে ঠন্ঠন্।

রামী : কার কপাল ভাঙে দেখিস !

শ্যামা : আমার কপাল ঠিকই থাকবে—মাথা ঠুকে রক্ত ঝরাবি !

রামী : আমার সাথে কথা বলবি না !

শ্যামা : তোর মুখে থুথু ছেটাতেও আমার ঘেন্না !

রামী : তোর নামে আমার কুকুর পুষতেও ঘেন্না !

শ্যামা : মর্ মর্ !

রামী : তুই মর্ !

[দু জনে চুলোচুলি শুরু করে এবং এই অবস্থায় দত্তজা ঢোকে।]

দত্তজা : দুই বোনে চুলোচুলি হচ্ছে যে !

রামী : এঃ বোন ! বোন না, ডাইনি !

শ্যামা : তুই তো রাক্ষসী !

দত্তজা : চোপ্ ! অন্দরে যাও।

[দু জনে ঝগড়া করতে করতে চলে যায়। ইতিমধ্যে দু পাশ থেকে রাম-শ্যাম গজরাতে গজরাতে ঢোকে।]

দত্তজা : ওরে, ভাইয়ে ভাইয়ে যে কুরুক্ষেত্র শুরু হলো। তোরা হাত মেলা।

রাম : আর সম্ভব নয়, পাপা !

শ্যাম : এ কলহ থামবার নয় পাপা !

দত্তজা : ভরাডুবির যোগাড় কচ্চিস্ যে !

রাম : আমি যে জাল ফেলেছি—ডাঙ্গায় না তোলা পর্যন্ত ভাবতে পারবে না কি উঠবে !

দত্তজা : মাছের বদলে গুগলি আর পাঁক উঠবে না তো বাবা ?

শ্যাম : পাশার যে চাল চেলেছি—একটু ধৈর্য ধরলে তাজ্জব হয়ে যাবে ।

দত্তজা : পাশার ঘায়ে কপাল ফুটো হবে না তো বাবা ?

রাম : নিজের জোর বাড়াবার জন্য বোম্বাইয়ের চোরজী ক্রোড়জী কলওয়ালাকে মুরুব্বি পাকড়েছি ।

[একজন মুরুব্বি ঢোকে এবং রাম তার সঙ্গে বেরিয়ে যায় ।]

দত্তজা : চোরজী ক্রোড়জী, কলওয়ালা ! আহা হা ! নামের ভাঁজে ভাঁজে মহিমা ? তুই কাকে পাকড়ালি শ্যাম ?

শ্যাম : আমার মুরুব্বি মাদ্রাজের কৃষ্ণমূর্তি গৌরীপাদং আইন আচারিয়া ।

[আর একজন মুরুব্বি ঢোকে এবং শ্যাম তার সঙ্গে বেরিয়ে যায় ।]

দত্তজা : আহা-হা, নামের প্রতিটি পাদে যেন মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে । কৃষ্ণমূর্তি, গৌরীপাদং তার উপর আবার আইন আচারিয়া !

যাও বৎস মুরুব্বির স্কন্ধে চাপিয়া
জয়যুক্ত হয়ে ফিরো কম্ম সারিয়া ।
বুদ্ধির লাগামখানি রাখিও টানিয়া ।
পরধনে লক্ষ্য রেখো মহামান্য হইয়া ।
চলো যাই কর্মক্ষেত্রে স্বরাজ লভিতে ।
যে স্বপ্ন সার্থক হবে সে স্বপ্ন দেখিতে ।

[অন্ধকার হয়ে পুনর্বার এক স্বপ্নময় আলোয় রাম-শ্যাম ঢুকে একপাশে দাঁড়ায় । রাম-শ্যাম [নেপথ্যে] : 'পাপা ! পাপা !']

এই তো এখানে—
আসিয়াছি কর্মক্ষেত্রে স্বরাজ লভিতে—
যে স্বপ্ন সার্থক হবে সে স্বপ্ন দেখিতে ।

[পর্দায় সিল্যুট মূর্তিতে দরিদ্র মানুষের প্রসারিত হাত এগিয়ে আসে একের পর এক । বিলাপের মত সঙ্গীত ভেসে আসে । এর উপর দিয়ে স্লোগান দিয়ে যায় ।]

স্লোগান : আগে চলো, ছুটে চলো, ঐ স্বরাজ এসে গেল ।

দত্তজা : রাম, শ্যাম—তোরা কোথায় ? স্বরাজ যে এসে গেল।

রাম : এসে গেছি পাপা !

শ্যাম : এই তো আমি পাপা।

[স্লোগান।]

স্লোগান : আগে চলো, ছুটে চলো, / ঐ স্বরাজ এসে গেল।

হাত বাড়াও, হাত বাড়াও

অ্যাসেমব্লি আর ক্যাবিনেট

হাত বাড়াও, হাত বাড়াও।

[রাম ও শ্যাম হাত বাড়িয়ে ছোটার মাইম করে।]

দত্তজা : রাম কতদূর এগোলি ?

রাম : স্বরাজ দেখা যাচ্ছে পাপা !

শ্যাম : মিনিস্টার আমি হবোই পাপা !

রাম : পাওয়ার আমার মুঠোয় ধরা আছে পাপা।

দত্তজা : (নিজেও ছুটতে থাকে) এত সব কচ্চিস—কার রক্ত ? অ্যাঁ ? কার রক্তে তোদের জন্ম ? এ রক্তের ধারাটি যেন বজায় থাকে।

রাম : তোমার কোন ভয় নেই, পাপা !

শ্যাম : নিশ্চিন্ত থাকো পাপা !

রাম : স্বরাজ হাতের নাগালে এসে যাচ্ছে পাপা !

শ্যাম : আর একটু, আর একটু এগুলেই হাতের মুঠোয়।

[স্লোগান।]

দত্তজা : জোরে দৌড়োও। অনেকের আগে পৌঁছোনো চাই ! ছোট, ছুটে চলো ! মা, মাগো—তুমি ওদের মিনিস্টার করে দাও। তোমার হাতের শেকল আমি সোনায় বাঁধিয়ে দেবো মা—হাতের শেকল সোনায় বাঁধিয়ে দেবো ; শেকল তোমার সোনার বালা হবে মা, মা, মাগো—

[পর্দা পড়ে যায়।]

নিষাদ

চরিত্রলিপি

দিবাকর, প্রথম সাংবাদিক, দ্বিতীয় সাংবাদিক, প্রৌঢ়,
বেলুনওয়ালা, প্রথম তরুণ, দ্বিতীয় তরুণ,
তৃতীয় তরুণ, ম্যাজিসিয়ান, প্রভু. শতা।

প্রথম দৃশ্য

[পার্কের একটা বেঞ্চিতে দিবাকর শুয়ে আছে। বুকের উপর খবরের কাগজ। দুজন সাংবাদিক ক্যামেরা কাঁধে প্রায় ছুটে আসে। দিবাকরের কাছে গিয়ে নানাভাবে লক্ষ্য করে।]

প্রথম। দেখলেতো, খবরটা মিথ্যে নয়। (ঘড়িটা দেখে) মরবে বলেছে মরেছে। তাছাড়া সময় রক্ষার ব্যাপারে ভেরি পাংচুয়াল— বেঁচে থাকলে লাইফে উন্নতি করতো। (শয়ান লোকটির উদ্দেশ্যে) ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ! (ছবি তোলে) কই, ছবি নাও!

দ্বিতীয়। মরেছে কি করে বুঝলে?

প্রথম। মরেনি কি করে বুঝলে?

দ্বিতীয়। রীতিমতো নিঃশ্বাস পড়ছে।

প্রথম। আজকাল মরা মানুষের নিঃশ্বাস ফেলার ক্ষমতা বাড়ছে। চারদিকে যারা নিঃশ্বাস ফেলছে সবাই কি সত্যি সত্যি বেঁচে আছে?

দ্বিতীয়। কিন্তু কিভাবে মরল। ভাখোতো গলায় কোনো ফাঁসের দাগ আছে কিনা। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, আমাদের

ক্যামেরায় অদ্ভুত সব ছবি ধরা পড়েছিল। পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের গলার ঠিক কাছটাতে অদৃশ্য ফাঁস ঝুলছে—অনেক অনেক। হয়তো ওর গলাটা তার কোন একটায় আটকে গেছে।

প্রথম। তার মানে আত্মহত্যা।

দ্বিতীয়। মোটেই না। ক্যামেরায় যারা ঐ ফাঁসগুলো ঝুলিয়ে দেয় তাদের ছবিও ধরা আছে।

প্রথম। চুপ করো।

দ্বিতীয়। কেন চুপ করবো?

প্রথম। I say, shut up.

দ্বিতীয়। কেন?

প্রথম। কারণ ওর গলায় ফাঁসের দাগ নেই।

দ্বিতীয়। ম্যাগনিফাইং গ্লাসটায় দাগটা ধরা পড়তে পারে। ওটা বের করো।

প্রথম। সঙ্গে নেই।

দ্বিতীয়। কেন?

প্রথম। সঙ্গে না থাকার নির্দেশ আছে। আমি নির্দেশ অমান্য করতে চাইনা। তোমারটা কোথায়?

দ্বিতীয়। পিকপকেট হয়েছে।

প্রথম। ভেরিগুড। ওর গলায় ফাঁসের দাগ নেই। ওর চোখ দুটো ছাখো—বুজে আছে। তার মানে তাকাতে ভয়। সোজা তাকাতে ভয়। পৃথিবীর মুখোমুখি তাকাতে স্নায়ুগুলোর ভীষণ ভয়—তার মানে স্নায়ুযুদ্ধে মারা গেছে।

দ্বিতীয়। ওর পায়ের পাতা দুটো ছাখোতো—বিষাক্ত পেরেক ফুটে মারা যেতে পারে। যারা জোরে পা ফেলে এগুতে চায়, চারপাশটাকে ভালোবাসতে চায় তাদের পায়ের তলায় আচমকা পেরেক ফুটছে। যীশুকে যে কটা পেরেক দিয়ে

ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল সেগুলো এখন পৃথিবীময় ছড়িয়ে আছে।

প্রথম। অসম্ভব! সে সব পেরেক গুঁড়িয়ে বুলেটের মসলা তৈরী হচ্ছে। একটাও পড়ে নেই।

দ্বিতীয়। বুকের উপর একটা খবরের কাগজ পড়ে আছে—লোকটি খবরের কাগজ চাপা পড়ে মারা যায়নি তো?

প্রথম। খবরের কাগজের ওজন কতটা হবে?

দ্বিতীয়। কাগজের থেকে খবরের ওজন কোটিগুণ ভারি।

প্রথম। ঠিক বুকের উপর কাগজটা পড়ে আছে, তার মানে ওখানে একটা ভারি ওজনের খবর আছে। (উঁকি মেরে দুজনে দেখতে থাকে) ট্যাক্সি চাপা পড়ে মৃত্যু এরকম কি একটা লেখা আছে।

দ্বিতীয়। কথাটা ট্যাক্সি না হয়ে "ট্যাঙ্ক চাপা পড়ে মৃত্যু"—তাও হতে পারে। তাছাড়া এ-দুয়ের মধ্যে খুব তফাৎও নেই।

প্রথম। তার মানে মরাটা খুবই সহজ ব্যাপার এবং সহজ ভাবেই মরেছে।

দ্বিতীয়। কিন্তু ও বাঁচতে চেয়েছিল!

প্রথম। বাঁচতে চাইলেই বাঁচা যায় না, বাঁচতে জানা চাই। মূর্খের কপালে মরণ খোদাই করা থাকে। বোকা লোকটা মরে বেঁচেছে।

দ্বিতীয়। সেরকম বোকা ও নয়। ভুল করতে পারে আবার সুযোগ পেলে ভুলটা শুধরে নিতেও জানে।

প্রথম। ওকে আবার বেঁচে ওঠার সুযোগ দিলে ঠিক গুটিসুটি মরার দিকে এগিয়ে যাবে।

দ্বিতীয়। মরতে ও চাইবেনা।

প্রথম। ও মরবে—একটু একটু করে মরবে।

দ্বিতীয়। ও বাঁচবে—একটু একটু করে বাঁচবে।

প্রথম। ওকে বাঁচার সুযোগ দেয়ার অর্থ মৃত্যুর পুনরাবৃত্তি।

দ্বিতীয়। ওকে বাঁচার সুযোগ দেয়ার অর্থ বাঁচার উদ্যম!

প্রথম। কে ঠিক ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে পারো।

প্রথম। But he is dead কি করে উত্তর দেবে।

দ্বিতীয়। মৃত্যুও উত্তর দেয়। মানে কথা না বলাই মৃত্যুর উত্তর। আর যদি কথা বলে, তাহলে ও বেঁচে আছে।

প্রথম। কথা বললেই বাঁচার প্রমাণ নয়।

দ্বিতীয়। কথার মতো কথা বললেই বাঁচার প্রমাণ হয়। এই যে শুনুন আপনি কি আবার সুযোগ পেলে বাঁচার জন্য রুখে উঠতে পারবেন?

প্রথম। No Reply.

দ্বিতীয়। Lowder আপনি কি আবার সুযোগ পেলে বাঁচার জন্য রুখে উঠতে পারবেন?

[দিবাকর ধরমরিয়ে উঠে ঘাড় তুলে তাকায়। চোখে বিস্ময়]

দিবাকর। কিছু বলছেন?

দ্বিতীয়। আপনি কি বেঁচে উঠলেন, না মরেনইনি?

দিবাকর। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

প্রথম। কিন্তু আপনার যে মরার কথা ছিল!

দিবাকর। মরার কথা ছিল মানে? কোন দুঃখে মরব?

দ্বিতীয়। রাইট!

প্রথম। দুঃখ নয়, ফাস্ট মরা আর কি—এ রকমই তো খবর পাঠিয়েছিলেন।

দিবাকর। খবর? আমি? কি দায় পড়েছে মশাই!

দ্বিতীয়। আপনার নাম দিবাকর?

দিবাকর। দিবাকর রায়।

প্রথম। তবে তো আপনার মরারই কথা। আজ বারোটা পঞ্চান্নতে আপনার মরার কথা ছিল। আর এই অ্যাটেম্পটা ফেইল করলে তার খানিকবাদেই-মরবেন।

দিবাকর। দয়া করে এখন বিদেয় হন—মরলে আসবেন।

প্রথম। যাক্! তাহলে মরছেন।

দ্বিতীয়। মরতেই বা কেন যাবেন? বাঁচুন। শুনুন আপনাকে একটা গোপন কথা বলে যাচ্ছি। আপনি মরলে, তারপর বাঁচার চান্স পাবেন। এরকম বেঁচে ওঠার দুটো চান্স আপনি পাবেন। তৃতীয়বার মরলে—নিজের চেষ্টায় বাঁচলে বাঁচলেন—নয়তো মরেই গেলেন।

দিবাকর। তাহলে একবারের জায়গায় তিনবার মরতে পারব বলছেন। ভাল। তবে এই সুযোগটা কে দিচ্ছেন?

দ্বিতীয়। আপনি যে চান্স্ পাচ্ছেন, সে সুযোগ কেউ দিচ্ছেনা—আপনি সুযোগ নিয়েই জন্মেছেন। তাছাড়া এটা আপনার ট্রাডিসনেও আছে।

দিবাকর। আমার বাবাতো দেখলুম একবারই মরলেন—আবার ফিরবেন?

প্রথম। আজ্ঞে না, ওটা নিশ্চিত ওঁর লাষ্ট চান্স্ ছিল।

দিবাকর। ও।

দ্বিতীয়। ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবেন না। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই বারংবার মরেছেন এবং বেঁচেছেন। আপনার বাবা এখানে থাকলে 'ডিনাই' করতে পারতেন না।

প্রথম। আপনাকে বুঝিয়ে বলছি।

দিবাকর। বোঝাতে হবে না, আমি বুঝতে পেরেছি।

প্রথম। কি বুঝলেন বলুনতো?

দিবাকর। বুঝলাম, আমার ঘুম এখনো ভাঙেনি—আমি পার্কের বেঞ্চিতে এখনো প্রচণ্ড ঘুমোচ্ছি এবং স্বপ্ন দেখছি।

দ্বিতীয়। স্বপ্ন দেখছেন?

দিবাকর। আলবৎ।

প্রথম। প্রমান?

দিবাকর। ঘুমের প্রমান না জাগলে দেয়া যায়না।

প্রথম। যদি আর না জাগেন?

দিবাকর। তাহলে বুঝব মরে গেছি!

প্রথম। আর এই দুই-এর মাঝামাঝি কিছু নেই? জেগে থাকা আর ঘুমের মাঝামাঝি?

দিবাকর। মশাই জ্বালাবেন নাতো—আমি জানিনা।

প্রথম। সেজন্যই জানছেন।

দিবাকর। আচ্ছা ঝামেলাতো! আমার এসব জানার দরকার নেই।

প্রথম। কিন্তু আপনি জানতে বাধ্য হবেন। একটু বাদেই যখন প্রথমবার মরবেন তখন বুঝবেন।

দ্বিতীয়। অবশ্য চেষ্টা করলে মরার হাত থেকে বাঁচতেও পারেন।

প্রথম। অসম্ভব ওকে মরতেই হবে।

দ্বিতীয়। কিন্তু সে মৃত্যুটাকে রুখবার চেষ্টা করতে পারে।

প্রথম। হয়না, ওর থেকে মৃত্যুর শক্তি অনেক বেশি। মৃত্যু ওর পালাবার রাস্তা। ও পালাতে চায়।

[দিবাকর বিরক্তিতে কানঢেকে মাথাগুঁজে বসে থাকে]

দ্বিতীয়। তাই বলে পালাবে কেন, পালিয়ে যাওয়াটা কোনো পথ নয়।

প্রথম। পালাবে মানে, মেনে নেবে।

দ্বিতীয়। মেনে নেয়াইতো মৃত্যু।

প্রথম। এই মৃত্যু থেকে ওর উদ্ধার নেই।

দ্বিতীয়। এটা নিশ্চয়ই নিয়তি নয়।

প্রথম। লোকটি দুর্বল, তাই এটা ওর নিয়তি।

দ্বিতীয়। আমাদের উচিত ওকে বাঁচতে সাহায্য করা।

প্রথম। অসম্ভব।

দ্বিতীয়। কেন?

প্রথম। বাঁচতে হলে নিজের চেষ্টায় ওকে বাঁচতে হবে।

দ্বিতীয়। কিন্তু দুবার ওকে আমরা বাঁচর সুযোগ দিচ্ছি।

প্রথম। তৃতীয়বার ওকে নিজে নিজে বাঁচতে হবে—নাহলেই শেষ।

[দিবাকর ক্ষিপ্তের মতো উঠে দাঁড়ায়]

দিবাকর। কি পেয়েছেন আপনারা—কান ঝালাপালা হয়ে গেল।

আশ্চর্য! দুপুরের পার্কে দুজন বিধাতা পুরুষের ডিবেট! আমাকে ছেড়ে দিন—আমার যা হবার তা হবে। দয়া করে কেটে পড়ুনতো। দেশটাও হয়েছে তেমনি, অদ্ভুত পাগলা গারদের গেটগুলো শক্ত করে বানানো উচিত। ঝামেলা—কোত্থেকে জ্বালাতে এলেন বলুন তো!

দ্বিতীয়। আমরা সাংবাদিক।

দিবাকর। সাংবাদিক।

দ্বিতীয়। সংবাদ সংগ্রহ করি, জমাই এবং প্রকাশ করি।

প্রথম। আমরা চলে যাচ্ছি।

দিবাকর। শুনে ইচ্ছে করছে, আপনাদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি।

দ্বিতীয়। আর একবার মনে করিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

দিবাকর। মনে আছে—আমি এক্ষুণি মরব।

দ্বিতীয়। কিন্তু দুবার বাঁচার সুযোগ দেওয়া হবে, তৃতীয়বার বাঁচার সুযোগ আপনাকে তৈরী করে নিতে হবে।

প্রথম। নতুবা শেষ মৃত্যু।

দিবাকর। ধন্যবাদ। আগে দুবার তো মরি। আপনারা কেটে পড়ে আমাকে উদ্ধার করুন।

প্রথম। কি নিরুদ্বেগে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে।

দিবাকর। মৃত্যু না মশাই, হেসে খেলে বাঁচার জন্য অপেক্ষা করছি। মনে হচ্ছে আজকে এই পার্কেই আমি কাউকে পেয়ে যাব। কিছু একটা পেয়ে যাব! তাকিয়েই বলে উঠব—ইউরেকা, ইউরেকা!

প্রথম। তাহলেও যাবার আগে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া কর্তব্য—মৃত্যু আসছে।

প্রথম। (মঞ্চের সামনে এগিয়ে স্বগতোক্তির মত) এই মৃত্যু আমাদের সকলের চেনা।

দ্বিতীয়। (মঞ্চের সামনে এগিয়ে স্বগতোক্তির মত) উদ্ধার সম্ভব।

প্রথম। এই মৃত্যুর নাম ভ্রান্তি।

দ্বিতীয়। উদ্ধার সম্ভব।

প্রথম। এই মৃত্যুর নাম পতন, এই মৃত্যুর নাম পতন।

দ্বিতীয়। উদ্ধার সম্ভব। উদ্ধার সম্ভব।

প্রথম। এই মৃত্যুর নাম প্রলোভন, প্রলোভন, প্রলোভন।

দ্বিতীয়। উদ্ধার সম্ভব, সম্ভব সম্ভব।

প্রথম। প্রলোভন থেকে প্রলোভন, পতন থেকে পতন, মৃত্যু থেকে মৃত্যু।

দ্বিতীয়। জাগরণ, জাগরণ, উদ্ধার।

[দুজন মঞ্চের দুদিক দিয়ে শান্ত চলে যায়।]

দিবাকর। (দূরে তাকিয়ে) এই বেলুন, এই যে বেলুনওয়ালা! এদিকে, ইধার।

[অনেক বেলুন নিয়ে লোকটি ঢোকে]

দিবাকর। (পকেট থেকে ব্যাগ বের করে) দাঁড়াও, গুণে দেখি কত আছে।

বেলুনওয়ালা। কটা দেব ?

দিবাকর। কত আছে দেখি। (গুণে) চোদ্দটাকার বেলুন দাও।

বেলুনওয়ালা। কি বললেন ?

দিবাকর। চোদ্দটাকার বেলুন। (লোকটা চলে যেতে থাকে) কিহে হোলটা কি ? (লোকটা দাঁড়ায়) দুজন বিধাতা পুরুষ পার্কে এসে বলে গেল, এক্ষুণি মরে যাব। ব্যাপারটা যদি সত্যি সত্যি ঘটে, তার আগে পয়সাগুলো ফুরিয়ে রাখি—নয়ত চোরে এসে যে ঘাঁটাঘাটি করবে—সে এক ঝকমারি। ফোলাও, চোদ্দটাকার বেলুন ফুলিয়ে যাও। চটপট ফোলাও, আমার হয়ে আসছে···চোদ্দটাকার বেলুন ফোলাও।

[লোকটি খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে দৌড়ে পালায়।]

দিবাকর। (চেঁচিয়ে) ভয় পাবার কি হোল, আমিতো এখনো মরিনিরে বাপু।

[বেঞ্চিতে দিবাকর শুয়ে খবরের কাগজটা পড়তে থাকে। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ছাতা মাথায় চলে যেতে যেতে তাকায়।]

দিবাকর। আচ্ছা, ছাতা মাথায় দিয়েছেন কেন বলুনতো, বৃষ্টি পড়ছে না রোদ ?

ভদ্রলোক। ইয়ার্কি হচ্ছে, কচ্ ছোকরা। (একটু এগিয়ে) বৃষ্টি আসছে।

দিবাকর। আমারো মৃত্যু আসছে।

ভদ্রলোক। জ্বর আসছে শুনেছি, মৃত্যু আসছে আবার কি কথা !

দিবাকর। বিধাতা পুরুষ বলে গিয়েছেন, আমি মরব। আচ্ছা, আমি কি বেঁচে আছি ?

ভদ্রলোক। ফুঃ, আমি কি নিজেই বেঁচে আছি !

[একটি মেয়ে ঢোকে। ব্যস্ত।]

দিবাকর। (আপনমনে একটু চেঁচিয়ে) ইউরেকা, ইউরেকা !

ভদ্রলোক। এর নাম মৃত্যু ! মোহন মৃত্যু ! মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান। কেচ্ছা ! ছোঃ !

[চলে যায়। মেয়েটি কিছু খুঁজতে থাকে।]

দিবাকর। বৃষ্টি আসবে। (মেয়েটি খুঁজতেই থাকে।) শুনছেন, বৃষ্টি আসবে।

মেয়েটি। হুঁ।

দিবাকর। ছাতা নেইতো সঙ্গে।

মেয়েটি। (খুঁজতে খুঁজতে না তাকিয়ে) তাতো দেখতেই পাচ্ছেন।

দিবাকর। তাহলে এইবেলা চলে যান।

মেয়েটি। আমি উপদেশ খুঁজছিনা, অন্য কিছু খুঁজছি।

দিবাকর। বিধাতাপুরুষ কি আপনাকে কিছু খুঁজতে বলে গেছে ?

মেয়েটি। (বিরক্তভাবে তাকিয়ে) কে ?

দিবাকর। বিধাতাপুরুষ—সুজন। সঙ্গে ক্যামেরা, আপনাকে কিছু দৈববানী করেছে ?

মেয়েটি। কি এলোমেলো বকছেন !

দিবাকর। মরবার আগে মানুষ কত রকম বকে, আমি তো তবু কাণ্ডজ্ঞান হারাইনি।

মেয়েটি। (শক্ত) মরবার আগে মানে।

দিবাকর। সেরকমইতো শুনছি। জ্যোর গুজব, আমি নাকি এক্ষুণি মরব।

মেয়েটি। ভালো।

(দিবাকর আপন মনে একটু শব্দ করেই হাসে।)

মেয়েটি। হাসছেন কেন?

দিবাকর। আপনার নির্লিপ্তি দেখে। আমি বলে মরতে চলেছি, আর আপনি বলছেন, "ভালো" না মরা পর্যন্ত মৃত্যু ব্যাপারটাকে কেউ সিরিয়াসলি নেয় না। খানিকটা হাসির ব্যাপার বৈকি। (দিবাকর উঠে খুঁজতে থাকে) পেলেন?

মেয়েটি। উঁহু।

দিবাকর। আপনি বাঁ দিকটায় দেখুন, আমি এদিকটা খুঁজছি। যে আগে পাব চেঁচিয়ে উঠব, ইউরেকা। (একটু বাদেই দিবাকর খুঁজতে খুঁজতে চেঁচিয়ে ওঠে) ইউরেকা।

মেয়েটি। কি হোল?

দিবাকর। বুঝলেন, বুকের মধ্য থেকে কে যেন আমাকে বলল, তুমি কিছু পেয়েছে, চাঁচাও, দিবাকর; চেঁচিয়ে বল, 'ইউরেকা'।

মেয়েটি। আপনি কি খুঁজছেন?

দিবাকর। জানিনাতো, আপনাকে হেল্প করছি।

মেয়েটি। আমি কি খুঁজছি, আপনি জানেন?

দিবাকর। (সরল মুখে) না।

মেয়েটি। তাহলে স্থির হয়ে বসুন।

দিবাকর। আপনাকে হেল্প করছি ভাবতে বেশ লাগছিল।

মেয়েটি। কেন?

দিবাকর। এমনি। এক এক সময় নদীর পার দিয়ে অকারণ এমনি হেঁটে যেতে যেরকম ভাল লাগে সেরকম। তখন মনে হয়না, জলের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছি? তখনতো জল চটে যায়না অথচ আপনি চটে যাচ্ছেন।

মেয়েটি। মাঝ দুপুরে কবিতা।

দিবাকর। হ্যাঁ, মাঝ আকাশে যেমন চাঁদ।

মেয়েটি। আপনি কি আমার সঙ্গে কৌতুক করছেন?

দিবাকর। আমাকে নিয়ে দেশ-জোড়া কৌতুক চলছে, আপনাকে নিয়ে কেন কৌতুক করতে যাব।

দিবাকর। আমি বসব?

মেয়েটি। যা খুশি।

দিবাকর। আপনিও বসুন।

মেয়েটি। কেন?

দিবাকর। একটু রেস্ট নিয়ে দুজনে মিলে আবার খুঁজব। আমার মাথা ঘুরছে। আমি মরে যাবতো, বোধহয় তার সিম্‌টম্ শুরু হচ্ছে। মরবার আগে দুচারটি কথা বলতে কার না লোভ হয়! বসব?

মেয়েটি। (বিরক্ত মুখে) বসুন।

দিবাকর। আপনার কথামতো বসলুমতো, বেশ লাগছে। বাধ্যবাধকতার মধ্যে বুঝলেন, জীবনী শক্তি থাকে। অবেলায় এসব বুঝছি।

[মেয়েটি ক্লান্ত হয়ে আর একটা বেঞ্চিতে বসে।]

হ্যাঁ, একটু রেস্ট নিয়ে নিন। জানেন—

মেয়েটি। আপনার কোন কথা শোনার ধৈর্য আমার নেই।

দিবাকর। ধৈর্য কারইবা আছে, আমারো কি ছাই আছে নাকি? ইচ্ছে করে পরম ধৈর্যে আপনাকে চুপ করে একটু দেখি। আর তক্ষুনি একটা ভণ্ডলে হাওয়া এসে চারদিকে তোলপাড় শুরু করে। অথচ গাছের একটা ফল দেখুন, একটি কথা পর্যন্ত না বলে ধীরে ধীরে রসে ভরে ওঠে। আমরা শিখতেই চাইনা, মিথ্যে মিথ্যে দেখি। আপনাকে চুপচাপ একটু দেখব?

মেয়েটি। অসহ্য!

দিবাকর। সবতাতে চটে যাচ্ছেন, একটা কিছুতো আমাকে করতেই

হবে। তাহলে আপনি যা খুঁজছেন, সেটাই না হয় খুঁজছি।

মেয়েটি। আপনি থামবেন! আমার মাথা ধরে গেল! আমি কি খুঁজছি, আপনি জানেন!

দিবাকর। জানি।

মেয়েটি। বলুন, কি খুঁজছি?

দিবাকর। আপনি খুঁজছেন, সবাই খোঁজে—পেয়ে গেলেই বুঝবেন কি খুঁজছেন। আমিও তো খুঁজছিলাম—আপনাকে পেয়ে গেলাম।

মেয়েটা। উঠি আমার পার্সটা হারিয়ে ফেলেছি। ভাবলাম এখানে হয়তো পড়েছে। ও পাবনা। ব্যাগ থেকে কেউ তুলে নিয়েছে হয়তো।

দিবাকর। আমার কাছে চোদ্দ টাকা আছে, নেবেন?

মেয়েটি। আমি কেন নিতে যাব? (মেঘ ডেকে ওঠে) বৃষ্টি হবে। তাড়াতাড়ি বাড়ি পালাই এইবেলা।

[মেয়েটি উঠে এগোয়।]

দিবাকর। দাঁড়ান, আপনাকে খানিকটা এগিয়ে দি।

মেয়েটি। না না, কোন দরকার হবে না।

[দিবাকর অল্প খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে আসে।]

মেয়েটি। কি হোল? পায়ে ঝিন ঝিন্ ধরেছেতো, আমারো হয়।

দিবাকর। ঝিন্‌ঝিন্ ধরেনি।

মেয়েটি। ব্বাঃ, খুঁড়িয়ে চলছেন যে!

দিবাকর। আমার এরকম হয়।

মেয়েটি। কি হয়?—মাঝে মাঝে খোঁড়া হয়ে যান!

দিবাকর। না মানে—আপনার দিকে মুখ করে হাঁটলে খোঁড়াচ্ছি—কিন্তু আপনার দিকে উল্টোমুখে হাঁটলে সোজা হাঁটছি। দেখুন—

[এবার সে সহজ ভঙ্গীতে মেয়েটিকে পিছন করে হাঁটে। মেয়েটি বিমূঢ় চোখে লক্ষ্য করে।]

দিবাকর। অথচ ইচ্ছে করে এরকম করছিনা, সত্যি সত্যি হয়ে যাচ্ছে। তবে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এক সময় আপনার দিকে ঠিক ভাবে হাঁটতে পারব।

মেয়েটি। (অসহায় ভঙ্গীতে) ভালো। আচ্ছা চলি।

[দিবাকর খোঁড়াতে খোঁড়াতে ওর দিকে এগোয়]

মেয়েটি। কি আশ্চর্য। আপনি এভাবে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসবেন নাকি। সমস্ত রাস্তায় ভিড় জমাতে চান। কি পেয়েছেন আপনি। আমাকে যেতে দিন।

দিবাকর। আমি কেবল আপনার চলে যাওয়াটা দেখব বলে আসছিলাম।

মেয়েটি। দয়া করে বসে দেখুন।

দিবাকর। একটা অনুরোধ করব ? আপনি যদি আমার চোখটা বেঁধে রেখে যান—তাহলে আর তাকাতে হয়না, তাকিয়ে থেকে সঙ্গে যাবার সুবিধে থাকেনা। চোখটা বেঁধে দিননা !

মেয়েটি। চোখ বাঁধা অবস্থায় এখানে বসে থাকবেন ?

দিবাকর। কত বছর চোখ বাঁধা অবস্থায় ছিলাম, এইতো খোলা হলো। আপনি বেঁধে দিলেই আবার যে কে সেই। চোখে দেখতে না পেলে হঠাৎ-হঠাৎ ইউরেকা বলে চেঁচিয়েও উঠবনা ! ভেতরটা শান্ত থাকবে—বেঁচে যাব।

মেয়েটি। রুমাল টুমাল থাকলে দিন, কেউ আসার আগেই বেঁধে পালাই। আবার চোখ বেঁধে যেন অন্ধকারে হাত্ড়াতে হাত্ড়াতে পিছু নেবেন না ? কই রুমালটা দিন ?

দিবাকর। রুমাল ? দেখছি।

[পকেট খুঁজতে থাকে]

দিবাকর। খোঁড়া হবনা কেন বলুন, ভালোবাসা পুরো না হলে কোন আপন—লাগা মেয়ের দিকে হাঁটলে হাঁটাটা কি সঠিক হয় ? ভালোবাসা পেলেই না সুন্দর সহজ হাঁটা। আমার অভাবটা বোঝাবার জন্য এরকম হেঁটে আপনাকে ভেতরের কষ্টটা

বোঝাতে চেয়েছি। আসলে কষ্টটা পায়ের নয়, ভিতরের। একটা কৌশলে আপনাকে বোঝাতে চেয়েছি।

মেয়েটি। বক্তৃতা থামিয়ে রুমাল থাকলে দিন।

দিবাকর। কোথায় যে ফেললাম। একটা কাজ করুন না, আপনার আঁচলটা দিয়ে বেঁধে দিন।

মেয়েটি। আঁচল দিয়ে বাঁধলে তো আমাকে এখানে দাঁড়িয়েই থাকতে হবে। কি বুদ্ধি আপনার। চলে যাব কেমন করে?

দিবাকর। চলে যাবেন কেন? আপনাকে আমি দেখতে না পেলেই তো চলে যাওয়া হলো।

মেয়েটি। ঐতো আপনার পকেটে রুমাল। ইচ্ছে করে খুঁজে পাচ্ছিলেন না, না?

[মেয়েটি রুমালটা নেয়]

মেয়েটি। সত্যি সত্যি বেঁধে দেব?

দিবাকর। যদি সত্যি সত্যি আপনি যেতে চান বাঁধুন।

[মেয়েটি বাঁধতে চেষ্টা করে। চারদিক তাকায়। একদল ছেলে পেছন দিক থেকে ঢোকে।]

প্রথম ছেলেটি। একটু পাশ কাটিয়ে চল হে, এখানে কানামাছি খেলা হচ্ছে—ছুঁয়ে দিলেই চোর দিতে হবে।

[মেয়েটি রুমালটা মুঠো করে নেয়। বিব্রত। বেঞ্চিটায় ধুপ করে বসে পড়ে। দিবাকর চুপচাপ কাগজটা ছাখে]

দ্বিতীয় ছেলেটি। এক কপি বসে দিবি নাকিরে? কোথায় বসবে? পার্ক-ময়দানগুলো যে সব জোড়া।

তৃতীয় ছেলেটি। পায়রার ঝাঁক ইজারা নিয়েছে বাপ! চলো, নিজের ধাক্কায় তেল দাও। কই চ! (দ্বিতীয়র হাতধরে টানে)

দ্বিতীয় ছেলেটি। (এতক্ষণ একদৃষ্টে ওদের ভুরুতুলে দেখছিল।) না, মাইরি একটু স্যুটিং দেখব!

প্রথম ছেলেটি। স্যুটিং দেখবে! এসব মেলা দেখোনা—পেরাণে দমকল ঢুকে যাবে! পারোতো এ-বাড়ি ও-বাড়ির খুপড়ি থেকে আকসি

মেরে একটি পায়রা নাবেব নে এসো, তারপর এখেনে ফিট হয়ে বকবকুম বকবকুম—চাইলে যাও।

তৃতীয় ছেলেটি। (দ্বিতীয়র গাল টিপে) শালা, প্রেম চেগেছে···নাগর আমার কেষ্টচন্দ্র···না খেয়ে শালার কোমরটি ছাখ সরু হতে হতে যেন নটরাজের ডমরুটি···মেয়েছেলের কথা ভুলে শালা দলদলা মাখন খা—আগে শালা ভিটামিন, তারপরে গিয়ে তোমার ইয়ে—(মেঘ ডাকে) চ চ—এক্ষুনি জল নামবে—ভিজে ন্যাওলা হয়ে যাবি।

প্রথম ছেলেটি। (যেতে যেতে ওদের শুনিয়ে) শ্রীরাধিকা আর ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের জল বৃষ্টিতে সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিদেন হাঁচি দেবার সংবাদ আমরা পাইনি। সুতরাং আগামী বৃষ্টিতে এই বৃন্দাবনে তোমরা ছুটিতে কানামাছি খেলা শুরু করতে পারো।

প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ছেলেটি। টা-টা, টা-টা, টা-টা! (চলে যায়)

মেয়েটি। আপনার জন্য কি রকম অপমানিত হলাম। ছিঃ ছিঃ! তাছাড়া আপনিনা একজন পুরুষ, একটা ধমক পর্যন্ত ওদের দেবার সাহস হোলনা ?

দিবাকর। ওরা কি একটাও ভুল কথা বলেছে ?

মেয়েটি। ওদের ভঙ্গি ? গলার স্বর ?

দিবাকর। আসলে আমি খুব সাহসী নই।

মেয়েটি। ছিঃ! আমি এক্ষুনি চলে যেতাম কিন্তু ঐ ছেলেগুলো ঠিক আমাকে নিয়ে মজা করবে। কি বিশ্রী সব আপনার খেয়াল। সত্যিইতো বয়স্ক একটা লোক দুপুরের পার্কে চোখে রুমাল বাঁধছে। আমি নিজেই এত নির্বোধ! এত লজ্জা করছে।

দিবাকর। দুজনে মিলে খানিকটা নির্বোধ হওয়া গেল আর কি! জানেন সত্যি আমার সাহস নেই, স্বভাবে সেরকম একটা দাপট নেই কোনো জোড়ালো লক্ষ্য, উদ্দেশ্য—না কিছুই নেই। এসব আমার পাওনা ছিল। মাঝখান থেকে আপনি একটু ভাগ

নিলেন। এতে আপনার লোকসান ঠিকই তবে আমি কিঞ্চিৎ হাল্কা হলাম।

মেয়েটি। কি যুক্তি। অপমান ভাগ করলে ওজনে বাড়ে, কমে না— এটুকু না বোঝার ভান করবেন না।

দিবাকর। সারা জীবনে থাকার মধ্যে ঐ অপমান টুকুই সম্বল—আমার কি আর কিছু আছে?

মেয়েটি। নিশ্চই আছে।

দিবাকর। আছে। আমার অভাব আছে, দুঃখ আছে। হাজার চেষ্টা করেও দুপায়ে ভর দিয়ে সোজা দাঁড়াবার মতো বিরুদ্ধতা আছে।

মেয়েটি। আপনার এই 'আছে'—ওতো নেই-এর লিষ্টি। যাচ্ছি।

দিবাকর। যাবেন?

[বাইরে থেকে একটা গলা শোনা যায়—'যাবেন না যাবেন না।]

মেয়েটি। কে?

দিবাকর। দৈববানী, একটু থেমে সবটা শুনে যান।

মেয়েটি। অসম্ভব আমাকে উঠতেই হবে।

[বাইরে থেকে—'দেয়ালটা টপকেই চলে আসছি, যাবেন না।' অদ্ভুত পোষাকে একটি লোক ঢোকে।]

লোকটি। এসে পড়েছি।

মেয়েটি। সেতো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।

লোকটি। কিন্তু চোখের সামনে সেই অনাগত জগৎটিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেননা। এই শূন্য বাতাসে অদৃশ্য ফুল ভেসে আসছে দেখতে পাচ্ছেননা, আপনাদের ঘিরে একটি মৃদঙ্গ ঘুরে ঘুরে বাজছে, শুনতে পাচ্ছেননা। আমি এইসব দেখাতে পারি, শোনাতে পারি—আমি একজন ম্যাজিসিয়ান।

দিবাকর। তা-ই বলুন। বোধহয় আপনাকেই খুঁজছিলাম।

মেয়েটি। আপনি যাদুবিদ্যা দেখুন, বাড়িতে এতক্ষণ আমাকে খুঁজতে থানাও খবর দিয়েছে।

ম্যাজিসিয়ান। বাড়ির লোক আপনাকে খুঁজছে, কিন্তু আপনি যা খুঁজছেন তাতো থানায় পাবেননা—আমার কাছে আছে, এই যাদুদণ্ডে আছে। আপনার বুকের ভিতর কোন ফুল ফুটতে চাইছে? গোলাপ? মোটেইনা—পাতা মেলে হাত বাড়াচ্ছে সবুজ বরণ একটি মিষ্টি লতা, মনের মতো গাছ চাইছে, জড়িয়ে উঠবে—রোদে-চাঁদে চিকচিক করবে, হাওয়ায় দুলবে নোলকের মতো। ঠিক বলিনি? লতাখানি বাড়তে লেগেছে, গাছ চাইতো। গাছ দেবো গো, গাছ দেব। এই ছুঁয়ে দিলাম হতচ্ছাড়া লোকটাকে (দিবাকরকে যাদুদণ্ড দিয়ে ছুঁয়ে দেয়, ও কেঁপে ওঠে—কেমন আচ্ছন্নের মতো হয়ে ওঠে। চোখ স্বপ্নাভ) গাছ হচ্ছে, লোকটা গাছ হচ্ছে। (মেয়েটিকে ছুঁয়ে দেয়। যাদু দণ্ড দিয়ে, মেয়েটি স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। চতুর্দিকের আলো নীলাভ হয়ে যায়) এই ছুঁয়ে দিলাম মেয়েটিকে, নাম কি তোমার?

মেয়েটি। (আচ্ছন্ন গলায়) লতা!

ম্যাজিসিয়ান। (দিবাকরের দিকে সম্মোহিত করার দৃষ্টিতে তাকায়) কি দেখছ চোখে? আমার চোখের থেকে রঙ লাফিয়ে তোমার গায়ে উঠছে, শিরায় বইছে। লতাখানি ডাল ছুঁয়েছে (দিবাকর আচ্ছন্নের মতো নড়ে ওঠে, লতা নরম দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায়) এবার লতায় পাতায় একটু কানাকানি কর, আড়াল হই—সময় মতো হাজির হবো। যাদুদণ্ডে অনেক আছে, অনেক দেব। আড়াল হই। লতাখানি দুলছে যে, ও গাছে, ডালখানা বাড়িয়ে ধর। (দিবাকর লতার হাত ধরে।) আড়াল হই।

ম্যাজিসিয়ান। (যাদুদণ্ডটা ওদের উপর ঘুরিয়ে নেয়) দিন ঘুরছে, বছর ঘুরছে। লতাপাতার কানাকানি থামছে নাতো! চলি।

[ম্যাজিসিয়ান চলে যায়।]

দিবাকর। লতা!

লতা। বল।

দিবাকর। কতদিন হয়ে গেল, আমাদের একটা ডিসিসনে আসা উচিত। আমি হয়ত বড় একজন কেউকেটা হতে পারব না —কিন্তু কোনমতে সংসার চালাবার অভাব হবে না।

লতা। আমরাতো বেশি কিছু চাই না। মাত্র তো দুটি লোক— হাসতে হাসতে ভোর হয়ে যাবে। জানো, পৃথিবীটায় এত বেশি লোক না—যতক্ষণ না সরে এসে মাত্র দুজন হচ্ছি, ততক্ষণ সুখটাকেই চেনা যায় না।

দিবাকর। কিন্তু ছোট্ট ঘরটার বাইরে আমাদের কোন দায়িত্ব থাকবেনা।

লতা। আগে নিজেকে মানিয়ে গুছিয়ে সাজিয়ে নাও। এতেই দেখবে দিন ফুরিয়ে চুলে পাক ধরবে।

[শোভাযাত্রা শ্লোগানের শব্দ]

দিবাকর। আমি যে কতরকম ভাবতুম। কত মানুষের মধ্যে ছিলাম, কতরকম দুঃখ দেখেছি, কতরকম অভাব! বাঁচার জন্য কি প্রাণপণ লড়াই। হাত গুটিয়ে নিলে যদি পাপ হয়।

লতা। এই সব এলোমেলো ভাবো বলেইতো তোমার সুখ নেই, সুখ বানিয়ে নিতে হয়, বুঝলে? নিজেকে সুখ না দিলে পাপ হয়না? দুজনের সংসার কি দুজনের থাকে, সে দায়িত্বটা ভুলছ কেন—হাত গুটিয়ে থাকার জোটি আছে নাকি?

দিবাকর। আগে তাকালে অনেক দূর দেখতাম—আকাশের অনেকখানি অনেক দূরের অনেক মানুষ—চোখটা কেমন ঝাপসা হয়ে আসছে।

লতা। আমার মুখের দিকে তাকাও। আমি কি তোমাকে ঠকাতে পারি?

দিবাকর। (দুহাতে মুখখানা ধরে) না তুমি আমাকে জিতিয়ে দেবে— অনেক বড় জিত (বাইরে থেকে ম্যাজিসিয়ানের গলা—বড়, অনেক বড় জিত) এবার প্রত্যেকের কথা যেন ছড়ার ছন্দে উচ্চারিত হবে।

[ম্যাজিসিয়ান দূরে এসে দাঁড়ায়]

ম্যাজিসিয়ান। কি জিততে চাও? জিতে নেবার ধনটি কি—সুখ? কেমন ঘরে থাকে সুখ?

লতা। পাতার কুটির।

ম্যাজিসিয়ান। কেমন পাতা?

দিবাকর। সবুজ পাতা, শান্ত পাতা; সুখি পাতা।

ম্যাজিসিয়ান। একটি খুঁটি হোকনা সোনায় মোড়া।

লতা। পাব কোথায়?

ম্যাজিসিয়ান। যাদুকরের দণ্ডে আছে। চালায় যদি রূপোর পাত বসান যায়?

দিবাকর। কোথায় পাব?

ম্যাজিসিয়ান। যাদুকরের দণ্ডে আছে। পা বাড়ালেই আছে।

দিবাকর। কোথায় পা বাড়াব?

ম্যাজিসিয়ান। সেই সিঁড়িটার দিকে।

লতা। কোন সিঁড়ি?

ম্যাজিসিয়ান। ঐ মহামান্য সিঁড়ি, ভাগ্যবিধাতার সিঁড়ি, কিংখাপ-মখমলে মোড়া, মানিক্যের ফুল বসানো—প্রভু নেমে আসেন, চোখে করুণা, মুঠোয় আশীর্বাদ।

দিবাকর। কোথায় প্রভু?

লতা। সিঁড়িতো দেখতে পাচ্ছিনা।

ম্যাজিসিয়ান। আগে মনটা তৈরী কর, তারপর আমি যাদুকাঠি নাড়ব তবেতো প্রভু নেমে আসবেন। যাদুদণ্ডে অনেক আছে।

দিবাকর। মন আমার তৈরী।

ম্যাজিসিয়ান। কি চাইবে?

দিবাকর। (লতাকে দেখিয়ে) ও যা চাইবে, তাই।

লতা। কি আর চাইব? আপনিইতো বললেন—পাতার কুটিরটা সোনার খুঁটিতে দামী হয়ে উঠবে, রূপোর ছাদ। আমাদের ছোট্ট সংসারটায় সুখ আসুক, সম্পদ আসুক—মানুষ আর কি চায়।

ম্যাজিসিয়ান। (দিবাকরকে) তুমি কিছু বলবেনা?

দিবাকর। ওর সুখ আমার থেকে আলাদা নয়।

ম্যাজিসিয়ান। ভাগ্যবিধাতা তোমাকে সব দেবেন, কেবল মূল্য হিসেবে চাইবেন বশ্যতা। মানে প্রভুর কথামতো চলবে এইমাত্র।

লতা। এইটুকুতে এত পাব।

ম্যাজিসিয়ান। এইটুকুতে এত। তা নইলে আর ভাগ্যবিধাতা কেন। প্রভুর অসীম করুণা। প্রভুর একটা বিরাট কারখানা আছে, তুমি হবে সেখানকার পদস্থকর্মী, প্রচুর মাইনে। মাইনে ছাড়াও আরো। ঘর ভরে উঠবে সম্পদে। কেবল প্রভুর, কথামতো চলবে, বাধ্য হবে। এইটুকু। রাজী?

দুজনে। রাজী।

ম্যাজিসিয়ান। তাহলে ঐ এলেন প্রভু, ভাগ্যবিধাতা। ঐ, ঐ যে দাঁড়িয়ে।

[ম্যাজিসিয়ান যাদুদণ্ড মঞ্চের এক কোণে নির্দেশ করতে মুহূর্তের অন্ধকার। আলো জ্বলতে মূল্যবান পোষাকে আধুনিকভাবে সজ্জিত একজন হাস্যমুখ প্রৌঢ়কে দেখা গেল। হাতে চমৎকার সৌখিন ষ্টিক। ওরা দুজন সশ্রদ্ধ ভাবে এগিয়ে যায়।]

প্রভু। কি চাও?

দিবাকর। আপনিতো সবই জানেন।

প্রভু। পারবে?

লতা। ঠিক পারবে প্রভু। ও ইচ্ছে করলে সব পারে। ও পারবে।

প্রভু। একটু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। ত্যাগেই ভোগের পথ। পারবে?

দিবাকর। কি ত্যাগ করতে হবে?

প্রভু। তোমার এই জীবনটার মধ্যে বাজে মানুষের জন্য যে বাজে ভাবনা সেটা ত্যাগ করতে হবে। নিজেকে নির্মান কর, তারপর জগৎ নির্মান। বুঝলে।

দিবাকর। কিন্তু জগৎটাকেই যদি তারপর ভুলে যাই।

প্রভু। তার বদলে, তোমাকে আর একটা জগৎ দিচ্ছি সোনা রুপোর চকচকে জগৎ। উঠে এস সিঁড়ি দিয়ে দুজনে উঠে এস।

দিবাকর। কিন্তু প্রভু।

প্রভু। কাতরতা বন্ধন—আত্মার শত্রু, উঠে এস।

লতা। কৈ ওঠ। ওঠনা!

[লতা এক ধাপ উঠে যায়। হাত ধরে দিবাকরকে টানে। দিবাকর একধাপ ওঠে।]

প্রভু। যাদুকর, তোমার শেষ খেলা দেখাও।

[যাদুকর একখানা তরবারি বের করে]

দিবাকর। (সভয়) ওকি?

লতা। আপনার হাতে ওটা কেন?

ম্যাজিসিয়ান। যাদুদণ্ডে অনেক থাকে। যাদুকরের তরবারি।

দিবাকর। কেন? আমার দিকে এগিয়ে আনছেন কেন?

লতা। (দিবাকরকে আঁকড়ে ধরে) না, না—সরিয়ে নিন, ওকে বাঁচতে দিন, ও মরবে কেন?

প্রভু। মরণ নয় মা, মরার খেলা। একটা নতুন জীবনে যাচ্ছে তো, ওকে পুরণো জীবনটা পিছনে ফেলে যেতে হবে,—মরণ নয়, মরার খেলা। এটা একটা আচার মাত্র, ভয় পেওনা। এই মৃত্যু তোমাদের প্রার্থনা পূরণ করবে।

[যাদুকর তলোয়ারটা দিবাকরের দিকে এগিয়ে আনে। আলো কমতে থাকে। কেবল দিবাকরের ভয়ার্ত মুখটা দেখা যায়।]

দিবাকর। না, না—আমার ভয় করছে।

[ম্যাজিসিয়ান তলোয়ারটা দিবাকরের বুকে বসিয়ে দিয়ে হেসে ওঠে। প্রভু রহস্যময় মুখে নিঃশব্দে হাসে। লতা কান্নায় ভেঙে পড়ে।]

প্রভু। কাঁদছ কেন? রক্ত পড়তে দাও। দেহের ভুল রক্ত চলে যাচ্ছে, নতুন রক্ত আসবে। মৃত্যু নয়গো—এবার সব পাবে। যাদুকরের তলোয়ারে মরেনা—মরার খেলা। এবার ও আমার পথে ঠিক পা ফেলে যাবে। চল।

লতা। (বিষণ্ণ মুখ তুলে) ওকে নিয়ে যাব ?

প্রভু। চল, ও আসবে। একটু অবসর মাত্র—ওর নতুন জীবনটা আসতে একটু সময় দাও। চল। পুরনো জগতের পুরনো ভাবনা, রাস্তার মানুষের জন্য ভাবনা, নিজের দম্ভের কথাবার্তা—সব পিছে পড়ে থাক মা—ও আসছে আমার পথে, অর্থের পথে, কৌলিন্যের পথে—নতুন জগতে। চল মা। ও আসছে।

[আস্তে আস্তে ওরা চলে যায়। কেবল দিবাকর ঐভাবেই থাকে। সাংবাদিক দুজন মঞ্চে দু'দিক থেকে এসে দর্শকদের মুখোমুখি দাঁড়ায়।]

প্রথম। এই মৃত্যু আমাদের সকলের চেনা।

দ্বিতীয়। উদ্ধার সম্ভব।

প্রথম। এই মৃত্যুর নাম ভ্রান্তি।

দ্বিতীয়। উদ্ধার সম্ভব।

প্রথম। এই মৃত্যুর নাম পতন, পতন।

দ্বিতীয়। উদ্ধার সম্ভব, সম্ভব।

প্রথম। প্রলোভন থেকে প্রলোভন, পতন থেকে পতন, মৃত্যু থেকে মৃত্যু।

দ্বিতীয়। জাগরণ, জাগরণ, উদ্ধার।

প্রথম। প্রথম মৃত্যুর পর দ্বিতীয় সুযোগ।

দ্বিতীয়। দ্বিতীয় সুযোগ।

[দুজন দু'প্রান্ত দিয়ে মৌন হয়ে চলে যায়। পর্দা পড়ে।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[একজন ডাক্তারের চেম্বার। দিবাকর একটা এক্স-রে প্লেট পরীক্ষা করছে। পিছন দিক থেকে লতা ঢোকে। একটুকাল দিবাকরকে লক্ষ্য করে, ও ফিরে তাকায় না। লতা কোন কথা না বলে একটা চেয়ারে বসে। মুহূর্তকাল স্তব্ধতা। লতার মুখটা গম্ভীর, ক্রমশঃ গাম্ভীর্য বেশি মনে হয়।]

লতা। ঘরে একজন লোক রয়েছে, সময় পেলে অন্তত একবার তাকিও!

দিবাকর। (না তাকিয়ে) না তাকিয়েও টের পাওয়া যায়, বুঝলে— তুমি যেই ঘরে পা রাখো বাতাসে ছোট ছোট রূপোর ঘণ্টা বাজতে থাকে, ওরা আমার গুপ্তচর, তুমি এলেই জানান দেয়।

লতা। দেখছতো এক্স-রে প্লেট, এত কবিত্ব আসে কোত্থেকে ?

দিবাকর। কবিত্ব কি আর আসে, তুমি আঁচলে বেঁধে নিয়ে আসো।

লতা। (শক্তগলায়) তুমি কি আমার দিকে তাকাবেনা বলে পণ করেছ ?

দিবাকর। তাকালে যে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। (তাকিয়ে) কি কাণ্ড ! তোমাকে যা লাগছেনা ! চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে।

লতা। বাজে বকা দয়া ক'রে থামাবে ? বানানো কথা যত কম বলা যায়, পরিশ্রম তত বাঁচে।

দিবাকর। এসব পরিশ্রম আলাদা মেজাজের ; একটা ফুল কত পরিশ্রমে ফোটে বলতো, অথচ এক ফোঁটা কষ্টের ঘাম নেই কোথাও।

লতা। আমি একটা দরকারী কথা বলতে এসেছিলাম।

দিবাকর। বলে ফেল।

লতা। ব্যাপারটা অত হাল্কা নয়।

দিবাকর। কি আশ্চর্য, আগে বলবেতো, তারপর প্রয়োজনে গম্ভীর হওয়া যাবে।

লতা। এমন ভঙ্গীতে কথা বলছ, যেন তুমি কিছু জানোনা।

দিবাকর। তুমি কি বলতে এসেছ আমি কি করে জানব?

লতা। জ্যোতিষবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করে আসোনি তুমি?

দিবাকর। জ্যোতিষবাবু, মানে আমার ভাগ্যবিধাতা, প্রভু!

লতা। যখন ওর চাকরী নিয়েছিলে, কৈ তখনতো এত ঠাট্টা ছিলনা তোমার গলায়! ঝগড়া করতে গেলে কেন?

দিবাকর। ওকে ঝগড়া বলেনা!

লতা। কি বলে?

দিবাকর। মত পার্থক্য।

লতা। উনি ওটাকে ঝগড়াই ভেবেছেন।

দিবাকর। ওর ভাবনার দায়িত্ব আমি নিতে যাবো কেন?

লতা। এর পরিণাম ভেবেছ, তোমার চাকরীটা থাকবে?

দিবাকর। ওঁর চাকরী উনি ফিরিয়ে নিলে আমি কি করতে পারি। তবে ব্যাপারটা তাহলে সহজে মিটবেনা, ওর কারখানার অনেকেই আমাকে ভালোবাসে, ওরা ছেড়ে কথা কইবেনা।

লতা। অর্থাৎ তোমার দল আছে—এই দল পাকানোটাই তোমার বিরুদ্ধে ওঁর অভিযোগ। তুমি চাকরী করছ, চাকরী করবে। কি দায় পড়েছে তোমার অন্যদের নিয়ে জোটপাকিয়ে হট্ট-গোল করার—তাতে তোমার কিছু মাইনে বাড়বে?

দিবাকর। আমি তো কোন হট্টগোল করিনি!

লতা। করোনি সেটা জ্যোতিষবাবুকে বোঝাও। তা না তুমি এমন সব কথা বলে এসেছ যাতে তোমাকে আরো ভুল বোঝে।

দিবাকর। ভুল উনি আমাকে বুঝতেনই।

লতা। তবু তোমার গোঁ ছাড়বেনা। ওকে তুমি বুঝিয়ে বলো, তোমার সঙ্গে কারুর তেমন সংশ্রব নেই। আর কোন সংশ্রব রাখারই বা কি দরকার। এখন তোমার কোন অশান্তি নেই, তেমন অভাবও নেই। যে-লোকটা এত দিল, তার বদলে কিছুটা কৃতজ্ঞতা তিনি আশা করতে পারেন না।

দিবাকর। কৃতজ্ঞতা তিনি চাননা, তিনি চান বশ্যতা। ভাখো লতা, আমাকে যতটা বিক্রী করা সম্ভব করেছি—আমি আর পারবনা! লোকটা আমাকে জুতোর মতো পায়ে গলিয়ে যেমন খুশি হাঁটবে, আর পায়ের তলায় থেকে আমি ধুলো মেখে ধন্য হতে থাকব—এতটা অসহ্য!

লতা। কিন্তু কিছুতো উনি চাইবেন?

দিবাকর। বলেছিতো, কত দেব? আমার আর কিছু নেই, আমি দেউলে, ব্যস! এই শরীরটা আর তার মধ্যে এক ছিটে মন পড়ে আছে, যদি বলো ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি, লোকটা কাদা পায়ে মাড়িয়ে যাক।

লতা। উনি আমাকে ফোন করেছিলেন—সংবাদটা তোমাকে দিয়েই রাখি। তোমার জ্বালাময়ী ভাষণ খবরটা শুনে কতকটা প্রখর হয় শুনে যাই। তোমার চাকরীটা আর থাকছেনা। কৈ, বক্তৃতা শুরু করো!

দিবাকর। বক্তৃতার কি আছে! আবার আগের মতো থাকব!

লতা। আগের মতোটা কি থাকা ছিল?

দিবাকর। হয়ত ছিলনা।

লতা। শোনো, যেজন্য এসেছিলাম—তুমি এক্ষুনি একবার ওর কাছে যাবে। এখনো হয়ত একটা পথ খোলা আছে। চল আমার সঙ্গে! একটু মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হয়—এই ছোট্ট কথাটা কেন যে বোঝ না! কোন কথা শুনবনা, আগে আমার সঙ্গে চল, তারপর অন্য কথা।

দিবাকর। আমাকে নিয়ে গেলে তোমার সম্মান বাড়বে?

লতা। আগে বাঁচা, তারপরে সম্মান। চল।

দিবাকর। আমার চরিত্রটাই এরকম লতা—লড়াইটা কোথায় বুঝি, আরম্ভটাও বুঝি—কেবল এগিয়ে যাওয়াটা বুঝিনা।

লতা। বড় বড় কথা না বলে, চটপট তৈরী হয়ে নাও। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাটাও একটা লড়াই। চল, চল।

[দিবাকর টেবিলটা গোছাতে থাকে।]

লতা। হ্যাঁ শোনো, কোনো বাড়ি গেলে কয়েকটা জিনিষ ইচ্ছে না থাকলেও করতে হয়। তুমি যেখানেই যাও এত গুম হয়ে থাকো! জ্যোতিষবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে হেসে দুচারটে কথা বলবে। 'এককালে উনি সুন্দরী ছিলেন, এখনো তাকালেই চোখে পড়ে—এটা বলবে। ওর ছোট মেয়েটার গাল নেড়ে একটু আদর করবে; বলবে, 'বেশ স্মার্ট হয়েছে।' আর ওদের কুকুরটাকে একটু কোলের কাছে নিয়ে, সেরা জাতের কুকুর-টুকুর এইরকম কিছু একটা বলবে। মনে থাকবে? তোমাকে এরকম পাখি পড়িয়ে কতদিন চালাব—একটু স্বাধীন হওনা!

দিবাকর। হব।

লতা। আর হয়েছ! কৈ চলো?

দিবাকর। ওঃ হো, তোমাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে।

লতা। কেন?

দিবাকর। বাইরে দুজন পেসেন্ট বসিয়ে রেখেছি। একদম ভুলেই গেছি, দেখলে?

লতা। পরে দেখলে হয়না?

দিবাকর। বসিয়ে রেখেছি যে!

লতা। কতক্ষণ লাগবে?

দিবাকর। এক্ষুণি হয়ে যাবে।

লতা। আমি পাশের ঘরে অপেক্ষা করছি। তাড়াতাড়ি কোরো কিন্তু।

দিবাকর। ঠিক আছে।

[লতা পাশের ঘরে চলে যায়। কলিংবেল টেপে। একজন বেয়ারা ঢোকে]

দিবাকর। ডাকো।

[বেয়ারাটি চলে যায়। একজন তরুণ ছেলে ঢোকে। প্রথম দৃশ্যে পার্কে যাদের দেখা গেছে, তাদের মধ্যে একজন।]

দিবাকর। বসুন।

[ছেলেটি বসে। বসে চোখটা পিটপিট করতে থাকে। দিবাকর লক্ষ্য করতেই নিঃশব্দে হাসে ছেলেটি।]

দিবাকর। চোখ পিট্ পিট্ করছেন কেন ?

প্রথম। এই রোগটা দেখাবার জন্যই এসেছি, ডাক্তারবাবু।

দিবাকর। কদ্দিন ধ'রে এরকম হচ্ছে ?

প্রথম। চারদিন হবে। হ্যাঁ চারদিন।

দিবাকর। হঠাৎ, না কোন অন্য উপসর্গ দেখা দিয়েছিল ? কোন রকম আঘাত ?

প্রথম। ও-সব কিছুনা, স্যার। সম্ভবত ফুড্ পয়েজন থেকে রোগটা আমদানী হয়েছে।

দিবাকর। ফুড্ পয়েজন থেকে চোখ পিট্ পিট্ !

প্রথম। মানে, ওরকম বলা যায় আর কি—একসঙ্গে অনেকের হয়েছে কিনা। বাইরে আরো দুএকজন এসেছে। ধীরে ধীরে দেখবেন সবাই আসবে।

দিবাকর। সকলেই চোখ পিট্ পিট্ করছে ?

প্রথম। না ঠিক তা নয়, এক এক জনের এক এক রকম হচ্ছে। তবে রোগটা এসেছে একই জায়গা আর একই সময় থেকে।

দিবাকর। ব্যাপারটা বেশ ইনটেরেষ্টিং মনে হচ্ছে।

প্রথম। আপনার স্যার ইনটেরেষ্টিং লাগছে, এদিকে চোখের পাতা ফেলতে ফেলতে টায়ার্ড হয়ে পড়ছি !

দিবাকর। না, মানে ঘটনাটা মজার, রোগটা নিশ্চয়ই কষ্টকর।

প্রথম। ঘটনাটা হচ্ছে গিয়ে স্যার, আমরা ক্লাবের অনেকে মিলে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। যে-কজন সিনেমা দেখেছি, প্রায় সকলের এক এক ধরণের যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। ফিল্মও তো স্যার, একধরণের কালচারাল ফুড, তাই ফুড পয়েজন বলছিলাম।

দিবাকর। সন্দেহ নেই ফুড পয়েজন্। আচ্ছা, আপনারা টিকেট পেলেন

কি করে, হলের কর্মচারীরাতো ধর্মঘট করেছে—হলতো বন্ধ।

প্রথম। কয়েকটা হল খুলে রেখেছে, ক্লাবে বিনে পয়সায় টিকিটও কিছু এসে গিয়েছিল। আমরা দুএকজন অবশ্য কেটেছি।

দিবাকর। কেউ বাধা দেয়নি?

প্রথম। না। তাছাড়া দলবল মিলে গেছি, কে আওয়াজ তুলবে, স্যার! হপ্তার পর হপ্তা ছবি না দেখে আত্মা যেন ঘুমে বালিশ খুঁজছিল—আড়াই ঘন্টা তবু একটু হাঁই ভেঙে আসা গেল। কে জানতো ঐ ফিল্ম দেখে চোখের পাতা কথক নাচতে শুরু করবে।

দিবাকর। দেখি আপনার চোখটা?

[দুটো চোখ পরীক্ষা করে। টর্চ জেলে দেখে]

প্রথম। আলো ফেলবেননা স্যার, আলো ফেলবেননা। (চোখ বুজে) আলো পড়লে মনে হয় কে যেন চোখে গরম বালি ঘষে দিচ্ছে। যা জ্বলছেনা! (চোখ মুছে) এঃ জল গড়াচ্ছে!

[অতি কষ্টে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করতে থাকে]

দিবাকর। আচ্ছা, যখন আপনি কাউন্টারে গেলেন তখন ভিড় ছিল?

প্রথম। একদম না—কাউন্টার হাতভালি দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে।

দিবাকর। কাউন্টারের কাছে গিয়ে কি করলেন?

প্রথম। ঘুলঘুলি দিয়ে টাকা সমেত হাতটা ঢুকিয়ে দিলাম।

দিবাকর। কি দেখলেন?

প্রথম। কাউন্টারের ভিতরে-ঘরে বুক অবধি একজন লোক।

দিবাকর। আর কি দেখলেন?

প্রথম। টিকেটের একটা প্ল্যান।

দিবাকর। আর কিছু?

প্রথম। একটা রঙিন পেন্সিল।

দিবাকর। আর?

প্রথম। ডেটস্ট্যাম্প।

দিবাকর। আর ?

প্রথম। আ-র, হ্যাঁ দেয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার—গনেশ আঁকা, শ্রীদুর্গার কোলে বসে।

দিবাকর। দেয়ালের বাইরে কিছু দেখলেন ?

প্রথম। সে কি ডাক্তারবাবু, দেয়ালের বাইরে চোখ যাবে কি করে ?

দিবাকর। ভালো করে ভেবে দেখুন, টিকেট কাটার সময় ঘরের দেয়ালের বাইরে কিছু চোখে পড়ছিল ?

প্রথম। সেরেছে, উকিলের মতো প্রশ্ন করছেন যে! সব গুলিয়ে যাচ্ছে। না, স্যার কিছু দেখিনি—দেয়াল ফুটো করার মতো আমার দিব্য চক্ষু বাবা মা দেননি। খুব মামুলি চোখ, স্যার।

দিবাকর। আপনার কাছ থেকে কাউন্টারের ভদ্রলোকের দূরত্ব কত ছিল ?

প্রথম। তা একফুট হবে।

দিবাকর। দেয়ালের দূরত্ব ?

প্রথম। গজকাঠি নিয়েতো যাইনি স্যার।

দিবাকর। অনুমান ?

প্রথম। তা (চোখ ঘুরিয়ে একটা মাপ আন্দাজ করে) ছ-সাত ফুট হবে।

দিবাকর। সাতফুট দূরের দেয়ালটা ছাড়া টিকেট কাটার সময় তার বাইরে কিছু দেখতে পাননি ?

প্রথম। না।

দিবাকর। তার মানে আপনি সাত ফিটের বেশি দূরের কিছু দেখতে পাননা ?

প্রথম। দেখতে পাইনা মানে, দেয়াল থাকলে চোখ দেয়ালে ঠেকে যায়। সকলেরই যায়।

দিবাকর। আচ্ছা দেয়াল ডিঙিয়ে টিকিট কাটার সময় আপনি দেখতে পাননি সেই হলের কয়েকজন কর্মচারী যারা ধর্মঘট করছে, দূর থেকে আপনার দিকে তাকিয়ে আছে ? আপনি, একজন

যুবক, আপনার সহযোগিতা ছাড়া ওরা জিততে পারেনা বলে আকুল ভাবে তাকিয়ে আছে। আপনি যেইমাত্র টিকিট কাটলেন, দেখতে পাননি, ওদের পরিবারের একটা বাচ্চা ছেলের রুগ্ন বুকে দম আটকে এল, বাচ্চাটা কেঁদে উঠল,... বাচ্চাটার মুখ দেখতে পাচ্ছিলেন টিকিট কাটার সময়?

প্রথম। (হতবুদ্ধি) না।

দিবাকর। দেখি আপনার চোখটা? (পরীক্ষা করল) আপনি সর্ট সাইটেড্ হয়ে যাচ্ছেন। একটু কম দেখতে শুরু করেছেন। এটা সেরে গেলেই চোখ পিটপিট করা থেমে যাবে। আচ্ছা, আপনি বাইরে গিয়ে বসুন। আর কাউকে পাঠিয়ে দিন।

প্রথম। ওষুধ টষুধ কিছু?

দিবাকর। হবে। আপনি আর একদিন আসুন, ভেবে দেখতে হবে একটু।

প্রথম। কাল আসি?

দিবাকর। আসুন।

[চলে যায়। দ্বিতীয় তরুণ ঢোকে একেও আমরা প্রথম দৃশ্যে দেখেছি। লোকটি অল্প হাঁপাচ্ছে। এসেই ধুপ করে বসে পড়ে।]

দিবাকর। হাঁপাচ্ছেন কেন?

দ্বিতীয়। সেই ফুড পয়েজন্। সবইতো শুনেছেন। আমাকে একটু কথা কম বলাবেন ডাক্তারবাবু। শ্বাস কষ্ট হচ্ছে! সিনেমাটা দেখতে গিয়েই কাল হোল। নেশা মাত্রই বদ—তা সিনেমারই হোক আর মদ মে...গাঁজারই হোক। আমাদের ফ্যামিলিতে—

দিবাকর। কথা আপনি নিজেই বেশি বলছেন।

দ্বিতীয়। একটু বাধা দেবেন ডাক্তারবাবু—বুকে এত লাগছে, যত কম কথা বলব ততই শান্তি। কিন্তু নিজেকে বোঝানোই—

দিবাকর। বুকটা দেখব আপনার।

দ্বিতীয়। দেখুন, মানে দেখাবার জন্যইতো আসা। আমাদের—

দিবাকর। (স্টেথস্কোপটা লাগায়) চুপ করুন, জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিন।

দ্বিতীয়। নিঃশ্বাস আর কোত্থেকে নেব—কটা নিঃশ্বাসইবা আর বাকি আছে— হাঁপাতে হাঁপাতে প্রায় ফুরিয়ে এনেছি।

দিবাকর। কথা বলবেন না।

দ্বিতীয়। না বলব না।—(পকেট থেকে কলমটা বের করে কামড়ে মুখটা বন্ধ রাখে।)

দিবাকর। ভেতরে কি রকম হচ্ছে?

দ্বিতীয়। (কলমটা নামিয়ে) যাতা ডাক্তারবাবু, যেন বেড়াল আঁচড়াচ্ছে। বেড়ালটা বেরুবে?

দিবাকর। বেরুবে।

দ্বিতীয়। বাঁচা যায়।

দিবাকর। আচ্ছা, যখন টিকেট কাটছিলেন তখন আপনার কেমন লাগছিল?

দ্বিতীয়। ভাল। বেশ ফুরফুরে।

দিবাকর। টিকেটটা হাতে পাবার পর কি ভাবলেন?

দ্বিতীয়। অনেকদিনবাদে শো দেখতে পাব ভেবে বেশ লাগছিল।

দিবাকর। হলে ঢোকার আগে কি করলেন?

দ্বিতীয়। ঘড়িটা দেখলাম—শো আরম্ভ হতে দশ মিনিট বাকি ছিল, সিগ্রেট কিনতে গেলাম। পানের দোকানে একটা গান হচ্ছিল। চেনা গান, গুনগুনিয়ে গলা মেলাচ্ছিলুম।

দিবাকর। তারপর?

দ্বিতীয়। পান কিনলাম। তিলাপাতি আর লালবাবা জরদার মেশানো মিঠেপাতা পান—রসে মুখটা টলটল করছিল, বুক পকেটে গোলাপি টিকিট, ঘড়ির কাঁটাটা একটু একটু ক'রে এগুচ্ছে —সব মিলিয়ে স্যার, যেন একটা অর্কেস্টা! মনের মধ্যে যেন একটা গুনগুন করে গান জাগছিল, কানের কাছে ভেসে বেড়াচ্ছিল।

দিবাকর। কানে আর কোন শব্দ আসছিল? আর কোন কথা? কোন আর্তনাদ? তিরস্কার? দীর্ঘশ্বাস? কান্না? অনুনয়?

দ্বিতীয়। সে কি বলছেন, স্যার। ওসব শুনতে যাব কেন?

দিবাকর। ঠিক আছে—দেখি বুকটা? (বুক পরীক্ষা করে) এক্সরে করতে হবে—আপনার হার্টটা একটু একটু করে ছোট হচ্ছে।

দ্বিতীয়। কি বলছেন, একি সম্ভব নাকি, স্যার?

দিবাকর। আপনার হৃদয়ের জায়গা কমে আসছে আরকি। এটা ঘটলে হার্ট প্রকৃতই ছোট হয়ে যায়! একটা প্লেট নিন।

দ্বিতীয়। কি ঝক্কিরে বাবা! গচ্চায় পড়লুম দেখছি। সারবেতো?

দিবাকর। নিশ্চয়ই।

দ্বিতীয়। ওষুধ টষুধ?

দিবাকর। বললুমতো আগে একটা এক্স-রে প্লেট নিতে হবে।

দ্বিতীয়। তাহলে তা-ই নিচ্ছি। ওটা নিয়ে আসব তাহলে?

দিবাকর। তাই আসুন।

[দিবাকর পাশের ঘরের দিকে এগোয়। অন্তপ্রান্ত থেকে দ্বিতীয় সাংবাদিক ব্যস্ত ভাবে প্রবেশ করে।]

দ্বিতীয়। যাবেন না। শুনুন যাবেন না।

[দিবাকর ফিরে তাকায়। বিস্মিত মুখ।]

দিবাকর। আপনি?

দ্বিতীয়। সাংবাদিক। এক মিনিট, একটা ছবি নেব আপনার।

দিবাকর। হঠাৎ ছবি নেবার জন্য আমার চেম্বারে ঢুকে পড়লেন, এতটা বিখ্যাত হয়ে পড়লাম কখন।

দ্বিতীয়। আপনার প্রথম মৃত্যুর পর বেঁচে উঠে দ্বিতীয়বার না মরে বাঁচতে চাইছেন, এই শুভ লক্ষণটা ছবিতে তুলে রাখতে চাইছি।

দিবাকর। এলোমেলো কথা শুনবার সময় নেই আমার, আপনি দয়া করে আসুন। নমস্কার।

দ্বিতীয়। কোথায় যাবেন ?

দিবাকর। নিশ্চয়ই এসব প্রশ্নে আপনার কোন অধিকার নেই !

দ্বিতীয়। পাশের ঘরে একজন ভদ্রমহিলা রয়েছেন—তাঁর সঙ্গে আপনি হারানো চাকরীটা ফিরে পেতে যাচ্ছেন, তাইতো ? কিন্তু এইতো ভালো—আপনার পেসেন্ট, তাদের চিকিৎসা—খারাপ কি ?

দিবাকার। আপনি না গেলে, আর কোন শোভন ব্যবহার আশা করবেন না।

দ্বিতীয়। লতার সঙ্গে একুণি যাবেন না। একটু ভাবুন।

দিবাকর। কোথায় কি হচ্ছে, কে কোথায় আছে—সব সংবাদই রাখেন দেখছি !

দ্বিতীয়। বলেছিতো, আমি সাংবাদিক। খবর আমাকে রাখতে হয়।

দিবাকর। ধন্যবাদ, আমি যাচ্ছি। ইচ্ছে হলে, আপনি এখানে বসে থাকতে পারেন।

দ্বিতীয়। বাইরে একটা গাড়ি অপেক্ষা করছে।

দিবাকর। কার জন্য ?

দ্বিতীয়। আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য।

দিবাকর। মানে ?

দ্বিতীয়। এইতো সময় ! একটা সঠিক পথে আপনি পা দিয়েছেন—যে খাঁচাটায় আপনি ধরা পড়তে যাচ্ছেন, গাড়িটা আপনাকে তার কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাবে। চিরকাল একটা গাড়ি ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবার জন্য দরজার কাছে থাকে, হর্ণ দেয়। চলে আসুন। আপনি গাড়িটার হর্ণ শুনতে পাচ্ছেন না—গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে আছে। চলে আসুন, কি ভীষণ হর্ণ টা বাজছে !

[দিবাকর দুই কান ঢেকে মুখে তীব্র যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠে।)

দিবাকর। (প্রায় ফেটে পড়ে) চুপ করুন (ক্লান্ত গলায়) লতাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবনা।

দ্বিতীয়। ওকে নিয়েই চলুন।

দিবাকর। না, এখনো তা সম্ভব নয়। আমি সময় চাই, বুঝতে চাই।

দ্বিতীয়। কিন্তু মৃত্যু এগুচ্ছে—ওর হাতে অনেক অস্ত্র, অনেক লোভ।

[বাইরে থেকে লতার গলা—'হলো তোমার'? আমি লুকিয়ে থাকছি, আপনি ওঁকে বোঝান। ইজিচেয়ারটার আড়ালে দ্বিতীয় সাংবাদিক লুকোয়। প্রথম সাংবাদিক ঢোকে—ব্যস্ত।]

দিবাকর। আপনি?

প্রথম। সাংবাদিক। শুনুন, হাতে আমার বিন্দুমাত্র সময় নেই—হ্যাঁ,···আগে আপনার একটা ছবি নিয়ে নিচ্ছি।

[হতচকিত দিবাকরের মুখের নিচে বসে ছবি নেয়।]

দিবাকর। আমি কিছু বুঝতে পারছিনা, কি ব্যাপার বলুন তো?

প্রথম। বুঝতে না-পারা মুখের একটা ছবি নিলাম। হ্যাঁ, যে কথাটি বলে যাব—সেটা আগে বলেই ফেলি। আপনার দ্বিতীয়বারের মৃত্যু প্রায় তৈরী।

দিবাকর। কার মৃত্যু?

প্রথম। আপনার। দ্বিতীয় মৃত্যু। বাইরে একটা গাড়ি অপেক্ষা করছে। হর্ণ টা শুনতে পাচ্ছেন, স্টার্ট দেওয়ার শব্দ।

দিবাকর। গাড়ি! কেন?

প্রথম। ব্বাঃ, কেন? মৃতদেহটা বয়ে নেবার জন্য কিছু চাইতো? তাহলে আপনি প্রস্তুত? ও-ঘরে লতা অপেক্ষা করছেন, উনি আপনার মৃত্যুর উইটনেস্ হবেন। থ্যাঙ্কিউ—পা ফেলে পাশের ঘরের দিকে এগোন।

দিবাকর। আপনি আমাকে উত্তেজিত করছেন—দয়া করে আপনি বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান!

প্রথম। পা ফেলে পাশের ঘরের দিকে এগোন, নিজেকে আজকে আরো সাজিয়ে নিন—গাড়িটা হর্ণ দিচ্ছে, শুনতে পাচ্ছেন, স্টার্ট দিয়েছে—আপনাকে ডাকছে। পাশের ঘরটার দিকে এগিয়ে যান।

[দিবাকর প্রথম সাংবাদিকের কথার মধ্যেই সম্মোহিতের মতো লতার ঘরটার দিকে দুহাতে মাথাটা চেপে অস্থির মুখে এগুচ্ছিল। হঠাৎ ঘরের মধ্যে মিলিয়ে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে ঘুরে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সাংবাদিকের দিকে তাকায়।]

দিবাকর। (ক্রুদ্ধ গলায়) আমি কোনদিকে যাবনা—এইখানে, ঠিক দুদিকের মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। কাউকে ভয় পাই না। (তারপর ভেঙে পড়ে) লতা—আমি কিছু বুঝতে পারছিনা—কিছু বুঝতে পারছিনা।

[লতা ছুটে আসে। দিবাকরকে ধরে]

লতা। কি হোল, তোমার।

দিবাকর। কিছুনা।

[দিবাকর চেয়ারটায় বসে। ক্লান্ত। লুকোনো সাংবাদিক এগিয়ে আসে। দুজন সাংবাদিক মৌনভাবে দর্শকদের দিকে মুখ করে মঞ্চের দুই প্রান্তে দাঁড়ায়। লতা কাউকে ফোনে কিছু বলতে থাকে। দিবাকর শরীরটা চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে সোজা সামনের দিকে তাকায়—অর্থহীন, শূন্য দৃষ্টি।]

প্রথম। এই স্থবিরতার নাম মৃত্যু।

দ্বিতীয়। উদ্ধার সম্ভব।

প্রথম। এই ক্লান্তির নাম পতন।

দ্বিতীয়। উদ্ধার সম্ভব।

প্রথম। প্রলোভন থেকে প্রলোভন, মৃত্যু থেকে মৃত্যু।

দ্বিতীয়। উদ্ধার সম্ভব, উদ্ধার সম্ভব।

প্রথম। দ্বিতীয় মৃত্যুর পদশব্দ।

দ্বিতীয়। উদ্ধার সম্ভব।

প্রথম। দ্বিতীয় মৃত্যুর পদশব্দ, এই ঘরে—এই অন্ধকারে।

দ্বিতীয়। এই ঘরে, এই অন্ধকারে। উদ্ধার সম্ভব, সম্ভব।

[সাংবাদিক দুজন মৌনভাবে দু'প্রান্ত দিয়ে চলে যায়।]

লতা। কি হয়েছে তোমার বলতো? হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলে কেন?

দিবাকর। কিছুনা—কিছু হয়নি। লতা, একটা মানুষ যদি দরজার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ভুলে যায়, ভিতরে যাবে, না বাইরে যাবে ; যদি স্থির করতে না পারে, সে বাঁচতে চায়, না মরতে ? যদি তাকিয়ে বুঝতে না পারে, এখন দুপুর না মাঝরাত—তখন সে নিজেকে নিয়ে কি করবে বলতে পারো ?

লতা। তোমাকে কথায় পেলেনা, একবিন্দু যদি তোমাকে বোঝা যায়। একটু চুপ করে বোসো। আমি ডাক্তারবাবুকে ফোন করেছি।

দিবাকর। এটা ডাক্তারের ব্যাপারই নয়, লতা। ডাক্তার যখন বলবে বেঁচে আছি, ঠিক তখনি হয়ত আর আমি বেঁচে নেই। দুটো গাড়ি দুদিকে থেকে হর্ন বাজিয়ে ডাকছে—কোন দিকে আমি যাব ?

লতা। আচ্ছা, তুমি যদি এভাবে কথা বলো, আমার ভালো লাগে ? এসব শুনলে আমার কষ্ট হয়না বুঝি ? আমার কষ্ট হয়, তুমিতো কখনো তা চাও না।

দিবাকর। তোমাকে কষ্ট দেবার জন্য কিছু বলছিনা, লতা। হঠাৎ অদ্ভুত সব কথা মনে আসছে। ছোট বেলায় গাঁয়ে যাত্রায় একজন রামকে দেখে ছিলাম—হাতে একটা হীরের আঙটি, হীরেটা আলো লেগে ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলছিল। ঐ প্রথম একবার আমার চোর হতে ইচ্ছে করেছিলে। হীরেটা থেকে ছিটকে আসা আলো আমার চোখের মনিতে যেন মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। আজ বুঝি ওটা নকল। কিন্তু ওর ঠিকরোনো আলোতো নকল নয়। হঠাৎ হঠাৎ আজো ঐ হীরেটা আমার কাছে গড়িয়ে আসে, কতরকম আলো হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে—আমি অন্ধের মতো হাত বাড়িয়ে এগোই। কোথায় যেন হঠাৎ লুকিয়ে পড়ে। কখনো দেখি, তোমার মধ্যে জ্বলছে, কখনো আমার মুঠোর মধ্যে ঝিলিক দিয়ে ওঠে, কখনো দূর থেকে সুতোয় দুলতে দুলতে একটা ভয়ংকর হাসি

লোভ দেখাতে থাকে। আমার সব গোলমাল হয়ে যায়—খাঁটি না নকল বুঝতে পারিনা। শুধু মনে হয়, ঐখানে আমার নিয়তি।

লতা। হীরেটা তোমার বন্ধু, ছোটবেলার বন্ধু। চারদিকে যখন অন্ধকার ও তোমাকে আলো দেখায়। বলতে চায়, আমি আছি, আমাকে ভুলে যেওনা।

দিবাকর। কিন্তু সব সময় যে দেখতে পাইনা ?

লতা। তুমি কি সব সময় আমাকে ছাখো ? যখন দেখতে পাওনা, তখনো কি আমি বলছিনা, এইতো আমি, আমি আছি।

দিবাকর। তোমাকে আমি বুঝি, তারপর ?

লতা। তারপর আবার কি ? অত ভেবোনাতো। ভেবে ভেবেইতো কষ্ট পাও। তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। তোমার মাথায় আমি যখন হাত রাখব, আমার হাতটা ছাড়া সেখানে আর কেউ থাকবে না—কোন ভাবনা না, চিন্তা না—কেউ না, কিছু না। জানোতো আমি ভীষণ হিংসুক।

দিবাকর। জ্যোতিষবাবুর কাছে যাবেনা ?

লতা। সে আমি একটা ব্যবস্থা ঠিক করে নেব। এক্ষুণি গেলে তুমি যে কি সব বিড়বিড় করে বকতে থাকবে, তার মাথামুণ্ডু কেউ বুঝবে ? আগেতো তুমি, তারপরেতো চাকরী—তাইনা ? তখন অত রেগে গিয়েছিলাম বলে কি সত্যি সত্যি আমি রাগী মেয়ে নাকি ? তোমার সুখ হোক, শান্তি আসুক, ঐশ্বর্য হোক, আমি চাইব না ? তোমাকে একটা ভীষণ জমকালো রাজার মতো ভাবতে আমার ভালো লাগে না বুঝি ! আর তুমি তখন এমন ভাবো, যেন আমি একটা লোভী মেয়ে। আমি বলি তোমাকে,—এটা দাও, ওটা দাও ? (দিবাকরের মাথাটা নেড়ে দিয়ে।) কি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ?

দিবাকর। (মৃদু হেসে) শুনছি।

লতা। ছাই শুনছ, একটু আদর দিলেই তোমার ঘুম পায়।

দিবাকর। তুমি যদি ঘুম ডেকে নিয়ে আসো, ঘুমোব না।

লতা। (হাত সরিয়ে নেয়। মিষ্টি গলায় বলে) নাও ওঠো। এবার এই চেম্বার থেকে সোজা বাড়ি যাবে। চান করে খাবে—তারপর চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়বে। আর যেই ঘুমোবে আমি তোমার বালিশের নীচে সেই হীরেটা লুকিয়ে রেখে দিয়ে আসব।

দিবাকর। আর স্বপ্নের মধ্যে ঝিকঝিক করতে থাকবে। হীরের রঙ লেগে স্বপ্নটা কেমন রঙ-রঙ-এ হবে ভাবো। এক এক সময় ইচ্ছে করে এমনি একটা দারুণ জীবনের মধ্যে হঠাৎ ডুব দিয়ে, আর উঠবনা।

লতা। তারপর ডুব দিয়েই বলতে থাকবে, দম বন্ধ হ'য়ে আসছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। তাই না ?

দিবাকর। তেমনি একটা মনের মতো স্বপ্নের জীবন যদি আসে, বুক ভ'রে নিঃশ্বাস নিতে পারব।

লতা। মনের মতো জীবনে কি থাকে ?

[ওদের দুজনের কথাবার্তায় এই মুহূর্তে থেকে আলো ক্রমশ স্বপ্নময় হবে।]

দিবাকর। কেবল শান্তি, ভীষণ শান্তি।

লতা। (ওর মুখ মধুর দেখায়) আর সুখ, কেবল সুখ।

দিবাকর। আমরা তখন এত হাল্কা, যেন একটা ছোট্ট ফুল আমাদের মাথায় তুলে দুলতে পারে।

লতা। ছোট্ট ফুল ; কিন্তু পাপড়ি হবে হাজারখানা।

দিবাকর। গন্ধ ?

লতা। গন্ধ হবে গায়ের জামা—কেবল দুজন পরব, আর কাউকে দেবনা।

দিবাকর। যদি পালাতে চায় গন্ধ ; যদি সুখ বলে, একটু উড়াল দেব ; শান্তি যদি বলে, একটু বিদেশ ঘুরে আসি ?

লতা। তাহলে দুয়ারে বসাব রক্ষী, সে পাহারা দেবে।

দিবাকর। যদি জানলা গলে পালায়?

লতা। উঁচু দেয়াল আর দেউরীতে চারদিক থাকবে ঘেরা।

দিবাকর। ছোট্ট ঘরটা দেয়াল-দেউরীর বাঁধন-কষণে হাঁপিয়ে উঠবে না?

লতা। কেন ঘরটা হবে সাতমহলা।

দিবাকর। সাতমহলা প্রাসাদটা কে বানাবে?

লতা। সুখ-সাগরের রাজমিস্ত্রী।

দিবাকর। সুখের বাড়ীটা যদি নড়বড়ে হয়?

লতা। মিস্ত্রীটাকে ধমক দেব।

দিবাকর। মিস্ত্রী যদি বলে, যেমন মজুরী তেমন বাড়ী। পাওনা বাড়াও শক্ত মহল বানিয়ে দেব।

লতা। দশ ঘড়া মোহর দেব, রক্তমুখী হীরা দেব।

দিবাকর। কোথায় হীরে?

লতা। হীরে খুঁজলে, হীরে মিলবে।

দিবাকর। নকল রাজার নকল হীরে?

লতা। আসল হীরে চিনতে হবে।

দিবাকর। কে জহুরী?

[আলো ইতিমধ্যে গভীর স্বপ্নময় উঠেছে। দিবাকরের কথাটি শেষ হতেই দূর থেকে ম্যাজিসিয়ানের গলা—'জহুরী আছে'।]

দিবাকর। কে কথা কয়?

লতা। সেই জহুরী।

দিবাকর। কোন জহুরী?

লতা। যার থলেতে হীরে, মুঠোয় হীরে—খাঁটি হীরে চেনার দুখানি চোখ তার জ্বলছে।

দিবাকর। আমাদের দেবে কেন?

লতা। সাতমহলা বাড়ী চাই যে, দিতেই হবে।

দিবাকর। যাদুকরের দণ্ড দেবে?

লতা। পেলেই হোল।

দিবাকর। কই যাদুকর?

লতা। ডাকতে হবে।

[ম্যাজিসিয়ান যাদু কাঠি হাতে ঢুকে পড়ে।]

ম্যাজিসিয়ান। ডাকতে হবে কেন? বুকের মধ্যে 'সুখ চাইগো' বলে ভাবনা জাগালেই বান্দা হাজির। কি চাই? যাদুদণ্ডে অনেক আছে। সাতমহলা বাড়ী চাইতো?

লতা। কোথায় পাব?

ম্যাজিসিয়ান। যাদুদণ্ডে অনেক আছে। (দিবাকরকে) মুখ বুজে কেন— কি চাই?

দিবাকর। শান্তি চাই।

ম্যাজিসিয়ান। দুটি পথের মধ্যে কোন পথ খানি বে.. নিয়ে পা চালিয়ে হাঁটো।

দিবাকর। কোনদিকে যাব?

ম্যাজিসিয়ান। যে দিকে দুচোখ যায়।

দিবাকর। দু'চোখ যে দুই দিকে যায়।

ম্যাজিসিয়ান। কিগো মেয়ে, দুই চোখের মালিক!—চোখের রসি আলগা কেন? দুই চোখ যে দুই দিকে যায়। সাতমহলা বাড়ীর দিকে রাঙা-ভাঙা পথখানি দেখাও।

লতা। পথখানি কৈ? দেখছিনাতো?

ম্যাজিসিয়ান। যাদুকরের রঙিন আয়না—দুজন দুটি মুঠোয় ধর; ইচ্ছা সুখের ছায়া পড়বে, বুকের মধ্যে গোপন পাখি ডানা মেলে বাইরে আসবে। মুঠোর মধ্যে আয়না ধরো।

[দুজনের হাতে দুখানি কাল্পনিক আয়না দেয়। ওরা এমন ভাবে মুঠোয় নিয়ে দেখে যেন সত্যি কোন আয়না। ওদের চোখ বিস্ময়ে উজ্জল হয়ে ওঠে। তীক্ষ্ণ তাকিয়ে আয়নার ভিতরে কিছু খুঁজে খুঁজে দেখতে চেষ্টা করে।]

ম্যাজিসিয়ান। মুঠোর মধ্যে রঙিন আয়না? রঙিন কাঁচে কিসের ছায়া?

দিবাকর। দুটি চোখের দুটি মনি—দুই বাগানের দুইটি পাখি—উড়াল দিচ্ছে দুই আকাশে।

লতা। দুটি চোখের দুটি মনি—উড়ে বসছে একটি ডালে।

ম্যাজিসিয়ান। কেমন ডাল?

লতা। হীরামতি ফল ঝুলছে, চিকন চিকন পাতা যেন রূপোর ঝালর।

ম্যাজিসিয়ান। রূপোর ঝালর ঘণ্টা বাজায়?

লতা। ভীষণ জোরে ঘণ্টা বাজায়।

দিবাকর। শুনছিনা, শুনছিনা।

লতা। ঘণ্টা বাজছে, ভীষণ জোরে।

দিবাকর। (দারুণ কষ্টে অস্থির হয়ে) শুনছিনা, শুনছিনা।

ম্যাজিসিয়ান। একটু এগোও, ছুঁয়ে থাকো গাছের শাখা—শুনতে পাবে।

দিবাকর। দুটি চোখের দুটি মণি, দুদিক যাচ্ছে—দেখছিনা, দেখছিনা।

ম্যাজিসিয়ান। একটু এগোও।

দিবাকর। দুখানি পা দুদিকে যাচ্ছে—চলছিনা, চলছিনা।

ম্যাজিসিয়ান। দুহাত মেলে বাতাস ধর—উড়ে যাবে।

দিবাকর। দুখানি হাত দুদিকে যাচ্ছে—আঙুল কিছু ধরছেনা, ধরছেনা।

লতা। উড়াল দেয়া হাত দুখানা জুড়ে দিননা!

ম্যাজিসিয়ান। সবই প্রভুর ইচ্ছা মতোন, প্রভু পারেন।

দিবাকর। প্রভুর রাজ্য থেকে আমি নির্বাসিত।

ম্যাজিসিয়ান। কেন তুমি নিয়ম ভাঙলে?

দিবাকর। বশ্যতা কি নিয়ম নাকি? গা পুড়ে যায়, বুক পুড়ে যায়। জলের দামে আত্মা বিকোয়। পারছিনা, পারছিনা।

ম্যাজিসিয়ান। সুখের সাতটা মহল জুড়ে থাকতে গেলে, মানতে হবে।

দিবাকর। পারবনা, পারছিনা।

ম্যাজিসিয়ান। (এবার সহজ গদ্যে কথা বলে) এবার যদি নতুন ভাগ্যবিধাতা আসে, নতুন খবর নেয়? স্বপ্ন ফুরোয় না। এবার আরো বড় স্বপ্ন, এবার পাবে আরো অনেক বড় হীরে!

দুজনে। হীরে!

ম্যাজিসিয়ান। নানা রঙের আলো ঠিকরোচ্ছে—নানা বরণ সুখ উতল দিচ্ছে হীরের গায়ে।

লতা। কে দেবে এই হীরে?

ম্যাজিসিয়ান। ভাগ্যবিধাতা।

লতা। ভাগ্যবিধাতা যে তার বদলে অনেক চাইবে।

ম্যাজিসিয়ান। এবার দেবে যে অনেক বেশি। এবার ভাগ্যবিধাতা আর আগের মানুষ নয়গো, তোমাকে নিয়ে যাবে দেশান্তরে।

লতা। দেশান্তরে কেন? আমি কি একা থাকব? ওকি ফিরবেনা?

ম্যাজিসিয়ান। যখন ফিরবে তখন রাজার বেশ—সাতমহলা বাড়ি ছাড়া মানাবেইনা—সঙ্গে নিয়ে আসবে রাণীর মুকুট। এসব কি চাওনা নাকি?

দিবাকর। দেশান্তরে কি আছে?

ম্যাজিসিয়ান। ভাগ্যবিধাতা তোমাকে আরো বড় করে গড়ে দেবে। চিকিৎসকের নামের পাশে অর্জন করে আসবে অনেক খেতাব। চিকিৎসাইতো তোমার ধর্ম—তবে কেন আরো জ্ঞান নেবেনা? দীক্ষা চাইগো। রোগী নিয়ে কি সব ভাবছ—আরো বড় ভাবনা আছে। আগেতো নিজের গড়ন, মানুষ গড়া পরের কথা।

দিবাকর। নিজের ঘরে নিজেই যদি চাপা পড়ি, সাতমহলা বাড়ি যদি মাথায় পড়ে।

ম্যাজিসিয়ান। শক্ত ক'রে বাড়ি বানাও।

লতা। খিলানগুলো দেখেশুনে ভেবেই যাব।

ম্যাজিসিয়ান। এবার দুজন দুটি মুঠোর আয়না ছাখো—রঙিন কাঁচে কিসের ছায়া?

লতা। সাতমহলা বাড়ির ছায়া। ছাদের চূড়োর রাণীর মুকুট।

দিবাকর। দুটি দিকের দুটি চক্ষু—ধীরে ধীরে মিলে যাচ্ছে। দুখানি

পা মিলে গিয়ে হাঁটতে চাইছে, তুদিক থেকে তুখানি হাত ফিরে আসছে।

ম্যাজিসিয়ান। তাহলে ভাগ্যবিধাতার আসবার সময় হলো। তৈরী হয়ে নাও। তাকাও আয়নার দিকে, প্রভু আসছেন, ভাগ্যবিধাতা আসছেন।

[তুজনে আয়নার দিকে তাকায়। নিচের সংলাপ ওরা আয়নার দিকে তাকিয়ে বলবে।]

লতা। আসছে!

দিবাকর। আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন!

[ওদের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো কমতে থাকবে।]

লতা। খুব চেনা-চেনা লাগছে।

দিবাকর। এতো আমার সেই আগের প্রভু—দেখতে যে একই রকম।

ম্যাজিসিয়ান। সব ভাগ্যবিধাতা একরকম দেখতে—কেবল ক্ষমতার তফাৎ।

লতা। মুখে কি সুন্দর হাসি।

দিবাকর। আমাকে যেন কি বলতে চাইছে।

লতা। সঙ্গে তুজন কে, যেন তুটো প্রাণী? মানুষতো নয়।

ম্যাজিসিয়ান। মানুষ, বড় বাধ্য মানুষ।

দিবাকর। মানুষ তুটোর গলায় কি পরানো?

ম্যাজিসিয়ান। মালা, প্রভুর কৃপার মালা।

দিবাকর। ওদের প্রভু যেন কি খেতে দিচ্ছেন।

লতা। ওরা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে মহানন্দে খাচ্ছে।

ম্যাজিসিয়ান। প্রভুর দেয়া আহার, ভাগ্যবিধাতার প্রসাদ।

[আলো কমে কমে অন্ধকার]

ম্যাজিসিয়ান। (অন্ধকারের ভিতর থেকে) ঐ এলেন প্রভু! তাকাও; প্রভুর সাথে হেঁটে হেঁটে এগোও। দেশান্তরের পথিক হও; ঐ এলেন প্রভু!

[মঞ্চের একটা কোনে লাল আলোর মধ্যে প্রথম দৃশ্যের প্রভু। এবার মূল্যবান স্যুটে তার ঔজ্জ্বল্য ও ঐশ্বর্য অনেক বেশী লাগছে। এক হাতে একটি মূল্যবান স্টিক্ দোলাচ্ছেন, অন্যহাতে একটা কুকুর বাঁধা চামড়ার বগলশ। ওর পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে সেই প্রথম দৃশ্যের দুজন তরুণ। প্রভুর পায়ে পোষা কুকুরের মতো মুখে আলগোছে গাল ঘষছে। গলায় একটা করে চামড়ার বেল্ট মালার মতো। প্রভু একখানা বিস্কুট ধরে আছেন। ওরা মুখ উঁচু করে কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে। প্রভু অমায়িক হাসছেন।]

প্রভু। (মধুর হেসে) এসো।

দিবাকর। কোথায়?

প্রভু। দেশান্তর।

লতা। আপনার হাতে ওটা কি?

[প্রভু উত্তর না দিয়ে কেবল রহস্যময় হাসেন।]

দিবাকর। হাতে ওটা কি?

প্রভু। মৃতদেহ বেঁধে নেবার শেকল।

লতা। (সভয়) কার মৃতদেহ।

দিবাকর। মৃতদেহ দেখছিনা, কার মৃতদেহ?

[প্রভু উত্তর না দিয়ে রহস্যময় হাসেন।]

ম্যাজিসিয়ান। তোমার মৃতদেহ।

লতা। কি বলছেন?

দিবাকর। আমি মরব কেন? আমি বেঁচে আছি।

ম্যাজিসিয়ান। নতুন ক'রে বাঁচতে হলে, পুরনো মানুষটাকে মারতে হয়। যে সব ভুল ভ্রান্তি ছিল তাকে মেরে ফেলেই না প্রভুর কৃপা লাভ।

প্রভু। যাদুকর, তোমার শেষ খেলা দেখাও।

ম্যাজিসিয়ান। (প্রথম দৃশ্যের সেই তলোয়ার হঠাৎ বের করে) এতো মরণ নয় গো, মরার খেলা—আচার মাত্র।

দিবাকর। না, না—আমি মরবনা

লতা। সরিয়ে নিন, তলোয়ারটা সরিয়ে নিন।

প্রভু। তুমি সরে দাঁড়াও মা, সহ্য কর—এতো মরণ নয় গো, আচার মাত্র। পুরনো ভুল রক্ত নিয়ে চলতে কষ্ট হবে যে! (মাতুষ দুটোকে বিস্কুট এগিয়ে দেয়) না হয়, একটুকাল চোখ ঢেকে দাঁড়াও।

দিবাকর। না—আমি পালিয়ে যাব।

[সমস্ত ঘরে দিবাকর পিছু হটে হটে সরতে থাকে—বুকের কাছে ম্যাজিসিয়ানের তরবারি অনুসরণ করে। একবার মঞ্চটা গোলাকার ঘুরে দিবাকর চেঁচিয়ে ওঠে।]

দিবাকর। (চেঁচিয়ে) ভয়ংকর গোল চারদিকটা, আমি কোনদিক দিয়ে পালাব? সরিয়ে নিন, সরিয়ে নিন।

লতা। সরিয়ে নিন। (কান্নায় ভেঙে) সরিয়ে নিন।

[ম্যাজিসিয়ান তরবারি ওর বুকে বসিয়ে দেয়। দিবাকর চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ে প্রভুর পায়ের কাছে। আর্তনাদ তুলে লতা ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদে।]

প্রভু। কান্না কেন? ডার্লিং, উঠে এস। ও আসবে—নতুন রক্তে ভরাট হয়ে ও ঠিক আসবে। উঠে এস। ডার্লিং!

[প্রভু লতার হাত ধরে তোলে। ওর চোখ বিমূঢ়]

প্রভু। কাম অন্, ডার্লিং—কাম অন্!

[প্রভু লতার শিথিল হাত ধরে মঞ্চের বাইরে চলে যায়। পিছনে তরুণ দুজন এবং ম্যাজিসিয়ান। দ্রুত ব্যস্ত দুজন সাংবাদিক প্রবেশ করে।]

প্রথম। (দিবাকরকে দেখিয়ে) দেশান্তরে যাচ্ছে—ওর বিদায় কালের ছবিটা এস তুলে নি।

[দুজনে ছবি নেয়]

দ্বিতীয়। মরতে ও চায়নি।

প্রথম। মরতে বাধাও দেয়নি।

দ্বিতীয়। বাধা দেবার চেষ্টা করেছে।

প্রথম। কাতরতা বাধা দেয়া নয়।

দ্বিতীয়। ওর শক্তি আসছিল।

প্রথম। শক্তি আসার মুহূর্তেই মৃত্যু খড়্গ তোলে।

দ্বিতীয়। আর একবার, আর একবার ওর বাঁচার সুযোগ আছে।

প্রথম। এই শেষ, নিজের চেষ্টায় ওকে বাঁচতে হবে। এই শেষ

[দুজন মঞ্চের দুই প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ায়।]

প্রথম। (স্বগতোক্তির মতো) এই মৃত্যু আমাদের চেনা।

দ্বিতীয়। উদ্ধার সম্ভব।

প্রথম। প্রলোভন থেকে প্রলোভন, পতন থেকে পতন।

দ্বিতীয়। মৃত্যু থেকে, জাগরণ, জাগরণ থেকে জাগরণ।

প্রথম। পতন থেকে পতন, মৃত্যু থেকে মৃত্যু।

দ্বিতীয়। উদ্ধার সম্ভব, উদ্ধার সম্ভব।

[ওরা নীরবে দু প্রান্ত দিয়ে চলে যায়।]

পর্দা

তৃতীয় দৃশ্য

[এই দৃশ্যের ক্রিয়াকাণ্ড অনুযায়ী পরিচালক মঞ্চের আভ্যন্তর পরিকল্পনা করবেন। নিছক প্রয়োজনীয় আসবাব এবং অন্যান্য উপকরণের নির্দেশ নাটকের ভিতরে আছে। কেবল মঞ্চের যেকোনো স্থানে একটা বড় ঘড়ি থাকবে। যাতে দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি, এটা দর্শকদের চোখে পড়ে। ঘড়িটা ওভাবেই সময় নির্দেশ করে দীর্ঘকাল থাকবে। সূচনায় একটি সমৃদ্ধ কক্ষে দিবাকর ও লতা দুই প্রান্তে বসে আছে। দুজনেই নিজেদের মধ্যে অবলুপ্ত। এমনভাবে সংলাপ শুরু হবে—যেন কেউ কাউকে শোনাতে চাইছেনা, নিজেকেই বলছে। লতা একটা ছোট উলের রঙিন জামা বুনছে।]

দিবাকর। খোকা, ফিরেছে ?

লতা। (যেন শুনতে পায়নি) খোকা ফিরেছে ?

দুজনে। (একটু চেঁচিয়ে) খোকা ফিরেছে ?

[দিবাকর চুরুট টানছে, লতা উল বুনছে। কেউ কারুর দিকে না তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে নিমগ্ন। এমত অবস্থায় মুহূর্তকাল চুপচাপ। বাইরে একটা গাড়ি থামার শব্দ। হর্ণ বাজে]

দিবাকর। খোকা ফিরল।

লতা। খোকাতো গাড়ি নিয়ে বেরোয়নি।

দিবাকর। পাশের বাড়িতে কেউ ফিরল।

লতা। আমাদের পাশেতো কোন বাড়ি নেই।

দিবাকর। কেউ পাশের পার্কে এল।

লতা। পার্ক কোথায় দেখলে ?

দিবাকর। না, কেউ গাড়িটা পার্ক করল।

লতা। কোথায় ?

দিবাকর। আমাদের পাশের বাড়িতে।

লতা। আমাদের পাশেতো কোন বাড়ি নেই।

দিবাকর। কেউ পাশের পার্কে এল।

লতা। পার্ক কোথায় দেখলে ?

দিবাকর। না কেউ গাড়িটা পার্ক করল।

লতা। কোথায় ?

দিবাকর। খোকা কোথায় কি করে বলব ?

লতা। খোকার জামাটা হয়ে এসেছে।

দিবাকর। এসেছে ? কোথায় ?

লতা। আর একটু বাকি।

দিবাকর। আর কত বাকি, কতদিন হয়ে গেল !

লতা। এইতো আর একটু !

দিবাকর। আর কত ? খোকাটা এরকম হোল কেন ?

লতা। যেমন করে বুনেছি সেরকম তো হবে।

দিবাকর। (এই প্রথম তাকাল) ওতো কেবল বলে, তোমার জামাটা গায়ে লাগছেই না।

লতা। (এই প্রথম তাকিয়ে) আসলে তুমি এমন একটা রঙ বেছে এনেছ, ওটাই ওর অপছন্দ।

দিবাকর। মাপ নিয়ে বুনতে হয়।

লতা। মন বুঝে রঙ খুঁজতে হয়।

দিবাকর। খোকার মাপ কত জান ?

লতা। দুফুট তিন ইঞ্চি।

দিবাকর। পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি।

লতা। তুমি যে দুফুট তিন ইঞ্চি খোকার জন্য লাল রঙের জুতো আনলে ?

দিবাকর। সেতো ছোট খোকার ?

লতা। আমাদের কটা খোকা ?

দিবাকর। ও ! কে যেন বলল, দুজন।

লতা। দুফুট তিন ইঞ্চি। (ছোট উলের জামাটা তুলে দেখে। মুখে প্রসন্নতা) ছোট্ট জামা কত মিষ্টি বলো !

দিবাকর। খোকা মিষ্টি ভালোবাসেনা।

[দুজনে আবার আত্মস্থ।]

লতা। খোকা ফিরতে ভালোবাসে না।

দিবাকর। কতদিন হোল—খোকা কি ফিরবে ?

লতা। খোকা ফিরতে ভালোবাসে না।

দিবাকর। খোকা আমাদের ভালোবাসে না।

লতা। খোকা আমাদের ভালোবাসে না।

দিবাকর। খোকা ফিরতে ভালোবাসে না।

লতা। খোকা ফিরেছে ?

দিবাকর। খোকা ফিরেছে ?

দুজনে। (একসঙ্গে, একটু চেঁচিয়ে) খোকা ফিরেছে ? খোকা ! খোকা !

[ফোন বেজে ওঠে। শব্দ করে বাজতে থাকে। দিবাকর ফোনের কাছে যায়। ফোনটা তোলে।]

দিবাকর। খবর পেলেন? কতদিন তো হোল—খোকা কি ফিরবে না?

[লতা কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।]

লতা। (ফোন ছাড়াই বলে) কতদিনতো হোল—খোকা কি ফিরবে না?

[দিবাকর ফোন রেখে দেয়]

দিবাকর। (টেবিলে একটা প্যাকেট দেখিয়ে) ওর জন্য নতুন একটা নরম বালিশ এনেছি, বিছানায় পেতে রাখো—এসে দেখেই বেশ খুশি হবে।

[লতা প্যাকেটটা খোলে। একটা বাচ্চা ছেলের মাপে খুব ছোট্ট বালিশ।]

লতা। (বেশ খুশি) সত্যি এই রঙটা ওর ঠিক পছন্দ হবে। (হঠাৎ কি মনে করে) এই যা! ওর প্যান্টটাতো লণ্ড্রি পাঠানো হোল না। সেই থেকে এখানে ফেলে রেখেছি। (একটা বয়স্ক ছেলের প্যান্ট মেঝে থেকে তুলে ধরে) এটা এক্ষুনি পাঠিয়ে দিতে হবে! যা জেদি ছেলেনা তোমার, অন্যটা হলে চলবে না—এটা পরেই ওর কলেজ যাওয়া চাই!

দিবাকর। বালিশটা বড় সুন্দর হয়েছে, তাই না?

লতা। ছোট্ট মাথাটা দিয়ে ঘুমোলে আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে দেখব! যাবে?

দিবাকর। ওর ঘরে ঢুকলে যদি পায়ের শব্দে জেগে ওঠে, জানলা দিয়ে লুকিয়ে তাকাব।

লতা। ঠিক বলেছ। দাঁড়াও প্যান্টটা লণ্ড্রিতে দেবার বন্দোবস্ত করে আসি।

[লতা চলে যায়। দুজন ব্যস্ত সাংবাদিক প্রবেশ করে। দিবাকরের ছবি নেয়।]

দিবাকর। আপনারা ?

প্রথম । সাংবাদিক।

দ্বিতীয়। আপনার ছেলের জন্মদিনে আপনার ছবি নিতে এসেছি।

দিবাকর। বরঞ্চ খোকার ছবিটাই ওর জন্মদিনে নেয়া ভালো দেখায়।

প্রথম। খোকা কোথায় ?

দিবাকর। খোকার জন্যইতো বসে আছি।

দ্বিতীয়। খোকা কোথায় ?

দিবাকর। (বিষণ্ণ) হয়ত খোকা আর ফিরবে না! জানতাম, ও ফিরবেনা!

প্রথম। খোকা কোথায় গেল ?

দিবাকর। জানিনা—তবে আমাদের কাছ থেকে দূরে, অনেক দূরে।

দ্বিতীয়। কতদিন হলো, ও চলে গেছে ?

দিবাকর। জানি না—একটু একটু করে কখন চলে গেছে। একটু একটু করে রঙ উঠে যেতে যেতে শাদা কাগজটা ফেলে রেখে যেমন একটা ছবি পালিয়ে যায় তেমনি।

প্রথম। বাধা দেননি কেন ?

দিবাকর। উপায় ছিলনা—উঠোন ছেড়ে যখন রোদটা একটু একটু করে সরে যায়, সেকি বেঁধে ধরে রাখা যায়!

দ্বিতীয়। কেন পালাল ?

দিবাকর। জানিনা, বোঁটা থেকে ফুল কেন পাপড়ি আলগা করে উড়াল দেয়, জানিনা।

প্রথম। কিন্তু আপনারাই দায়ী।

দ্বিতীয়। আপনাদের রক্তে ওর জন্ম—সেই রক্ত ওর পছন্দ নয়।

প্রথম। সেই অপরিষ্কার রক্ত ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন করার লোভে হয়ত কোথাও দূরে পালিয়েছে।

দিবাকর। আমার রক্ত আমি দেখতে পাইনা, কোথাও কেটে না গেলে দেখতে পাইনা!

দ্বিতীয়। কোথাও ক্ষত নেই আপনার ?

দিবাকর। আছে, আছে, বিশাল ক্ষত? চুপ। লতা শুনতে পাবে! আমরা কাউকে বলিনা—ভীষণ দুরারোগ্য ক্ষত আমরা লুকিয়ে রাখি—বলিনা।

প্রথম। সেই ক্ষতস্থান দেখান, আমরা তার ছবি নেব। (দ্বিতীয় কে) রেডি?

দ্বিতীয়। (ক্যামেরা প্রস্তুত করে) রেডি।

প্রথম। ক্ষতস্থান দেখান—তার ভেতর থেকে গড়ানো রক্তের ছবি নেব।

দ্বিতীয়। ওর রঙ কেমন, কি তার ভাষা—সব সংবাদ চাই আমাদের। দেখান।

দিবাকর। (বুক চেপে ধরে চিৎকার ক'রে) না।

প্রথম। দেখান।

দিবাকর। (বুক চেপে পিছোতে পিছোতে) না। আমি একজন ভদ্রলোক, একজন প্রতিষ্ঠিত লোক—আমাকে এভাবে নগ্ন হতে বলবেন না। আমার বুক মোটা কাপড়ে জড়িয়ে ঢাকা—দয়া করে খুলতে বলবেনা। রক্তের মতো নগ্ন, উলঙ্গ কিছু নেই। আপনারা ছবি নেবেননা। দয়া করে যেমন আছি, তেমনি থাকতে দিন। আমাকে বাঁচান।

দ্বিতীয়। আপনার ঐ ক্ষতস্থানের মলিন রক্তের দুর্গন্ধে আপনার খোকা পালিয়েছে।

প্রথম। ওকে ঘরছাড়া করতে বাধ্য করেছেন।

দ্বিতীয়। আপনি অপরাধী।

প্রথম। আপনি ঘাতক।

দিবাকর। (বিপর্যস্ত) না, না বিশ্বাস করুন—বুকের এখানটায় দুবার ভয়ানক জোরে একটা অস্ত্র আমি ঢুকিয়ে দিয়েছি—বিকট ঘা হয়ে আছে, পৃথিবীতে এত রৌদ্র, সেই ভেজা গলিত ক্ষত কিছুতেই শুকোচ্ছেনা, আমি কি করব! আমি লুকিয়ে রাখি, লতা লুকিয়ে রাখে—খোকা দেখতে পায়নি, ও জানেনা।

দ্বিতীয়। জানে। সমস্ত ঘরে ঐ গলিত ক্ষতের দুর্গন্ধ !

প্রথম। ঘরের বাতাসে ফোটা ফোটা রক্ত ঝুলে আছে।

দ্বিতীয়। আপনার ব্যাধিগ্রস্ত আঙুলে ওকে জড়িয়ে আদর করেছেন।

প্রথম। আপনার নিজের পৃথিবীতে ওকে জোর করে টেনে আনতে চেয়েছেন।

দ্বিতীয়। ওর সমস্ত শরীরে নিষ্ঠুর দড়ি দিয়ে বেঁধে টানার অসংখ্য দাগ আছে।

দিবাকর। কিন্তু ও তো নিজের পথেই হাঁটছে।

প্রথম। আপনার দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে তবে হাঁটছে। কিন্তু বেঁধে রাখার কাটা দাগগুলো ওকে দীর্ঘ দিন কষ্টে পাগল করে তুলেছে।

দ্বিতীয়। ও যখন ঘুমিয়েছে—আপনি আর আপনার স্ত্রী ওর আত্মা নিলাম ডেকে বাঁচতে চেয়েছেন।

প্রথম। ভীষণ হাতুরীর শব্দে ওর বারবার ঘুম ভেঙে যেত।

দ্বিতীয়। দর কষাকষির শব্দে ওর কান বধির হয়ে আসছিল।

দিবাকর। কিন্তু সেতো ওর উন্নতির জন্য, মঙ্গলের জন্য। সেকি পাপ ?

প্রথম। আপনার মঙ্গল, ওর মঙ্গল নয়।

দিবাকর। কিন্তু ও আমার সন্তান—আমার রক্ত, ওর রক্ত।

দ্বিতীয়। ওর বুকের দোলার সঙ্গে আপনার রক্তের মিল নেই।

প্রথম। আপনার রক্ত গলিত গন্ধের মতো বাতাসে ঝুলছে।

দ্বিতীয়। আপনার রক্তে সমস্ত ঘর দুর্গন্ধ।

প্রথম। আপনি আর কোনক্রমে এখন ওর পিতা নন।

দিবাকর। কি বলছেন আপনারা।—খোকা আমার ছেলে, আমার !

দ্বিতীয়। আপনি আপনার ছেলেকে চেনেন না।

দিবাকর। চিনি। আমার কাছে এনে দাঁড় করান, আমি দেখা মাত্র চিনব।

প্রথম। দৃষ্টি শক্তি দিয়ে চেনা যায় না।

দ্বিতীয়। আপনার কাছে থাকতে চাইলেই, ও আপনার ছেলে। ও থাকেনি কেন?

দিবাকর। (অন্যমন) জানিনা। কিন্তু ও চলে গেছে বলে আমার কষ্ট হয়—ভীষণ কষ্ট। ঘড়ির কাঁটায় এক একটা মিনিট এগুচ্ছে, আর আমার ভিতরটা যেন ওর জন্য কাঁপছে। সময়টা যেন আমাকে কামড়ে দাঁত ফুটিয়ে ঘড়ির কাঁটায় লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। আমার বুকের মধ্যে ঘড়ির কাঁটাটা ফুটে গিয়ে টিক টিক শব্দ করছে…মুঠোর মধ্যে, আঙুলে, হাড়ের ভিতর, শিরা কেটে ভিতরে ঢুকে, চোখের মণির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘড়ির কাঁটাটা টিকটিক শব্দ করছে। খোকা না এলে, এই সময়, সময়ের ধারালো দাঁতে আমি ছিঁড়ে যাব। আমি ওকে ভালোবাসি, ওর মায়ের মতো ভালোবাসি।

প্রথম: ভালোবাসলে খোকা ফিরবে।

দিবাকর। ফিরবে!

প্রথম! ভালোবাসা ভুল না হলে ফিরবে।

দ্বিতীয়। ভালোবাসা সংস্কার না হলে ফিরবে।

প্রথম। ভালোবাসা অভ্যাস না হলে ফিরবে।

দ্বিতীয়। ভালোবাসা ভুল আবেগ না হলে ফিরবে।

দিবাকর। (উত্তেজিত) কখন? কখন ফিরবে খোকা?

দ্বিতীয়। কিন্তু আপনার চোখ ক্লান্ত!

প্রথম। আপনি নুয়ে পড়ছেন।

দিবাকর। খোকাকে দেখে যেতে পারব?

দ্বিতীয়। তাহলে আপনি জানেন, মৃত্যু আসছে।

দিবাকর। না, আমি জানতে চাই না।

প্রথম। কিন্তু মৃত্যু আসতে চায়, চাইছে।

দ্বিতীয়। উদ্ধার সম্ভব।

প্রথম। এই সেই তৃতীয় মৃত্যু, নিজেকে বাঁচাতে হবে—আর সুযোগ নেই—শেষ বাঁচা।

দ্বিতীয়। উদ্ধার সম্ভব।

[ওরা দুজন মঞ্চের সম্মুখ ভাগে আসে।]

প্রথম। মৃত্যু প্রস্তুত।

দ্বিতীয়। উদ্ধার সম্ভব।

প্রথম। এই মৃত্যুর নাম, বিনাশ।

দ্বিতীয়। উদ্ধার সম্ভব।

[দুজন দুইপ্রান্ত দিয়ে মৌনভাবে মঞ্চের সম্মুখ ভাগ থেকে চলে যায়।]

দিবাকর। খোকা, লতা!—সবাই টের পেয়ে গেছে, (সেই প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যের তরুণ ছেলে দুটি প্রবেশ করে। ছিম্‌ছাম্ প্যাণ্ট সার্টে বেশ মার্জিত দর্শন। ওদের হাতে স্ট্রেথস্ কোপ।)

প্রথম। স্যার কাল আপনাকে রিসেপসন দেয়া হবে, মনে করিয়ে দিতে এলাম।

দিবাকর। মনে আছে। আজ হলে ভালো হোত—কালকে···কালকে কোথায় থাকব!

দ্বিতীয়। কালকে ও সময়টায় কোন কাজ রাখবেন না।

প্রথম। স্যার, আপনার অ্যাডভাইসে সেই কমপ্লেক্স কেসটায় চমৎকার ফল পেয়েছি স্যার।

দিবাকর। থ্যাঙ্কিউ।

দ্বিতীয়। স্যার, আমার সেই ফরেণ ট্রেনিং-এর ব্যাপারটা···আপনাকে বিরক্ত করছি, স্যার। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি, আপনি স্যার একটু রেকমেণ্ড করলেই—

দিবাকর। মনে আছে।

প্রথম। আমি স্যার, পাসপোর্ট পেয়ে গেছি। ওখানকার হসপিটালে ডেট্ জানিয়ে দিয়েছি।

দিবাকর। উইস ইওর সাকসেস।

প্রথম। আপনার পায়ের ধূলোতেই স্যার হোল, আপনার আশীর্বাদেই সব হবে।

দিবাকর। তোমরা ডিউটি থেকে বাড়ি ফিরছিলে ?

দ্বিতীয়। ঠিক আছে, আপনাকে আর ডিসটার্ব কোরবনা—আমরা যাচ্ছি।

প্রথম। কালকের ব্যাপারটা যেন ভুলবেননা, স্যার—আমরা এসে আপনাকে নিয়ে যাব।

দিবাকর। (অনমনস্ক ভাবে) কাল ? কোথায় আসবে ! আচ্ছা—এসো একবার।

দ্বিতীয়। তাহলে চলি, স্যার।

[দুজনে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। দিবাকর ওদের মাথায় হাত রাখে। দৃষ্টি অন্যমনস্ক—যেন বহুদূরে কিছু দেখছে। ওরা চলে যায়। ঘরের আলো রহস্যময় হয়ে ওঠে। কেমন স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো দিবাকর ফোনটা তোলে, ডায়াল না করেই কানের কাছে তোলে। কিছু শুনতে পায়, মুখটা ভয়ার্ত হয়ে ওঠে। শুনতে থাকে। হঠাৎ চেঁচিয়ে ডাকে—'লতা ! লতা ! লতা প্রায় ছুটে আসে।]

লতা। কি হোল !

[আস্তে আস্তে দিবাকর ফোনটা রাখে। নিঃশব্দে এসে চেয়ারে বসে।]

লতা। কি হোল বলনা ?

[হঠাৎ ব্যস্ত ভাবে ফোনটার কাছে দিবাকর দৌড়ে আসে। ডায়াল করে। লতা বিমূঢ়ের মত ওকে লক্ষ্য করে।]

দিবাকর। (ফোনটা তুলে) হ্যালো, পুলিশ স্টেশন ! না-না দেরী করা সম্ভব নয়, যে কোন অফিসারকে ডেকে দিন। হ্যালো, হ্যালো···শুনতে পাচ্ছেন···কি আশ্চর্য ! লাইনট কেটে গেল কি করে !

লতা। কি হয়েছে বলোনা ? এরকম পাগলের মতো কোরছ কেন ? খোকা···

[দিবাকর হাত তুলে ওকে থামতে বলে। আবার ডায়াল করে।]

দিবাকর। (ফোনটা তুলে) হ্যালো, পুলিশ স্টেশন? হ্যাঁ, শুনুন, ভয়ানক জরুরী—শুনছেন? কি আশ্চর্য। আবার লাইনটা কেটে গেল। বুঝলে লতা, কেউ টের পেয়েছে, আমি ফোন করছি···কিন্তু আমাকে খবরটা দিতেই হবে।

[ফোনটা রেখে ভাবতে থাকে। হঠাৎ ফোনটা বেজে ওঠে। দ্রুত ধরে দিবাকর।]

দিবকার। হ্যালো, হ্যাঁ—আমি, ডঃ দিবাকর রায় বলছি। কিন্তু কেন? আমাকে থানায় জানাতেই হবে; এটা, এটা একটা স্যোসাল রেসপন্‌সিবিলিটি, আমাকে নিষেধ করবেন না। কি আশ্চর্য। আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন? কিন্তু···কিন্তু···আচ্ছা ঠিক আছে। আমি ভাবছি। (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) কিন্তু আর যে সময় নেই! ঠিক আছে, আপাতত রেখে দিচ্ছি!

[ফোনটা রেখে দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে মুহূর্তকাল কিছু ভাবে। চকিতে ঘড়িটার দিকে তাকায়]

দিবাকর। সর্বনাশ! আর মোটে পাঁচ মিনিট বাকি দশটা বাজতে!

লতা। কি হয়েছে বলবে তো।

দিবাকর। লতা, ঠিক দশটা বাজলেই একটা খুন হবে।

লতা। খুন হবে?

দিবাকর। হ্যাঁ, আমি একটা দরকারে ফোনটা তুলতেই ফোনের ভিতর দুদিক থেকে কতগুলো রহস্যময় কথা চলছে শুনলাম। একটা খুনের ব্যাপার নিয়ে কথা হচ্ছিল। খুনটা হবে আজ, ঠিক দশটায়।

লতা। কে? কে খুন হবে?

দিবাকর। চিনি না।

লতা। চেনো না—তুমি তার কি করতে পার?

দিবাকর। শুনে ফেলেছি—আমার একটা দায়িত্ব নেই? থানায় খবর দেয়া দরকার।

লতা। থানায়তো ফোন করছিলে।

দিবাকর। যতবার ফোন করছি, ততবার কে লাইনটা কেটে দিচ্ছে।

লতা। গাড়িটা নিয়ে থানায় চলে যাও। কাছেইতো।

দিবাকর। ঠিক দশটায় খুন হবে। মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি।

লতা। চল, আমরা পাঁচ মিনিটে পৌঁছে যেতে পারব।

দিবাকর। কিন্তু ওদের বেরুতে বেরুতে সময় পেরিয়ে যাবে। কোন লাভ নেই! তাছাড়া এইমাত্র এসব ব্যাপার নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে আমাকে কে যেন নিষেধ করল—আমাকে ভয় দেখাল। (বসে পড়ে) আশ্চর্য! আমরা জানি, একটা খুন হতে চলেছে, অথচ আমরা কিছু করতে পারছি না। এত খারাপ লাগছে!

লতা। বড়দাকে একটা ফোন করব?

দিবাকর। কোন লাভ নেই। সময় নেই।

লতা। কোথায়? খুনটা হবে কোথায়?

দিবাকর। বাড়িটা লাল রঙের।

লতা। কোন রাস্তায়?

দিবাকর। ওরা বলেনি, তবে বাড়িটার পাশে একটা ভাঙা রেলওয়ে ব্রিজ আছে।

লতা। (ভীত ও ব্যাগ্র গলায়) আর?

দিবাকর। বাড়ির সামনে একটা গ্যাসপোস্ট।

লতা। আমাদের বাড়ির সামনেইতো একটা গ্যাসপোস্ট আছে।

দিবাকর। (ভীত) আমাদের বাড়ির রঙ?

লতা। লাল। জানলা দিয়ে ভাঙা ব্রিজটা দেখা যায়। বাড়িটার কোন তলায় খুন হবে?

দিবাকর। চারতলায়।

লতা। (ভয়ে ভেঙে পড়ে) আমরা চারতলায় রয়েছি। চারতলা কোন ঘরে?

দিবাকর। বলল মাঝের ঘরে।

লতা। তাহলে···তাহলে কে খুন হচ্ছে?

দিবাকর। একজন প্রৌঢ়।

লতা। (দিবাকরকে দেখে, প্রায় অবসন্ন গলায়) না, না হতে পারেনা।

দিবাকর। জামাটা খুলে দেখ, সেই লোকটির পিঠে একটা লাল জড়ুল আছে।

লতা। না তুমি জামাটা খুলবেনা। জামা খুলবেনা তুমি।

[লতা কান্নায় ভেঙে পড়ে]

দিবাকর। (বিষণ্ণ হেসে) আর কিছু করার নেই, লতা। উদ্ধার নেই— অসম্ভব।

লতা। (মুখটা তুলে) চল, এক্ষুনি আমরা এখান থেকে পালাই।

দিবাকর। কোথায়?

লতা। যে কোনো কোথাও। চল, এখান থেকে চল, এখান থেকে চল, এক্ষুণি। আর সময় নেই; চল, চল!

দিবাকর। আর সময় নেই, লতা।

লতা। আছে, আছে তুমি চ-লো। (দিবাকরের হাত ধরে টেনে) চ-লো।

[ফোনটা বেজে ওঠে। দিবাকর বিপর্যস্ত ভাবে ফোনট ধরে। শুনতে থাকে। শব্দ করে রেখে দেয়।]

দিবাকর। লতা আমাদের আর বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়।

লতা। কেন?

দিবাকর। ওরা এই বাড়িতেই আছে। আমাদের উপর লক্ষ্য রাখছে। বাইরে বেরুতে গেলেও নিস্তার নেই। লোকটা ক্রমশ এই ঘরের দিকে এগুচ্ছে।

[ঘরের আলোটা কিছু কমে আসে।]

লতা। আমার ভয় করছে। আমরা কোথায় যাব।

দিবাকর। লতা, তুমি এ-ঘর থেকে চলে যাও। তুমি সহ্য করতে পারবেনা, তুমি ভিতরে যাও।

লতা। না, আমি যাব না।

দিবাকর। আর সময় নেই, তুমি যাও। আমি, আমি একটা পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। লতা, আমার সমস্ত শরীরটা যেন একটা শেষ আঘাতের জন্ত অপেক্ষা করছে। আমার ভয় কমে যাচ্ছে। যেন একটা পাওনা হাত পেতে নিতে যাচ্ছি। আমার নিস্তার নেই। তুমি যাও।

লতা। না; আমরা দুজনে থাকব।

দিবকার। আর খোকা।

লতা। আমাদের ভাগ্য, খোকা আমাদের কাছে নেই।

দিবাকর। খোকাকে আমার অনেক কিছু বলার ছিল। তুমি বলে দিও।

লতা। তুমি না থাকলে, আমি থাকব ভেবেছ!

দিবাকর। খোকা আছে, তোমাকে থাকতে হবে।

লতা। চারদিকটা কেমন অন্ধকার লাগছে।

দিবাকর। (কান পেতে শুনে) একটা পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছ?

লতা। আমি শুনতে চাইনা।

দিবাকর। এই অন্ধকার আমি চিনি, লতা। দুঃস্বপ্নের মধ্যে একটা ভয়ংকর ফাঁসের মতো এই অন্ধকার গলা জড়িয়ে ধরে শ্বাসরোধ করে আনে। এই অন্ধকার মুঠো করে ধরা যায়, হাতের রেখাগুলো ছারখার করে তখন পোড়াতে থাকে, চোখের মণিতে লেগে দৃষ্টি ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়—এই অন্ধকার হাতে পায়ে নিঃশ্বাসে জড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবার ভয় হয়।

[দিবাকরের কথার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার বাড়তে থাকে]

লতা। (প্রায় চিৎকার ক'রে) কি অন্ধকার! আমি তোমাকে ভালো ক'রে দেখতে পাচ্ছিনা।

দিবাকর। কিন্তু অন্ধকারে পায়ের শব্দ শোনা যায়, আমি পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

লতা। খোকা। খোকা এলে আমি কি বলব?

দিবাকর। খোকা বুঝবে। সব বুঝবে।

লতা। কিন্তু আমি যে কিছু বুঝবনা।

দিবাকর। খোকা বোঝাবে।

লতা। আমি সব কিছু বুঝতে পারিনা, চাইনা।

[কড়া নড়ে ওঠে। দুজনে চমকে ওদিকে তাকায়।]

লতা। চুপ করো, আমি দরজা বন্ধ করে দেব।

দিবাকর। আমরা আগে থেকে বন্ধ রাখতে ভুলে গেছি। দরজার দিকে এগুলেই হয়ত আরো রেগে ওরা তোমাকেও রেহাই দেবেনা।

লতা। তাহলেও আমি দরজা বন্ধ করতে যাব।

[লতা দরজার দিকে সাবধানে এগোতেই দরজাটা খুলে যায়। কাউকে দেখা যায়না। লতা পিছিয়ে গিয়ে দিবাকরকে আড়াল করে দাঁড়ায়। দরজা দিয়ে একটা বন্দুকের নল কেবল একটু একটু করে ঘরে ঢুকে স্থির হয়ে থাকে। ভয়ানক স্তব্ধতা।]

নেপথ্য কণ্ঠ। আপনারা সরে দাঁড়ান। হাত তুলে দুদিকে সরে যান।

দিবাকর। (নিজে হাত তোলে) লতা, সরে দাঁড়াও।

লতা। (আকুল কণ্ঠে) না, আমি সরবনা।

নেপথ্য কণ্ঠ। শেষবার বলছি, সরে দাঁড়ান।

দিবাকর। (আদেশের গলায়) লতা। বলছি, সরে দাঁড়াও। আমার শেষ অনুরোধ, সরে দাঁড়াও।

[দিবাকর লতাকে প্রায় জোর ক'রে পিছন ঠেলে সামনের দিকে আসে। লতা বসে পড়ে প্রচণ্ড কেঁদে ওঠে। দিবাকরের মুখটা শক্ত হয়ে ওঠে।]

দিবাকর। আমি প্রস্তুত।

নেপথ্য কণ্ঠ। আমিও প্রস্তুত। কোন শেষ বাসনা আছে?

দিবাকর। খোকা, একবার খোকাকে দেখতে চাই।

[বন্দুক ওদের দিকে নির্দেশ ক'রে একজন তরুণ ছেলে ঘরে ঢোকে। চরিত্রটিকে পূর্বে দেখা যায়নি। ওর মুখ গম্ভীর। ধীর পায়ে এগোয়। দিবাকর এবং লতা মুহূর্তকাল বিমূঢ়ের মতো ওর দিকে তাকিয়ে থাকে]

লতা। খোকা! দেখছ, আমাদের খোকা!

দিবাকর। ওর ইচ্ছায় আমি বাধা দেবনা।

লতা। খোকা, বন্দুকটা সরিয়ে নে খোকা, খোকা, খোকা!

খোকা। কেউ একপাও নড়বেনা!

লতা। তুই আমাদের ছেলে খোকা, আমি তোর মা, (দিবাকরকে দেখিয়ে) তোর বাবা। কি হয়েছে তোর? এরকম করছিস কেন? কি করেছি আমরা—কি হয়েছে তোর বল?

খোকা। ক্ষিধে পেয়েছে।

লতা। ক্ষিদে পেয়েছে?

খোকা। দশটায় খেয়ে বেরিয়েছি, ক্ষিধে পেয়েছে। খেতে দাও (বলেই হো হো করে হেসে ওঠে। বন্দুকটা চেয়ারের উপর রেখে দেয়।) দুজন বুড়ো বুড়ি, এত ভীতু না তোমরা! আমার হাতে বন্দুক দেখলেও এত ভয়।

দিবাকর। কোথায় পেলি বন্দুক?

লতা। এরকম কেউ ভয় দেখায়, হতচ্ছাড়া ছেলে!

দিবাকর। বন্দুক কোথায় পেলে?

খোকা। রাজেন কাকাকে লাইসেন্স রিনিউ করতে দিয়েছিলে না, উনি আসছিলেন, আমার সঙ্গে দেখা হতে দিয়ে দিলেন। পরে আসবেন। ভাবলুম বন্দুকটা নিয়ে মজা করি। এতটা ভয় পাবে ভাবিনি।

লতা। যাক্‌গে, কি ফাঁড়াটাই না কেটেছে!

[দিবাকর ঘড়িটার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। খোকাও ওদিকে তাকায়। লতাও।]

লতা। দশটা বাজতে এখনো যে বাকি আছে। (সভয়) দেখেছ, এখনো দশটা বাজেনি।

খোকা। (নিজের ঘড়িটা দেখে) দশটা কাল বাজবে। একটা অচল ঘড়ি ঘরে টাঙিয়ে রাখলে ঐ হয়। এখন পুরো সাড়ে দশটা।

দিবাকর। সাড়ে দশ!

লতা। তোর ঘড়ি ঠিক চলছে?

খোকা। একদম ঠিক।

[এগিয়ে গিয়ে ঘড়িটা মিলিয়ে চালিয়ে দেয়।]

লতা। আর কোন ভয় নেই।

খোকা। কিসের ভয়?

দিবাকর। ঘড়িটা বন্ধ ছিল বলে—মানে, তুই কি কোন ফোন করেছিলি?

খোকা। না।

লতা। মজা করার জন্য নিশ্চয়ই ফোনে ভয় দেখাচ্ছিলি?

খোকা। না না, কোথায় ফোন করলুম।

দিবাকর। দশটা বেজেছে। লতা, ওকে খেতে দাও। বন্ধ ঘড়িটাকে আমরা আর বিশ্বাস করব না।

লতা। এবার থেকে খোকার ঘড়িটার সঙ্গে রোজ মিলিয়ে চালিও তো। এখন এত ভালো লাগছে! তোমার?

দিবাকর। খোকাও ফিরল।

খোকা। এমন ভাবে কথা বলছ, যেন আমি দশ বছর পরে বাড়ি ফিরলাম। এক এক সময় তোমরা এমন কর। কলেজেও কি যাবনা। তোমাদের তো বলেই গেলুম। কলেজ থেকে ফিরে আমাদের একটা মিটিং আছে—ওসব চুকিয়ে ফিরব।

দিবাকর। মিটিং-এর কথা তুমি আমাকে বলোনি।

খোকা। তুমি একঘন্টা ধরে আমাকে উপদেশ দিয়ে কলেজটা লেট করাবে বলেই বলিনি।

দিবাকর। এবার থেকে বোলো, লেট হবেনা।

খোকা। বেশ লিবারাল হয়ে পড়ছ কিন্তু, বাবা।

লতা। নাও আর কোন তর্ক নয়, সোজা হাত মুখ ধুয়ে নাও গিয়ে। এক্ষুনি খেয়ে নেবে। বাইরে কিছু খেলেইতো পারতিস। দেখেছ, মুখটা শুকিয়ে কতটুকু হয়ে গেছে।

দিবাকর। খায়নি কি আর—চা কফির সমুদ্দুর গিলে ফিরছে। হ্যাঁ শোনো—ঐ মেয়েটির যেন কি নাম?

লতা। মিনু, (ছেলের দিকে সকৌতুক হেসে) কিরে মিনুতো?

দিবাকর। এক্ষুনি ফোন করে দাও। কাল ঘুম ভেঙে উঠলেই চলে আসবে।

খোকা। কোথায়?

দিবাকর। এ-বাড়িতে। এখানে খাবে।

খোকা। হঠাৎ!

দিবাকর। কাল আমার জন্মদিন।

খোকা। হ্যাঁ! তোমার জন্মদিন যেন আমি জানিনা।

দিবাকর। ঐ একটা উপলক্ষ ভাবা গেল আরকি, এক্ষুনি ফোন করে দাও। ও খাবে ব্যস। যাও।

খোকা। (যেতে যেতে) তাই বলে মিনুকে যেন সত্যি সত্যি বোলনা, তোমার জন্মদিন, ও ঠিক তারিখটা কিন্তু জানে।

দিবাকর। ঠিক আছে, তাহলে বোলো, স্বাধীনতা দিবস।

খোকা। স্বাধীনতা দিবস!

দিবাকর। হ্যাঁ, তোমার স্বাধীনতা দিবস।

লতা। বকবক না করে, ওকে হাত মুখটা ধুতে দেবে না কি।

খোকা। হাত মুখ ধোব কি—বাবা যেরকম হুহু করে উদার হয়ে যাচ্ছে। ঘুমটা হলে হয়।

লতা। তুই যাতো। খাবার তৈরী আছে—তোর হয়ে গেলেই ডাকবি। যা।

[খোকা চলে যায়।]

লতা। দেখলে, খোকা কেমন বাঁচিয়ে দিল আমাদের।

দিবাকর। শাস্ত্রে বলে, সন্তানই পিতার মুক্তি,—জীবিত কালে রক্ষা করে, মৃতদেহে মুখাগ্নি করে দেহকে বিশুদ্ধ করে, পিণ্ডদান করে আবদ্ধ আত্মাকে মুক্তি দেয়। ইহকাল পরকাল—সন্তানই পথ দেখায়। ও ওর কাজ করেছে।

লতা। খোকা আসছে জেনেই না—ঘড়িটা বন্ধ হয়েছিল, কিছুতেই দশটা বাজতে দেয়নি।

দিবাকর। ঘড়িটা বন্ধ, খোকাই কিন্তু প্রথম বুঝল।

লতা। খোকা থাকতে আমরা এভাবে মরতে পারি? কে মারে আমাদের!

দিবাকর। কালকে মিনুকে বেশ ভালো করে নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াও। শোনো, চালতের ডাল করবে—ওটা তুমি দারুণ রাঁধতে।

লতা। একটা কচি লাউ এনতো। নিজে বাজারে যাবে—সঙ্গে চিংড়ি মাছ আনবে। ভাবছিলাম লাউ চিংড়ি করব।

দিবাকর। মাছের মাথা দিয়ে সোনামুগের ডাল করো না!

লতা। ভাল বেসন আনবে, সঙ্গে বেগুন ভাজব।

দিবাকর। কেন বড়ি ভাজা!

লতা। খোকা বড়ি ভাজা ভীষণ ভালবাসে। ভালো দেখে আনবে। মাস কলাই ডালের বড়ি আনবে—বেশ নরম আর ধবধবে।

দিবাকর। আচ্ছা, এখানে ঢেঁকির শাক পাওয়া যায়, দেশে খেতাম।

লতা। খুঁজে দেখো, পেয়ে যাবে। আবার বুড়ো বুড়ো শাক এনোনা—ডগাটা ভেঙে দেখবে, কচি কিনা।

দিবাকর। একটু পিঠে করোনা, পাটিসাপ্টা—আজ রাত্রে আতপ চাল ভিজিয়ে রাখো।

লতা। তোমাকে আর রান্না শেখাতে হবে না। বেঁচে উঠে লোভে একেবারে জিভ ভিজিয়ে তুলছ।

দিবাকর। খোকাতো এসব বেশি খায়নি বলেই—

লতা। নিজের লোভটাও কিন্তু তোমার খুব ঢাকা থাকছে না।

দিবাকর। আসলে বেশ লাগছে, বুঝলে। গান করব ?

লতা। তাহলেই হয়েছে ! আমাকে না আবার নাচতে বলো।

দিবাকর। দাওনা নেচে !

[দুজনে হেসে ওঠে। হাসির সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলোটা রঙিন হতে থাকে। ওদের পিছনে ম্যাজিসিয়ান এসে দাঁড়ায়। ওরা দেখতে পায় না।]

ম্যাজিসিয়ান। (পিছন থেকে) সাতমহলা বাড়ির মানুষ দুটো যে সোনালি রূপোলি ঢেউ তুলে হাসছে।

[লতা আর দিবাকর দুজনেই ফিরে তাকায়।]

লতা। কাল আপনার নেমন্তন্ন।

ম্যাজিসিয়ান। কোথায় ?

দিবাকর। এই ঘরে।

ম্যাজিসিয়ান। রূপোর থালায়, না সোনার থালায় ?

লতা। জলে-ধোয়া মিষ্টি সবুজ কলার পাতায়।

ম্যাজিসিয়ান। ষোল ব্যঞ্জন সাজিয়ে দেবার জন্য ষোল বাটি পাশে থাকবে ?

দিবাকর। কলার পাতায় সবই ধরে।

লতা। (এগিয়ে গিয়ে) বড়ি ভাজা, লাউ চিংড়ি !

দিবাকর। (এগিয়ে গিয়ে বালকের মতো) ঢেঁকির শাক আর বেগুন ভাজা।

লতা। সোনামুগের ডালে থাকবে মাছের মাথা।

দিবাকর। সবার শেষে পাটিসাপ্টা !

লতা। কালকে আসুন।

দিবাকর। সাতমহলা বাড়ির থেকে কলাপাতায় অনেক স্বাদ !

লতা। সোনার থামে হীরের জরি !—অনেক ভালো ডালের বড়ি। কালকে আসুন।

ম্যাজিসিয়ান। (মুখ অন্যমনস্ক) আমার যে ভাই অনেক কাজ।

দিবাকর। তলোয়ারটা রেখে আসবেন—নতুন নতুন মানুষ থাকবে, ওরা ওসব দেখতে চায়না।

লতা। যাদুদণ্ডটাকে রাখবেন থলের মধ্যে।

দিবাকর। উঠোনটাতে যেটুকু মাটি ভালো করে কুপিয়ে দেব।

লতা। যাদুদণ্ডে নাড়া দিয়ে একটি রাঙা ফুল ফোটাবেন।

দিবাকর। খোকা নেবে?

লতা। খোকা কি আর নিজে রাখবে, সঙ্গীটিকে দিয়ে ছাড়বে।

দিবাকর। একই কথা।

লতা। কালকে আসুন।

ম্যাজিসিয়ান। (চিন্তিত মুখ) আমার যে ভাই অনেক কাজ। যেতে হচ্ছে।

লতা। কালকে একটু সময় করুন।

ম্যাজিসিয়ান। আচ্ছা, একটু ভেবে দেখি—সবই দেখি ওলট-পালট। ভাবতে হচ্ছে। বাইরে আছি। একটু বাদে বলে যাচ্ছি।

[ম্যাজিসিয়ান যে-দিক দিয়ে খোকা ঘরের ভিতর গেছে সেদিক দিয়ে চলে যেতে থাকে।]

লতা। ওদিক দিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?

দিবাকর। ও-ঘরেতো খোকা থাকে।

ম্যাজিসিয়ান। যাদুদণ্ডে অনেক আছে, খোকা কিছু চাইতে পারে।

লতা। না না, খোকা নিজের মতো নিজে আছে, ওর কাছে যাবেন কেন?

ম্যাজিসিয়ান। যাদুদণ্ডে অনেক আছে। তরুণ রক্ত, নানা রঙের নেশার ভক্ত। দেখতে হচ্ছে।

দিবাকর। অনেক নিয়ে আমরা কাঙাল, খোকা থাকবে সহজ স্বাধীন।

ম্যাজিসিয়ান। খোকার কথা খোকাই বলুক।

লতা। খোকা আমার নিজের ছেলে, আঁচল ঘিরে আড়াল দেব—দুষ্টু হাওয়া দূরে ঠেলব।

দিবাকর। আমরা এখন সাতমহলার রাজাও নই, রাণীও নই—খোকার ঘরের দ্বাররক্ষী। (ম্যাজিসিয়ান একটু এগোতেই) এই হুঁশিয়ার, কে যায় থামো।

[ম্যাজিসিয়ান থামে।]

লতা। খোকা আমার খেতে বসবে—বাইরে হটো।

দিবাকর। বাইরে হটো।

ম্যাজিসিয়ান। বাইরে আছি, খোকার খাওয়া হয়ে গেলে, আস্তে ডেকো। কথা আছে।

[ম্যাজিসিয়ান বাইরে যাবার দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়।]

দিবাকর। ম্যাজিসিয়ান খোকাকে চায়। বুঝেছ লতা, আমাদের আর দাম নেই ওর কাছে, আমাদের কিছু দিতেও চায়না। এবার খোকাকে চায়।

লতা। আমরা ঘরে ঢুকতে দিলেতো!

দিবাকর। ঘরের বাইরে যদি পিছু নেয়?

লতা। খোকাকে সাবধান করে দেব!

দিবাকর। খোকা নিজেই সাবধান। তাহলেও আমাদেরতো দায়িত্ব আছে। খোকা আমাদের বাঁচাবে, আমরা খোকাকে বাঁচাবনা? দুর্গা পূজায় শত্রুবলির কথা মনে পড়ে? খড়্গ তুলে শত্রুবলি হয়। আমরাও শত্রুবলি দেব। শাস্ত্রে আছে। পারবে।

লতা। পারব।

দিবাকর। যাদুকরকে ডাক। তুমি ওকে মুগ্ধ করবে—এতদিন আমাদের মুগ্ধ করেছে—এবার ওর মুগ্ধ হবার পালা। তুমি মেয়ে, তোমার যাদুদণ্ডেও কম নেই। রূপকথায় ডাইনির হাত পা টিপে দিতে দিতে রাজকন্যা যেমন করে ওর মরণের খবরটা নিয়ে নিতো তেমনি করে জেনে নাও। তারপর আমি সাতহাত জলের নীচে ডুব দিয়ে ওর প্রাণ ভোমরাটাকে দুখণ্ড করে ফেলব। ওকে ডাকো, আমি আড়াল থেকে শুনছি।

[দিবাকর লুকিয়ে থাকে।]

লতা। দরজার কাছে গিয়ে, যাদুকর, যাদুকর।

[যাদুকর ঢুকে পড়ে।]

যাদুকর। বান্দা হাজির। গলা শুনে মনে হচ্ছে ভুল ভেঙেছে। আর একটি কই ?

লতা। উল্টো-পাল্টা কথা বলছে—বিদেয় করে কাছে ডাকছি। খোকা আমার রাজার ছেলে, কি ধন দেবে ?

ম্যাজিসিয়ান। যে যা চাইবে, সবাই পাবে। প্রভুর কাছে সবই থাকে। কেবল প্রভুর কাছে একটু বাধ্য থাকবে।

লতা। আমরাওতো বাধ্য ছিলাম।

ম্যাজিসিয়ান। যাদুদণ্ড তাইতো দিল। খোকা কোথায় ?

লতা। খেয়ে আসছে।

ম্যাজিসিয়ান। খোকার পিতা হঠাৎ যেন বিগড়ে যাচ্ছে।

লতা। পাগল মানুষ, অনেক পেয়ে মাথা গেছে—ঘুম পাড়িয়ে একলা আছি। আমরা দুজন মিলেমিশে খোকার রাজ্য পাট সাজাব। রাজি ?

ম্যাজিসিয়ান। সঠিক রাজি। তবে একটু তাড়াতাড়ি। (থলে থেকে একটা ঘুঙুর বের করে) রূপোর ঘুঙুর। যেই বাজাব, খোকার রক্তে বেজে উঠবে লক্ষ ভ্রমর, ফুলের গন্ধে মাতাল হবে—ফুলটা হবে হীরামতির। বুকে জাগুক রঙিন নেশা, চোখে ফুটবে লাল পিপাসা—এটা চাইবে, ওটা চাইবে প্রভুর কাছে হেঁটে হেঁটে সঠিক দেখে চলে আসবে।

লতা। যাদুকর, তোমার কত বয়স হলো ?

ম্যাজিসিয়ান। হিসেব নেই গো।

লতা। মনে হচ্ছে অনেক বুড়ো।

ম্যাজিসিয়ান। যাদুদণ্ড অনেক কালের ; বলতে পার, অনেক বুড়ো।

লতা। মরে গেলে খোকার ছেলে, নাতি, নাতনি—ওদের কিযে উপায় হবে। ভাবতে গেলে ভয়ে আমার হৃদয় কাঁপে।

ম্যাজিসিয়ান। মিথ্যে ভয়ে মরছ কেন ? আমার কি আর মরণ আছে

—মরব কেন? নানান দিকে নানান কাজে এত ব্যস্ত—বুড়ো হবার সময় পাইনে।

লতা। তবে তুমি অমর নাকি?

ম্যাজিসিয়ান। বলতে পার।

লতা। থলের মধ্যে কি কি আছে? সারা সময় আগলে থাকো। ভার লাগেনা? দাওনা একটু ধরে থাকি, খানিক সময় হাল্কা হবে, আরাম চাইতো!

[থলেটা ধরতে যায় লতা। যাদুকর যেন ছিটকে পিছিয়ে যায়।]

ম্যাজিসিয়ান। একি করছ! থলের মধ্যে সোনার আপেল, নড়লে চড়লে বুকে লাগে!

লতা। সোনার আপেল! দাওনা দেখি।

ম্যাজিসিয়ান। নিরেট সোনা, নরম সোনা—তরল রসের সোনার আপেল। সবাই খুঁজছে সোনার আপেল। লোভের রসে, নেশার রসে, টাপুর টুপুর সুখের রসে সোনার বরণ মিষ্টি আপেল।

লতা। দাওনা একটু খেয়ে দেখি? আধখানা দাও।

ম্যাজিসিয়ান। কি সর্বনাশ! সোনার আপেল দুভাগ হলে সবই গেল। ওটাইতো প্রাণ—ওটা ভাঙলে আমিও ভাঙা, দুখান হলে আমিও দুখান। ওটি আমার সঙ্গে থাকে। দেয়া যায়না।

লতা। আমার হাতে দাওনা—আমি খোকার কাছে নিয়ে যাচ্ছি। নেশা লাগবে—আস্তে আস্তে হেঁটে আসবে। যাদুদণ্ড নেড়ে ওকে তোমার বশ মানাবে।

ম্যাজিসিয়ান। সোনার আপেল দেয়া যায়না। যেখানে যাই সেখানে ওর ছায়া পড়ে। এই ঘরেতেও ছায়া আছে। আমি কেবল ছায়া বিলোই (হঠাৎ যাদুদণ্ডটা নেড়ে খোকার ঘরের দিকে দণ্ডটা নিবদ্ধ করে) ঐতো ছায়া, সোনার আপেল ছায়া ফেলল—খোকার ঘরের কাছে দুলছে, দুয়ার ধরে কেঁপে উঠছে—আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকবে। এবার চলি।

[ম্যাজিসিয়ান দ্রুত চলে যায়। দিবাকর বেরিয়ে আসে।]

দিবাকর। কোথায় ছায়া?

লতা। ঐতো, গ্যাখো খোকার দরজার কাছে (উইংসের ভিতরের দিকে দর্শকের অগোচর কোন স্থানে আঙুল নির্দেশ করে।) একটা সোনার আপেলের ছায়, খোকাকে লোভ দেখাবার জন্য দুলছে, যেন রঙের মায়ায় মন ভোলাবার জন্য রূপসী সেজে আছে। কি ভয়ংকর নেশা করেছে ছায়াটা, গ্যাখো!

দিবাকর। (একটা ছুরি বের করে) লতা, যাদুকর হাতছাড়া হোল, কিন্তু ঐ ছায়াটা—এস ওটার বুকে ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিই। রূপকথার সেই সাতহাত জলের নীচে ডাইনীর প্রাণ ভোমরটার মতো কেটে দুখান করি।

লতা। কিন্তু আপলটাতো ও নিয়ে গেছে—ওটাইতো আসল প্রাণ।

দিবাকর। এই বাড়িতে এটাই ওর প্রাণের ছায়া। অস্ত্রটা ঐ সোনার আপেলের ছায়াটার বুকে বসালেই এ বাড়িতে ওর খেলা শেষ! দূর থেকে একটা বিকট শব্দ শুনবে। সেই আছড়ে-পড়া ডাইনির চিৎকার।

লতা। কিন্তু কি সুন্দর রঙ, গ্যাখো।

দিবাকর। দুচোখ ঢাকো। (ছুরিটা নিয়ে ছায়াটার দিকে এগোয়) দুচোখ ঢাকো। শত্রু বলি। দশভূজার পায়ে শত্রু বলি। বলির বাজনা বাজাও।

[দুর্গাপূজার বলির বাদ্য বেজে ওঠে। মঞ্চের আলো ভয় ও স্বপ্নের ব্যঞ্জনা ফোটাবে। বাজনাটা ধীরে ধীরে উঁচুতে উঠতে থাকে। সেই মুহূর্তে দিবাকরের ছুরি সমেত হাতটা আলো-অন্ধকারের মধ্যে শূন্যে উঠে ছায়াটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বলির বাজনা তীব্রতম হয়ে উঠল। লতা চোখ খুলে দেখে। মুখ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। দূর থেকে প্রচণ্ড একটা আর্তনাদ উঠে থেমে যায়। বাজনা থামে।]

দিবাকর। শত্রুবলি। বল আমি কেমন বীর?

লতা। (উৎফুল্ল) তুমি একটা দারুণ বীর, বিশাল বীর।

খোকা। (নেপথ্যে) মা।

লতা। খোকা ডাকছে। আমি যাচ্ছি। চল।

[লতা চলে যায়। দিবাকর পিছে পিছে যেতে থাকে। সাংবাদিক দুজন ঢোকে।]

প্রথম। এক মিনিট।

[দিবাকর ঘুরে দাঁড়ায়]

দ্বিতীয়। ছবি নেব।

[দুজনে ছবি নিতে থাকে]

দিবাকর। খোকা খেতে বসেছে, আমি যাব।

প্রথম। যেতে পারেন। আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আড়াল থেকে একটা গ্রুপ ছবি নেব।

দিবাকর। আমাদের সকলের এক সঙ্গে ছবি। খুব ভাল আমরা প্রস্তুত।

[দিবাকর চলে যায়। ওরা ভিতরে দিকে মুখ রেখে ছবি তোলে। তারপর মঞ্চের সামনের দিকে দুজন দুই প্রান্তে এসে দাঁড়ায়।]

প্রথম। (স্বগতোক্তির মতো) প্রলোভন থেকে পতন, পতন থেকে মৃত্যু, মৃত্যু থেকে মৃত্যু।

দ্বিতীয়। (স্বগতোক্তির মতো) উদ্ধার সম্ভব। উদ্ধার সম্ভব।

প্রথম। পতন থেকে মৃত্যু, মৃত্যু থেকে উদ্ধার।

দ্বিতীয়। উদ্ধার সম্ভব, উদ্ধার সম্ভব।

প্রথম। উদ্ধার সম্ভব, সম্ভব।

দুজনে। (একসঙ্গে) উদ্ধার সম্ভব, উদ্ধার সম্ভব।

[পর্দা পড়ে। অন্ধকারের মধ্যে ভিক্টারের সেই পার্টির বলির বাজনা বাজতে থাকে